অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি



প্রবোধকৃষ্ণ দাসমহাপাত্র

3263.

This book was taken from the Library of Extension Services Department on the date last stamped. It is returnable within 7 days.

21.3.74
16.4.74
9.12.74
16.12.74
6.1.75
17.1.75
15.1.76
29.1.76.
31.3.77
26.8.77
7.9.77
10.1.79
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
26.3.80
24.3.81

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি

METHODOLOGY OF ECONOMICS & CIVICS

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
3263
Dept. of Extension
SERVICES
7.3.74
CALCUTTA-27

শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র, এম. এ. বি. টি.

॥ মুখ্য পরিবেশক ॥
ইণ্ডিয়ান বুক ডিস্ট্রিবিউটিং কোং
৬৫।২, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা - ৯

330
Dasmaha

প্রকাশক :
শ্রীমতী মিনতি দাস মহাপাত্র
মহাপাত্র পাবলিকেশন সোসাইটি
৪৫ বি, চক্রবেড়ে রোড্-নর্থ, কলিকাতা-২০

Copyright of the book and every part of it, including the arrangement, illustrations etc, is exclusively reserved to the Author. No part of the book can be reproduced, in any form or by any means, without the written permission of the Author. Any infringement of the copyright is liable to prosecution.

প্রথম প্রকাশ, স্বাধীনতা দিবস ১৯৬৮।
দ্বিতীয় প্রকাশ, অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৭৭।১৯৭০

প্রচ্ছদ :
ধানের শীষ ও রাষ্ট্রদণ্ড (Mace)

330
Das Maha

পরিকল্পনা :
গ্রন্থকার

মূল্য নয় টাকা

শিল্পী :
শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার সর
ব্লকমেকার :
প্রসেস্ এণ্ড প্রিন্ট্ (প্রাঃ) লিঃ
৫, ব্লক মেনস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

মুদ্রাকর :
শ্রীমতী শ্যামলী ঘোষ
সুকল্যাণী প্রেস
১৫ বি, বিনোদ সাহা লেন
কলিকাতা—৬

উৎসর্গ

যাঁদের আশীর্বাদ, অনুপ্রেরণা উৎসাহ-উদ্দীপনা আমার জীবনের মূলধন, যাঁরা আমার জ্ঞানের দীপশিখা, পথের দিশারী, যাঁদের বৃত্তির অনুরূপ আমার বৃত্তি, যাঁরা আমার জীবনসাথী, সেই গুরু, সেই শিক্ষকের শ্রীচরণকমলে অর্পিত হলো আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা।

ভূমিকা

পৌরবিজ্ঞান ও অর্থনীতি এযাবৎকাল কলেজেই পড়ানো হ'ত। কয়েক বছর হ'ল উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিষয়টি প্রবর্তিত হয়েছে। স্কুল শিক্ষার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে; স্কুলে শিক্ষাদানের একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও যথোচিত নৈপুণ্য অর্জন করা সর্বস্তরের শিক্ষারই লক্ষ্য। এছাড়া শিক্ষার মাধ্যমে বিষয়টির প্রতি শিক্ষার্থীর একটি মানোভাব গড়ে ওঠে। বিষয়টিকে আশ্রয় করে শিক্ষার্থীদের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বিকাশলাভ করে। ঐ মনোভাব, ঐ দৃষ্টিভঙ্গীতে বুদ্ধির স্থান আছে, হৃদয়ের এবং প্রাণেরও কিছু স্পর্শ আছে। অনুরাগ প্রাণচঞ্চল কৈশোর ও নবযৌবনে প্রবল। এই অনুরাগকে শিক্ষার প্রয়োজনে লাগান দরকার। শিক্ষার্থীরা যদি বিষয়টি ভালো করে বুঝতে পারে, বিষয়টি যদি তাদের ভালো লাগে, যাঁরা বিষয়টি শিক্ষাদানে রত তাঁদের যদি ভালো লাগে, বিষয়টি যদি শিক্ষার্থীদের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা জাগায়—বিষয়টিকে তারা ভালোবাসতে শিখবে, বিষয় আশ্রিত একটি বাঞ্ছিত দৃষ্টিভঙ্গী তাদের মধ্যে গড়ে উঠবে। জ্ঞানস্পৃহা, জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ—জ্ঞানী ব্যক্তির একটি লক্ষণ। কোন একটি বিষয়ে জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানের প্রতি অনুরাগের ভিত্তি স্কুলে স্থাপন করা সম্ভব। শিক্ষা সম্বন্ধে যে ভীতি ও ঔদাসীন্য ছোট ও বড়দের মধ্যে সচরাচর দেখা যায়—তার পত্তনও অনেকাংশে স্কুলেই হয়। স্কুলের শিক্ষার ব্যাপারে স্বভাবতঃ যথেষ্ট সতর্কতা আবশ্যক।

কেবলমাত্র বিষয়টির জ্ঞানই যথেষ্ট নয় শিক্ষাদানের পদ্ধতিটিও ভালো করে আয়ত্ত করে শিক্ষক সুষ্ঠু শিক্ষাদানে সক্ষম হতে পারেন। পৌরবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়টি স্কুলে নতুন। এ বিষয়ে স্কুলে শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেকের ধারণা অস্পষ্ট। শ্রীমহাপাত্র পৌরবিজ্ঞান ও অর্থনীতি শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে একখানি বই লিখতে উদযোগী হয়েছেন। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে বইখানি অভিনন্দনের যোগ্য। লেখকের ভাষা স্বচ্ছ ও সুন্দর। বইখানি পাঠক-পাঠিকার চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করবে। বইখানি পাঠের দ্বারা পাঠক-পাঠিকা উপকৃত হবেন।

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ
২৫।৩ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড
কলিকাতা—১৯

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত
অধ্যক্ষ, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ

পরিচিতি

আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ দাস মহাপাত্রের লিখিত "অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি" পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-টি, পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্য বিষয়—"Contents and Methods of Teaching : Economics and Civics"-এর ছাত্রদের উপযোগী করিয়া পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকে অর্থশাস্ত্র এবং পৌরবিজ্ঞান পঠন পদ্ধতি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। বাংলা বা ইংরাজীতে এই বিষয়ের উপর কোন পুস্তক এযাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে শ্রীমহাপাত্র একজন পথিকৃৎ।

বিষয়-সংস্থাপন ও প্রাঞ্জল ভাষায় তাহার আলোচনা পুস্তকখানির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, গ্রন্থকার পাঠটীকা রচনা সম্বন্ধে একটি বিশেষ অধ্যায় সংযোজন করিয়াছেন এবং নির্বাচিত বিষয়ের উপর দশ-বারোটা পাঠটীকাও দিয়াছেন। এইগুলি পদ্ধতির দিক দিয়া সুচিন্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। উপকরণ ব্যবহার আধুনিক পাঠদানের একটা বিশিষ্ট দিক। গ্রন্থকার নমুনা স্বরূপ কয়েকটি সু-অঙ্কিত চিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বি-টি ছাত্রদের পক্ষে পুস্তকখানি উপযোগী করিবার জন্য লেখক চেষ্টা করিয়াছেন এবং অকুণ্ঠভাবে বলিতে পারি তাঁহার এই চেষ্টা সার্থক হইয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য
অধ্যাপক, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ
কলিকাতা।
[বর্তমান অধ্যক্ষ, বিদ্যাসাগর বি, টি, কলেজ
মেদিনীপুর]

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ
১৫।৮।৬৮

॥ নিবেদন ॥

শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠ্যবিষয়রূপে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের পরিচিতি বেশী দিনের নয়। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ-সচেতন শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের গুরুত্ব অসীম। তাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই উভয় সমাজ বিজ্ঞানকে শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠ্যসূচী ভুক্ত করে প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের পরামর্শানুযায়ী মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে "অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান"কে ভারতের ভবিষ্যৎ তরুণ শিক্ষার্থীদের পড়ার সুযোগ দান করে যে দূরদৃষ্টিতার পরিচয় দিয়েছেন তা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু কেবল পাঠ্যসূচী অন্তর্ভুক্তিতেই এই সকল বিষয়ের পঠন-পাঠন সার্থক বা সফল হয় না। এ ক্ষেত্রে পদ্ধতি বিজ্ঞানের সঙ্গে পাঠ্য-বিষয়ের সমন্বয় একান্ত অপরিহার্য। বর্তমান এই মনোবিজ্ঞানের যুগে 'শিশুকেন্দ্রিক' ও 'জীবনভিত্তিক' শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। কিন্তু এই বিষয়টি বিদ্যালয় পাঠ্যবিষয়ভুক্ত না হওয়ায় আমাদের দেশে এমনকি বিদেশেও অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ কোন পুস্তক রচিত হয়নি। দীর্ঘ আট বছরের শিক্ষকতার সামান্য অভিজ্ঞতা, ডেভিড হেয়ার শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনাচক্র এবং ছাত্র হিসাবে এই মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ অর্জিত সামান্যতম অভিজ্ঞতার আলোকে, আর এই মহাবিদ্যালয়ের পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপকগণের শুভেচ্ছা, উৎসাহ, উদ্দীপনা, অনুপ্রেরণা, উপদেশ ও পরামর্শকে মূলধন করে সামান্যতম উপকরণ দিয়ে একটি বৃহৎ কর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করেছি। পুস্তকখানি যতটা সমৃদ্ধ হওয়া উচিত ছিল তা সম্ভব হয়নি। এই বিষয়ের পুস্তকের অভাব এবং শিক্ষা-বিজ্ঞানের নানা শব্দের যথাযথ পরিভাষার অপ্রাচুর্য আমার সফলতার পথে প্রধান অন্তরায়। কিন্তু আমি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন প্রবীন অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য এম. এ. বি. টি. মহাশয়ের অনুকূল সাযুজ্যে ও অকৃপণ সাহায্যে এবং পরমপূজ্য জ্ঞানদর্শী অধ্যক্ষ ডঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত এম. এ, পি-এইচ-ডি, ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন, মহাশয়ের সহৃদয় পরামর্শ ও নির্দেশনায় নানা বাধা অতিক্রম করেছি। মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁদের ঋণ পরিশোধ করা যাবে না এবং তাঁদের আন্তরিকতা ক্ষুন্ন করবো না। তাছাড়া এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদরদী অধ্যাপক ডঃ নৃত্যলাল বসাক এম. এ, বি-টি, ডি-ফিল, অধ্যাপক শ্রীকমলকুমার চ্যাটার্জী এম. এ, এম. এড, বি-টি, অধ্যাপক শ্রীমতীন্দ্রকুমার রায় এম. এস-সি, বি-টি, অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গিরি এম-এস-সি, বি-টি, অর্থনীতি বিভাগের বর্তমান অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিভূষণ দত্ত এম. এ. বি-টি, মহাশয়গণের কাছেও আমি নানাভাবে ঋণী।

সর্বোপরি আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক বর্তমান উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন এম. এ. পি-এইচ-ডি (লণ্ডন), ডিন্-অব সায়েন্স ডঃ দুঃখহরণ চক্রবর্তী, ডি-এস-সি, এফ-এন্-আই, বহুদর্শী অধ্যাপক শ্রীকমলাকান্ত মুখার্জী এম. এ. বি-টি, ডিপ-ইন-স্পিকিং-ইংলিশ, জে-পি, প্রধান অধ্যাপক ও ডিন-অব-ফেকাল্টি অব এডুকেশন, গুণগ্রাহী অধ্যাপক ডঃ সুবিমলকুমার মুখোপাধ্যায় এম. এ, ডি.লিট, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান, প্রবীণ শিক্ষাব্রতী অধ্যক্ষ শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী এম. এ, ছাত্রদরদী অধ্যাপক শ্রীসুনীলকুমার মিত্র, এম. এ. এল-এল-বি এবং ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক শ্রীসুব্রত গুপ্ত এম. এ মহোদয়গণ আশীর্বাণী ও সুচিন্তিত মন্তব্য দান করে গ্রন্থখানিকে সুসমৃদ্ধ এবং আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বস্তুতঃ তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই।

গ্রন্থরচনা ও প্রকাশনা কালে নানা জনের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। স্বদেশী ও বিদেশী বিভিন্ন গ্রন্থ-উদ্যান থেকে প্রয়োজনীয় অংশ চয়ন করেছি। তাঁদের ঋণ শোধ করা যাবে না। তাঁদের মধ্যে শ্রীজগদীশ্বর পাল এম. এ, এল্-এল্-বি, (এষ্টেট্ এণ্ড ডেভ্‌লাপমেণ্ট অফিসার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীমতী মঞ্জু ব্যানার্জী এম. এ. বি. টি. শ্রীসুধীরচন্দ্র মেইকাপ এম. এ, বি. টি. ও শ্রীশ্যামাপদ মণ্ডল এম. এ. বি. টি., প্রচ্ছদপট শিল্পী শ্রীমান্ প্রদ্যোৎকুমার সর এবং সংযোজক হিসাবে শ্রীমান গিরিশ মহাপাত্রের ভূমিকা, সাহায্য ও আন্তরিকতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাছাড়া, এই গ্রন্থ রচনার মূল প্রেরণা যাঁরা দিয়েছেন এবং দ্রুত মুদ্রণে যিনি পরম আত্মীয়ের ন্যায় সাহায্য করলেন সেই মুদ্রাকর শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাণ্ডার কাছেও আমি বিশেষ ভাবে অনুগৃহীত।

পরিশেষে আমার প্রিয় শিক্ষক-বন্ধুদের কাছে এবং প্রীতিভাজন পাঠকবর্গের কাছে বিশেষ নিবেদন এই যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থখানি প্রকাশ করা হয়েছে। দ্রুতবেগে মুদ্রণকার্য শেষ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি এবং মুদ্রাকর-প্রমাদ থেকে গেল। এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য গুণগ্রাহী পাঠকদের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করছি। আর তাঁদের এ বিষয়ে কোন বক্তব্য থাকলে তা আমার কাছে দয়া করে পাঠাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ রাখছি।

যাঁদের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে গ্রন্থখানি রচিত হলো তাঁদের শুভেচ্ছা হোক আমার ভাবীকালের পাথেয় আর সাফল্যের ভিত্তি।

৩০শে শ্রাবন, ১৩৭৫ ১৫ আগষ্ট, ১৯৬৮
৪৫বি, চক্র.বেড়িয়া রোড় নর্থ, কলিকাতা-২০ }

প্রবোধকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র

॥ দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন ॥

যাঁদের প্রয়োজনের তাগিদে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং আমার উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হয়েছে বলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমার গ্রন্থটি এবিষয়ের উপর প্রথম পুস্তক। এই গ্রন্থটি প্রকাশের এক বছরের পরেই বাজারে অনুরূপ পুস্তক কয়েকখানি আত্মপ্রকাশ করেছে। দুঃখের বিষয় জনৈক গ্রন্থকার আমার পুস্তকটির হুবহু নকল করেছেন। কোন প্রকার স্বীকৃতি বা সৌজন্য প্রকাশ করেননি। এইরূপ প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমার পুস্তকটি বহুর মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে এবং গুনগ্রাহী পাঠক-পাঠিকাদের অকৃত্রিম সমর্থন লাভ করেছে। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ লাভ করে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, পরিবেশক ও পুস্তক বিক্রেতা সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রথম সংস্করণে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। বিদগ্ধ পাঠক সমাজের পরামর্শ অনুযায়ী এবারে গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জিত করা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. টি. বা বি. এড্. পাঠক্রম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজিত করা হয়েছে। গ্রন্থখানি যাতে সর্বাধিক প্রয়োজনসিদ্ধ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থহিসাবে সমাদর লাভ করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। মূল ইংরাজী উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদ এবং প্রধান সমস্যা গুলির সমাধান যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিক পদ্ধতি বিজ্ঞানের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে পাঠটীকা গুলি রাখা হয়েছে। আশাকরি গুণী অধ্যাপক-বৃন্দ এবং শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ গ্রন্থখানির সমাদর করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে পুনরায় আবদ্ধ করবেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে পরম শ্রদ্ধা ভাজনীয়া অধ্যক্ষা শ্রীমতী কল্যাণী প্রামানিক এম. এ. বি. টি. (কলি), এম. এ. ডিপ-ইন-এডুকেশন (লীডস্), সাহিত্য ভারতী এবং পরমপূজ্য অধ্যক্ষ শ্রীদিবাকরদাস মহান্ত, এম. এ. বি. টি গ্রন্থটির আদ্যপ্রান্ত সংশোধন এবং বিষয় বিন্যাস পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে অকৃপণ সাহায্য করেছেন। আর ডঃ আর. এইচ. দভে প্রধান অধ্যাপক, এন-সি-ই-আর-টি (নূতনদিল্লী) মহাশয় এই গ্রন্থ রচনায় এবার বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। এঁদের

সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাছাড়া যাঁরা গ্রন্থটির গুণাগুন সম্পর্কে সুপরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. বি. টি., অধ্যাপক শ্রীনির্মল বসু এম. এ., অধ্যাপিকা শ্রীমতী আত্রেয়ী ঘোষাল, এম. এ. বি. টি., অধ্যাপিকা শ্রীমতী ইলা রায় চৌধুরী, এম. এ. বি. টি., অধ্যাপিকা শ্রীমতী অর্চনা গুহ, এম. এ. বি. টি., অধ্যাপিকা শ্রীমতী পারিজাত সেনগুপ্তা, এম. এ. বি. টি., অধ্যাপক শ্রীপরিতোষ মুখোপাধ্যায়, এম. এ. বি. টি., অধ্যাপক শ্রীঅজিত কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ, বি. টি. মহোদয়গণের বদান্যতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৌখিক ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের ঋণ শোধ করা যাবে না।

পরিশেষে এবারে গ্রন্থ প্রকাশনা কালে নানা অনিশ্চিত অবস্থা ও বাধা বিঘ্নের মধ্যেও বহুজনের কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছি তা অবশ্য স্বীকার্য। এঁদের মধ্যে সুকল্যাণী প্রেসের কর্মীবৃন্দের ভূমিকা ও আন্তরিকতা অবিস্মরণীয়। শ্রীমান্ প্রদ্যোৎকুমার সর এবারও নানা ছবি এবং প্রচ্ছদপট অঙ্কন করেছেন। এঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। নিবেদন ইতি—

অক্ষয় তৃতীয়া
২৪শে, বৈশাখ, ১৩৭৭
৮ই মে, ১৯৭০

নিবেদক
গ্রন্থকার

গুণি-জন-মত

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন,
এম এ পি-এইচ-ডি (লণ্ডন),
উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সেনেট হাউস
কলিকাতা-১২
২৭-৮-৬৮

আজকাল বাংলায় বই লেখার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনার স্থান নাই। কাজেই শ্রীমান্ মহাপাত্রের লেখা বই দেখে ভালই লেগেছে। বই সহজ ভাষায় লেখা। আমাদের শিক্ষক ও বিদ্যোৎসাহীরা এই দিকে আরো বেশী নজর দেন এই প্রার্থনা করি। ইতি—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন
উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ডি, চক্রবর্ত্তী,
ডি-এস-সি, এফ-এন-আই,
ঘোষ অধ্যাপক ও রসায়ন বিভাগীয় প্রধান
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞান কলেজ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৯২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯
২৫-৮-৬৮

শ্রীমান্ প্রবোধকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র লিখিত 'অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি' পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। বাংলা ভাষায় এই প্রকার পুস্তক সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইল। শ্রীমান্ দাস মহাপাত্র উৎসাহী ছাত্র এবং শিক্ষক। আশা করি শিক্ষার্থীগণ এই পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। ইতি—

শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী
ডিন অব ফেকালটি অব সায়েন্স

গুণি-জন-মত

Prof. Subimal Kumar Mukherjee
M. A. D. Lit.

University College of
Arts and Commerce
Asutosh Building,
Calcutta.

শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র লিখিত "অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি" পুস্তকখানি পাঠক সমাজে বিশেষ করিয়া যাঁহারা ঐ বিষয়ে শিক্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁহাদের কাছে সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান সম্বন্ধে বহুবিধ পুস্তক বাজারে প্রচলিত। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর ও প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই পুস্তকগুলি লিখিত। কিন্তু শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ দাস মহাপাত্রের পুস্তকখানির অভিনবত্ব হইল যে ইহার মধ্যে ঐ বিষয়ের শিক্ষণ পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। শিক্ষণ পদ্ধতিগুলি সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে এবং সেগুলির দোষগুণেরও বিচার করা হইয়াছে এবং সমাধানের উপায়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি এইগুলির সমন্বয়প্রসূত কোন একটি বিশেষ পদ্ধতি একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সেই সমন্বয় সাধনের মূল দায়িত্ব হইল ঐ বিষয়ের শিক্ষকের বা অধ্যাপকের। আশা করি এই পুস্তকখানি ঐ বিষয়ে শিক্ষণ ব্যবস্থার সংগে জড়িত সকল ব্যক্তির উপকারে আসিবে।

শ্রীসুবিমল কুমার মুখোপাধ্যায়
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক ও
রাষ্ট্রবিজ্ঞান-বিভাগীয় প্রধান

গুণি-জন-মত

University of Calcutta
Department of Education & Teacher Training
161, Syama Prasad Mookerjee Road
Calcutta—26
Aug. 26. 1968.

From

Prof. K.K. Mookerjee, M. A., B. T. Dip., Sp. Eng., J. P.
University Professor and Head of the Department of
Education and Dean of the Faculty of Education
University of Calcutta

In view of the introduction of subjects like Logic, Psychology Economics, etc. in the Higher Secondary Course, the Revised B. T. Curriculum also has included these as Content and Method Subjects since July, 1964. In the Old B. T. Regulations there was no provision for a Subject like Economics and Civics, and naturally there was no book in the market on the Method of Teaching this Subject. I am glad that Sri Prabodh Krishna Das Mahapatra's book entitled : '*Artha S'āstra o Paura Vijnān S'ikshana Paddhati*' is the first publication of its kind. Besides having other good qualities and features, the book has been written according to the Syllabus prescribed for the B. T. Examination. I hope our teacher-pupils will derive ample benefit out of it.

K. K. Mookerjee
Dean of the Feculty of Education

গুণি-জন-মত

শ্যামাপ্রসাদ কলেজ

৯২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা—২৬
১, ৯, ৬৮

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উপাধি পরীক্ষা পর্যন্ত প্রশ্নসমূহের মাতৃভাষায় উত্তর প্রদান করিবার অনুমতি দান করিয়া বঙ্গভাষায় পাঠ্যপুস্তক সাহিত্য সৃষ্টির যে অনুপ্রেরণা দিয়াছেন, তাহার ফলে বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া আমাদের বাংলা সাহিত্যের অসম্পূর্ণতা কিছু পরিমানে দূর হইতে চলিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিও এই পর্যায়ভুক্ত। গ্রন্থকার নিজে শিক্ষক। তিনি তাঁহার ছাত্রাবস্থায় ও শিক্ষক-জীবনে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক আন্দোলনে সর্বদাই অগ্রণী। তাঁহার সদ্য প্রকাশিত "অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি" গ্রন্থখানি বি-টি পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীগণের উপযোগী একখানি সহায়ক গ্রন্থ। গ্রন্থের ভাষা স্বচ্ছ ও বিষয়বস্তু মননশীলতার পরিচায়ক। ছাত্রছাত্রীগণ পুস্তকপাঠে উপকৃত হইবেন, নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পুস্তকখানির বহুল প্রচার কাম্য।

শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী
অধ্যক্ষ, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ

শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র কর্তৃক লিখিত "অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি" বইটির পাণ্ডুলিপি আমি পড়েছি। আমার মনে হয় বি. টি. ছাত্রছাত্রীদের জন্য এ ধরনের একটি বইয়ের খুবই প্রয়োজন ছিল। প্রাঞ্জল ভাষায় অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতির তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করে গ্রন্থকার ছাত্রছাত্রীদের অশেষ উপকার করেছেন। অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতির উপর অনেক বই লেখা হয়েছে ; কিন্তু এ বিষয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে বাংলা ভাষায় কোন বই এর আগে আমার চোখে পড়েনি। আমার বিশ্বাস, শুধু ছাত্রছাত্রীগণ নয়, সাধারণ পাঠক-পাঠিকাগণও এ বইটি পড়ে আনন্দ পাবেন।

সুব্রত গুপ্ত
প্রধান অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
যোগমায়া দেবী কলেজ।
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৮

SYLLABUS

UNIVERSITY OF CALCUTTA

Revised Syllabus For The B. T. Examination

Contents and Methods of Teaching—Economics and Civics.

Full marks—100

Methods

Aims and objectives of teaching Economics. and Civics. Place of Economics and Civics in the School Curriculum and their relation with subjects like Commerce, Geography, Mathematics, Statistics, History and Sociology.

Methods of teaching ; General approach ; Lectures, discussions, individualised instructions, Socialisation of the subject : Visits and Excursions to business places, local bodies, assemblies etc.

Teaching aids : Pictures, diagrams, audio-visual appliances, text and reference books, journals etc.

Testing and Evaluation.

CONTENTS

A. Economics :

1. Subject-matter and scope of Economics—the theory of scarcity and choice in money economy. Definitions of Marshall, Pigou, Davenport and L. Robbins Economic System and their functions—economic problems.

Economics and other social sciences, utility of study of economics.

2. Some fundamental concepts—Income, Consumer Behaviour, Firm and Industry, Equilibrium, Price Mechanism.

3. National Income, Standard of living.

4. Organisation of Production—the factors and scale of production. Population, Natural Resources, Capital and Technical Skill, Business Organisation, Large-scale and Smallscale production. Location of manufacturing Industries : Monopoly and Competitions.

5. Forms of Business Organisation—Partnership, Joint Stock Company, Co-operative Society and State Management.

6. The firm and the Market—Perfect and Imperfect Competition. Price determination under different forms. Equilibrium of the firm and industry under conditions of competition. Laws of Returns : Monopoly price and price discrimination under monopoly. Control of monopoly.

7. Money, Currency and Bank Money, creation of money by the Banking System, changes in the value of money and its measurement. Reasons for changes in the value of money, Inflation ; Deflation, effect of price changes, control of inflation and deflation, Central Bank and MonetaryPolicy. Money Market.

8. International Trade—Territorial Division of Labour—Absolute and comparative costs; Balance of Trade, Balance of payments.

Free Trade and Protection—Tariff, Exchange control, Devaluation.

9. Factor-Pricing-Marginal Productivity—Opportunity Cost, wages—Trade Union and collective bargaining, Rent, Interest and Profit.

10. Government Finance—Expenditure, Taxation and Debt.

11. Economic Functions of the Government—Planning—Maintenance Planning and development planning; Financing and Development Planning. Nationalisation of Industries.

12. Different Economic Systems—Laissez Faire Economy, Plannend Economy, Mixed Economy and Communistic Economy.

B. Civics :

1. Subject matter and scope. Ancient and modern civic ideals.

2. Evolution of human society.

3. The State—Nature, characteristics and origin.

4. Ends and Functions of the State. The State and the Individual. Individualism, Socialism and Communism.

5. Forms of Government—Democracy and Dictatorship. Parliamentary and Presidetial. Unitary and Federal.

6. Organ of Government, Separation of powers. Organisation and functions of the governmental organs.

7. The citizen—citizen and alien, Modes of acquisition of citizenship, Loss of citizenship.

8. Rights and Duties of the citizen in a modern State. Correlation of Rights and Duty.

9. Liberty and Law—Liberty and Rights, Rights, Liberty, Equality and Fraternity, Safeguards of liberty.

10. Public Service.

11. Public opinion. Public opinion in a Democracy. Organs of Public Opinion.

12. Party Government. Party Government in a Democracy. Multiparty and Bi-party system Party Government in a Dictatorship.

13. Constitutions—Written and Unwritten, Rigid and Flexible, Requisites of a good Constitution.

14. Nationality, Nation. Nationalism and Internationalism. United Nations. The Future of Mankind.

———

উপক্রমণিকা বিষয়-সূচী

OF EDUCATION FOR W
3263
Dept of Extension SERVICES
7.3.74
CALCUTTA-27

উপক্রমণিকা

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ
EVOLUTION OF ECONOMICS & CIVICS

অর্থনৈতিক চিন্তার ক্রমবিকাশ ঃ

মানব সভ্যতার শুরুতেই অর্থনৈতিক চিন্তার সূত্রপাত। গ্রীক, রোম ও ভারত এই তিন প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে অর্থশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কোন কোন অর্থবিজ্ঞানীর মতে অর্থনৈতিক তত্ত্ব সর্বপ্রথম গ্রীক দেশেই উদ্ভূত। প্রাচীন গ্রীক শব্দ 'Oikonomia' থেকে 'Economics, কথাটির উৎপত্তি। আবার কেউ কেউ বলেন 'অর্থশাস্ত্র' কথাটি মৌর্যযুগে রচিত কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' থেকেই সৃষ্ট। বস্তুতঃ গ্রীকরা অর্থশাস্ত্রকে 'পারিবারিক ব্যবস্থাপনা' (Household management) অর্থে ব্যবহার করতেন। অন্যদিকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা বা দণ্ডনীতির পরিচয় লাভ করা যায়। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বলেছেন যে ঐ গ্রন্থ রচিত হওয়ার বহু পূর্বে বহু পণ্ডিত 'দণ্ডনীতি' বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন। কৌটিল্যের কতদিন পূর্বে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছিল সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। 'জয়সওয়াল ও দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মনে করেন যে খ্রীষ্টপূর্ব ৬৫০ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। আলতেকারের মতে উহা খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের কাছাকাছি হবে। মহাভারতের শান্তি পর্বে (৫৯ অধ্যায়) বলা হয়েছে যে প্রথমে ব্রহ্মা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে এক লক্ষ অধ্যায়ে এক গ্রন্থ রচনা করেন এবং উহাকে অধ্যয়ন করে পরবর্তীকালে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাছাড়া "রামায়ণ (অযোধ্যা ১৫,৬৭ এবং ১০০, যুদ্ধ ১৭-১৮ এবং ৬৩ অধ্যায়), অগ্নিপুরাণ (২১৮—২৪২) গরুড়পুরাণ (১০৮—১১৫) প্রভৃতি গ্রন্থে অর্থনৈতিক সমস্যা আলোচিত হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে মনু (৭—৯) ও যাজ্ঞবল্ক্য (১।৩০৪—৩৬৭) প্রভৃতি এবিষয়ে প্রচুর তথ্য পরিবেশন করেছেন। আবার গুপ্ত যুগে 'কামন্দকীয় নীতিসার' খ্রীষ্টীয় নবম দশম শতাব্দীতে 'বার্হস্পত্য সূত্র' এবং 'শুক্রনীতিসার' অর্থশাস্ত্র বিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ"।[1] অপরদিকে ইওরোপ মহাদেশে খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ৪০০ শত বছর আগে গ্রীক দার্শনিক

অর্থশাস্ত্রের উৎপত্তি

1. ভারতকোষ পৃঃ ১৩৬—১৩৭

প্লেটো (Plato) এবং এ্যারিষ্টটল (Aristotle) অর্থনৈতিক নানা সমস্যা সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন। দার্শনিক প্লেটো লিখিত 'সম্পত্তি বন্টনের তত্ত্ব' (Theory of distribution of property), এ্যারিষ্টটলের 'ব্যক্তিগত মালিকানা ও যৌথ ব্যবহার তত্ত্ব' (Private ownership and common use), 'অর্থসৃষ্টির কৌশল' (Art of money making) এবং পারিবারিক ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি গ্রন্থ অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের প্রাচীনতম উপাদান।

কিন্তু অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্যের মতে—"প্রাচীন পণ্ডিতেরা অর্থ-নৈতিক বিধিব্যবস্থার নানা দিকের ভাল-মন্দ আলোচনা করলেও অর্থনীতিকে সুসংবদ্ধ শাস্ত্ররূপে গড়ে তুলতে পারেন নি। তাই শাস্ত্র হিসাবে অর্থনীতির উদ্ভব নিতান্ত আধুনিক কালে।"[1] আবার প্রবীন অর্থবিজ্ঞানী ডঃ ভবতোষ দত্ত বলেছেন "ব্যক্তির এবং সমাজের বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রকৃতি গতি এবং কারণ সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীন বৈজ্ঞানিক আলোচনা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের পণ্ডিতদের দান। ইওরোপে সপ্তদশ শতাব্দীতে মার্ক্যান্টাইলিষ্ট (Mercantilist) এবং পরবর্তী শতাব্দীতে ফিজিয়োক্র্যাট (Physiocrat) নামধারীপণ্ডিত গোষ্ঠী অর্থনীতির কোনও কোনও দিকের বিষদ আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক অর্থনীতির জন্ম যাঁহাদের হাতে তাঁহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাঁহাদের প্রামাণিক গ্রন্থ গুলি রচনা করেন।" [2]

আধুনিক অর্থশাস্ত্রের জন্ম

বস্তুতঃ মধ্যযুগ ছিল একেবারে তমসাচ্ছন্ন। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশে একটা বিরতি দেখা যায় এই যুগে। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীকে আধুনিক অর্থশাস্ত্রের উদ্ভবের যুগ বলা চলে। এই যুগে ১৭২৩ খ্রী অর্থশাস্ত্রের জনক অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। আধুনিক অর্থনীতির গোড়াপত্তন করেন অ্যাডাম স্মিথ। তাঁর রচিত 'Wealth of Nations' গ্রন্থটি (১৭৭৬ খ্রী) অর্থনৈতিক চিন্তারাজ্যে নব-জাগরণ এনে দেয়। তিনি ছিলেন অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থক। তাছাড়া তাঁর শ্রমের ভিত্তিতে মূল্যতত্ত্ব (Labour theory of value). মজুরী ও সুদ নির্ধারণ তত্ত্ব এবং কর নির্ধারণের বিভিন্ন সূত্র (Canons of Taxation) অর্থনৈতিক চিন্তারাজ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর সময় ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের গতিবেগ প্রবল হয়ে ওঠেনি। তাই তিনি শিল্প প্রধান সমাজে অবাধ প্রতিযোগিতার পথ কিভাবে রুদ্ধ হয়ে যাবে তা অনুমান করতে পারেননি।

অ্যাডাম স্মিথের অবদান

---

1. 2. ভারতকোষ পৃঃ ১২৯, ১২৪

অ্যাডাম স্মিথের ঠিক পরেই ধর্মযাজক টমাস রবার্ট মলথস (T. R. Malthus) ১৭৯৮ খ্রী তাঁর জনসংখ্যা বিষয়কতত্ত্ব "Essay on the principles of Population" এবং "The principle of Political Economy" পুস্তকে জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদন সমস্যা, বাণিজ্যিক মন্দা এবং কার্যকরী চাহিদা (Effective demand) প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার পর্যালোচনা করেন। এই সময় ক্লাসিক্যাল অর্থ-বিজ্ঞানীদের অন্যতম ডেভিড রিকার্ডো সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। ১৮১০ খ্রী ব্যাঙ্ক নোটের মূল্য হ্রাস সম্পর্কে রিকার্ডোর আলোচনা এবং ১৮১৭ খ্রী প্রকাশিত "The principles of Political Economy" বইয়ে খাজনাতত্ত্ব, জাতীয় সম্পদের বণ্টন সমস্যা এবং মূল্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণ অর্থশাস্ত্রের ক্রমবিকাশে স্মরণীয় উপাদান।

মলথস ও ডেভিড রিকাডোর চিন্তাধারা

জন স্টুয়ার্ট মিল উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তা নায়ক। ১৮০৬ খ্রী তাঁর জন্ম। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও মজুরী তত্ত্ব সম্পর্কে মিলের গবেষণা মৌলিকত্বের দাবি করে। তাঁর রচিত "Theory of comparative cost", "Theory of reciprocal demand" এবং "Wage Fund Theory" প্রভৃতি অর্থনৈতিক চিন্তাধারা তৎকালীন ইওরোপীয় সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। স্মিথ, মলথস ও রিকার্ডো প্রভৃতি অর্থনীতিবিদগণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে যতটা বিশ্বাসী ছিলেন স্টুয়ার্ট ততটা ছিলেন না। তাঁদের অর্থনৈতিক আলোচনা কার্যতঃ ছিল 'ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণ' (Micro-analysis) এবং 'আংশিক বিশ্লেষণ' (Partial equilibrium analysis) মূলক। কিন্তু মিল ছিলেন কিছুটা 'সমষ্টিগত বিশ্লেষণ' (Macro-analysis) এবং 'সাধারণ বা পারস্পরিক সাম্যস্থিতি বিশ্লেষণ' (General equilibrium analysis) অর্থনীতির সমর্থক।

জন স্টুয়ার্ট মিলের অবদান

মিলের পরে সমষ্টিগত অর্থনীতি বহুদিন অবহেলিত হয়েছিল। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে কার্ল মার্কস (Karl Marx, ১৮১৮-১৮৮৩ খ্রী) ব্যষ্টিগত ও আংশিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মূলে কুঠারাঘাত করেন। সমাজতন্ত্রের পথিকৃৎ দার্শনিক কার্ল মার্কস অর্থনৈতিক পটভূমিকায় মানব সভ্যতার গতি প্রকৃতি পর্যালোচনা করেন। বিজ্ঞান সম্মত যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন—অর্থনৈতিক ক্ষমতা লীপ্সাই সামাজিক বিশৃঙ্খলার মূল কারণ। কায়েমী স্বার্থবাদ ও ধনতন্ত্রবাদের মূলে আঘাত দিলেন তাঁর রচিত "Daskapital", "Labour Theory of value" প্রভৃতি যুগান্তকারী পুস্তকের দ্বারা। ভবিষ্যৎবাণী করলেন শ্রেণী সংগ্রামের পথে আসবে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ। প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রেণীহীন,

মার্কসের অবদান

শোষণহীন, শাসনহীন, সর্বহারাতন্ত্র। সামাজিক নিয়ন্ত্রনই চির অবহেলিত ও শোষিত কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের মুক্তির পথ। ব্যষ্টিমুখীন অর্থনৈতিক চিন্তারাজ্যে এলো বিপ্লবের বন্যা। অতীতের ধ্যানধারণা ধুয়ে মুছে 'সমষ্টিগত বিশেষণ' (Macro analysis) চিন্তাধারার পলল মৃত্তিকায় বিশ্বের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র শস্য শ্যামল হয়ে উঠল।

কিন্তু এতদিন দ্রব্যমূল্যের ব্যাখ্যা হিসাবে শ্রমিকের শ্রমকেই মূল উপাদান বলেই কল্পনা করা হয়েছিল। "এই ধারনার পরিবর্তন শুরু হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে। দ্রব্য মূল্য নির্ধারণে মানুষের রুচি ও চাহিদার যে গুরুত্বপূর্ণভূমিকা আছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ইংলণ্ডে উইলিয়াম স্ট্যানলি জেভনস্ (১৮৩৫-১৮৮২ খ্রী), অষ্ট্রিয়াতে কার্ল মেঙ্গার (১৮৪০-১৯২১ খ্রী) এবং সুইটজারল্যাণ্ডে লিঁয় হ্বালরাস (Leon Walras, ১৮৩৪—১৯১০ খ্রী)। তাছাড়া অষ্ট্রিয়ান স্কুলের অয়গেন ফন্ ব্যম বাহ্বের্ক (Eugenvon Bohm Bawerk ১৮৫১-১৯১৪ খ্রী) উৎপাদন ক্ষেত্রে মূলধনের গুরুত্ব সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত করেন।"[1]

অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের চিন্তাধারা

এরপরে উনবিংশ শতকের শেষার্ধে প্রাচীন ও নবীন অর্থনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন অ্যালফ্রেড মার্শাল (A. Marshall, ১৮৪২—১৯২৪ খ্রী) এই যুক্ত ধারাকে নব-ক্লাসিক্যাল (Neo-classical) অর্থনীতি বলা হয়। অধ্যাপক মার্শাল তাঁর "Principles of Economics" নামক পুস্তকে চাহিদা ও যোগানের নিয়ম, মূল্যতত্ত্ব, প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব, মজুরী নির্ধারণে প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তিরপ্রভাব, মুদ্রার পরিমাণের সঙ্গে মুদ্রামূল্যের সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতি এবং সরকারী আয়-ব্যয় নীতি প্রভৃতি বিজ্ঞান সম্মত ভাবে সামাজিকদৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেন। তাছাড়া অর্থনৈতিক আলোচনায় জ্যামিতিক রেখাচিত্র ও গাণিতিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রবর্তনে মার্শাল অন্যতম পথিকৃৎ।

মার্শালের অবদান

সমষ্টিবাদ ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণধর্মী অর্থশাস্ত্রের বিকাশ ঘটে। এই কল্যাণধর্মী অর্থবিজ্ঞানের সূত্রপাত করেন আর্থার সেসিল পিগুর (A. S. Pigou, ১৮৭৭—১৯৫৯ খ্রী)। নব ক্লাসিক্যাল অর্থনৈতিক চিন্তাধারার প্রধান প্রবক্তা হলেন অধ্যাপক পিগুর। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে 'The Economics of Welfare' গ্রন্থ। জাতীয় আয়ের পরিমাপ, কর্মনিয়োগ তত্ত্ব, বাণিজ্য চক্র, মুদ্রাস্ফীতি এবং দ্রব্যমূল্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর গবেষণা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

পিগুর গবেষণা

1- ভারতকোষ পৃ: ১৩৩

সমষ্টিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক চিন্তাধারাকে বহুদূর বিস্তৃত করেন পিগুর উত্তরসূরী অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইন্‌স (J. M. Keynes, ১৮৮৩—১৯৪৬ খ্রী)। তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ হচ্ছে, 'General Theory of Employment, Interest and Money.' তাঁর আলোচনার কেন্দ্র হল সমগ্র সমাজ, কোন একটি বিশেষ শিল্প বা প্রতিষ্ঠান নয়। তিনি আয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান তত্ত্বের নূতন ব্যাখ্যা করেন। অর্থশাস্ত্রে এক নূতন বিপ্লবের সূচনা ঘটে। এই জন্য এই সকল আলোচনাকে "Keynesian Revolution" বলে। তাঁর রচিত 'A Tract on Monetary Reforms' এবং 'A treatise on money' গ্রন্থ দু'টি অর্থনৈতিক জগৎকে আলোড়িত করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (I. M. F.) প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনাও তাঁর অর্থনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। কেইন্‌সীয় Macro Economics বা সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রবর্তনের পর অর্থনীতি পঠন পাঠনের ব্যবস্থাও 'Micro' এবং 'Macro' এই দুই দিকে প্রসারিত হয়েছে।

লর্ড কেইন্‌সের অবদান

বিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক ইতিহাসে বহু অর্থবিজ্ঞানীর অবদান বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। এদের মধ্যে ইংলণ্ডের শ্রীমতী জোন রবিনসন (১৯০৩ খ্রী) রবার্ট হিকস্‌ (১৯০৪ খ্রী), আমেরিকার এডওয়ার্ড চেম্বার লেন (১৮৯৯ খ্রী), হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্বাসিলি লিওন্তিয়েফ (১৯০৬ খ্রী) পল সামুয়েলসন (১৯১৫ খ্রী), জার্মানীর ফন্‌ স্ট্যাকেল বার্গ (১৯০৫—১৯৪৬ খ্রী), এবং ইটালীয় অধ্যাপক পিয়েরো স্রাফা (১৯২৬ খ্রী) প্রভৃতির অর্থনৈতিক চিন্তাধারা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। শ্রীমতী রবিনসনের অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বিচার বিশ্লেষণ এবং লিওন্তিয়েফের "input-output analysis" তাঁদের গবেষণার মৌলিকত্ব দাবি করে। গাণিতিক বা পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক তত্ত্বের মূল্যায়ণ বিংশ শতাব্দীর অর্থনীতিবিদদের বিশেষ অবদান। তাছাড়া যুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীর অনগ্রসর দেশগুলির অর্থনৈতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণ এই শতকের চিন্তাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদ্ধতি অর্ধন্নোত দেশগুলিকে বিশেষ প্রভাবিত করেছে। মুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজেও পরোক্ষভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি অনুসৃত হচ্ছে। আবার গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ও মিশ্র অর্থনৈতিক ভাবধারা বর্তমান শতকের অন্য একটি বিশেষ চিন্তাধারা। ব্যক্তিগত মালিকানা ও সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাঝা মাঝি অবস্থায় থেকে দেশের সামগ্রিক আর্থিক উন্নয়ন কতটা সম্ভব তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। এ ক্ষেত্রে

বিংশশতাব্দীর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা

বিকেন্দ্রিভূত পরিকল্পনার কথা বলা হয়ে থাকে। বর্তমান ভারত এই পথের পথিক। মহাত্মা গান্ধীর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা এই পথেই প্রবাহিত। স্বয়ংসম্পুর্ণ কৃষি ও কুটীর শিল্প নির্ভর 'সর্বোদয়' সমাজের ভিত্তি হচ্ছে এই বিকেন্দ্রিভূত পরিকল্পনা পদ্ধতি। বস্তুতঃ বর্তমানকালে অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশ ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতিও এই জটিলতার অন্যতম মূল কারণ। এই যুগে কিছু সংখ্যক ভারতীয় অর্থবিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেছেন সত্য। কিন্তু ইওরোপ ও আমেরিকার তুলনায় আমাদের প্রাচ্য দেশের এবিষয়ে মৌলিক অবদান বেশী নয়।

পৌরনৈতিক চিন্তার বিকাশ ঃ

অর্থশাস্ত্রের ন্যায় পৌরবিজ্ঞানের সঙ্গে মানব সভ্যতার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। আদিম যুগে মানুষ যখন খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদকে পরিবর্তিত হল তখন বাঁচার তাগিদে তাদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, রীতি-নীতি ও শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। যাযাবর মানুষের মধ্যে এলো স্থায়ী চাষ-বাস প্রবণতা। নিঃসঙ্গ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হল পরিবার, দল ও গোষ্ঠী। অবসান ঘটলো আদিম বন্য ও বর্বর যুগের। বিকাশ হল সমাজ জীবনের। আবার সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষাও হয়ে উঠলো অতি প্রবল। পরিবার থেকে এলো রক্তের সম্বন্ধ, দলে-উপদলে যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে প্রতিষ্ঠিত হল পারস্পরিক ঐক্য, খাদ্য ও বাসস্থানের প্রয়োজন থেকে অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশ ঘটলো, ধর্মবোধ থেকে সৃষ্টি হল ন্যায়-নীতি পরায়নতা এবং তার থেকে সভ্যতা, আর সভ্যতা থেকে জন্ম নিল পৌরচেতনা।

পৌরচেতনার উদ্ভব

বস্তুতঃ সভ্যতার (civilization) সঙ্গে ল্যাটিন শব্দ 'civitas' 'civis' বা নাগরিক (citizen) শব্দের মিল অতি সুস্পষ্ট। এই দুই শব্দের সংমিশ্রনে যে পৌরবিজ্ঞান বা 'civics, কথাটির জন্ম তা সহজেই অনুমেয়। আবার সংস্কৃত শব্দ 'পুর' থেকেও পৌর শব্দের উৎপত্তি হতে পারে। পরিবার থেকে পৌর জীবনবোধের বিকাশ। সভ্য মানুষই বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে বিভিন্ন 'পুর' বা নগর। আবার এই নগর সভ্যতাকে কেন্দ্র করে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে নগর রাষ্ট্র। উদ্ভব হয়েছে নানা রীতি-নীতি। আর এই নীতি থেকেই দণ্ডনীতি বা পৌর নীতির অভ্যুদয়। আমাদের মহাভারতের শান্তি-পর্বে' (৪৯ নং অধ্যায়) বলা হয়েছে সত্যযুগে কোন রাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু সেই 'গণ' যুগে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা হ্রাস পেতেই রাজা বা আইন স্রষ্টার (Law-giver) প্রয়োজন হল। রাজার শাসিত অঞ্চলকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হল

পৌরদর্শনের অভ্যুদয়

রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ এবং কর্তব্যাকর্তব্যই রাজদর্শন বা পৌরদর্শনে পরিণত হল। তাই পৌরনীতি অর্থনীতি অপেক্ষা বয়ঃ জ্যেষ্ঠ। ভারতের প্রাচীন ঋগ্বেদ, রামায়ণ ও মহাভারত এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' পৌরবিজ্ঞানের প্রাচীন গ্রন্থ। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায় রাষ্ট্রশাসন মূলক বিভিন্ন নীতির ব্যাখ্যা করে। আবার কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, দণ্ডের স্বরূপ, রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা, আভ্যন্তরিণ ও বৈদেশিক নীতি এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রভৃতি পৌরনৈতিক নানা উপাদান পাওয়া যায়। তাছাড়া তৎকালীন ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত 'গণপরিষদ', মন্ত্রী পরিষদ. নাগরাধ্যক্ষ, মহামাত্র ও অমাত্য প্রভৃতি বিভিন্ন শাসক মণ্ডলী রাজতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রদর্শনের স্বরূপ উৎঘাটিত করে।

আধুনিক পৌরবিজ্ঞান পাশ্চাত্য সভ্যতা কেন্দ্রিক। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের 'নগর রাষ্ট্রকে' কেন্দ্র করে এই বিজ্ঞানের সূত্রপাত। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato) ও এ্যারিষ্টটল (Aristole) এই বিজ্ঞানের জনক। এ্যারিষ্টটলের 'Politics' পৌরবিজ্ঞানের প্রথম পুস্তক। নগররাষ্ট্র ও তার সভ্য নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের অধিকার ও কর্তব্য প্রভৃতি নানা সমস্যার অনুশীলন ছিল এই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। এ্যারিষ্টটলই সর্বপ্রথম মানুষকে 'সামাজিক জীব' (Social animal) বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে আদিম সমাজের সংঘর্ষ ও সহযোগিতা (Conflict and Co-operation) থেকে সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক উত্তরাধিকার (Social heritage)। এর মধ্যে আছে ব্যক্তিত্ব বিকাশের বীজ। আবার সংঘাতের ফলে

গ্রীকদার্শনিকদের অবদান

প্রয়োজন হয়েছে এমন একটি কর্তৃত্ব (Authority) যা বিভিন্ন দল, উপদল, সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে। রাষ্ট্র হচ্ছে সেই কর্তৃত্ব (Authority), যা তার প্রতিভূ সরকারের (Government) মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্য সফল করে। রাষ্ট্রদর্শনের প্রকৃত রূপ যা এ্যারিষ্টটল অঙ্কন করে ছিলেন তার প্রভাব আজও অনেকখানি বিদ্যমান।

মধ্যযুগ তমসাচ্ছন্ন যুগ হলেও এযুগে পৌরবৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণা পরিবর্তিত হয়। গ্রীক ও রোমক সভ্যতায় যে ক্ষমতা নগর রাষ্ট্রের সভ্যদের হাতে ন্যস্ত ছিল তা

নবজাগরণও তার প্রভাব

মধ্যযুগে পোপ ও রাজার হাতে চলে যায়। খ্রীশ্চিয়ান চার্চের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। ফলে পোপ ও রাজাদের (Papacy vs Empire) মধ্যে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। আসে নব জাগরণ (Renaissance)। সৃষ্টি হয় ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়রাষ্ট্র। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। অন্যদিকে কলম্বাসের (Columbus) আমেরিকা আবিষ্কার এবং ভাস্কোডাগামা (Vascodagama) কর্তৃক উত্তমাশা অন্তরিপের

(Cape of Good Hope) পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যিক সম্বন্ধ পরিবর্ধিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে এক নূতন জগতের সন্ধান মিলে। ব্যবসায়ী শ্রেণীর সঙ্গে রাজাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির ফলে পোপের ক্ষমতা হ্রাস পায়। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। দেখা দেয় পুনঃসংস্কার আন্দোলন। জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন ভাবধারার উন্মেষ ঘটে।

নবজাগরণের ইতিহাসে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মেকিয়াভেলীর (Machiavelli) অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর রচিত 'Art of war', 'Discourses on Livy' এবং 'Prince' প্রভৃতি পুস্তক নূতন আলোর সন্ধান দেয়। তিনি প্রজাতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন না সত্য, তবে ইতালীয় ঐক্যের প্রয়োজনে রাজার সার্বভৌমত্বের উপর অধিক গুরুত্ব দেন। তাঁর

তৎকালীন চিন্তা নায়কদের অবদান

উত্তর সাধক বোডিন (Bodin) ও হিউগো গ্রোটিয়াস (Hugo-Grotius) রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে গবেষণা করেন। গ্রোটিয়াসের "The law of war and peace" পুস্তক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্রের সমান:অধিকারের স্বীকৃতি দেয়। বোডিনকে সমর্থন জানান টমাস হবস্ (Thomas Hobbes) জন লক (John Locke) এবং জন জেকুস রুশো (Jean Jacques Rousseau) তাঁদের সামাজিক চুক্তি (Social Contract Theory) মতবাদের মাধ্যমে। তাছাড়া ভিকো (Vico) রচিত 'Scienza Nuova' (New Science) এবং মনটেস্কুই (Montesquieu) লিখিত 'The Spirit of laws' সামাজিক চুক্তি মতবাদের যুক্তিঅস্বীকার করে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর গুরুত্বদেয়।

ফরাসী বিপ্লবের বাণী সারা পাশ্চাত্য জগৎকে আলোড়িত করে। নেপোলিয়ানের আবির্ভাব ঘটে। শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র সুদৃঢ় হয়। এই দুই বিপ্লবের বন্যা সামাজিক,

ফরাসী বিপ্লব ও শিল্পবিপ্লবের প্রভাব

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিককে প্লাবিত করে। নূতন শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। ঔপনিবেশবাদ ও শোষণবাদ তীব্র হয়ে ওঠে। ধনতন্ত্রবাদ, অবাধ বিনিয়োগ, অবাধ প্রতিযোগিতা এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ক্রমে ক্রমে পরিবর্ধিত হয়। ইওরোপীয় শক্তির আধিপত্য সারা পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করে। নিরঙ্কুশবাদ (Absolutism) এবং গণতন্ত্রের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে ইউটিলিটেরিয়ান (Utilitarian) চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। জেরিমী-বেনথাম (Jeremy Bentham), জন স্টুয়ার্ট মিল (J. S Mill) ও জন অষ্টিন (John Austin) প্রভৃতি এই ভাবধারার প্রবর্তক। এদের

মধ্যে মিলের 'On Liberty' এবং 'Representative Government' পুস্তক পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করে। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও প্রতিনিধিত্ব মূলক সরকারের যে রূপ রেখা অঙ্কণ করেন তার প্রভাব আজও বিদ্যমান। কিন্তু এই ইউটিলিটেরিয়ান চিন্তাধারা সকল মানুষকে আকৃষ্ট করেনি। সমষ্টিবাদের সমর্থকরা এই অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধিতা করেন। কালক্রমে এক আদর্শবাদী (Idealistic) ভাবধারা আত্ম প্রকাশ করে। এই ভাবধারা আবার জার্মান আইডিয়ালিষ্ট ও অক্সফোর্ড আইডিয়ালিষ্ট এই দুই শাখায় প্রবাহিত হয়। ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant), জে. জি. ফিক্‌টে (J. G. Fichte), জি, ডবল্যু, ফেডারিক হেগেল (George Wilhelm Friedrich Hegel) জার্মান দার্শনিকরা রাষ্ট্রকে বিশেষ ভাবে আদর্শমণ্ডিত করেন। কান্টের 'Metaphysical First', 'Principles of the Theory of law ও Eternal peace' এবং হেগেলের 'Philosophy of Right', 'Philosophy of History', 'Nation State' ও 'Dialectical Materialism' প্রভৃতি মতবাদ রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক চিন্তারাজ্যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। অন্যদিকে ইংলিশ দার্শনিক টমাস হিল গ্রীণ (Thomas Hill Green), ফ্রান্সিস হারবার্ট ব্রাডলি (Francis Herbert Bradley) ও বার্ণাড বসানকোয়েট (Bernard Bosanquet) ছিলেন কিছুটা মধ্যপন্থী। তাঁরা রাষ্ট্র ও ব্যক্তি উভয়কেই আদর্শ মণ্ডিত করেন। গ্রীনের 'Lectures on the Principles of Political obligation' এবং বসানকোয়েটের "Philosophical Theory of the State" এই আদর্শবাদী চিন্তারাজ্যে আর এক ভাবধারার সন্ধান দেয়।

পরবর্তী চিন্তা-নায়কদের অবদান

বিজ্ঞানের অগ্রগতি পৌরবৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রকে আরো উর্বর করে তোলে। ফলে বৈজ্ঞানিক স্কুল ও মনস্তাত্ত্বিক স্কুল এক নূতন আলোর সন্ধান দেয়। হারবার্ট স্পেনসারের (Herbert Spencer) বিবর্তনবাদ, চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং তাঁর রচিত 'Principles of Sociology' ও The Man versus The State' প্রভৃতি গ্রন্থ পৌর বৈজ্ঞানিক চিন্তা জগৎকে বিশেষ ভাবে আলোড়িত করে। আবার ওয়ালটার বেগটের (Walter Bagehot) রচিত 'Physics and Politics' পুস্তকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়। গ্রাহাম ওয়ালা (Graham Wallas) রচিত 'Human Nature in Politics' এবং উইলিয়াম ম্যাক্‌ডুগালের (William Mc Dougall) "Introduction to Social Psychology' সামাজিক বিজ্ঞানের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি আরো সুদৃঢ় করে।

বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক স্কুলের অবদান

কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষার্ধে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ পৌরবিজ্ঞানের বিবর্তনে আবার এক নূতন যুগের সূচনা করে। কার্ল-মার্কস (Karl Marx) ভগীরথের ন্যায় এক নূতন ভাব ধারা নিয়ে এলেন পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে। বস্তুতঃ কার্লমার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ (Freidrich Engels) অতীতের চিন্তা রাজ্যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাঁদের "Holy Family' ও 'Communist Manifesto' প্রভৃতি গ্রন্থ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে সর্বহারা শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রকাশ করে। তাছাড়া মার্কসের 'Daskapital', বস্তুতান্ত্রিক বিবর্তনবাদ (Dialectical Materialism), শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব এবং রাষ্ট্রতত্ত্ব (Theory of State) প্রভৃতি কালজয়ী গ্রন্থ পৌর-বৈজ্ঞানিক চিন্তা জগতের পরিধি আরো বিস্তৃত করে।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ধারার অবদান

বর্তমান শতকে ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বা মিশ্র অর্থনৈতিক ভাব-ধারা পৌরবৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রকে আরো জটিল করে তুলেছে। মানব সমাজ আজ আর জাতীয় রাষ্ট্রের পরিসীমায় আবদ্ধ নয়। মার্কসের আন্তর্জাতিকতাবাদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বপ্রেম, মহাত্মা গান্ধীজীর মানবতাবাদ এবং এম, এন, রায়ের 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম' (Radical Humanism) আর জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রগতি পৌরবিজ্ঞানের পরিধিকে সম্প্রসারিত করেছে। এই পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের যুগে ডঃ সান ইয়াট্ সেন (Sun Yat-sen), মাও-সে তুং (Mao Tse-tung), শ্রীঅরবিন্দ এবং নেতাজী সুভাসচন্দ্র বোস প্রভৃতি প্রাচ্যের চিন্তা নায়কগণ বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। ডঃ সানের "Three Principles and New Democracy", মাও-সে তুং এর 'Principles of New Democracy', শ্রীঅরবিন্দের "Ideal and Progress" ও 'The Ideal of Human Unity, সুভাষচন্দ্রের "Socialism and Demo-cracy" ও "Doctrine of Synthesis" প্রভৃতি মতবাদ পৌরনৈতিক চিন্তার ক্রম-বিকাশের শ্রেষ্ঠ উপাদান। প্রকৃত পক্ষে পৌরবিজ্ঞান আজ আর কেবলমাত্র 'পুরে'র নীতি ব্যাখ্যা করে না, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সর্বক্ষেত্রে তার গতি সুদূর প্রসারী।

EDUCATION FOR WO... 3263 Dept. of Extension SERVICES 7.3.74 CALCUTTA-27

১

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও পরিধি
SUBJECT MATTER AND SCOPE OF ECONOMICS & CIVICS

অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু ও পরিধি ঃ

সামাজিক মানুষের কর্মধারা বহুমুখী। সাধু সন্ন্যাসী বা ফকির যাঁরা পারিবারিক জীবন থেকে বিছিন্ন, ঐহিক জগতের প্রতি উদাসীন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। সকল সমস্যা এবং অভাবকে অস্বীকার করাই তাঁদের ধর্ম। সাধারণ মানুষ জৈব-মানবিক ও জৈব-সামাজিক সত্তা নিয়ে জন্ম নেয়। জগৎ ও জীবনকে স্বীকার করাই তাদের সার্বিক ধর্ম। তাই জীবিকা অর্জন হচ্ছে মানুষের নানা কর্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা।

মানুষের কামনা ও অভাব অসীম। পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব নিয়েই মানুষের সৃষ্টি। বৈচিত্র্যই মানবত্বের লক্ষণ। পশুতে আর মানুষে পার্থক্য এইখানে বিদ্যমান।

জীবনই সংগ্রাম

পশুকে জীবন ধারণের জন্য চেষ্টা করতে হয়। বিভিন্ন প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয় সত্য। কিন্তু মানুষ অল্পতে পরিতৃপ্ত নয় বলেই—মানুষের জীবনধারণ একটি বৃহৎ সমস্যা বিশেষ। তাই মানুষকে জন্মের পর থেকেই নানা প্রতিকূল পরিবেশকে অতিক্রম করতে হয় নানা সংগ্রামের মাধ্যমে। কঠিন কঠোর পরিশ্রমই মানুষের বৃদ্ধি তথা পরিতৃপ্তির প্রধান সহায়ক। এই সীমাহীন অভাব দূর করার চেষ্টাই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা।

প্রত্যেক মানুষের দ্বৈত সত্তা—ব্যক্তিসত্তা আর সমাজসত্তা। মানুষের বিভিন্ন কর্ম প্রচেষ্টা তাই সাধারণ ভাবে অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক বা রাজনৈতিক এই

ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তাই সকল সমস্যার উৎস

দুইভাগে বিভক্ত। বর্তমান জগতে বাঁচা বা বেঁচে থাকাটাই একটা অতি আশ্চর্যের বিষয়। জগৎ ও জীবনের পরিবর্তন বেঁচে থাকার প্রচেষ্টাকে আরো কঠিন ও সমস্যাসংকুল করে তুলেছে। মানুষের হাতে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ বা যাদুকরের লাঠি থাকে না—যার দ্বারা অনায়াসে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ করতে পারে এবং জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন সম্ভব হতে পারে।

মানুষের চাহিদা আবার অনন্ত অসীম। অন্যদিকে চাহিদা পূরণের উপকরণ সীমাবদ্ধ। কোন কোন চাহিদা পরস্পরের প্রতিযোগী আবার কোন কোন চাহিদা সহযোগী বা পরস্পরের পরিপূরক। যেমন চা ও কফি পরস্পরের প্রতিযোগী ; কলম ও কালি পরস্পরের পরিপূরক। একটি চাহিদা পূরণ হলেই অন্য একটি চাহিদা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই সমস্ত চাহিদা দূরীকরণের জন্য মানুষকে নানা উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। এই উপকরণ সংগ্রহের কাজই মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা (Economic activities)। মানুষের আয় সীমাবদ্ধ। তাই সীমিত আয়ের সাহায্যে অভাব পূরণের প্রচেষ্টাই হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্ম।

চাহিদা পূরণ করাই অর্থনৈতিক কর্ম

জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অনায়াস-লভ্য বা বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যায় না। দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য প্রাচীনকালে পাওয়া গেলেও বর্তমান দিনে অর্থই অভাব পূরণের একমাত্র প্রধান মাধ্যম বা উপকরণ। এই অর্থ উপার্জন করে মানুষ তার দৈহিক বা মানসিক শ্রমের বিনিময়ে। অর্থোপার্জন দ্বারা জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী লাভ করা যায়। এই ভাবে মানুষের আয় ও ব্যয়ের দ্বারাই নানা চাহিদা মিটান সম্ভব হয়। কারণ আয়লব্ধ অর্থ ব্যয় করেই সে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করে। তাই অধ্যাপক মার্শালের মতে "অর্থশাস্ত্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কর্মানুশীলন করে। মানুষ কী ভাবে অর্থ আয় ও ব্যয় করে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে এ শাস্ত্র" ["Political Economy or Economics is a study of man's actions in the ordinary business of life. It enquires how he gets his in-come and how he spends it."]। অর্থাৎ যে সকল কর্মের মাধ্যমে মানুষ অর্থউপার্জন ও ব্যয় করে তাকেই অর্থনৈতিক কার্যাবলী বলে।

উপার্জন ও ব্যয়ই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা

কিন্তু অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা কেবলমাত্র মানুষের আয় বা ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অভাব পরিতৃপ্তির জন্য উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টনমূলক সর্বপ্রকার কার্যাবলী অর্থনৈতিক কর্মের অন্তর্ভুক্ত। উপার্জন ও ব্যয়ের অন্তরালে থাকে উৎপাদন এবং অভাব-তৃপ্তিসাধন বা ভোগ। ব্যয়, আয়ের সঙ্গে, ভোগ, অভাবের সঙ্গে আবার তৃপ্তির সঙ্গে উৎপাদন ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। অভাব মোচন করতে গিয়ে মানুষ তিনটি সমস্যার সম্মুখীন হয়— (১) **বিনিময়** (২) **অপ্রাচুর্য** (৩) **নির্বাচন**।

ধনী-নির্ধন, হ্যাভ বা হ্যাভনট্ (Have or Have-nots)সবারই অভাব আছে। অভাবের প্রকৃতি বিভিন্ন হলেও অভাব প্রবণতা সবার সমান। এই অভাববোধ

ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন অতি বাস্তব, সমষ্টি বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তেমনি অতি প্রবল।

বিনিময় হচ্ছে অন্যতম অর্থ-নৈতিক সমস্যা

ভারতের মত অর্ধোন্নত দেশের যেমন অভাব আছে, আমেরিকার মত ধনী ও উন্নত দেশেও নানা দ্রব্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অভাব অসীম অথচ মানুষের শক্তি সীমিত এবং অভাব দূরীকরণের উপায় অতি অল্প। কোন ব্যাক্তিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কৃষক চাষ আবাদ করে, তাঁতী কাপড় বোনে। কৃষককে কাপড়ের চাহিদা মিটাতে হলে তাঁতীর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। আবার অনুরূপ ভাবে তাঁতীর শস্যের প্রয়োজনীয়তা কেবল মাত্র কৃষকই মিটাতে পারে। ভারতের যন্ত্রপাতির অভাব। অন্যদিকে আমেরিকা বা রুশ দেশের পাটের অভাব। সুতরাং এই ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির বা দেশের উৎপাদিত দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তি বা অন্য দেশের চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে পারে। অর্থশাস্ত্র এইভাবে সমাজবিজ্ঞান হিসাবে মানুষের অভাব ও উপকরণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করছে বিনিময়ের মাধ্যমে। তাই অর্থনীতিবিদ ক্যারনক্রস বলেছেন, "অর্থনীতি হচ্ছে একটি সমাজবিজ্ঞান যার দ্বারা জনগণ তার চাহিদা ও দ্রব্যের স্বল্পতার মধ্যে বিনিময় মাধ্যমে সঙ্গতি বিধান করে।" ["Economics is a social science studying how people attempt to accommodate scarcity to their wants and how these attempts interact through exchange."]

অভাব মোচনের পথে দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে স্বল্পতা বা দ্রব্যের অপ্রাচুর্য। কোন দ্রব্যের যোগান অপ্রচুর হলেই তাকে অপ্রচুর বলা যায় না। মানুষের চাহিদার তুলনায় যখন

স্বল্পতাও অন্যতম অর্থ নৈতিক সমস্যা

যোগান অল্প, উৎপাদনের তুলনায় যখন চাহিদা বেশী তখনই সেই দ্রব্যকে অপ্রচুর বলা চলে। অভাব মোচনের দ্রব্যগুলি বা উপায়গুলি ইচ্ছামত বৃদ্ধি করা চলে না। এইজন্যই মানুষকে দিবারাত্রি পরিশ্রম করতে হয়। অর্থোপার্জন করতে হয়। এইজন্যই অর্থবিদ্যার জন্ম।

অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই অপ্রচুর উপকরণ দিয়ে কিভাবে বিকল্প দ্রব্য লাভ করা যায়। এক্ষেত্রে সর্বপ্রধান চিন্তা হচ্ছে কোন্ অভাবটি আগে পূরণ করতে হবে। কোন্ সম্পদ আগে বাড়াতে হবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ। তাই নির্বাচন করতে

নির্বাচনও একটি অর্থ নৈতিক সমস্যা

হবে কোন্ দ্রব্য বেশী প্রয়োজনীয়। জল আমাদের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য। এই জল সংগ্রহ করতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে জলাশয়, নদী এবং নলকূপ প্রভৃতি জল সরবরাহের ব্যবস্থার প্রাচুর্য, সেখানে জল সংগ্রহ সমস্যার বিষয় নয়। অপর দিকে জনবহুল শহরে কিংবা মরুভূমিতে জল

অপ্রচুর। এইখানেই অর্থনৈতিক কার্যাবলীর গুরুত্ব বেশী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—"Economic activities are matter of choice." পরিমিত আয়ের সাহায্যে সব অভাব দূর করা এবং পরিমিত উপকরণের সাহায্যে সব জিনিষ উৎপাদন করা সম্ভব নয় বলেই মনোনয়নের প্রশ্ন ওঠে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়,—আর নিয়ন্ত্রণ করতে হয় চাহিদাকে।

পণ্য-বিনিময় ও অভাবমোচন প্রশ্ন আবার উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। উৎপাদন আবার বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত। অভাব দূর করার জন্য দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা চলে। দ্রব্য উৎপাদিত হলে তার মূল্য নির্ধারণের প্রশ্ন ওঠে। উৎপাদন যেমন জমি, মূলধন, শ্রম ও সংগঠন প্রভৃতি উপকরণের উপর নির্ভরশীল, মূল্য নির্ধারণও তেমনি দ্রব্যের উৎপাদন. চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভরশীল। বস্তুতঃ চাহিদা ও যোগানের পরস্পর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বারা যথাক্রমে জিনিষের বাজার ও উৎপাদনের বাজারে মূল্যনির্ধারিত হয়।

উৎপাদনও অর্থনীতির বিশেষ সমস্যা

এই প্রসংগে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে যদি কোন বিশেষ কর্মের সঙ্গে অর্থ-উপার্জনের কোন যোগাযোগ না থাকে, তাহলে তা অর্থনৈতিক কার্যভুক্ত নয়। মা যখন অসুস্থ সন্তানের শুশ্রূষা করেন তখন সেই কাজ অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নয়। কারণ এই কাজের সঙ্গে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা নেই। কিন্তু যদি হাসপাতালের কোন নার্স কোন রোগীর সেবা শুশ্রূষা করেন তবে সে কাজ অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। কারণ এক্ষেত্রে নার্স তাঁর কাজের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন। এখানে সেবা ও বৃত্তি একত্রিত।

সেবামূলক কাজ অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়

অভাবই অর্থোপার্জনের উদ্দীপক। অর্থ ছাড়া আয় ব্যয় কোনটাই সার্থক হয় না। অর্থই বর্তমান জগতে বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যনির্ধারণ, লেনদেনের মান এবং সঞ্চিত মূল্যের ভাণ্ডার স্বরূপ। অর্থবিদ্যার জনক অ্যাডাম স্মিথ অর্থশাস্ত্রকে নিছক ধনের বিজ্ঞান বা 'Science of Wealth' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্থশাস্ত্র ধন বা টাকা কড়ির বিজ্ঞান নয়, কৃপণ বা যক্ষের শাস্ত্র নয়। অধ্যাপক মার্শালের মতে অর্থশাস্ত্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজগুলির অনুশীলন করে ["Economics is the study of mankind in the ordinary business of life'] সম্পদের উপার্জন ও তার ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যাবলী অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু।

অর্থশাস্ত্র নিছক ধনবিজ্ঞান নয়

অধ্যাপক ক্যানান (Canan) অর্থশাস্ত্রকে বস্তুগত কল্যাণ অনুশীলনকারী বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। ["Economics is a science of human welfare"] তিনি আরো বলেছেন যে ধনবিজ্ঞানে পার্থিব মঙ্গল বা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ আলোচিত হয় ["a study of the causes of material welfare"] কারণ পার্থিব সম্পদের সঙ্গে মানুষের মঙ্গলের সম্পর্ক অধিক। কিন্তু অধ্যাপক ক্যানানের এই অভিমতকে অধ্যাপক রবিনস্ (Lionel Robbins) ত্রুটিপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে অর্থশাস্ত্র হচ্ছে উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ ("Neutral between ends)। কারণ এমন অনেক অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা আছে যার দ্বারা পার্থিব সম্পদ বৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলের সম্ভাবনা বেশী। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি পেতে পারে, কিন্তু তাতে সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা-অকল্যাণ বেশী হতে পারে। যেমন মাদক দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়ের দ্বারা ব্যক্তি বিশেষ লাভবান হতে পারে, কিন্তু তাতে জনকল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই অধিক হয়। অর্থশাস্ত্র তাই কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হবে না। অর্থনৈতিক ঘটনা বা ক্রিয়া প্রক্রিয়ার বাস্তব পরিনতিই তার মধ্যে প্রকাশিত হবে। কোন বিশেষজ্ঞ যেমন বিভিন্ন ঘটনাকে নিরপেক্ষ ভাবে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, অর্থশাস্ত্রও সেইরূপ মানুষের আচার আচরণের আলোচনা করবে। তাঁর মতে মানুষের অভাব অপরিসীম, কিন্তু অভাব মোচনের উপাদান অতি অল্প। আবার এই সকল সীমিত উপাদান গুলির বিকল্প ব্যবহার আছে। সুতরাং মানুষ কিভাবে স্বল্প আয় বা সম্পদ দ্বারা তার অসীম অভাব পূরণ করে তার চেষ্টা করা বা আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করবে তার আলোচনা করবে অর্থশাস্ত্র। রবিনসের ভাষায় বলা যায় বিনিয়োগ যোগ্য উপায় এবং মানুষের চরম লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য অনুষ্ঠিত বিবিধ কাজের পর্যালোচনা করাই অর্থশাস্ত্রের কাজ ["Economics is a study of human behaviour as a relationship between ends and scarce means, which have alter native uses"]

অর্থশাস্ত্র হচ্ছে মানুষের কল্যাণ বিজ্ঞান

কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ এই মত সমর্থন করেন না। কারণ অধ্যাপক রবিনস্ প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে ধনবিজ্ঞানের বিষয় বস্তু অতি সংকীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থশাস্ত্রের বিষয় বস্তু শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আচরণ আলোচনার মধ্যে সীমিত নয়, পরন্তু সমগ্রভাবে মানুষের সংঘবদ্ধ বা সামাজিক আচরণ ও তাঁর প্রতিক্রিয়ারও আলোচনা করে। উদ্দেশ্যহীনভাবে শুধু অভাব মিটাবার উপকরণ গুলির দুষ্প্রাপ্যতা আলোচনা করা অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয়,—অভাব দূরকরে ব্যক্তি তথা সমাজের কল্যাণ বিধান করাই অর্থ-

শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ আধুনিক অর্থশাস্ত্র মানুষের বস্তুগত কল্যাণের দিকটা উপেক্ষা করে না। অর্থনৈতিক কাজ সুসম্পন্ন হলেই মানুষের কল্যাণ সাধন সম্ভব হয়। আবার সে কল্যাণ ব্যক্তি, সমষ্টি বা সমাজ কেন্দ্রিক হতে পারে।

সামাজিক বিজ্ঞান

অধ্যাপক মার্শালের ন্যায় ধনবিজ্ঞানী কেয়ার্নক্রস (Cairne cross) অর্থশাস্ত্রকে একটি সামাজিক বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে অর্থশাস্ত্র সমাজ দ্বারা প্রভাবিত ও সমাজের অঙ্গীভূত মানুষের আচরণ এবং কিভাবে তারা বিনিময়ের মাধ্যমে দুষ্প্রাপ্যতা ও অভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে তার আলোচনা করে। ["Economics is a social science studying how people attempt to accomodate scarcity to their wants and how these attempts interact through exchange."] সুতরাং অর্থনীতির প্রধান সমস্যা হচ্ছে—দুষ্প্রাপ্যতা, বাছাই বা পছন্দ ও বিনিময়। সামাজিক দৃষ্টি কোণ থেকে এই সকল সমস্যার পর্যালোচনা করে অর্থশাস্ত্র।

কিন্তু সমাজ বদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক আচরণের আলোচনা এই শাস্ত্রের মূল বিষয় হলেও এইখানেই বিষয়ের পরিধি সীমাবদ্ধ নয়। অধ্যাপক পিগু (Prof. Pigou) বলেন

ধনোৎপাদনের বিজ্ঞান

অর্থশাস্ত্র মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ সম্পর্কিত সমস্যা গুলির সমাধান এবং তারদ্বারা তাদের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি বিধান করে। তাছাড়া দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রটি দূর করে কিভাবে ধনোৎপাদন ব্যবস্থা আরও ফলপ্রসূ করা যায় এবং উৎপাদন, বিনিময়, ভোগ ও বণ্টন প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সম্ভব তার ইংগিত দেয় অর্থশাস্ত্র। এই শাস্ত্র আবার দেশের দারিদ্র, বেকার সমস্যা, ব্যবসায় চক্র, দ্রব্য মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি গুরুতর সমস্যার আলোচনা এবং সমাধানের পথ নির্দেশ করে। বর্তমান সমাজতান্ত্রিক যুগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং তার প্রভাব সম্পর্কে নতুন আলোর সন্ধান দেয় অর্থশাস্ত্র। সুতরাং ব্যক্তি বা সমষ্টি উভয় দিক থেকেই অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় বস্তুর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক।

পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও পরিধি ঃ

অপরদিকে পৌরবিজ্ঞানও একটি সমাজবিজ্ঞান। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। জন স্টুয়ার্ট মিল ব্যক্তির কর্মধারাকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বা 'Self regarding এবং সমাজগত বা 'Other regarding' এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। যে সকল কাজ ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা ও স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত তা

ব্যক্তি ও সমাজের ঐক্যমূলক ধারনাই পৌরনীতি

সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, আর যে সকল কাজ অন্যের অধিকার, সুখ-সুবিধার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাকে সামাজিক ক্রিয়া বলে অভিহিত করেছেন। আবার সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের উপর ব্যক্তির কল্যাণ নির্ভরশীল। জীবনকে সুস্থ সুন্দর, সুখী ও স্বাধীন করতে হলে সমাজের বিধি নিষেধ, দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয়। তেমনি ব্যক্তির আত্মবিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও তা বজায় রাখা সমাজের গুরুদায়িত্ব। ব্যক্তি ও সমাজের ঐক্যমূলক ধারণা থেকেই পৌরবিজ্ঞানের আবির্ভাব।

পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক

পৌরবিজ্ঞান কেবলমাত্র রাষ্ট্র ও সরকার এই দুই বিষয়ের আলোচ্য নীতিশাস্ত্র নয়। পৌরবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী মানবসমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, ব্যক্তি ও ব্যক্তির পরস্পর সম্পর্ক, রাষ্ট্রের গঠন, রাষ্ট্রের কর্তব্য, ব্যক্তির অধিকার ও দায়িত্ব, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘ, সমিতি ও প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা পৌরবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্লুন্টস্লির মতে 'পৌরনীতি হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যা রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতি, মৌলিক নীতি, বিভিন্ন রূপ ও তার উন্নয়ন সম্পর্কে আলোকপাতকরে'। ['It is a science which is concerned with the state, which endeavoures to understand and comprehend the state in its fundamental coditions, in its essential nature, its various forms of manifestation, its development',] রাষ্ট্রনীতিবিদ গ্যারিস বলেছেন "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে রাষ্ট্রের উৎস, উৎপত্তি, রাষ্ট্রের পরিবেশ, ভূমি, জনসংখ্যা, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, নৈতিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, রাষ্ট্র জীবনের অবস্থা এবং রাষ্ট্রের আদর্শ প্রভৃতি সবকিছু জড়িত"। আবার পৌরনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পল জেনেট বলেছেন—'রাষ্ট্রবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের সেই অংশ যা রাষ্ট্রের ভিত্তি, উৎস ও শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় নীতির আলোচনা করে'। ["That part of social science which treats of the foundation of the state and the principles of government."]

পৌরবিজ্ঞান আবার একটি মানবিক বিজ্ঞান। কারণ মানব জীবনের ক্রমবিকাশ, গতি প্রকৃতি আর সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিবৃত্ত পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু। মানুষ কি ভাবে 'গণ' যুগ থেকে রাজতন্ত্রে, আবার রাজতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে

বা অভিজাত তন্ত্রে এবং অভিজাত তন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে, আর গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হলো—তার পর্যালোচনা করে পৌরবিজ্ঞান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হোয়াইটের (White) মতে 'পৌরবিজ্ঞান হচ্ছে একটি মানবিক বিজ্ঞান যেখানে নাগরিকের অতীত, বর্তমান. ভবিষ্যৎ, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় নানা সমস্যার আলোচনাহয়'। ["Civics is that branch of human knowledge, which deals with everything appertaining to citizenship, past present and future, local, national, international and human."]

মানবিক বিজ্ঞান

পৌরবিজ্ঞান সভ্য সমাজ ও সামাজিক সংগঠনের সমাচার দর্পণ। নগর রাষ্ট্র থেকে জাতীয় রাষ্ট্র আবার জাতীয় রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ থেকে আন্তর্জাতিক সমাজ ধারার বিবর্তন আলেখ্য হচ্ছে পৌরবিজ্ঞান। বর্তমানযুগ বিজ্ঞানের জয় যাত্রার যুগ। এ যুগে মানুষ কেবল মাত্র একটি সংস্থা বা একটি রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে তার ব্যক্তিত্ব ও কর্মধারাকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না। মানুষ আজ একাধারে জাতীয় এবং আন্তর্জাতীয় সংস্থার সদস্য হিসাবে সভ্য মানুষের যাবতীয় কার্যাবলীর পর্যালোচনা করে। এই দিক থেকে পৌরবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত।

সামাজিক সংস্থার সমাচার দর্পণ

পৌরবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দিকদর্শন বলা চলে। রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী ও শাসন পদ্ধতির সম্যক পরিচিতি পর্যালোচনা করে পৌরবিজ্ঞান। রাষ্ট্রীয় গঠনতান্ত্রিক বা শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় এই শাস্ত্রে। 'রাজ' থেকে 'স্বরাজে' উপনীত হওয়ার পথে সংবিধানিক উত্থান পতনের সন্ধান দেয় এই বিজ্ঞান। অতীত ও বর্তমান রাষ্ট্রের পর্যালোচনা করে, আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে মানুষকে উৎসাহিত করেছে এই শাস্ত্র। বস্তুতঃ মানুষ রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই যুগ যুগান্তর ধরে মুক্তি, প্রগতি ও শান্তির সন্ধান করেছে। আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তাই ব্যক্তি ও সমষ্টির পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে কল্যাণকামী আদর্শ রাষ্ট্রের স্বরূপ কি হবে তারও ইংগিত দেয় পৌরবিজ্ঞান।

রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দিকদর্শন

তাছাড়া পৌরবিজ্ঞান যে সকল মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কেও আলোচনা করে। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে পৌরনীতি সম্পর্কযুক্ত। সমাজ বিবর্তনের বিশেষ স্তরে রাষ্ট্রের উদ্ভব। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে মানুষের চিন্তা ভাবনা ও কার্যকলাপের অনুশীলন করাই পৌরনীতির মূলউদ্দেশ্য।

মনস্তাত্ত্বিক কর্মের অনুশীলন

বর্তমান এই গণতান্ত্রিক-সমাজবাদের যুগে প্রত্যেক দেশই সমষ্টিগত কল্যাণ, শান্তি ও প্রগতির দিকে এগিয়ে চলেছে। জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ বিধান করা বর্তমান কালে একটি বড় জাতীয় সমস্যা। জনগণের সক্রিয় ভূমিকা, স্বদেশ প্রীতি, শ্রমে নিষ্ঠা, জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং গণতান্ত্রিক মানবতাবাদ ছাড়া জাতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। জাতীয়তাবাদী এবং সাম্যবাদী বা আন্তর্জাতিকতাবাদী সকল দেশই এই সমস্যা সমাধানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। সাম্যবাদী চীন দেশ যাঁরা আন্তর্জাতিকতাবাদকে অধিক গুরুত্ব দেন তাঁরাও গৃহ যুদ্ধের শেষে দেশ গড়ার কাজ শুরু করার সময় 'স্বদেশ প্রীতি, শ্রমের প্রতি প্রীতি, বিজ্ঞান প্রীতি ও জাতীয় সম্পদের প্রতি প্রীতিকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। ["Love for the father land and the people, love of labour, love of science and taking care of public property shall be promoted as the public Spirit of all nationals of the Chinese People's Republic."] এই মহান আদর্শের অনুশীলন ছাড়া জাতীয় কল্যাণ কল্পনাতীত। সেই জন্য আজকাল পৌরবিজ্ঞানের বিষয় বস্তুর আলোচনার পরিধি বহুদূর বিস্তৃত। তাছাড়া জাতীয় কল্যাণ আবার আন্তর্জাতিক শান্তি, প্রীতি ও মৈত্রী ছাড়া স্থায়ী হয় না। আন্তর্জাতিক কলহ, যুদ্ধ বিগ্রহ, জাতীয় উন্নয়নের পরিপন্থী। জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা সমস্যার অনুশীলন ব্যতিরেকে পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই ১৯৪৮ খ্রী আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান—রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ, প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিকদল, জনমত ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতিকে পৌরবিজ্ঞানের গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় বস্তু বলে অভিহিত করেছেন। এই দিক থেকে পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর ব্যপকতা অবশ্যস্বীকার্য।

জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় সমস্যার অনুশীলন

---

1. Ananda Bazar Patrika (15th August 1969)

প্রশ্নাবলী

1. Define Economics and discuss its subject matter.

2. Do you agree with the statement that "Economics is the science of wealth"? Give reasons for your answer.

3. "Economics is a study of man's actions in the ordinary business of life".—Discuss.

4. Explain what you mean by the term 'Economic activities'.

5. Discuss the scope of Economics.

6. What is civics? Discuss the subject-matter and scope of civics.

7. "Economics is first and formost a study of human behaviour".—Discuss.

8. "Economics is a social science studying how people attempt to accommodate scarcity to their wants and how these attempts interact through exchange".—Elucidate.

(C. U. 1956,)

9, "Economics is neutral between ends"—Discuss.

২

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

AIMS AND OBJECTS OF ECONOMICS & CIVICS

চেতনা ও জ্ঞানশীলতাই মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানুষ শুধু মাত্র প্রাণচঞ্চল নয়, কর্মচঞ্চল ও বিবেকসম্পন্ন। মানুষের প্রতিটি কর্মই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এ্যারিষ্টটলের মতে সকল আর্ট বা কলাই একটি সৃজনশীল ক্রিয়া। যেহেতু সকল আর্টের লক্ষ্যও উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ বিধান, সেই হেতু যে কোন বিষয়শিক্ষা উদ্দেশ্য মুখীন হওয়া স্বাভাবিক।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে মানুষের মনের তিনটি দিক—জ্ঞান (Cognition), আবেগ (Affection) এবং কর্ম (Conation)। মনের এই বিভিন্ন দিকের সার্থকতা ও সাফল্য-বিধানই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। মানুষের দৈহিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক উন্নয়নই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। লক্ষ্যের বিভিন্নতা, মতের বৈচিত্র্য আর পথের পার্থক্যই বিষয় বৈচিত্র্যের ভিত্তি। মানুষের চাহিদা (Needs) আবার বহুমুখী। দেশ কাল ও সমাজের বিভিন্নতায় সেই চাহিদারও রূপান্তর ঘটে। এই বিভিন্ন চাহিদা ও লক্ষ্য থেকেই নানা বিষয়বস্তুর উদ্ভব। তাই আধুনিক জগতে মানুষের জ্ঞানপ্রবাহ—প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং মানববিজ্ঞান (Humanities) এই ত্রি-ধারায় উৎসারিত।

মানুষের মৌলিক চাহিদা

এখন প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষার মূল লক্ষ্য কি? শিক্ষার লক্ষ্য এবং বিষয়বস্তুর মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

বর্তমান শিক্ষা শিশু-কেন্দ্রিক (Child-Centric) এবং জীবন ভিত্তিক (Life-Centric)। জীবনই শিক্ষা আর শিক্ষাই জীবন। শিক্ষা হচ্ছে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, বিকাশ ও প্রকাশ সাধনই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষা আজ একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। জীবনের গতির সঙ্গে শিক্ষার গতি-প্রকৃতি সম্পর্ক যুক্ত। শিক্ষা আবার সমাজ, রাষ্ট্র ও জগৎ বহির্ভূত নয়। সমাজ তথা জগতের সঙ্গে শিক্ষার

সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। তাই আচরণ সৃষ্টি, অভ্যাস গঠন, কর্মে নৈপুণ্য, অর্থোপার্জন এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা শিক্ষার আপাত লক্ষ্য ভুক্ত। কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। জীবনের লক্ষ্য আরো ব্যাপক। শিশুর অন্তর-প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশসাধন, বৃদ্ধি বা উন্নয়ন, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ তথা চরিত্র গঠন হচ্ছে—শিক্ষার চরম লক্ষ্য। আবার এই বৃদ্ধি বা উন্নয়ন ছেদহীন হয় না পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধান ব্যতিরেকে। সুতরাং জীবনের সঙ্গে সমাজের তথা জগতের সামঞ্জস্য বিধান, মানবপ্রীতি, প্রকৃতি প্রেম, সুনাগরিকতাবোধ এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি শিক্ষার চরম ও পরম লক্ষ্য।

শিক্ষার লক্ষ্য

শিক্ষার এই বিভিন্ন লক্ষ্যের পটভূমিকায় এবং মানুষের মনের চাহিদা ও প্রকৃতি অনুযায়ী ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান, জ্যামিতি, অঙ্কশাস্ত্র কলা ও বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ্যবিষয় দ্বারা জ্ঞান আজ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। বিভিন্ন নদীর জলধারা যেমন অনন্ত অসীম মহাসাগরে লীন, তেমনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাও অখণ্ড বা অবিভাজ্য জ্ঞানমার্গে লীন। তাই শিক্ষার সর্ব ব্যাপকতার সঙ্গে শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়ের লক্ষ্যের মিল ও ঐক্য বেশী। আধুনিক বহুমুখী শিক্ষাধারায় অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান একটি অতি জনপ্রিয় প্রয়োজনীয় পাঠ্য বিষয়। মানব সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটেছে। গতানুগতিক সাহিত্য-দর্শন-কেন্দ্রিক শিক্ষাকে বাস্তবানুগ ও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে যে সকল শাস্ত্রের দ্বারা তার মধ্যে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান অন্যতম। তাই আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের লক্ষ্যের মিল অতি সুস্পষ্ট।

শিক্ষার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের লক্ষ্যের ঐক্য

অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতি উভয়েই সমাজ বিজ্ঞান। সমাজবদ্ধ মানুষের নানা সমস্যার সমাধান, নানা কর্মের অনুশীলন করাই উভয় শাস্ত্রের প্রধান কাজ। অন্যদিকে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। মানুষের বৃদ্ধি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মানবশিশু জন্মের পর মাতার যত্ন-স্নেহ-ভালবাসা, পিতার আশীর্বাদ, আত্মীয়-স্বজন পাড়াপ্রতিবেশীর সাহচর্য এবং সমাজ তথা রাষ্ট্রের সাহায্য ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই বেড়ে ওঠে। একায় একত্ব থাকে না। "যে একা সেই দুঃখী"। রবীন্দ্রনাথের মতে "একা মানুষ ভয়ানক নিরর্থক, কেননা একার মধ্যে ঐক্য নেই। বহুকে নিয়ে যে এক সেই হল সত্য এক"। অধ্যাপক নানের মতে 'ব্যক্তি সত্তার বিকাশ ঘটে সামাজিক পরিবেশে, যেখানে সে সার্বিক উদ্দেশ্য ও সাধারণ কর্মের সাফল্য অর্জন করে'। ["Individuality develops only in a social atmosphere where it can feed on

ব্যক্তি সত্তা ও সমাজ সত্তার মধ্যে ঐক্য

common interests and common activities".] সুতরাং ব্যক্তিসত্তা সমাজসত্তা থেকে পৃথক নয়। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির সামঞ্জস্য বিধানে সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা ও গুরুত্ব অসীম।

যুগধর্ম ও অর্থ-শাস্ত্র

বর্তমান যুগ হচ্ছে গণতন্ত্র ও সমষ্টিবাদের যুগ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আজ ক্রম ক্ষীয়মাণ। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ আজকের যুগধর্ম। ভাববাদ প্রয়োগবাদের প্রভাবে অবলুপ্ত। সর্বোপরি পরমাণুবাদ মানুষের নূতন ধ্যান, ধারণা, দক্ষতা ও কর্ম শক্তির প্রবর্তক। মানুষ আজ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত চাহিদার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তি আজ দেশ তথা বিশ্বের সীমা অতিক্রম করে শূন্যমার্গের আবিষ্কারে মগ্ন। সমগ্র বিশ্ব চরাচর তথা বিশ্ব মানবের মঙ্গল বিধানই হচ্ছে মানুষের পরম কর্তব্য। তাই অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান আজ নিছক যক্ষের শাস্ত্র নয়। কেবলমাত্র মানব বিজ্ঞানও নয়। একটি কল্যাণ বিজ্ঞান (Science of welfare)। সে কল্যাণ ব্যক্তি বিশেষের কল্যাণ নয়,—সমগ্র সমাজ তথা রাষ্ট্রের কল্যাণ।

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান অতি স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে যে সম্পর্কযুক্ত সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের প্রধান বা প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য কি? কেনই বা মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র ছাত্রীরা এইবিষয় পাঠ করবে? তা ছাড়া এর পরোক্ষ উদ্দেশ্যই বা কি?

অর্থশাস্ত্র ও পৌর-বিজ্ঞানের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন

অর্থশাস্ত্র বস্তুকেন্দ্রিক। অর্থশাস্ত্র বা 'Economics' একটি গ্রীক শব্দ। প্লেটো ও এ্যারিষ্টটলের লেখায় একে গার্হস্থ্য পরিচালনা (Household management) বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুতঃ মানুষের আয়, ব্যয়, ভোগ ও সঞ্চয় প্রবণতা, বিনিয়োগ ইচ্ছা, উপযোগিতা, চাহিদা ও যোগান, উৎপাদন ও বণ্টন প্রভৃতি নানা সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে অর্থশাস্ত্র। ব্যষ্টি বা সমষ্টি উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে ধন সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করাই হচ্ছে অর্থশাস্ত্রের মূল কথা। অপরদিকে পৌরবিজ্ঞান মানব-কেন্দ্রিক। মানুষের পরিবার, গোষ্ঠী, সংঘ, সমিতি, সমাজ তথা রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ, সংগঠন, অধিকার ও কর্তব্য, আইন ও স্বাধীনতা প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ইংগিত দেয় পৌরবিজ্ঞান। বিষয় বস্তুর দিক থেকে উভয় শাস্ত্রের পার্থক্য থাকলেও আভ্যন্তরীণ দিক থেকে উভয়ের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। উভয় শাস্ত্রই মানব কেন্দ্রিক ও সমাজ-মুখীন। শিক্ষার্থীকে সমাজের উপযুক্ত করে তোলা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান এবং অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক আচার আচরণে অভ্যস্ত করে তোলা হচ্ছে এই উভয় শাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য।

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানের দুটি শাখা। মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এই দুটি বিষয় একত্রে নবম, দশম এবং একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের ঐচ্ছিক পাঠ্য বিষয় রূপে নির্ধারিত। এ ক্ষেত্রে এই উভয় শাস্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মূলত তিনটি দৃষ্টি কোণ থেকে স্থির করা বিধেয়। শিক্ষা বিজ্ঞানীদের মতে **জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য (Knowledge Objectives), দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য (Skill Objectives)** এবং **দৃষ্টিভঙ্গীমূলক উদ্দেশ্য (Attitude-Objectives)** হবে এই শাস্ত্রদ্বয়ের পঠন পাঠনের প্রধান লক্ষ্য।

উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য মূলতঃ তিনটি

বিষয়গত ও তত্ত্বগত জ্ঞান বৃদ্ধিকরা বা উভয় বিষয়ের বিভিন্ন সূত্র, তত্ত্ব, ঘটনা, সমস্যা; রীতিনীতি ও ধ্যান-ধারণা শিক্ষার্থীদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল করতে পারলেই তাদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান আহরণগত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। আবার জ্ঞান আহরণই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য নয়। অর্জিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার বাস্তব প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক। যে জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব জীবনের যোগ থাকে না, যে অভিজ্ঞতাকে পারিবারিক, সামাজিক, এবং অর্থ নৈতিক প্রয়োজনে কাজে লাগান যায় না তা বহুলাংশে অসার্থক। সুতরাং জ্ঞান আহরণের সঙ্গে সঙ্গে তার বাস্তব প্রয়োগ কৌশল আয়ত্ব করা বিধেয়। তত্ত্বজ্ঞানকে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে গেলে যে কলা-কৌশল অর্জন করা দরকার তার অভ্যাস বিদ্যালয় জীবন থেকে শুরু হওয়া দরকার। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হলে এই উভয় বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যার চার্ট (chart), গ্রাফ (graph), মানচিত্র (map), বিবরণ (report), সমীক্ষা (survey) এবং আলোচনা চক্র প্রভৃতি তাদের দিয়েই সম্পন্ন করতে হবে।

জ্ঞান আহরণ

দক্ষতা অর্জন

তাছাড়া জ্ঞান আহরণ ও প্রয়োগ কৌশল আয়ত্ব করলেই শিক্ষার সম্পূর্ণতা আসবে না, যদি শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না হয়। রক্ষনশীলতা ও কুসংস্কার ব্যক্তি ও সমাজজীবনের উন্নতির পরিপন্থী। মানুষের মনকে সংস্কার মুক্ত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। যে শিক্ষা মানুষকে সংস্কার মুক্ত করে না, মনের প্রসারতা বৃদ্ধি করে না, হৃদয়কে উদার করে তোলে না, তাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে না। তাই অর্থশাস্ত্র ও পৌর-বিজ্ঞান এই উভয় বিষয়ের পঠন পাঠনের প্রধান উদেশ্য হবে শিক্ষার্থীর হৃদয় ও মনকে উদার, সংস্কারমুক্ত এবং প্রগতিবাদী করে তোলা। আবার ব্যক্তি মানুষের একত্র সংগঠনই হচ্ছে সমাজ। এই সংগঠনের ভিওি হচ্ছে „সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে”। মূল আদর্শ হচ্ছে—"live and let live" বা বাঁচা ও বাঁচতে সাহায্য করা। ব্যষ্টি

দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন

সমাজ বিবেক সৃষ্টি

ও সমষ্টির উন্নয়নই এর প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সমাজসচেতন ব্যক্তি ভিন্ন এই উদ্দেশ্যের সাফল্য সম্ভব নয়। তাই সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমাজ-বিবেক সৃষ্টি করা হবে উভয় শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।

মাধ্যমিক শিক্ষার যে স্তরে অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতিকে পাঠ্য বিষয়ভুক্ত করা হয়েছে সেই স্তরটি ছাত্রছাত্রীদের বয়ঃসন্ধিকাল। এই স্তরটি ছাত্র-ছাত্রীদের দেহ মন ও বুদ্ধি বিকাশের শ্রেষ্ঠ স্তর। জ্ঞান, আবেগ ও কর্ম প্রবণতা বা চাহিদা উদ্‌গম হয় এই স্তরে। প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা ও সামাজিকতা প্রভৃতি নানা ভাবের প্রকাশ ঘটে। বাস্তব জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাদের মনে দেখা দেয় নানা কৌতূহল। বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করা, বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করা একান্ত অপরিহার্য। এই স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, সহযোগিতা, নেতৃত্ব বোধ এবং মানবিকতা বোধ জাগ্রত করার অন্যতম মাধ্যম হবে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান।

বয়ঃ সন্ধিকালের চাহিদা পূরণ

ব্যক্তিগত চাহিদার সঙ্গে দেশ বা জাতির চাহিদা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। জাতিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির পৃথক সত্তা বজায় থাকে না। জাতীয় কল্যাণ ছাড়া ব্যক্তিগত কল্যাণ ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং যে কোন শিক্ষার লক্ষ্য হবে জাতীয় চাহিদা পূরণ করা। আজকের শিক্ষার্থী আগামী দিনের নাগরিক। শুধু তাই নয়, জাতীয় কর্ণধারও হতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যদি শিক্ষাজীবনের শুরু থেকে জাতীয় সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ না পায় তাহলে—সে শিক্ষার সঙ্গে তার জীবনের রাসায়নিক সংযোগ আদৌ সম্ভব নয়। জাতীয় চাহিদা পূরণে শিক্ষার্থীর নিজস্ব কোন ভূমিকা আছে কিনা তাও তার কাছে অস্পষ্ট থেকে যাবে। তাই আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী ভারতে যে সকল সমস্যা আজ জাতীয় শান্তি, প্রগতি ও সংহতির পরিপন্থী সে সম্পর্কে তরুণ শিক্ষার্থীদের সজাগ করে তুলতে হবে এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে তাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে হবে। সেই ক্ষেত্র প্রস্তুতের প্রধান হাতিয়ার হবে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান। এই দুই শাস্ত্রের বিভিন্ন তত্ত্বের পর্যালোচনা হবে জাতীয় প্রয়োজনের পটভূমিতে।

জাতীয় চাহিদা পূরণ

পৌরবিজ্ঞানের দিক :

পৌরবিজ্ঞান একটি আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া যেমন মানুষের জীবন একান্ত অসহায়, তেমনি পৌর চেতনাহীন মানুষ সমাজ জীবনে অত্যন্ত অসার্থক। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে পৌর চেতনা হচ্ছে অন্যতম

প্রধান উপাদান। পৌর চেতনাই মানুষকে করেছে সমাজবদ্ধ। মানুষের যাযাবর শৃঙ্খলাহীন অস্থায়ী জীবনে এনেছে স্থায়ীত্ব। প্রীতি, প্রেম, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বে শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে মানব গোষ্ঠীকে। পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কেবলমাত্র সরকার বা সরকারী কর্ম্মধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, মানুষের মৌলিক অধিকার, কর্তব্য এবং সমাজ কল্যাণের মূল আদর্শের দিকে পরিবর্ধিত। সুতরাং পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য অত্যন্ত ব্যাপক এবং এই লক্ষ্য সম্পর্কে শিক্ষকদের বিশেষভাবে সচেতন থাকা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষকের সার্থকতা যেমন বিষয় বস্তুর জ্ঞানের গভীরতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি বিষয়টির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। পরিবেশের বিভিন্নতায়, সামাজিক প্রয়োজনের পটভূমিকায় পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষককে বিষয়ের মূল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ কোন বিষয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সব সময় এবং সকল পরিস্থিতিতে সমান থাকে না। বিভিন্ন পরিস্থিতি ও সময় অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তিত হতে পারে। এখন গতিশীল সমাজে পৌরবিজ্ঞান রূপ সমাজবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি তা আলোচনা করা যেতে পারে।

আজকের শিক্ষার্থী ভাবীকালের অগ্রদূত। আজকের বালক কালকের যুবক। আজকের চপলমতি যুবক আগামী দিনের সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার।

পৌর চরিত্রগঠন

তাছাড়া সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখল সমাজকে টিকিয়ে রাখতে হলে ভাবী কালের অগ্রদূতদের সামাজিক শৃংখলা, ঐক্য, প্রীতি, সহযোগিতা ও প্রগতিতে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। সামাজিক ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ আর অন্যায়ের প্রতি বিতরাগ সৃষ্টি করতে হবে সুকুমার মতি চঞ্চল বালক বালিকাদের মধ্যে। যেটি ভাল বা উত্তম তার মধ্যে একটি শ্রী বিরাজ করে। সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। সুতরাং পারিবারিক জীবনে যা ভাল এবং আবশ্যিক, সমাজ ক্ষেত্রে যা কল্যাণকর, তার প্রতি তরুণ শিক্ষার্থীকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলা একান্ত আবশ্যক। ন্যায় ও অন্যায়বোধ থেকে যেমন ব্যক্তি চরিত্র গঠিত হয়, তেমনি অধিকার ও কর্তব্যের পরস্পর ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব। এ ক্ষেত্রে পৌরবিজ্ঞানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পৌরবিজ্ঞান ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে উন্নত পৌর চরিত্র (Civic Character) গঠন করবে। আর সৃষ্টি করবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পৌর আদর্শ, পৌর আগ্রহ এবং পৌর অভ্যাস। পরবর্তী জীবনে পৌর বা রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় সফলতা অর্জনে সাহায্য করবে। সুতরাং গ্রাম্য বা শহর পরিবেশে সুস্থ-সুন্দর, সুনাগরিক গড়ে তোলাই হবে পৌরবিজ্ঞানের মূললক্ষ্য।

বর্তমান এই সমষ্টিবাদের যুগে জনগণই সকল শক্তির উৎস। সমাজতন্ত্র হচ্ছে এই শক্তির ভিক্তি। সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী, প্রীতি, সহযোগিতা, ও পরমতসহিষ্ণুতা

হচ্ছে এই গণতান্ত্রিক সমজের মূল আদর্শ। জনগণের দ্বারা জনগণের কল্যাণ বিধান এবং শাসন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। বিভিন্ন মতও পথের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন হচ্ছে গণতন্ত্রের বীজমন্ত্র।

গণতান্ত্রিক ভাবধারার উন্মেষ সাধন

বর্ত্তমান ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্র এই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বোদয় সমাজের ভিত্তি হচ্ছে জনগণ, শ্রেণীহীন সমাজের কর্ণধার হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখন এই ভাবধারা তরুন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হলে পৌরবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা অধিক। পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের দলা-দলির সংকীর্ণতা ও কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তুলবেন। সর্বসাধারণের কল্যাণকর জনমত গঠনে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখবেন। জাতীয় সমাজের উপযোগী করে তুলবেন প্রতিটি শিক্ষার্থীকে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকজীবনে প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে গণতান্ত্রিক আদর্শের অনুসরণ করতে পারে তার উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করবে পৌরবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে। বস্তুতঃ পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এমনভাবে আলোচিত হবে যাতে তরুণ শিক্ষার্থী হয়ে উঠবে স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের ধারক ও বাহক।

জাতীয় সংহতির অভাব স্বাধীনোত্তর ভারতের এক বৃহৎ সমস্যা। অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, সংরক্ষনশীলতা, আর্থিক দৈন্যতা, অসাম্য, কায়েমী স্বার্থবাদ, ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা, এবং ভাষা সমস্যা আজ জাতীয় সংহতির প্রধান অন্তরায়। তাছাড়া

জাতীয় সংহতি-বোধবৃদ্ধিসাধন

প্রাদেশিকতা, জাতীয় শিক্ষা ধারার অভাব, রাজনৈতিক ক্ষমতা লীপ্সা, অসহিষ্ণুতা এবং সর্বস্তরের দুর্নীতিও সকল অশান্তির মূলকারণ। নানা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও আদর্শগত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনই ভারতীয় সভ্যতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নানা পার্থক্য ও বিভিন্নতার মধ্যেও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের 'জয়হিন্দ্' বীজমন্ত্র অশিক্ষিত ভারতবাসীকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রশস্ত করেছিল জাতীয় স্বাধীনতার পথ। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সফল হয়েছিল অপ্রতিহত বৃটিশ শক্তিকে পরাভূত করে। আধুনিক ভারতের ভাবী নাগরিকদের মধ্যে সেই ঐক্য ও সংহতিবোধ জাগ্রত করতে না পারলে পৌরনীতি শিক্ষা কখনও সফল হতে পারে না। তাই পৌরবিজ্ঞান শিক্ষকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হবে ক্রমক্ষীয়মান জাতীয়সংহতি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সম্পূর্ণ অবহিত করা এবং তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য বোধ জাগ্রত করা। প্রতিটি শিক্ষার্থীই যে এক মহাভারতের সন্তান, এক ভারত মাতার স্নেহে, যত্নে ও

ভালবাসায় পরিবর্ধিত আর প্রাদেশিক বিভিন্নতা যে প্রশাসনিক প্রয়োজনে সৃষ্ট, সেই মূল কথাটি যদি কীশোর বালক বালিকার মনে বদ্ধমূল করা যায় তাহলেই পৌরবিজ্ঞান শিক্ষা হবে সার্থক।

ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমষ্টির কল্পনা করা যায় না। ব্যক্তির মধ্যে সমষ্টি আর সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টি লীন। তেমনি জাতীয়তাকে বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিকতা অসম্ভব। জাতীয় সমাজের ঐতিহ্য, ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, সমাজনীতি ও অর্থনীতির বৈচিত্র্য এবং জাতীয় মহামানবদের আদর্শকে উপেক্ষা করে কোন দেশই বড় হতে পারেনি। এমনকি সাম্যবাদী রাষ্ট্র যাঁরা জাতীয়তাবাদের উপর বেশী গুরুত্ব দেন না তাঁরাও সম্পূর্ণভাবে জাতীয় ভাবধারা ও ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করেননি। অবশ্য উগ্রজাতীয়তা বাদ যে সমাজ ও সভ্যতার ধ্বংশকারী তাতে কোন সন্দেহ নাই। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ মানবকল্যাণের পরিপন্থী। আজকের নাগরিকের আদর্শ শুধু দেশ বা জাতির গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই জাতীয় আদর্শের পটভূমিকায় আন্তর্জাতিকতাবাদে নবীন শিক্ষার্থীকে দীক্ষিত করা পৌরবিজ্ঞান শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও বিশ্বমানবতাবোধ জাগ্রত করা হবে পৌরবিজ্ঞান শিক্ষকের বিশেষ লক্ষ্য। কবিগুরুর ভাবধারা "কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সমান রাঙ্গা, আর 'জগৎ জুড়ে এক জাতি সে মানব জাতি, —সর্ব্বোপরি পৃথিবীর যুবক, শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, উৎপাদক এবং বুদ্ধিজীবী সকলেই যে একই ঈশ্বরের সন্তান,—'অমৃতস্য পুত্রাঃ' সেই ভাবধারা তরুন শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করতে পারলেই পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার মূল আদর্শ সফল হবে।

আন্তর্জাতিকতাবাদের উন্মেষ সাধন

সুস্থ সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজকে টিকিয়ে রাখতে হলে প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। বেঁচে থাকার পথ হচ্ছে সহযোগিতা, কলহ ও সহযোগিতার অভাবই ধ্বংশের পথ। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, এক দেশের সাথে অন্য দেশের সহযোগিতা ব্যতিরেকে জাতীয় সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। আবার শোষণ ও অসাম্য মানব সমাজকে ধ্বংশের পথে এগিয়ে দেয়। সুতরাং বাঁচা ও বাঁচতে দেওয়া এই আদর্শের প্রতি তরুণ শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাশীল করে তোলা হবে পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের অন্যতম লক্ষ্য।

সমবায়, সাম্য ও সহ অবস্থান নীতি অনুশীলন

আজকের তরুণ আগামীদিনের সমাজ নিয়ন্ত্রক। গ্রাম পঞ্চায়েৎ থেকে শুরু করে থানা, মহকুমা, জেলা, রাজ্য তথা যুক্ত রাষ্ট্রীয় শাসন কর্তৃত্ব এই তরুণদেরই একদিন গ্রহণ করতে হবে। পঞ্চায়েৎ থেকে জেলা পরিষদে, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে করপোরেশনে, আবার বিধান সভা থেকে লোক সভা পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাগরিকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ। তাছাড়া সমাজ

সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধিসাধন

নৈতিক ও রাজনৈতিক নানা সমস্যার সমাধান ক্ষেত্রে পৌর বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি বিশেষ কার্যকরী। তরুণ শিক্ষার্থী যদি সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা সমস্যার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত থাকে তাহলে তার সুষ্ঠু সমাধানের দিকে তাদের আগ্রহ থাকবে বেশী। এই আগ্রহ থেকে সৃষ্টি হবে উৎসাহ উদ্দিপনা। তাকে ভিত্তি করেই সামাজিক দক্ষতা অনায়াসে বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং রাজনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধি করাই হবে পৌরবিজ্ঞানের বিশেষ লক্ষ্য।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক ন্যায় বুদ্ধি, বিচারবুদ্ধি, কর্তব্যনিষ্ঠা জাগ্রত করা যে কোন সমাজ বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। পৌর বা রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মের অনুশীলন শিক্ষার্থীর মনে স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও নিরপেক্ষ বিচার বুদ্ধি সৃষ্টি করে। মনকে সংস্কার মুক্ত ও ও বাস্তববাদী করে তোলে। দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সুযোগ আসে। সামাজিক বা রাজনৈতিক ন্যায় অন্যায়ের বিচার বিশ্লেষণ থেকে শিক্ষার্থীর মানষিক শক্তির বিকাশ ঘটে। গঠনমূলক সমালোচনা ও পর্যালোচনা থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষমতা বাড়ে। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি অতীতের ধ্যান ধারণাকে বহুলাংশে পরিবর্তিত করেছে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে মানুষ আজ চন্দ্রলোককেও জয় করে ফেলেছে। সামাজিক প্রতিটি সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গী দিয়ে অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের মূল লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারসাধন।

দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন

প্রজাতন্ত্রী ভারতের ভাবী নাগরিকদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সঠিক ধারণা সৃষ্টি করা শিক্ষার মূল লক্ষ্য। কিন্তু বর্তমান কালে আমরা আমাদের অধিকার সম্পর্কে যতখানি সজাগ, কর্তব্য সম্পর্কে ঠিক ততখানি সচেতন নই। কর্তব্য ছাড়া অধিকার ক্ষণস্থায়ী। প্রতিটি কর্মের যোগ্য মর্যাদা দান ও কর্তব্যনিষ্ঠা ছাড়া ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কল্যাণ আদৌ সম্ভব নয়। শ্রম বিমুখতা, শ্রমের মর্যদা ও কর্তব্য নিষ্ঠার অভাব জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। এ সমস্যার সমাধান ছাড়া জাতীয় কল্যাণ সম্ভব নয়। সুতরাং শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর থেকে শিক্ষার্থীর উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন, জাতীয় সম্পদ সংগঠনে উৎসাহ দান, কর্মে আগ্রহ সৃষ্টি ও কর্তব্য বোধ জাগ্রত করা হবে পৌরবিজ্ঞান পাঠের বিশেষ লক্ষ্য।

অধিকার ও কর্তব্য বোধের উন্মেষ সাধন

জ্ঞান আহরণ শিক্ষার বা শিক্ষার্থীর মৌলিক চাহিদা। আবার লব্ধ জ্ঞান যদি সঞ্চারিত না হয়, তাহলে তার প্রভাব স্থায়ী হয় না। যে কোন বিষয় শিক্ষার মধ্যে ব্যবহারিক দিকটা অতি প্রয়োজনীয় হলেও জ্ঞান আহরণ ও সঞ্চারণ দিকটা উপেক্ষণীয়

নয়। জ্ঞান একান্ত ব্যক্তিগত বস্তু নয়, সমাজ কল্যাণকরও বটে। অধ্যাপক বিনিং ও বিনিং এর মতে—"সুনাগরিকতায় নির্দিষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অধিক। সঠিক অভিজ্ঞতা ও বোধগম্যতাই সামাজিক প্রগতির প্রধান ভিত্তি"। ["It should not be forgotten, however, that a certain amount of definite knowledge is essential to good citizenship. Exact knowledge and understanding contribute directly to social progress."] পৌরবিজ্ঞান নাগরিকতা, অধিকার, কর্তব্য, আইন, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, এবং শাসনতন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ বিষয় বস্তুতে সমৃদ্ধ। এই সকল বিষয়ে সঠিক জ্ঞান আহরণ ছাড়া সুদক্ষ নাগরিক হওয়া যায় না। আবার পৌরবিজ্ঞান ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত। প্রকৃত শিক্ষার্থীর জ্ঞান পিপাসা অত্যন্ত তীব্র ও ব্যাপক। প্রতিটি শিক্ষার্থীর পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি, জ্ঞান পিপাসা পরিতৃপ্তিসাধন এবং নানা বিষয়ে তাদের মনকে অনুসন্ধিৎসু ও কৌতূহলী করে তোলাই হবে পৌরবিজ্ঞান পাঠের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

জ্ঞান আহরণ ও সঞ্চারণ

অর্থশাস্ত্রের দিক :

অর্থশাস্ত্রও একটি সামাজিক বিজ্ঞান। কারণ সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার পর্যালোচনা ও সমাধানের পথ নির্দ্দেশ করে এই শাস্ত্র। সমাজনৈতিক জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে অর্থনৈতিক জ্ঞান ব্যতিরেকে। সামাজিক অধিকাংশ সমস্যা অর্থনৈতিক কারণ সম্ভূত। মানুষের অভাব অপরিসীম। অপর দিকে অভাব মোচনের উপাদান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সীমিত উপকরণ সাহায্যে সীমাহীন চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টাই অর্থশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য। বর্তমান যুগ বস্তুতান্ত্রিক যুগ। বস্তু বা সম্পদ ব্যতিরেকে ব্যষ্টি বা সমষ্টি একান্ত নিঃসহায়। সম্পদই সামাজিক সক্রিয়তা ও প্রগতির ভিত্তি। মানুষের মৌলিক চাহিদা তিনটি—খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এই মৌলিক চাহিদাও পরিবর্ধিত হয়েছে। তাছাড়া মানুষ কেবল খেয়ে পরে কোন প্রকারে বেঁচে থাকতে চায় না। প্রাথমিক চাহিদা যখন মিটে যায়, তখন তারা চরম সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আকাঙ্ক্ষা করে। এর ফলে মানুষের কর্মধারা বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া পরিবর্ধিত হয়েছে। সমাজ তথা রাষ্ট্রের দায় দায়িত্ব বেড়ে চলেছে। অর্থশাস্ত্র আজ ব্যষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সমষ্টিগত কল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়ন বিধানই হচ্ছে আধুনিক অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তাই ধনবিজ্ঞানীগণ অর্থশাস্ত্র শিক্ষণের আপাত ও চরম লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

অর্থশাস্ত্রবিদ অধ্যাপক জোয়াডের (Joad) মতে অর্থশাস্ত্র পাঠের মূললক্ষ্য হবে যথাক্রমে :—(১) জীবিকা অর্জনের কৌশল আয়ত্বে সাহায্য করা। (২) গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত ও দক্ষ নাগরিকরূপে গড়ে তোলা। (৩) সুস্থ সুন্দর জীবন যাপনের জন্যে ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কর্মদক্ষতাকে বাড়িয়ে তোলা।

জোয়াডের অভিমত

অধ্যাপক পিগু (Pigou) বিষয়গত জ্ঞানকে উপেক্ষা করেননি। তবে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে অর্থশাস্ত্র পঠন পাঠনের লক্ষ্য হবে :— (১) বিষয়গত জ্ঞান আহরণে শিক্ষার্থীকে আগ্রহশীল করে তোলা। (২) বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা।

পিগুর অভিমত

অধ্যাপক মার্শাল (Marshall) সমাজবদ্ধ মানুষের বাস্তব জীবনের কর্মধারার উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে অর্থশাস্ত্র শিক্ষণের উদ্দেশ্য হবে "বাস্তবজীবন বিশেষতঃ সমাজ জীবনে সফলতা অর্জনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান"। ["Aims of the study of Economics are to gain for its own sake and to obtain guidance for the practical conduct of life, espacially social life"]

মার্শালের অভিমত

অধ্যাপক বিনিং ও বিনিং (A. C. Bining and D. C. Bining) বিষয়টির জ্ঞান মূলক, প্রয়োগ মূলক এবং সামাজিক দিকের উপর বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অর্থশাস্ত্র শিক্ষাদান কালে নিম্নলিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সফলতার দিকে শিক্ষকের বিশেষ নজর থাকা দরকার। যথা :—

বিনিং ও বিনিং এর মতামত

(১) আধুনিক ধনবিজ্ঞানের মূলসূত্র ও সমস্যাগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত কর। (২) দৈনন্দিন জীবনে অর্থশাস্ত্রের তত্ত্বগত জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ কৌশল আয়ত্ব করা। (৩) সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গীর সংযোগ বিধান করা।

অর্থবিজ্ঞানী লিপষ্ট্রু (O. Lipstreu) অর্থশাস্ত্র শিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা কালে বিষয়টির প্রয়োগ মূলক দিককে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর মতে সমাজের অন্যসকল ব্যক্তির ন্যায় শিক্ষার্থীও একজন ভোগকারী। সুতরাং অর্থশাস্ত্র পাঠের মূল লক্ষ্য হবে :—

লিপষ্ট্রুর অভিমত

(১) ভোগকারী হিসাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিগত চাহিদা অপেক্ষা সামাজিক কল্যাণভাব জাগ্রত করা।

(২) দ্রব্যের অপ্রচুরতার পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত দ্রব্য নির্বাচনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।

(৩) মুনাফা কেন্দ্রিক পরিবেশে ভোগকারীর ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা।

(৪) অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান সম্মত সামাজিক বুদ্ধি বাড়িয়ে তোলা।

(৫) উচ্চমান সম্পন্ন মূল্য বোধ ও রুচিবোধ জাগ্রত করা।

(৬) আধুনিক প্রগতিশীল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মধ্যেই যে সামাজিক কল্যাণ নির্ভরশীল সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল করা এবং তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা।

অর্থশাস্ত্রবিদদের বিভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে এই শাস্ত্রের পঠন পাঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।

অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে মানুষের জীবনের সংযোগ অতি ঘনিষ্ঠ। শিক্ষার্থী অতি শৈশব থেকেই পিতা মাতা বা পারিবারিক সান্নিধ্যে থেকেই অর্থনৈতিক নানা ক্রিয়া কলাপ সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা স্বাভাবিকভাবে লাভ করে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক তত্ত্ব বা সূত্রের বাস্তব রূপ সম্পর্কে পরোক্ষভাবে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। বিদ্যালয়ে যখন এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় তখন তাদের বয়ঃসন্ধিকাল। সুতরাং শিক্ষার্থীর সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন সূত্র, তত্ত্ব, এবং নীতি তাদের সামনে তুলে ধরবেন অর্থশাস্ত্রের শিক্ষক। অর্থশাস্ত্রের অলোচনা কালে লক্ষ্য হবে নিম্নরূপ :—

(১) ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অর্থনৈতিক চিন্তার উন্মেষ সাধন।

(২) অর্থনীতির বিভিন্ন মৌলিক তত্ত্ব, নীতি ও উপাদানের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটান এবং এই গুলি যথাযথ উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।

(৩) অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন নীতির প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও কৌতুহল বৃদ্ধিকরা।

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষার পরবর্তী স্তরে জটিল অর্থনৈতিক তত্ত্ব উপলব্ধির ক্ষেত্র প্রস্তুত করণ।

(৫) দৈনন্দিন জীবনে অর্থনীতির সূত্র গুলিকে সহজ সরল ভাবে প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করা।

(৬) সামাজিক ও অর্থনৈতিক আচরণের মধ্যে সঙ্গতি বিধানের দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা।

(৭) ভবিষ্যৎ জীবনে দক্ষ, প্রগতিশীল ও উৎপাদনশীল সুনাগরিক এবং সামাজিক নেতৃত্ব গ্রহণের শক্তি অর্জনে সাহায্য করা।

(৮) শিক্ষার্থীদের মধ্যে পর্যবেক্ষণ, উপলব্ধি, প্রয়োগ, বিচার বিশ্লেষণ এবং সাধারণী করণ প্রভৃতি ক্ষমতার উন্মেষ সাধন।

(৯) মিশ্র অর্থনীতি ও কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি সাধন।

(১০) প্রগতিশীল অর্থনৈতিক সমাজ সম্পর্কে সঠিক ধারণাদান এবং দেশীয় ও আন্তর্দেশীয় অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিবেশের পটভূমিকায় পরোক্ষ অথচ অতি প্রয়োজনীয় লক্ষ্য ঃ

অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান

অর্থনীতি মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি সম্বন্ধে আলোকপাত করে। সম্পদের উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন প্রভৃতি মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভে সাহায্য করে। বস্তুতঃ প্রাত্যহিক জীবনের নানা অর্থনৈতিক সমস্যা, আয়, ব্যয়, দ্রব্যমূল্য প্রভৃতি ব্যক্তিগত সমস্যা এবং সরকারী আয়. ব্যয়, করনীতি, শিল্প, শুল্ক, আমদানি ও রপ্তানি প্রভৃতি নানা রাষ্ট্রীয় সমস্যার সঙ্গে পরিচয়লাভে সাহায্য করে অর্থনীতি। বর্তমান ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুরূপ উৎপাদন বৃদ্ধির অভাব, উৎপাদিত সম্পদের বণ্টনে অসাম্য এবং কর্মস্পৃহা অপেক্ষা ভোগ স্পৃহা বৃদ্ধি প্রভৃতি। এইসকল জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা এবং সমস্যা সমাধানে তাদের উৎসাহিত করা হবে এ বিষয় শিক্ষণের অন্যতম পরোক্ষ উদ্দেশ্য।

পরিকল্পনা সচেতনতা-বৃদ্ধিকরণ

ভারত একটি অর্ধোন্নত দেশ। জনসংখ্যা, বেকার সমস্যা, কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন এবং মূলধন সংগঠন, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং কারিগরী ক্ষমতার অভাব প্রভৃতি নানা সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানসম্মত বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা একান্ত অপরিহার্য। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নানা প্রজেক্ট বা পরিকল্পনা সম্পর্কে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি করা বিশেষ প্রয়োজন। তাই অর্থশাস্ত্রের আলোচনার প্রধান লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের পরিকল্পনা সচেতন করে তোলা।

বৈষয়িক ও ব্যবহারিক দিক থেকে অর্থশাস্ত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায়িক রীতি-নীতি, কলা-কৌশল, স্বল্প উপকরণে অধিক উৎপাদন, সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ, বৈদেশিক বিনিময়, আমদানি ও রপ্তানি, মুদ্রাস্ফীতি এবং বাজারের তেজী বা

মন্দাভাব প্রভৃতি জাতীয় বা আন্তর্জাতীয় নানা সমস্যা সমাধানে আগ্রহশীল করে তোলা অর্থশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।

আধুনিক সমাজ কৃষক ও শ্রমিকের সমাজ। ট্রেড ইউনিয়নবাদ বর্তমান যুগধর্ম শ্রমবিভাগ, শোষণবাদ, অটোমেশন বা যান্ত্রিকতাবাদ ও নৈরাশ্যবাদ জাতীয় উৎপাদন ক্ষেত্রে শান্তি ও প্রগতি হ্রাস করেছে। বেকার সমস্যাকে আরো তীব্রতর করেছে। শ্রমের প্রতি মর্যাদা আর শ্রমিকের প্রতি উদার ও সহানুভূতিশীল মনোভাব সৃষ্টি করে অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন নীতি। সুতরাং ট্রেডইউনিয়ন ক্ষেত্রে সুস্থ সুন্দর ও স্বাধীন পরিবেশ সৃষ্টির প্রবণতা বৃদ্ধি করাই হবে অর্থশাস্ত্রের আলোচনার উদ্দেশ্য।

ট্রেড ইউনিয়ন নীতির অনুশীলন

অর্থশাস্ত্র অন্যতম সমাজবিজ্ঞান। শিক্ষার্থীর দক্ষতা, দৃষ্টিভংগী, বোধশক্তি ও ব্যবহারিক কর্মে অভ্যাস গঠন করা সমাজবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য। প্রাত্যহিক জীবনে কর্মনৈপুণ্যের প্রয়োজনীয়তা বেশী। ব্যবহারিক কর্মের অনুশীলন, ব্যক্তির মনকে সংস্কারমুক্ত করে, শিক্ষা সফল হয়। অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন হয়। শিক্ষার্থীর আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। অভ্যাস দ্বারা যথার্থতা, তৎপরতা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি সহজে আয়ত্ব হয়। তাছাড়া অর্থনৈতিক সমস্যার তথ্য সংগ্রহ, বিচার বিশ্লেষণ, ম্যাপ চার্ট ও গ্রাফ্ প্রভৃতি উপকরণ তৈরী বা সংগ্রহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কর্মদক্ষতা এবং আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ

শিক্ষার্থীর নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বিধান শিক্ষার অন্যতম পরোক্ষ লক্ষ্য। সুশৃংখল জীবন গঠনে সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শৃংখলা আদৌ বহিঃপ্রযুক্ত নয়। প্রকৃত শৃংখলা অন্তর্জাত। কোন আদর্শ বা নীতিবোধ বাহির থেকে চাপান যায় না। আত্মনিয়ন্ত্রণ, ধৈর্য্য, সহানুভূতি, পরমত সহিষ্ণুতা এবং আত্মসম্মানবোধে উদ্বুদ্ধ করে পৌরনীতি ও অর্থশাস্ত্র। আবার বুদ্ধি ও আবেগ-প্রবণতা দৃষ্টিভংগী পরিবর্তনের সহায়ক। অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতি মন ও শিক্ষা, বুদ্ধি ও আবেগ প্রবণতার পরিবর্ধক।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

আমাদের মধ্যশিক্ষা পরিষদ অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতির পাঠক্রম অনুমোদন কালে তিনটি বিশেষ লক্ষ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পরিষদ বলেছেন—(ক) প্রাত্যহিক জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সঞ্চয় করা এবং বিচার বুদ্ধি সহকারে সেই সব সমস্যা উপলব্ধি করতে সাহায্য করা। (খ) ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের দেশের বিভিন্ন কাজে বুদ্ধি বিবেচনার সঙ্গে অংশগ্রহণ

পঃ বংগ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের স্থিরীকৃত লক্ষ্য

৫

মুদালিয়ার কমিশনের মন্তব্য

করতে উৎসাহিত করা। (গ) ত্রি-বার্ষিক স্নাতক শ্রেণীতে যে সব ছাত্রছাত্রীরা অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ণ করবে তাদের প্রয়োজনীয় পটভূমি রচনা করা।

[(a) "To help the students understand and take an intelligent interest in the every day problems of our economic life. b) To prepare them as future citizens to appreciate and to take an intelligent part in the affairs of the country: and (c) to provide those amongst them who intend to take up the 3 year DegreeCourse in Economics with the necessary theoritical background."]

মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানকে পাঠ্যসূচী ভুক্ত করার সময় মুদালিয়ার কমিশন সেই সকল বিষয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন—"উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে তাদের পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি বা রাষ্ট্র প্রভৃতি পারিপার্শিক সমাজের সঙ্গতি বিধান করা। এর ফলে তারা সমাজের ক্রমবিকাশ এবং সামাজিক বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া প্রক্রিয়া বুঝতে পারবে। অতীতে কী ভাবে সঙ্গতি বিধান হয়েছিল এবং বর্তমান কীভাবে সম্ভব তা তারা বুঝতে পারবে। এরদ্বারা তারা কেবল মাত্র জ্ঞানসঞ্চয় করবেনা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্য বোধ পরিবর্দ্ধিত হবে আর পৌর দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ছাত্র ছাত্রীদের কেবল মাত্র জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ করা হবেনা তাদের জাতীয় ঐতিহ্য এবং বিশ্ব ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে"। ["Object is to adjust the students to their social environment—which includes the family, community, state and nation. So that they may be able to understand how society has come to its present form and interpret intelligently the matrix of social forces and movements in the midst of which they are living. They help the student to discover and explain how this adjustment has taken place in the past and how it is taking place today.—Through them, the students should be able to acquire not only the knowledge but the attitudes and values which are essential for successful groupliving and civic efficiency. They should endeavour to give the students not only a sense of national patriotism and an appreciation of national heritage, but

also a keen and lively sense of world unity and world citizenship. "][1]

এ সম্পর্কে কোঠারী কমিশন Social Studies and Social Sciences পাঠক্রমের লক্ষ্য বর্ণনা করতে গিয়ে সংক্ষেপে বলেছেন—"লক্ষ্য হবে ছাত্রছাত্রীদের সংগে পরিবেশের সঙ্গতি বিধান। মানবীয় সম্বন্ধ, মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ধন। যার ফলে তারা পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি ও সর্বোপরি বিশ্বের নানা সমস্যা সমাধানে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে"।

পৌরনীতির বিষয়বস্তুর লক্ষ্য হবে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের 'জাতি সংঘ' এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা গুলির উদ্দেশ্য, কর্মধারা এবং বিশ্বশান্তি, সহযোগিতা ও প্রগতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবহিত করা।

কোঠারী কমিশনের সুপারিশ

["The aim·········is to help the student to acquire a knowledge of their environment, an understanding of human relationships and certain attitudes and values which are vital for intelligent participation in the affairs of the community, the state, the nation and the world."

["The course in civics in the senior classes should give a picture of the United Nations and other international agencies and an objective account of their great efforts towords international cooperation and the maintenance of peace."][2]

শিক্ষার বিভিন্ন ধারায় অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের লক্ষ্য [Aims of Economics and civics at different courses of Study] :

শিক্ষার বিভিন্ন ধারায় অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক নয়। শিক্ষা মূলতঃ দু'টি ধারায় প্রবাহিত। একটি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা বা **জ্ঞানমূলক (Educational)** অন্যটি **বৃত্তিমূলক (Vocational)** শিক্ষা। জ্ঞানমূলক শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক বিষয় রূপে (Separate discipline) এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একটি বিষয়ের অংশ রূপে (Part of a Subject) পাঠ্যতালিকা ভুক্ত দেখা যায়। অন্যদিকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Vocational Education) আবার বাণিজ্যিক

1. Report of the Secondary Education Commission (1952-53) P. 93.
2. Report of the Education Commission (1964-65) P. 200-1 P. 8. 67+8. 70.

শিক্ষা (Commerce), কারিগরি শিক্ষা (Technical) শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। শিক্ষার এই বিভিন্ন ধারায় আধুনিক কালে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পাঠ্য তালিকা ভুক্ত। এই সকল বিভিন্ন ধারায় এই দুই শাস্ত্রের পঠন পাঠনের মূল লক্ষ্য কি তা একটি বিশেষ সমস্যার বিষয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে একাধিক শাখায় (Stream) অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান ঐচ্ছিক পাঠ্য বিষয় (Elective Subject)। মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মানবিক (Humanities) বা বাণিজ্য (Commerce) ধারায় এ দু'টি বিষয় একত্রে ঐচ্ছিক পাঠ্য বিষয়রূপে অনুমোদিত। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে উভর ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ের পাঠক্রম (Syllabus) সম্পূর্ণ এক ধরণের নয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের মানবিক শাখায় অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পঠনপাঠন শুরু হয় নবম শ্রেণী থেকে। অন্যদিকে বাণিজ্যিক ধারার শুরু হয় দশম শ্রেণীতে। মানবিক শাখায় দীর্ঘ তিন বছর ধরে এই বিষয় দু'টিকে অনুশীলন করতে হয়। বাণিজ্যিক ধারায় পাঠক্রম দু' বছরের মধ্যে সীমিত। প্রথম ক্ষেত্রে বিষয় দু'টির তাত্ত্বিক প্রাধান্য বেশী। তাছাড়া কিছুটা বর্ণনামূলকও (Descriptive) বটে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিষয়টির ব্যবহারিক দিকের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে স্বীকৃত। আবার এই স্তরের বিজ্ঞান ও কারিগরি ধারায় অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান সমাজ বিদ্যার (Social Studies) সঙ্গে লীন। এই দুই ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয় ইতিহাস ও ভূগোলের সমন্বয়ে একটি অখণ্ড পাঠ্য বিষয়। আবার সম্পূর্ণ বৃত্তিমূলক শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান স্বতন্ত্র পাঠ্য তালিকা ভুক্ত। সুতরাং শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পঠন পাঠনের মূল লক্ষ্য কি হবে তা বিশদভাবে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

জ্ঞান মূলক শিক্ষাক্ষেত্রেলক্ষ্য

শিক্ষা যেখানে সম্পূর্ণ জ্ঞানমুখী সেখানে তত্ত্বগত প্রাধান্য বেশী। এক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ্য ও পরোক্ষ—উদ্দেশ্য হবে এই দুই বিষয়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণে শিক্ষার্থীদের সর্বদিক থেকে সাহায্য করা। এই দুই শাস্ত্রের বিভিন্ন মতবাদ, সূত্র ও সিদ্ধান্ত ছাত্র ছাত্রীদের নিকট বিশদভাবে উপস্থাপিত করা এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে তাদের উৎসাহিত করা। আবার কেবলমাত্র জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞানসঞ্চারণ করা মুখ্য উদ্দেশ্য হবে না। অর্জিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার্থী যাতে দেশ ও কালের প্রয়োজনে—প্রয়োগ করতে পারে সেই রূপ দক্ষতা অর্জন ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধনই হবে প্রকৃত উদ্দেশ্য। সাধারণভাবে মাধ্যমিক স্তরের মানবিক শাখায় এই দুই শাস্ত্রের পঠন পাঠনের মূল লক্ষ্য কি হওয়া উচিত তা বিশদভাবে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তার পুনরাবৃত্তি নিঃপ্রয়োজন। তবে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে বিষয়টি সম্পূর্ণ

পৃথক শাস্ত্ররূপে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হলে, সেখানে বিষয় বস্তুর প্রাধান্য থাকবে। সে ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিষয় বস্তুতে জ্ঞান সঞ্চয় করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করাই হবে প্রধান লক্ষ্য। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা যাতে একটা সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং পরবর্তী উচ্চস্তরের শিক্ষায় আরো আগ্রহশীল হয় সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি থাকবে।

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান সব ক্ষেত্রে পৃথক বিষয়রূপে পড়ান হয় না। শিক্ষার কোন কোন ক্ষেত্রে এ বিষয়টি একটি বিষয়ের অংশরূপে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিজ্ঞান ও কারিগরি শাখায় অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পৃথকভাবে পড়ান হয় না। এক্ষেত্রে সমাজবিদ্যা একটি আবশ্যিক পাঠ্য বিষয়। এই সমাজ বিদ্যার মাধ্যমে ইতিহাস ও ভূগোলের সঙ্গে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ উপস্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে এই বিষয়কে আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় করায় বিষয়টির গুরুত্ব কিছু বেড়েছে। কিন্তু এর পিছনে কি উদ্দেশ্য বা কেন বিজ্ঞান ও কারিগরি ধারায় ছাত্রছাত্রীরা অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পড়বে তা প্রণিধান যোগ্য। তাছাড়া মানবিক ধারার ন্যায় এ ক্ষেত্রে পঠন পাঠনের উদ্দেশ্য একই হবে কিনা বড় প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর অতি স্বচ্ছ। মানবিক শাখায় এ বিষয়টি ঐচ্ছিক এবং একটী পৃথক পাঠ্য বিষয়। অথচ এ ক্ষেত্রে বিষয়টি আবশ্যিক এবং একটি বিষয়ের অংশ। সুতরাং পঠন পাঠনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যে এক নয় তা সহজেই অনুমেয়। মাধ্যমিক স্তরের এই সকল শাখায় সমাজবিদ্যা ইতিহাস, ভূগোল, অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের বিকল্প পাঠ। আবার কলা বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষার লক্ষ্য এবং বিজ্ঞান বা কারিগরি শাখার শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য এক নয়। কিন্তু বিজ্ঞান বা কারিগরি শাখার ছাত্র ছাত্রীরাও সমাজের অংশ। তাদের শিক্ষার লক্ষ্য আদৌ সমাজ নিরপেক্ষ নয়। তাদেরও দেশের, দশের, সমাজ বা রাষ্ট্রের ভাল মন্দের অংশ ভোগ করতে হয়। প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ঘটনা থেকেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি শুরু। সুতরাং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বা কারিগরি শাখায় অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের বাস্তব সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা যুক্তিযুক্ত। এ ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক দিকটা অপেক্ষা কার্যকরী বা (Functional) দিকটার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে।

একটি বিষয়ের অংশরূপে পঠন পাঠনের লক্ষ্য

দেশের শাসন ব্যবস্থা, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, জাতীয় উৎপাদন ও বণ্টন সমস্যা এবং জনসংখ্যা সমস্যা প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় গুলি পাঠ্য তালিকা ভুক্ত হবে। এ ক্ষেত্রে পাঠক্রমের মূল লক্ষ্য হবে যথাক্রমে:—(১) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে

সামাজিক সমস্যার অনুধাবন করা (২) আর্থিক সমস্যার পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করতে উৎসাহিত করা (৩) উন্নত নাগরিক চরিত্র গঠন এবং স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও পক্ষপাত শূন্য ন্যায় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ধন। (৪) স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখা (৫) বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনা সমূহের অনুধাবন এবং (৬) সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা সমস্যা সমাধানের পথ আবিষ্কার করা ইত্যাদি।

অপরদিকে জাগতিক জীবনে সাফল্য লাভ করা হচ্ছে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ঐহিক জীবনের সাফল্য মূলতঃ অর্থকেন্দ্রিক। আর্থিক স্বাচ্ছল্যই এই সাফল্যের ভিত্তি। আর্থিক স্বাচ্ছল্য কর্মানুশীলনের উপর নির্ভরশীল। এই কর্মানুশীলন আবার নানান বৃত্তি বা পেশার উপর নির্ভরশীল। তাই বর্তমান কালে ঐহিক সুখ সমৃদ্ধির জন্য নানা বৃত্তির সৃষ্টি। আর সেই সঙ্গে শিক্ষাও আজ বৃত্তিমুখীন। বৃত্তিমুখীন শিক্ষা আবার সাধারণতঃ বাণিজ্যিক, কারিগরি এবং শাসনতান্ত্রিক এই তিন ভাগে বিভক্ত। ত্রিধারায় প্রবাহিত এই বৃত্তি মূলক শিক্ষা ক্ষেত্রে আজকাল সব দেশেই অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পৃথক বিষয় রূপে পাঠ্য তালিকা ভুক্ত। বস্তুতান্ত্রিক যুগে বাণিজ্য ধারার শিক্ষা অন্যতম অর্থকরী শিক্ষা ব্যবস্থা। বস্তুতঃ বাণিজ্যিক দক্ষতা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের একটি বিশেষ পন্থা। ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রগতি ছাড়া কোন দেশই উন্নত হতে পারে না। ব্যবসা বাণিজ্যিক দক্ষতা অর্জনই হচ্ছে এই ধারার শিক্ষার উদ্দেশ্য। আবার এই শিক্ষাধারাও সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের সঙ্গে এর সংযোগ অতি ঘনিষ্ঠ। কিন্তু এক্ষেত্রে পঠন-পাঠনের মূল লক্ষ্য মানবিক ধারার অনুরূপ হবে না। এক্ষেত্রে বিষয়ের ব্যবহারিক (functional) দিকের গুরুত্ব অধিক। অনুরূপ ভাবে কারিগরি বা শাসনতান্ত্রিক শিক্ষাক্ষেত্রে ও শিক্ষার্থীর এই দুই বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এই সকল ক্ষেত্রে বিষয় বস্তুর প্রয়োগ কৌশল শিক্ষার্থীদের আয়ত্ব করতে সাহায্য করা হবে। তাছাড়া জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, রাজস্ব-ব্যবস্থা, করনীতি, বণ্টন নীতি এবং সরকারী কার্যাবলী ও শাসনতান্ত্রিক রীতি নীতি আয়ত্ব করতে সাহায্য করাই হবে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পঠন পাঠনের প্রধান লক্ষ্য।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা-ক্ষেত্রে লক্ষ্য

প্রশ্নাবলী

1. For what purposes do we study economics? Of what value is the study of economics to a citizen? (C. U. 1965)

2. Write a short note on the aims and objectives of teaching economics. (C. U. 1967)

3. Describe briefly the aims of teaching of economics at various stages of education.

4, What are the aims of teaching of economics in Higher Secondary Schools ?

5. Discuss and narrate briefly the aims, objectives and values of teaching of economics with special reference to conditions of the Indian-sub-continent.

6. Describe the aims of Economics and Civics at different courses of study.

7. Bring out clearly the importance of teaching of civics and also lay down the aims and values of its teaching.

8. Indicate the importance of the teacher in formulating aims and objectives of economics and civics.

৩

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ ক্ষেত্রে অনুবন্ধ প্রণালী

TEACHING ECONOMICS & CIVICS AND THE PRINCIPLE OF CORRELATION

(অভিজ্ঞতার দ্বারা অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনই শিক্ষা। আবার এই শিক্ষাই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার ভিত্তি।) কোন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান দৃঢ় ও স্থায়ী হয় না, যতক্ষণ না অন্য কোন অভিজ্ঞতার দ্বারা নিকষিত হয়। (জ্ঞান একটি অখণ্ড শক্তি। একে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। শিক্ষাধারাকে সহজ ও সরল করে তোলার জন্যই এক অখণ্ড জ্ঞানকে বিভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত করা হয়েছে।) কিন্তু জ্ঞান অন্তহীন সমুদ্রের ন্যায়। সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে বহুনদী। নদী তার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা নিয়ে সাগর সঙ্গমে এগিয়ে চলে। সাগরের সাথে মিলনেই বিভিন্ন নদী হয় পরম সার্থক, পূর্ণ হয় অসীম তৃপ্তিতে। শিক্ষাক্ষেত্রে তেমনি বিভিন্ন বিষয় ধারা বিভিন্ন পথে এগিয়ে চলে এক অনন্ত জ্ঞান সাগরের দিকে। এই অনন্ত ও অখণ্ড মহাসাগরের বুকেই শিক্ষা হয় সার্থক। শিক্ষা বিজ্ঞানী হার্বার্টের (Harbart) মতে মন এক এবং অভিন্ন। জন্মের পর শিশুর মনের মধ্যে কোন ভাব বা সংস্কার থাকে না। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু তার পরিবেশের সংস্পর্শে এসে সঞ্চয় করে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতা গুলি মনের মধ্যে এক ভাবজট সৃষ্টি করে। এই ভাবজটই অখণ্ড জ্ঞান। শিশুর নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতার সমন্বয়েই জ্ঞানের সম্পূর্ণতা আসে। সুতরাং এক বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের শিক্ষা বিশেষভাবে সম্বন্ধ যুক্ত। আপাত দৃষ্টিতে বিভিন্ন বিষয়ের ভাবের মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও এ ভাবগুলি পরস্পর সংযুক্ত। শুধু শিক্ষাকেন, মানুষের প্রতিটি কর্মই অন্য কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে একজন কাপড় কলের উৎপাদকের একজন ইঞ্জিনীয়ারের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। অধিকন্তু তাঁকে আবার ভেষজবিজ্ঞান এবং অঙ্ক বা রাশিবিজ্ঞানের উপরও বিশেষ ভাবে নির্ভর করতে হয়। একেই বলে অনুবন্ধ। এর প্রয়োজনীয়তা সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক।

অনুবন্ধ কি ?

আধুনিক শিক্ষা হচ্ছে শিশুকেন্দ্রিক ও মনস্তত্ব নির্ভর। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর রুচি, চাহিদা, ক্ষমতা এবং জীবনের প্রয়োজনীয়তা আজ বিশেষভাবে যুক্ত। শিক্ষা আজ একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। তাছাড়া আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন। শিক্ষার লক্ষ্যের বিভিন্নতার পটভূমিকায় এবং শিক্ষার্থীর মনের চাহিদা ও প্রকৃতি অনুযায়ী ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান, জ্যামিতি, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ্য বিষয় দ্বারা জ্ঞান আজ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়গুলির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও পরস্পরের মধ্যে একটা ঐক্য এবং সঙ্গতি বিদ্যমান। এই অনুবন্ধ (correlation) এর প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন দিক থেকে লক্ষ্য করা যায়। যথা :—

অনুবন্ধ নীতির প্রয়োজনীয়তা

(১) অনুবন্ধ নীতি শিক্ষার্থীর জ্ঞানকে স্থায়ী করতে পারে।
(২) এই নীতির দ্বারা অল্প সময়ে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা যায়।
(৩) শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠে আগ্রহ সঞ্চার করতে এই নীতি বিশেষ সহায়ক।
(৪) এই নীতির দ্বারা পাঠ্যক্রমের বোঝা হ্রাস করা যায়।
(৫) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ রচিত হলে শিক্ষার্থীদের মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটে। সহযোগিতা, উদারতা এবং মনের প্রসারতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

অনুবন্ধ প্রণালীকে সাধারণ ভাবে **উল্লম্ব অনুবন্ধ** (Vertical Correlation) এবং **সমতলীয় অনুবন্ধ** (Horizontal correlation) এই দুই শ্রেণীতে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়গুলিকে যদি আমরা পর পর সাজিয়ে একটি উল্লম্ব রেখার কল্পনা করি, তাহলে এই রেখায় অর্থশাস্ত্রও পৌরবিজ্ঞানের একটি বিশেষ স্থান থাকবে। অর্থশাস্ত্রের ও পৌরবিজ্ঞানের কোন পাঠ (Topic) পড়াবার সময় যদি পাঠক্রমের এই রেখায় অবস্থানকারী অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, তাহলে এই ধরণের অনুবন্ধ রচনাকে উল্লম্ব অনুবন্ধ বলা হবে। এই অনুবন্ধ প্রণালীকে কার্যে প্রয়োগ করা হয়—(ক) **আকস্মিক** (Incidental method) এবং (খ) **পূর্বপরিকল্পিত** (Planned method) পদ্ধতির সাহায্যে। বিষয় শিক্ষক যদি কোন বিষয়ের আলোচনাকালে আকস্মিক ভাবে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যাওয়ার সুযোগ পান তাহলে সেইরূপ অনুবন্ধই আকস্মিক। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকারে পূর্বকল্পিত পথের অনুসরণ করা হয় না। যদি অর্থশাস্ত্রের কোন শিক্ষক ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের আলোচনা কালে তুলা উৎপাদনের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

উল্লম্ব অনুবন্ধ

সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করেন তাহলে সে ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে ভূগোলের হঠাৎ অনুবন্ধ রচিত হতে পারে।

অন্যদিকে যদি কোন শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কি ভাবে সংযোগ সাধন করে পাঠে অগ্রসর হবেন সে সম্বন্ধে পূর্ব থেকেই পরিকল্পনা তৈরী করে আলোচনা করেন, তাহলে সেইরূপ পদ্ধতিকে পূর্বপরিকল্পিত অনুবন্ধ বলা হবে। এক্ষেত্রে আলোচনার ধারাবাহিকতা থাকবে, এবং একাধিক বিষয়ের আলোচনা সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে চলবে। যদি অর্থনীতি ও ভূগোলের শিক্ষকদ্বয় অথবা পৌরবিজ্ঞান ও ইতিহাসের শিক্ষকদ্বয় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পরিকল্পনা করেন তাহলে এই পদ্ধতি কার্যকরী হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ যদি শিল্পের একদেশতার কারণ আলোচনাকালে অর্থনীতি ও ভূগোলের শিক্ষকদ্বয় সুপরিকল্পিত ভাবে ভৌগোলিক পরিবেশের কথা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলেধরেন তাহলে উভয় বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ সহজেই রচিত হবে এবং শিক্ষার্থীরাও দু'টি বিভিন্ন বিষয় পাঠের সার্থকতা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে। অনুরূপভাবে পৌরবিজ্ঞান ও ইতিহাসের শিক্ষকগণ যদি পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে সমাজের ক্রমবিকাশ, রাষ্ট্রের উৎপত্তিবাদ এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন রূপ প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা করেন, তাহলে এই পদ্ধতি সফল হতে পারে।

যখন কোন শিক্ষক একই বিষয়ের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার সঙ্গে সম্বন্ধ বজায় রেখে পাঠদান কার্য পরিচালনা করেন তখন তাকে সমতলীয় অনুবন্ধ বলা হয়। অর্থনীতির শিক্ষক যদি উৎপাদন বিষয়টি আলোচনা কালে ভোগ, বণ্টন এবং বিনিময় প্রভৃতির সঙ্গে উৎপাদনের সম্বন্ধ নির্দেশ করেন, তাহলে সেইরূপ অনুবন্ধকে সমতলীয় বলা হবে।

সমতলীয় অনুবন্ধ

অনুরূপ ভাবে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা আলোচনা কালে অর্থের প্রয়োজনীয়তা, অর্থের সরবরাহ, এবং অর্থের প্রচলন গতি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে। এই ভাবে পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আলোচনা কালে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ রচনা করতে পারেন। আবার গণতন্ত্র আলোচনা কালে একনায়কতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের সঙ্গে সংযোগ বিধান করতে পারেন। অবশ্য যে কোন বিষয়ের অনুবন্ধ যতটা প্রাসংগিক, সহজ, সরল ও স্বাভাবিক হবে ততটা তা সার্থক হবে। আবার এই অনুবন্ধ যাতে বাস্তব জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয় তার প্রতি বিষয় শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

প্রশ্নাবলী

1. What is Correlation ? Illustrate your answer with Examples.

2. What are the different types of Correlation and how are they effective in the teaching of Economics and Civics ?

3. What do you mean by Correlation ? Why is Correlation necessary in the teaching of Economics and Civics ?

4. "No Subject is even well understood and no act is intelligently practised, if the light which the other studies are able to throw upon it is deliberately shutout". (Raymont) – Discuss.

EDUCATION FOR WO... Dept. of Extension SERVICES ... CALCUTTA-27

৪

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের সঙ্গে বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানের সম্বন্ধ

RELATION WITH OTHER SOCIAL SCIENCES

মনুষ্য আচরণের বিভিন্ন দিক আলোচনা করাই সমাজবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং এরিষ্টটল তাঁদের চিন্তাধারা যে বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করত, সেই বিষয়েই আলোচনা করতেন। তাঁদের কাছে বিভিন্ন বিষয় ছিল এক ব্যাপক দর্শনেরই বিভিন্ন দিক মাত্র। বর্তমান সমাজবিজ্ঞান দর্শন থেকে ভেঙ্গে এসে বিভিন্ন বিষয় বা জ্ঞানধারায় প্রবাহিত। বর্তমান যুগ বিশেষীকরণের যুগ। আজকের দিনে কারো পক্ষে কোন বিষয়েই দক্ষ হওয়া সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তিনি একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে তাঁর কর্মানু-শীলন সীমাবদ্ধ রাখেন।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ অর্থ নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন—নৈতিক কিংবা রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্লেটো নৈতিক দিক থেকে ঋণ করা অর্থের সুদ গ্রহণ ও প্রদান উভয় কর্মকে পাপজনক কর্ম বলে আপত্তি জানিয়েছিলেন। এরিষ্টটলও তেমনি নৈতিক কারণেই বিনিময় প্রথাকে ঘৃণ্য বলেছেন—যখন সেটা নিছক দ্রব্য বিনিময়ের মধ্যে না থেকে পয়সার বিনিময়ে করা হয়েছে। অবশ্য অর্থকে বিনিময়ের মাধ্যম রূপে কবে পৃথিবীর কোন্ দেশে গ্রহণ করা হয় তার সঠিক কোন ঐতিহাসিক নজির নেই। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার ইতিহাসে অর্থের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। আবার প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে মহেনজোদরো ও হরাপ্পা সভ্যতায় অর্থ বা মুদ্রার অস্তিত্ব বিদ্যমান।

মধ্যযুগের দার্শনিকগণও গ্রীক দার্শনিকদের আদর্শের অনুগামী। অবশ্য এই যুগ থেকেই দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ ব্যাপারে নৈতিক যুক্তি ক্রমে ক্রমে প্রভাব বিস্তার করে এবং সঠিক মূল্যের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান শুরু হয়। বিনিময় প্রথা, অর্থের মাধ্যম, কৃষি নির্ভর সভ্যতা এবং শিল্প বিপ্লব বা বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের চিন্তা রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। অর্থ নৈতিক প্রগতি আরো পরিবর্ধিত হয়। আর্থিক মানদণ্ড রূপান্তরিত হয় রাজদণ্ডে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিগন্ত প্রসারিত হয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন দেশ আবিষ্কারের যাত্রা আরম্ভ হয়। ফলে শক্তি সমৃদ্ধ উন্নত জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের জন্য রাজনীতির ক্ষেত্রে অর্থনীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তখন থেকেই রাষ্ট্র দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য ব্যবসা ও শিল্পের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ আরম্ভ করে এবং অর্থনৈতিক প্রশ্ন রাজনৈতিক প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

বস্তুতঃ শিল্পবিপ্লবের ফলে অর্থনীতি অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। শিল্পবিপ্লবের পর অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়, বিশেষীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়, শ্রম-বিভাগ ব্যাপকতর হয়, যার ফলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরো বেশী জটিল আকার ধারণ করে। অর্থনীতি নীতিশাস্ত্র, ধর্ম এবং রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। আবির্ভাব ঘটে 'Laissez faire theory' বা অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের নির্লিপ্ততার নীতি। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ আডাম স্মিথ্ ছিলেন সেই তত্ত্বের প্রবক্তা। বর্তমানকালে আবার সেই সীমারেখা ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা চলছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত অর্থনৈতিক সমস্যার নৈতিক ও রাজনৈতিক দিকগুলি আলোচনা করা অর্থনীতিবিদদের কাজ নয় বলে মনে করা হত। কোন কোন অর্থনীতিবিদ এখনও এই ধারণা পোষণ করেন, আবার অনেকেই এ ব্যাপারে একমত নন।

যাই হোক্, একটি বাস্তব সমস্যা, সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক দিক দিয়েই বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু যদি অর্থনীতিবিদ্‌গণ সমাধান হিসাবে কেবলমাত্র বুদ্ধির দিক দিয়েই সমাধানের চেষ্টা করেন, তাহলে অর্থনীতিবিষয় পাঠ অশ্রদ্ধার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং চিন্তার স্পষ্টতার জন্য অর্থনৈতিক বিবেচনাকে আলাদা করে দেখা দরকার। তারপর করণীয় হচ্ছে—সমাধানগুলি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সুসমঞ্জস কিনা ?

জগৎ ও জীবনে জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পূর্ণনিয়োগ এবং শোষণ বন্ধ করার জন্য অর্থনীতি ব্যাপারে অধিক কর্মতৎপর হতে বাধ্য হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার পরিধি ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। ফলে অর্থনীতি ও রাজনীতির সংযোগ আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। তাছাড়া কোন বিজ্ঞানই মানুষ এবং তার পরিবেশ নিরপেক্ষ নয়। সুতরাং অর্থনীতি অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান থেকে আদৌ পৃথক নয়, বরং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

ভূগোল ও অর্থশাস্ত্র (Geography and Economics) :

ভূগোলের সঙ্গে অর্থশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠতা বেশী। মানুষের কোন কর্মই পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলবায়ু নিরপেক্ষ নয়। জাতীয় সম্পদ ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের মূল উৎস হচ্ছে ভূমিজ, খনিজ, জলজ এবং উদ্ভিজ্জ

প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক সম্পদ। জনসম্পদও উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপাদান। কৃষি ও শিল্প উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। উত্তাপ, পর্যাপ্ত বারিপাত এবং ভূমির উর্বরতা যেমন কৃষি উৎপাদনের সহায়ক, তেমনি আবহাওয়ার আর্দ্রতা এবং নাতিশীতোষ্ণতা শ্রমশক্তির উদ্দীপক। তাছাড়া নদী, পাহাড়, পর্বত, হ্রদ, উপত্যকা এবং সমুদ্রের অবস্থান নানা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের সহায়ক। আবার অর্থশাস্ত্রের বা উৎপাদনের বিভিন্ন সমস্যা বাণিজ্যিক ভূগোলের সঙ্গে সংযুক্ত।

অর্থশাস্ত্র মূলত প্রকৃতি নির্ভর। বাস্তব প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়া অর্থশাস্ত্রের শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করা যায় না। তাই বিষয় শিক্ষক বাস্তব প্রাকৃতিক পটভূমিকায় অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা যথা—উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন, কর্মসংস্থান, জমি, মূলধন, শ্রমও শ্রমের দক্ষতা, সংগঠন ও সাংগঠনিক দক্ষতা প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচনা করবেন। এই ভাবে আলোচনাকে বাস্তব ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে হলে ভূগোলের সঙ্গে অর্থশাস্ত্রের যোগাযোগ অবশ্যই স্থাপন করতে হবে। তাছাড়া কৃষি উৎপাদন, শিল্প উন্নয়ন, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সবকিছুই ভৌগোলিক অবস্থান এবং সুযোগ সুবিধার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। মানুষের চাহিদা, ভোগপ্রবণতা এবং দ্রব্যের সরবরাহ প্রভৃতি সমস্যাও ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবহণ ও যোগাযোগ এবং মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং অর্থনৈতিক নানা সমস্যা আলোচনাকালে অর্থশাস্ত্র ও ভূগোলের সঙ্গে অনুবন্ধ রচিত হলে পাঠ্য বিষয়টির বাস্তব প্রয়োজনীয়তা ছাত্রছাত্রীদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ভূগোল ও পৌরনীতি (Geography and Civics):

ভূগোলের সঙ্গে পৌরনীতির সম্বন্ধ কম নয়। মানুষের চরিত্র, চিন্তাধারা ও কার্যপ্রণালীর উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বেশী। রাষ্ট্রের অবস্থান, দেশের জলবায়ু, ভূমির উর্বরতা, প্রাকৃতিক সম্পদ, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্রের নৈকট্য, খাল ও নদ-নদী এবং রাস্তাঘাটের বা যোগাযোগের অনুকূল পরিবেশ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রধান সহায়ক। ভৌগোলিক পরিবেশের পার্থক্যই বিভিন্ন দেশের চিন্তাধারা, রাজনীতি ও শাসন-ব্যবস্থার বৈষম্যের ভিত্তি। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটল, ফরাসী দার্শনিক রুশো প্রভৃতি চিন্তানায়কগণ লোক-চরিত্রের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত বেশী বলেই উল্লেখ করেছেন। ভৌগোলিক পরিবেশের আনুকূল্যই গ্রেট বৃটেনের স্বাধীনতা, রাজনীতি, শাসনব্যবস্থা এবং সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সাহায্য করেছে।

চারিদিকে সমুদ্র পরিবেষ্টিত বৃটিশদ্বীপপুঞ্জ, নাব্য উপকূলভূমি, খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য এবং উষ্ণ স্রোতের সান্নিধ্য যে গ্রেট বৃটেনের রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের সহায়ক তা বলাই বাহুল্য। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বৃটেনের অধিবাসীদের কেবলমাত্র কর্মদক্ষ ও পরিশ্রমশীল করে তোলেনি, অধিকন্তু তাদের চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটিয়েছে। অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা রাজনৈতিক প্রাধান্যের সীমাকে পরিবর্ধিত করেছে। বণিকের মানদণ্ড পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাজদণ্ড রূপে দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে ভৌগোলিক অবস্থানের প্রতিকূলতাই আফ্রিকাকে এতদিন তমসাচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাস্তবিকই আফ্রিকা মহাদেশের অভগ্ন তটরেখা, সাহারা মরুভূমি, নিবিড় অরণ্য, হিংস্র জীবজন্তু এবং যোগাযোগ হীনতা প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আফ্রিকা মহাদেশে মানব সভ্যতা বিকাশে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

আবার মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক প্রভাব অপরিসীম। সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সব কিছুরই উৎস মাটি। এই মাটি বা ভূ-প্রকৃতি সব স্থানে সমান নয়। ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্য থেকেই সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি। কোন পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের সামাজিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সমতলভূমির মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের অনুরূপ হয় না। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রুশোর মতে জলবায়ুর বিভিন্নতাই রাষ্ট্রনৈতিক পার্থক্যের প্রধান উৎস। উষ্ণ জলবায়ু স্বৈরাচারের, শীতপ্রধান অঞ্চল বর্বরতার এবং নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু গণতন্ত্রের উপযোগী। সুতরাং পৌরবিজ্ঞানের সঙ্গে ভৌগোলিক পরিবেশ বিশেষ ভাবে জড়িত। এইজন্য বিষয় শিক্ষক পৌরবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা কালে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভূগোলের সঙ্গে অনুবন্ধ রচনা করলে শিক্ষার্থীর সঠিক জ্ঞান আহরণে সাহায্য করা হবে। রাষ্ট্রের উপাদান, জাতি, জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, রাষ্ট্রের প্রকৃতি, সরকারের স্বরূপ, গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের আলোচনা ক্ষেত্রে পৌরবিজ্ঞানের সঙ্গে ভূগোলের অনুবন্ধ অতি সহজেই রচিত হতে পারে।

ইতিহাস ও অর্থনীতি (History and Economics) ঃ

ইতিহাস মানুষের অতীত ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থনৈতিক ঘটনা ইতিহাসের বহির্ভূত বিষয় নয়। মানব-সমাজের ক্রমবিকাশ, মানবসভ্যতার বহু কাহিনী অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত। অতীতকালে মানুষ কিভাবে জীবনযাপন করত, কিভাবে দৈনন্দিন জীবনের অভাব মোচন করত তা ইতিহাসের বিষয়বস্তু। ঐতিহাসিক তথ্যের

ভিত্তিতেই নূতন অর্থনৈতিক সূত্র ও সত্যাসত্য নির্ণয় সম্ভব হয়। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো এবং পরিকল্পনা অতীতের অভাব, পছন্দ এবং বিনিময় প্রভৃতি সমস্যার সঙ্গে জড়িত। তাছাড়া এক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অন্য দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, অনুমান বা Speculation অতীত ইতিহাসবর্জিত নয়।

অতএব বিভিন্ন অর্থনৈতিক সূত্র, তত্ত্ব ও তথ্য আলোচনা কালে তার ঐতিহাসিক পটভূমি জানা দরকার। আবার ইতিহাসের কোন বিষয় আলোচনা কালে তার অর্থনৈতিক পটভূমি ও পরিবেশকে জানা প্রয়োজন। কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটেল' গ্রন্থটি ঐতিহাসিক পর্য্যালোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বপ্রকার সমাজনৈতিক পরিবর্তন বা বিবর্তন অর্থনৈতিক কারণ সম্ভূত। বস্তুতঃ অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা যথা—জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, সরকারের আয়-ব্যয়, করনীতি, শিল্পনীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, জাতীয় আয়, জাতীয় সম্পদের বণ্টন নীতি প্রভৃতি বিষয় আলোচনা কালে অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে ইতিহাসের অনুবন্ধ রচনা করা একান্ত প্রয়োজন। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এই সকল সমস্যা আলোচিত হলে তরুন শিক্ষার্থীদের পক্ষে বাস্তব জ্ঞান-অর্জন সফল হবে।

ইতিহাস ও পৌরনীতি (History and Civics):

ইতিহাস ও পৌরনীতির মধ্যে সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, আর্থিক এবং কৃষ্টিগত সবকিছু কাহিনী যেমন ইতিহাসের বিষয়বস্তু, তেমনি পৌরনীতিরও আলোচ্য বিষয়। ইতিহাস বিভিন্ন কালের, বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি, স্থিতি এবং ক্রমবিকাশের নানা তথ্য আহরণ করে। সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে পৌরনীতি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ইতিহাসের নানা তথ্যের আলোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ করেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আদর্শবাদী দার্শনিক কাণ্ট, হেগেল, সাম্যবাদী দার্শনিক কার্ল মার্কস মানব-সমাজের ঐতিহাসিকধারার উপরই রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে তোলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসই গ্রেট বৃটেনের শাসনতান্ত্রিক বা গঠনতান্ত্রিক বিবর্তনের ভিত্তি। ভারতীয় রাজনৈতিক দর্শন প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহাসিক ধ্যানধারণা সম্ভূত। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ইতিহাস ও পৌরনীতির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করিতে গিয়ে বলেছেন—অতীত রাষ্ট্রনীতি হলো বর্তমান ইতিহাস। আর বর্তমান রাষ্ট্রনীতি হলো অতীত ইতিহাস। ফ্রিম্যানের ভাষায়—History is past politics and politics is present history." ইতিহাসে পৌরনীতির নানা

তথ্য বিকাশ ও প্রকাশ লাভ করে। তাই অধ্যাপক সীলি বলেছেন—"ইতিহাসের প্রভাব ব্যতিরেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উদারতা ও প্রসারতা আসে না, অমার্জিত ও জঘন্য শাস্ত্রে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রনীতির প্রভাব ছাড়া ইতিহাস নীরব সাহিত্য হয়ে উঠবে। ইতিহাসের ঐতিহাসিকতা থাকবে না।" তাঁর ভাষায়—"Politics are vulgar when not liberalised by history, and history fades into mere literature when it losses sight of its relation to poli'ics." গার্নার বলেছেন—"ঠিকভাবে ইতিহাসের আলোচনা করতে হলে রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস আলোচনা করা দরকার। আর ঠিকভাবে পৌরনীতির আলোচনা করতে হলে ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিকায় আলোচনা করা বিধেয়।"

অবশ্য ইতিহাসের সব বিষয়ই যেমন রাষ্ট্রনীতির পংক্তিভুক্ত নয়, তেমনি পৌরনীতির সব তথ্যই ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয়। ইতিহাস এবং পৌরনীতিকে একেবারে এক ও অভিন্ন শাস্ত্র মনে করার কোন অবকাশ নাই। ইতিহাস মানুষের আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিল্পকলা, ভাষা-সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের তথ্য পরিবেশন করে। অন্যদিকে পৌরনীতি—রাষ্ট্রের গঠন, প্রকৃতি, নাগরিকের দায়-দায়িত্ব, অধিকার এবং আন্তর্জাতিক প্রীতি, মৈত্রী, শান্তি এবং প্রগতির উপর অধিক গুরুত্ব দেয়।

কিন্তু উভয় বিষয়ের মধ্যে তথ্যগত পার্থক্য কিছু পরিলক্ষিত হলেও ইতিহাস এবং পৌরনীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একটি শাস্ত্র, অন্যটির ভিত্তি বা উৎস। তাই অধ্যাপক সীলি বলেছেন—

"History without political Science has no fruit ;
And Political Science without history has no root."

সুতরাং পৌরবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় যেমন রাষ্ট্রের উৎপত্তিবাদ, সরকারের বিভিন্ন রূপ, আইন ও আইনের উৎস, অধিকার ও স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাজতন্ত্র, রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র এবং আন্তর্জাতিকতাবাদ ও রাষ্ট্রসংঘ প্রভৃতির ক্রমবিকাশের আলোচনা অতীত ও বর্তমান ইতিহাসকে ভিত্তিকরে পরিচালিত হতে পারে। বিষয় শিক্ষক যদি ইতিহাস ও পৌরবিজ্ঞানের সঙ্গে যথাযথ ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন না করেন তাহলে শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবেনা। সমগ্র শিক্ষাটা হবে অসম্পূর্ণ।

নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র (Ethics and Economics) :

নীতিশাস্ত্র মানুষের নৈতিক আদর্শের কথা আলোচনা করে। মানুষের নৈতিক

কল্যাণসাধনই হচ্ছে নীতিশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য। কারলাইল প্রভৃতি মনীষিগণ অর্থশাস্ত্রকে নৈরাশ্যজনক বিজ্ঞান (Dismal science) বলে অভিহিত করেছিলেন। অর্থশাস্ত্র একটি অকেজো শাস্ত্র। কারণ কেবলমাত্র অর্থনৈতিক তথ্য আহরণ করাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু অধ্যাপক মার্শাল সর্বপ্রথম অর্থশাস্ত্রকে নৈতিক উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং অন্যতম সমাজবিজ্ঞান রূপে প্রতিপন্ন করেন। তাঁর মতে "Economics is the handmade of Ethics". মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আচার-ব্যবহারের অনুশীলন করে অর্থনীতি। অর্থনীতি কেবলমাত্র টাকাকড়ি বা সম্পদের বিজ্ঞান নয়। অধ্যাপক ক্যানানের মতে অর্থনীতি হচ্ছে একটি কল্যান-শাস্ত্র। মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনই হচ্ছে অর্থনীতির উদ্দেশ্য। আধুনিক দেশ বা রাষ্ট্র মাত্রই কল্যাণ রাষ্ট্র। জনগণের আদর্শগত তথা নৈতিক ও অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করা কল্যাণ রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য। এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোন দিক দিয়ে বঞ্চিত না করা যেমন নীতিশাস্ত্রের আদর্শ, তেমনি গণতান্ত্রিক বা সমাজ-তান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

অর্থবিজ্ঞানীদের মতে "অর্থনৈতিক দিক থেকে যা সুবিধাজনক তা শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়, নৈতিক দিক থেকে যা খাঁটি অবশেষে তা বাণিজ্য জগতে লাভজনক। সুতরাং নৈতিক ও বাণিজ্যিক উভয় ক্ষেত্রে সততাই শ্রেষ্ঠ নীতি।" ["What is economically advantageous must in the long run be right, and what is correct in ethics must in the end also be profitable to the business world. Thus 'Honesty is the best policy' is as much as maxim of business as of ethics."] কিন্তু একথা সত্য যে নীতিশাস্ত্রের পরিধি অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা অধিক ব্যাপক। আবার অধ্যাপক রবিনস (Robbins) প্রভৃতি কোন কোন আধুনিক অর্থনীতিবিদ অর্থশাস্ত্রকে নীতিশাস্ত্র নিরপেক্ষ বিজ্ঞান বলে মনে করেন। তাঁদের মতে অনেক ক্ষেত্রে যে কাজ অর্থনৈতিক দিক থেকে সঙ্গত, নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে তা সমর্থন যোগ্য নয়। যেমন মাদক দ্রব্যের উৎপাদন নৈতিক দিক থেকে সমর্থন যোগ্য না হলেও বেকার সমস্যা সমাধান এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তা অধিক।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কার্যাবলী নীতিশাস্ত্রের দ্বারা অনেক দিক থেকে প্রভাবিত। অর্থনৈতিক বা সামাজিক কল্যাণ নীতিশাস্ত্র-বর্জিত নয়। সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী, জাতীয় সম্পদের বণ্টন সমস্যা, এক চেটিয়া ব্যবসায়ীর মূল্য নির্ধারণ নীতি প্রভৃতি নীতিশাস্ত্র-সম্মত না হলে সামাজিক অকল্যাণ বৈ কল্যাণ হয় না।

সুতরাং অর্থশাস্ত্রের এই সকল সমস্যার আলোচনা কালে বিষয় শিক্ষক অবশ্যই এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে অনুবন্ধ রচনা করবেন।

নীতিশাস্ত্র ও পৌরনীতি (Ethics and Civics) :

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ পৌরনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্রের অন্যতম শাখা বলে গণ্য করতেন। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলসূত্র নীতিশাস্ত্র-সম্মত ছিল। প্রাচীন ভারতেও রাজা প্রজার মধ্যে সম্পর্ক, অধিকার ও কর্তব্য নৈতিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অ্যারিষ্টটল তাঁর "রাজনীতি" গ্রন্থটিকে নৈতিক আদর্শ মণ্ডিত করেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাষ্ট্রনৈতিক কর্মধারা নৈতিক মান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হ'ত। ইতালীয় চিন্তানায়ক ম্যাকিয়াভেলি সর্বপ্রথম রাষ্ট্রনীতিকে নীতিশাস্ত্র থেকে পৃথক করেন। ফলে ভোগ-সুখবাদী আদর্শ (Utilitarian thought) গড়ে ওঠে। হবস্, লক্, রুশো প্রভৃতি লেখকগণ সামাজিকচুক্তি মতবাদ প্রচার দ্বারা এক নূতন রাজনৈতিক ধারণা সৃষ্টি করেন। রাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণভাবে নীতিশাস্ত্র থেকে পৃথক শাস্ত্রে পরিণত হয়। পৌরনীতির বিষয়বস্তু নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় থেকে কিছুটা পৃথক, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু পৌরনীতির বিষয়বস্তু অপেক্ষা অধিক ব্যাপক। নীতিশাস্ত্র মানুষের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আচার-আচরণ সম্পর্কে আলোকপাত করে। পৌরনীতি কেবলমাত্র বাহ্যিক আচার-ব্যবহার, সামাজিক বা রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য এবং মানুষের মনোজগতের উপরও আধিপত্য বিস্তার করে। সততা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি নৈতিক আইনের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নাই বললেই চলে। নৈতিক আইন রাষ্ট্র সৃষ্টি করে না। মিথ্যা কথা বলা নৈতিক নিয়ম অনুযায়ী পাপ। কিন্তু এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সংকুচিত। নীতিবহির্ভূত কাজ করলে বিবেক দংশন বা লোকনিন্দার ভয় বেশী। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন ভংগ করলে দৈহিক শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্রীয় আইন জনমত ও জনস্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। নৈতিক আদর্শ কিছুটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কিন্তু উদ্দেশ্যের দিক থেকে উভয় শাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক্য নিবিড়। উভয় শাস্ত্রই মানুষকে আদর্শ নাগরিক করে তুলতে চায়। নীতিশাস্ত্র মানুষের ন্যায়, অন্যায়, গ্রহণীয় ও বর্জনীয় কর্মধারার নির্দেশক। অন্যদিকে রাষ্ট্রনীতি নাগরিক হিসাবে মানুষের কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করে দেয়। সুনাগরিকতাবোধ বৃদ্ধি করা রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। আর এই শুভবোধ থেকেই নীতিবাদের জন্ম। রাষ্ট্রীয় আইনের বৈধতা আবার নীতিশাস্ত্রের মানদণ্ডে বিচার করা হয়। কোন কোন নীতিশাস্ত্রসম্মত আইনও আবার রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা পরিবর্তিত হয়। প্রাচীন ভারতে সতীদাহ প্রথা নীতিশাস্ত্র-সম্মত ছিল। রাষ্ট্রীয় আইনই এই মানবতাহীন প্রথাকে পরিবর্তন করেছে ব্যক্তি বা

সমাজের কল্যাণ বিধান উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেই রাষ্ট্রীয় নীতি যদি নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে তা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। সুতরাং নীতিশাস্ত্র ও পৌর-নীতি পরস্পরের পরিপূরক। নীতিশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য জনগণের কল্যাণ। মানুষের মৌলিক অধিকার, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য, আইনও স্বাধীনতার প্রশ্ন, রাষ্ট্রের কার্যাবলী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতি প্রভৃতি বিষয় আলোচনা কালে নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে পৌরবিজ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপন বিষয় শিক্ষকের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব। অবশ্য—এই অনুবন্ধ রচিত হবে প্রাসঙ্গিক ক্রমে।

মনোবিজ্ঞান ও অর্থনীতি (Psychology and Economics) ঃ

মানুষের প্রতিটি কর্মের পিছনে থাকে কোন না কোন উদ্দেশ্য। তাছাড়া মানুষের কর্ম ও আচার-ব্যবহারের উপর প্রবৃত্তি, ভাবাবেগ, উত্তেজনা বা উদ্দীপনার প্রভাব বেশী। অর্থশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান মানুষেয় বিভিন্ন কর্মধারা কি উদ্দেশ্য প্রণোদিত তার আলোচনা করে। প্রাচীন অর্থনীতিবিদগণ হিতবাদী বা (utilitarian) ইউলিটেরিয়ান বা সুখবাদী (Hedonists) হেডোনিষ্ট ছিলেন। তাঁদের মতবাদ ছিল লাভের আকাঙ্ক্ষাই মানুষের সকল প্রচেষ্টার ভিত্তি। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ এরূপ ধারণা পোষণ করেন না। মানুষ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ বা সুখবাদী নয়। সমাজ বা গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের মঙ্গল ছাড়া ব্যক্তিগত কল্যাণ সম্ভব নয়। মানুষের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পছন্দ বা নির্বাচন সমাজ বা গোষ্ঠীমনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার দ্বারাই পরিচালিত হয়। সহযোগিতার উপাদান-গুলির পিছনে থাকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্দেশ্য। যখন একজনের প্রয়োজন মেটে যায় অথচ সেই বিষয়ে অন্যজনের প্রয়োজন মেটে না, তখনই স্বাভাবিক ভাবে সৃষ্টি হয় প্রতিযোগিতা। মনোবিজ্ঞানীদের মতে ব্যক্তিগত স্বার্থ যখন সমষ্টিগত স্বার্থের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তখন প্রতিযোগিতার আবির্ভাব স্বাভাবিক। আবার যখন একজনের প্রয়োজন মিটানো অন্যজনের প্রয়োজনসিদ্ধির পরিপূরক তখনই আসে সহযোগিতা। এক ব্যক্তির পরিতৃপ্তি অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পরিতৃপ্তির উপর নির্ভরশীলতাই সহযোগিতার মূলভিত্তি। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মানুষের এই সকল সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ করাই মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য। যেহেতু মনোবিজ্ঞান মানুষের ব্যবহারজনিত সকল সমস্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, বিচার-বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেই হেতু অর্থনীতির সঙ্গে এর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।

প্রাচীন অর্থনীতিবিদ ও আধুনিক ম্যাক্রো (Macro) অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতের পার্থক্য থাকলেও মূলগত ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক নয়। প্রাচীন অর্থনীতিবিদগণ ব্যক্তিগত সুখবাদের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যদিকে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মানসিক আবেগের

উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে চিন্তাগত পার্থক্য খুব বেশী নয়। কারণ ভোগ ও উৎপাদনের পিছনে অধিক উপযোগিতা এবং মুনাফা এই দুই শক্তির প্রভাব বেশী। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ ভোগ ও মূল্যকে সমষ্টিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন। অধ্যাপক কেইনস বলেন উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থান প্রভৃতি সমস্যা, (১) ভোগপ্রবণতা (২) নগদ টাকা হাতে রাখার চাহিদা এবং (৩) ব্যবসায়ীদের মানসিক অবস্থা—এই তিনটি ধারণার দ্বারা পরিচালিত হয়। আবার সামাজিক পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক মনোবিজ্ঞান সাহায্যপুষ্ট। সুতরাং অর্থনীতি যে মনোবিজ্ঞানের কাছে ঋণী তা অনস্বীকার্য। অতএব অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা যেমন মূলধন সংগঠন, সঞ্চয়প্রবণতা, ভোগপ্রবণতা, চাহিদা, যোগান, মূল্যতত্ত্ব এবং ভোগ-তত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনাকালে অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের অনুবন্ধ রচনা করা যেতে পারে।

মনোবিজ্ঞান ও পৌরনীতি (Psychology and Civics) :

ব্যক্তি এবং তার সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতিই হচ্ছে মনোবিদ্যার মূলসূত্র। সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষের আচার-আচরণের বিচার বিশ্লেষণ করে মনোবিজ্ঞান। মানুষ বিচারশক্তিসম্পন্ন জীব হলেও বংশগতি, সহজাত প্রবৃত্তি, ভাবাবেগ, উত্তেজনা এবং সামাজিক পরিবেশ দ্বারা বিশেষভাবে পরিচালিত হয়। মানুষের রাজনৈতিক কর্মধারাও ভাবাবেগ ও উত্তেজনার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই দিক থেকে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পৌরনীতির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ম্যাক্‌ডুগাল দেশের শাসন-ব্যবস্থার উপর মনোবিজ্ঞানের প্রভাব বেশী বলে মনে করেন। মনোবিজ্ঞানীদের মতে যে শাসন-ব্যবস্থার পিছনে জনসাধারণের সমর্থন, জাতীয় ঐতিহ্য এবং গণমনের সংযোগ বেশী, সেই সরকারের জনপ্রিয়তা এবং স্থায়িত্ব অধিক। সামাজিক রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠানের পিছনেও মানুষের মানসিক শক্তির প্রভাব বেশী। প্রত্যেক দেশের শাসন-ব্যবস্থা ও আইন-কানুন, জাতীয় চরিত্র, ঐতিহ্য, চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভংগীর অনুগামী। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার শাসন-ব্যবস্থাকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছে সেখানকার জাতীয় বৈশিষ্ট্য। আবার রাশিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো তার জাতীয় মন, প্রকৃতি এবং সামাজিক ভাবধারা থেকে পৃথক নয়। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ও রীতিনীতি বিভিন্ন দেশের মানসিক চিন্তাধারা এবং রুচি বা পছন্দের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং পৌরনীতির সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ তা বলাইবাহুল্য।

অতএব পৌরবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় যেমন জনমত, জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক

দল ও তার কার্যাবলী এবং বিচারবিভাগ প্রভৃতি আলোচনা করার সময় এ বিষয়ের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের সম্পর্ক কতখানি বিদ্যমান তা শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে হবে।

বাণিজ্যতত্ত্ব ও অর্থনীতি (Commerce and Economics)ঃ

মানবজীবনে আহার, বাসস্থান ও পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা বেশী। এই প্রয়োজন থেকেই মানুষের অভাববোধ জাগে। এই তিনটি মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ নানা কর্ম করে চলেছে। কিন্তু কোন মানুষই স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। মানুষ তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা জীবনের সব চাহিদা মেটাতে পারে না। আবার সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং শিল্পবিপ্লবের ফলে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। প্রত্যক্ষ দ্রব্যবিনিময়প্রথার সমাধি ঘটে। শ্রমবিভাগ, বিশেষীকরণ, বিনিময় এবং সমবায়প্রথার আবির্ভাব ঘটে। বিনিময়ব্যবস্থাকে সহজ ও সরল করার জন্য প্রচলিত হয় মুদ্রা। প্রচলিত মুদ্রাই আবার উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়, ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সহায়ক। যোগাযোগ, পরিবহন বা যানবাহনের উন্নতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি জাতীয় সীমা থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবর্ধিত করে।

অন্যদিকে অর্থনীতি মানুষের পছন্দ ও বিনিময়ের বিজ্ঞান। একজনের উৎপাদিত দ্রব্যের সঙ্গে অন্য জনের উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময়। একটি দ্রব্যের অভাবে অন্য একটি বিকল্প দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা করে অর্থনীতি। তাছাড়া মানুষের সীমিত ক্ষমতার দ্বারা সীমাহীন চাহিদা পূরণ বা চাহিদা ও সামর্থ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাই হচ্ছে অর্থনীতির প্রতিপাদ্য বিষয়। বাণিজ্যিক সম্বন্ধ বা আদান-প্রদানের মূললক্ষ্যের সঙ্গে অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্যের ঐক্য এইখানেই সুস্পষ্ট। একজনের সঙ্গে অন্য জনের, চাহিদার সঙ্গে সামর্থ্যের এবং এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের আদান-প্রদানগত সামঞ্জস্য বিধানই হচ্ছে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ। সুতরাং এই দিক থেকে অর্থনীতির সঙ্গে বাণিজ্যের সম্পর্ক অতি গভীর।

অর্থনীতি যেমন উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ এবং মূল্য-সমস্যার সঙ্গে সংযুক্ত, তেমনি বাণিজ্যতত্ত্বও উৎপাদন, বিনিময়, ভোগ এবং দ্রব্যমূল্য প্রভৃতি নানা সমস্যার সঙ্গে জড়িত। অর্থনৈতিক জ্ঞান ব্যতিরেকে ব্যবসা-বাণিজ্যিক নৈপুণ্য আসে না। চাহিদা ও যোগানের পরস্পর সম্পর্ক এবং লাভ-লোকসানের উপর তার প্রভাব অর্থনৈতিক জ্ঞান ছাড়া আয়ত্ত করা যায় না। আবার মানুষের আয়, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগপ্রবণতা কি ভাবে মূলধন সংগঠনের সহায়ক তাও ব্যবসায়ীদের জানা দরকার। এইজন্য অর্থনীতিবিদদের মতে বাণিজ্যতত্ত্ব হচ্ছে ফলিত অর্থনীতি। কারণ অর্থনীতির নানা সূত্র ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রয়োগসিদ্ধ। সুতরাং অর্থনীতি ও বাণিজ্যতত্ত্ব ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

তাই অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রতিপাদ্য বিষয় যেমন ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, বাণিজ্যতত্ত্ব, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আমদানি, রপ্তানি, চাহিদা, যোগান, মূল্যতত্ত্ব, ভোগতত্ত্ব, মূলধন সংগঠন এবং বিনিয়োগ প্রভৃতি আলোচনা করার সময় এই শাস্ত্রের সঙ্গে বাণিজ্যশাস্ত্রের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান তা ছাত্র ছাত্রীদের জানতে সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন।

বাণিজ্যতত্ত্ব ও পৌরনীতি (Commerce and Civics) :

পৌরনীতি একটি সমাজ-বিজ্ঞান। সমাজের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কল্যাণ বিধান এবং সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, কৃষি শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন, বেকার-সমস্যা ও অভাব-অনটন দূরীকরণ বর্তমান দিনের গণতান্ত্রিক সমাজবাদী সরকারের আবশ্যিক কর্মধারা। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে রাষ্ট্রই হবে ধনোৎপাদন এবং বণ্টন-ব্যবস্থার একমাত্র নিয়ামক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আদান-প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিচালক হবে একমাত্র রাষ্ট্র।

অপর দিকে বাণিজ্যতত্ত্ব হচ্ছে অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞানের একটি শাখা। দেশের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আমদানি বা রপ্তানি কোন কর্মই আজ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন সম্ভব নয়। প্রতিটি রাষ্ট্রই বর্তমান দিনে তার ব্যবসাবাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য অন্য রাষ্ট্রে বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ভারতের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সঙ্গে কনস্থলেট জেনারেলও পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই আজ প্রেরিত হয়েছেন। দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মূলধন সংগঠনের মুখ্য দায়িত্ব যেমন রাষ্ট্রের ; তেমনি বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় করাও রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধিসাধন যেমন বাণিজ্যতত্ত্বের মূল লক্ষ্য, রাষ্ট্রেরও তেমনি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন। স্থতরাং বাণিজ্যতত্ত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির আদর্শগত ঐক্য বেশী। এই জন্য পৌর-বিজ্ঞানের শিক্ষক আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী বিশেষতঃ দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূল লক্ষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় আলোচনা কালে এই বিজ্ঞানের সঙ্গে বাণিজ্যশাস্ত্র কত খানি সম্পর্কযুক্ত তা শিক্ষার্থীদের জানতে সাহায্য করবেন।

সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি (Sociology and Economics) :

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানবজীবনের সবদিক আলোচনা করে সমাজবিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের পরিধি বহুদূর বিস্তৃত। পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সমাজের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ও মানব জাতির আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি এবং জীবনযাত্রা প্রণালী প্রভৃতি সর্ব বিষয়ের আলোচনা হয় সমাজবিজ্ঞানে। সমাজবিজ্ঞান মানবীয় বিজ্ঞানের মধ্যে একটি মৌলিক শাস্ত্র। অন্যদিকে অর্থনীতি অন্যতম সমাজবিজ্ঞান

হিসাবে সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে জড়িত। অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞানেরই অংশভূত। অর্থনীতি মানব আচরণের বিশেষ একটা দিকের উপর আলোকপাত করে। মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমবিকাশ কিভাবে সম্ভব হচ্ছে সেই সকল কথাই সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

মানুষের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে সমীক্ষা করতে হলে সমাজবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানীদের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সামাজিক পটভূমিকা জানতে না পারলে অর্থনৈতিক, তথ্য, তত্ত্ব এবং সূত্র নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। কোন দেশের জাতীয় আয় নির্ণয় করতে হলে সামাজিক সমীক্ষা ছাড়া তা সঠিক নির্ধারণ করা যায় না। এক্ষেত্রে সমগ্র দেশকে সামাজিক দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণীতে (Sectors) বিভক্ত করে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ করতে হয়। এই পদ্ধতিকে সামাজিক হিসাব-নিকাশ পদ্ধতি (Social Accounting method) বলে। ভারতবর্ষে জাতীয় আয় নির্ধারণ কমিটি এই ভাবেই জাতীয় আয় নির্ণয় করেছিলেন। এখানে পরোক্ষভাবে অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আবার ভোগপ্রবণতা এবং চাহিদার সূত্র আলোচনা প্রসঙ্গে মানুষের রুচি ও অভ্যাসের দিক্‌টা যা বহুলাংশে সামাজিক অনুকরণ প্রবণতা থেকে সৃষ্ট তাকে উপেক্ষা করা যাবে না। সুতরাং অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন সূত্র আলোচনা করার সময় এই শাস্ত্রের সঙ্গে সমাজ বিজ্ঞানের যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ বিদ্যমান তা শিক্ষার্থীদের নিকট প্রকাশ করা অবশ্য কর্তব্য।

সমাজবিজ্ঞান ও পৌরনীতি (Sociology and Civics) :

সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের মূল শাস্ত্র। পৌরনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানেরই একটি অংশবিশেষ। এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। মানুষের সামাজিক তথা রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা, আদর্শ রীতি-নীতি, দৃষ্টিভংগী এবং আচার-অনুষ্ঠানকে বিশদভাবে আলোচনার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রনীতির পৃথক অস্তিত্ব প্রকাশলাভ করে। সমাজবিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ এবং গবেষণা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংঘবদ্ধ মানুষ, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, পৌরসংস্থা এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থার গঠন, উদ্দেশ্য এবং কর্মধারা প্রভৃতি বিভিন্ন দিকের আলোকপাত করে। সমাজবিজ্ঞানের পরিধি রাষ্ট্রবিজ্ঞান অপেক্ষা বিস্তৃততর। মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয়, মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশ সামাজ-বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যাতিরেকে জানা যায় না। পরিবার, গোষ্ঠী, সংঘ, সমিতি, জাতি, ও রাষ্ট্র প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষ তথ্য প্রকাশ করে সমাজবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান একটি মানবীয় বিজ্ঞান।

পৌরনীতি সামাজিক মানুষের একটা বিশেষ দিকে কেন্দ্রীভূত। মানুষের রাজনৈতিক

অধিকার, কর্তব্য এবং কার্যকলাপের আলোচনা করে পৌরনীতি। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মনৈতিক প্রভৃতি দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। মানুষের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, দেশগত আচার, প্রচলিত পদ্ধতি প্রভৃতি সবই সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। সমাজবিজ্ঞানের সীমা ব্যাপকতর হলেও উভয় শাস্ত্রের মধ্যে ঐক্য বেশী। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপাদানের উৎস সমাজবিজ্ঞান। পৌরনীতি সমাজবিজ্ঞানেরই একটি অংশ। উভয় বিজ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই বরং একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং পৌরবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় যেমন রাষ্ট্রের সংগঠন ক্রমবিকাশ, কার্যাবলী, পরিবার ও সমাজের বিবর্তনবাদ, মানুষের অধিকার ও কর্তব্য এবং আইনের উৎস প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে এই উভয় শাস্ত্রের মধ্যে অনুবন্ধ রচনা করা যেতে পারে।

রাশিবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র (Statistics and Economics) ঃ

ইংরাজী statistics শব্দটি বাংলায় পরিসংখ্যান বা রাশিবিজ্ঞান বলে পরিচিত। সাধারণভাবে রাশিবিজ্ঞান বলতে ঘটনাসমূহকে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ বুঝায়। কিন্তু ব্যাপক দৃষ্টিতে তথ্য সংগ্রহ করার পর বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয়করাকেই রাশিবিজ্ঞান বলা হয়। রাশিবিজ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞান নয়, একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে এর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। অন্য সকল বিজ্ঞানের সহায়ক বিজ্ঞান। ক্রমবর্ধমান জটিল সমাজের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য নানা তথ্য বা সংখ্যাতত্ত্বের প্রয়োজন হয়। আবার কেবলমাত্র কতিপয় তথ্য সংগ্রহ করাই রাশিবিজ্ঞানের লক্ষ্য নয়। তথ্য রাশির সংকলন, ছকবিন্যাস, বিশ্লেষণ এবং তাৎপর্য নির্ণয়ই রাশি বিজ্ঞানের অংগ। সর্বোপরি রাশিবিজ্ঞান হচ্ছে 'Science of probability' কোন সমস্যার তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করা রাশি-বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। পরিসংখ্যান আবার গড় নির্ণয়ের বিজ্ঞান। অর্থনীতির সঙ্গে রাশিবিজ্ঞানের সংযোগ অতি নিবিড়। মানুষের আয়, ব্যয়, উৎপাদন ক্ষমতা এবং ভোগ প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য নানা তথ্যসংগ্রহ করতে হয়। এক্ষেত্রে পরিসংখ্যানপদ্ধতি বিশেষ প্রয়োগসিদ্ধ। ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য পরিসংখ্যান যতখানি প্রয়োজন, সমষ্টির দিক থেকেও তত বেশী প্রয়োজন। ['The use of statistics helps development of both the micro and macro concepts.'] জাতীয় আয় পরিমাপের সময়, কৃষিশিল্পের অগ্রগতি নির্ণয়ের সময় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান একান্ত উপযোগী। জাতীয় উৎপাদন এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের

ক্ষেত্রেও সংখ্যাতত্ব প্রয়োজন। দ্রব্যমূল্য নির্ণয় এবং speculation বা অনুমান করার সময়ও পরিসংখ্যান কার্যকরী। তাছাড়া অর্থনৈতিক মডেল, গ্রাফ, স্পষ্টভাবে প্রকাশে রাশিবিজ্ঞান সাহায্য করে। মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে অর্থনীতির ফলাফল যাচাই করতে পরিসংখ্যান একান্ত উপযোগী। R. S. Woodworth বলেছেন, "Modern problems and needs are forcing statistical methods and statistical ideas more and more to the fore". বস্তুত: বর্তমানকালে অর্থনৈতিক সমস্যার বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে রাশিবিজ্ঞানের অবদান অভূতপূর্ব। তাই রাশিবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। অর্থশাস্ত্র আজ পরিসংখ্যানভিত্তিক। সুতরাং দেশের জাতীয় আয়, মূলধনের পরিমাণ, কৃষিও শিল্পউন্নয়ন, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য এবং দ্রব্য মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা আলোচনা কালে এই শাস্ত্রের সঙ্গে রাশিবিজ্ঞানের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যেতে পারে। তাছাড়া অর্থনীতির বিভিন্ন সূত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গ্রাফ, ও ডায়াগ্রাম প্রভৃতি ব্যবহার কালেও এই উভয় বিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও সুপরিস্ফুট হয়।

রাশিবিজ্ঞান ও পৌরনীতি (Statistics and Civics) ঃ

পৌরবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রাশিবিজ্ঞানের প্রভাব বেশী। পরিসংখ্যান বা statistics কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে তার উদ্ভব। স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক, যুদ্ধ বা শান্তি যে কোন অবস্থায় states বা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় লোকগণনা, বিষয়-সম্পত্তির পরিমাপ এবং রাষ্ট্রীয় শক্তিসামর্থ্য তথা সম্পদের পরিমাণ নির্ণয়। রাষ্ট্রের জনসংখ্যা, জনস্বাস্থ্য, শিল্প এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অধিক। রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ রাষ্ট্রের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বাজেট প্রস্তুতকরণে, কর নির্ধারণ সময়ে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজে নাগরিকদের আগ্রহ, ইচ্ছা ও অংশ গ্রহণের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের সময় পরিসংখ্যান একান্ত আবশ্যক। সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয় দিকে জনসাধারণের মনোভাব পরীক্ষাকালেও পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা আছে। মানুষের আচার-ব্যবহার, শ্রেণী ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য এবং বংশগত ও পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ ক্ষেত্রেও পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগসিদ্ধ। জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে মানব সম্পদের উপযুক্ত কল্যাণবিধান জন্য এবং অপচয় নিবারণার্থে ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধি পরীক্ষা এবং তাদের ওজন, উচ্চতা, বয়স, দৈনন্দিন উপস্থিতি ও সাফলাঙ্ক নির্ণয় ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত ব্যাপক। তাই R. S. Woodworth বলেছেন, "আধুনিক নানা সমস্যা ও চাহিদা থেকেই পরিসংখ্যান পদ্ধতির এবং ধারণার সৃষ্টি। অনেক কিছুকেই আজ আমরা জানতে চাই

যা কোন এক পরীক্ষা ও নিরীক্ষার দ্বারা সম্ভব হয় না। আমরা মানুষের প্রকৃতিকে জানতে চাই। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের স্বভাব অন্য সকল মানুষের ন্যায় বৈচিত্র্যময়। তার সমীক্ষা একবারে সম্ভব নয়। আমরা তাদের সামাজিক সংগঠন যা বিভিন্ন প্রকৃতির লোকদের নিয়ে গঠিত তাকে জানতে চাই। আমরা এক দলের সঙ্গে অন্যদলের, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির, এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির, অথবা কোন ব্যক্তির সঙ্গে তার বয়স, জাতি বা শ্রেণী প্রভৃতির তুলনামূলক বিচার করতে চাই। আমরা সেই রেখার সন্ধান পেতে চাই যার দ্বারা শিশুর ক্রমবিকাশ বা জনসংখ্যার পরিচয় পাওয়া যাবে। আমরা বংশগতি ও পরিবেশের উপাদানগুলি কী ভাবে ব্যক্তির ক্রমবিকাশকে প্রভাবিত করে এবং অনুরূপভাবে আইন, প্রচলিত রীতি-নীতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থা কী ভাবে জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তা এবং কল্যাণমূলক প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করে তা পরীক্ষা করে দেখতে চাই।" ["Modern problems and needs are forcing statistical methods and statiscal ideas more and more to the fore. There are so many things we wish to know which cannot be discovered by a single observatio , or by a single measurement. We wish to envisage the behaviour of a man who, like all men, is rather a variable quantity, and must be observed repeatedly and not once for all. We wish to study the social group, composed individual differing from one another. We should like to be able to compare one group with another, one race with another, as well as one individual with another individual, or the individual with the worm for his age, race or class, We wish to trace the curve which pictures the growth of child, or of a population. We wish to disentangle the intermoved factors of heredity and environment which influence the development of the individual, and to measure the similarly interwoven effects of laws, social customs and Economic conditions upon public health, safety and welfare generally."] সুতরাং সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সঠিক চিত্র অঙ্কনের জন্য প্রয়োজন পরিসংখ্যান তথ্য। সংগৃহীত তথ্যের বিজ্ঞান সম্মত বিচার বিশ্লেষন, সংগঠন এবং মূল্যায়ন ছাড়া আবার কোন সিদ্ধান্তই বিজ্ঞান সম্মত হয় না। জাতীয় সম্পদের পরিমাণ, জাতীয় আয়-ব্যয় নীতি, শ্রেণীগত বা জাতিগত পার্থক্য নির্ধারণে এবং যুদ্ধ ও শান্তি সকল অবস্থার বিশ্লেষণের জন্যে রাশি-বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ

করা হয়ে থাকে। এই দিক থেকে রাশিবিজ্ঞানের সঙ্গে পৌরবিজ্ঞানের অনুবন্ধ রচিত হতে পারে।

অঙ্কশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র (Mathematics and Economics) :

অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে অঙ্কশাস্ত্রের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। অঙ্কশাস্ত্রবিদ্‌গণ অর্থশাস্ত্রকে বীজগণিতের নানা সূত্র, সমীকরণ, ডায়গ্রাম এবং গ্রাফ্ প্রভৃতির দ্বারা অধিক সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা যথা – অর্থের মূল্যতত্ব, বাজার মূল্য, উপযোগিতার ক্রমহ্রাসমান নীতি, উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান নীতি এবং যোগানের গতি-প্রকৃতি গ্রাফের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যায়। অনুপাত ও সমষ্টির অনুশীলনী, বিশ্লেষণমূলক পৃথকীকরণ প্রভৃতি আঙ্কিক সূত্রানুযায়ী সঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায়। অঙ্কশাস্ত্র অর্থনীতির বিভিন্ন মডেলগুলি অতি সূক্ষ্ম ও স্পষ্টভাবে তৈরী করতে সাহায্য করে। তাছাড়া অঙ্কশাস্ত্র ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অর্থনীতির নিয়মাবলী ফল যাচাই করতে সাহায্য করে। বর্তমান দিনে অর্থশাস্ত্রের ধ্যান-ধারণাকে অঙ্ক, বীজগণিত এবং জ্যামিতির নানা সূত্রদ্বারা অধিক সঠিক করার চেষ্টা চলেছে। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে ২ + ২ = ৪ বা ২ × ২ = ৪ সব সময় সত্য। অপরদিকে অর্থনীতির মূলসূত্র অঙ্কের ন্যায় এত সঠিক নয়। অর্থনীতির নানা ফলাফল বা ধারণা সামাজিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, মনোবৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক নানা অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেলিগম্যান (Seligman) বলেছেন—"আঙ্কিক পদ্ধতির সমর্থকগণ নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উপরে শরনিক্ষেপ করতে তৎপর। আঙ্কিক পদ্ধতি হচ্ছে একটি অবাস্তব পদ্ধতি যা চরমে গিয়ে পৌচেছে। মানুষের ইচ্ছাও চাহিদা আঙ্কিক সূত্র দ্বারা আবদ্ধ হতে পারে না।" ["The advocates of the mathematical method (like Cournot, Jevons and Marshall) are apt to over shoot the mark···The mathematical method is the abstract method pushed to the extreme. Human aspirations and human needs cannot be pent up within the limits of a mathemetical formula."][1] বস্তুতঃ অর্থনৈতিক সূত্র মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা এবং ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বর্তমান দিনে অর্থনৈতিক তথ্যের সত্যাসত্য গাণিতিক সূত্রের মাধ্যমেই পরীক্ষাকরা হয়। অবশ্য অর্থশাস্ত্রকে অতিরিক্ত অঙ্কাভীমুখী করা সর্ববাদীসম্মত নয়। তবে উভয় শাস্ত্রের মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠতা আছে তা অবশ্য স্বীকার্য। সুতরাং অর্থশাস্ত্রের মূল্যতত্ব, ভোগতত্ব, চাহিদার সূত্র, যোগানের সূত্র, প্রান্তিক আয় ও ব্যয়, গড় আয় ও ব্যয়, ক্রমহ্রাসমান ও ক্রমবর্দ্ধমান নীতি প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে অনুবন্ধ রচিত হতে পারে।

1. Seligman op. cit P-31

অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Economics & Political Science) :

অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েই সমাজবিজ্ঞানের অংশ। উভয়শাস্ত্রের উদ্দেশ্য মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন। কোন দেশের অর্থনৈতিক নীতি সেই দেশের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র দুটি আদর্শই অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান কে কেন্দ্রকরে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন কালে অর্থশাস্ত্র কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অংশবলে মনেকরা হতো। বর্তমান যুগে ধনবিজ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। ধন বিজ্ঞান শুধু রাষ্ট্রের জন্য অর্থসংগ্রহের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেনা, জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য অর্থের ব্যবহার কি ভাবে হওয়া উচিত তাহাই আলোচনা করে। ধনের উৎপাদন, বিনিময়, ভোগব্যবস্থা এবং বন্টন বর্তমান দিনের বৃহত্তর সমস্যা। মানুষ কীভাবে তার সীমিত আয়ের সাহায্যে সীমাহীন অভাব দূরকরতে পারে তার অনুশীলনকরাই অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। আবার বেকার সমস্যা সমাধান, জাতীয় আয় বৃদ্ধিকরণ, কৃষি-শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন প্রভৃতি ও এই শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য।

কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু হচ্ছে রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, উৎপত্তি, গঠন, কাঠামো, সরকারের বিভিন্ন রূপ, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, আইন ও স্বাধীনতা, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি, রাজনৈতিক দল এবং জনমত প্রভৃতি। আপাত দৃষ্টিতে এই সকল বিষয়ের সঙ্গে অর্থশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও উভয় বিজ্ঞানের ভিত্তি এক। অধিকন্তু একটি অপরটির পরিপূরক। বহু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান রাষ্ট্রছাড়া সম্ভব নয়। বর্তমান দিনে রাষ্ট্র একটি প্রয়োজনীয় ক্ষতি-কারক প্রতিষ্ঠান ("Necessary evil institution") নয়। আধুনিক রাষ্ট্রের কর্মধারা অত্যন্ত ব্যাপক। দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা এবং স্থায়িত্ব অনেকাংশে আবার অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। অনেক রাজনৈতিক ঘটনা ও আন্দোলন অর্থনৈতিক কারণ সম্ভূত। অর্থনৈতিক অসাম্যের প্রভাবে আধুনিক সাম্যবাদের অভ্যুদয়।

সুতরাং অর্থনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা যেমন মূলধন সংগঠন, উৎপাদন, ভোগতত্ত্ব, বন্টন তত্ত্ব, শুল্কনীতি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে এই শাস্ত্রের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের, আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক নানা সমস্যা আলোচনাকালে এই বিজ্ঞানের সঙ্গে ধনবিজ্ঞানের অনুবন্ধ কতখানি বিদ্যমান তা ছাত্রছাত্রীদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন।

পৌরবিজ্ঞান ও সাহিত্য (Civics and Literature) :

সাহিত্য সমগ্র সমাজের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক এবং

নৈতিক নানা ঘটনাকে প্রতিফলিত করে। প্রকৃত পক্ষে সাহিত্য হচ্ছে সমাজদর্পন। সাহিত্যিকদের ব্যক্তি চরিত্রাশ্রয়ী কল্পনার অনুগামী হচ্ছে সাহিত্য। লেখক তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিজ্ঞতা থেকে সমাজের চিত্র অঙ্কন করেন। সাহিত্যিকদের ধ্যান-ধারণাকে আশ্রয় করে অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক উন্নয়ণ পরিবর্দ্ধিত হয়।

অন্যদিকে পৌরবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আদর্শ নাগরিক গঠন করা। এই সুনাগরিকত্ববোধ বিভিন্ন আদর্শ ও মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই আদর্শানুরাগ ও মূল্যবোধ তরুণ শিক্ষার্থীর কাছে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে হলে সুস্থ সুন্দর সাহিত্যের প্রয়োজন। সৌন্দর্য্যানুভূতি থেকেই আসে—মূল্যবোধ। অবশ্য সাহিত্যিকদের রচনা হবে এমন সহজ, সরল এবং সাবলীল যার দ্বারা অতি স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার্থীর মনে সৎ-চিৎ-আনন্দের চিত্র অঙ্কিত হবে। সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের কিছু শেখান হচ্ছে এইরূপ ভাববার কোন অবকাশ থাকবে না। সাহিত্য পরোক্ষভাবে পাঠকের মনোরাজ্যে প্রভাব বিস্তার করবে। জাতীয় ঐতিহ্য এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও প্রীতির পটভূমিকায় রচিত সমাজ-সম্মত-সু-সাহিত্য সুনাগরিকতা এবং মূল্যবোধের পরিবর্দ্ধক। এইদিক থেকে সাহিত্য এবং পৌরবিজ্ঞানের মধ্যে অনুবন্ধ অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the relation of civics to (a) History and (b) Sociology. (C. U. 1965)

2. How is Economics related to (a) Ethics, (b) Political science, and (c) Geography ? (C. U. 1966)

3. Explain to the students of Economics and civics why they should also know history, mathematics and sociology. (C. U. 1967)

4. How would you co-relate the teaching of Economics with the other subjects of the school curriculum. Illustrate your answer with suitable examples.

5. How is Economics related to Geography and Commerce ? Illustrate your answer with examples. (C. U. 1969)

৫

বিদ্যালয় পাঠক্রমে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের স্থান

PLACE OF ECONOMICS & CIVICS IN SCHOOL CURRICULUM

"অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং
স্বল্পংতথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু
হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ॥"... পঞ্চতন্ত্রম্

ইংরেজীতে একটি কথা আছে—"Life is short but art is long." জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি অনন্ত-অপার। অন্যদিকে মানুষের জীবন অতি সংক্ষিপ্ত। জীবনের সীমিত পরিবেশে, পরিমিত শক্তি-সম্পদ নিয়ে মানুষ তার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে নিরলস সাধনার মাধ্যমে। জীবনের বিশেষ লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের কোন্ অংশ শিক্ষার্থীর আয়ত্ত করা দরকার, তা প্রথমে স্থির করতে হয়। বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন বয়সের উপযুক্ত শিক্ষাবিধিই হচ্ছে পাঠক্রম। অভিজ্ঞতার দ্বারা অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনই হচ্ছে শিক্ষা। জীবনযুদ্ধে শিক্ষার মূল্য অসীম। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার পথই হচ্ছে পাঠক্রম। Carter V. Good তাঁর 'Dictionary of Education' পুস্তিকায় বলেছেন

পাঠক্রমের স্বরূপ

পাঠক্রম হচ্ছে, "বিদ্যালয় তত্ত্বাবধানে একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা, যা কোন ব্যক্তিকে সমাজের উপযোগী বা কোন বৃত্তি ও পেশায় দক্ষ করে তোলার জন্য যতদূর সম্ভব সার্থক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।" ["A body of prescribed educative experiences under school supervision, designed to provide an individual with the best possible training and experiences to fit him for the society of which he is a part or to qualify him for a trade or profession."]

কিন্তু পাঠক্রম কতকগুলি পাঠ্যবিষয়ের তালিকা মাত্র নয়। জগৎ ও জীবনের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার সমষ্টি। তাই বর্তমান দিনে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাঠক্রম নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রম নির্বাচন একটি সমস্যা জড়িত কর্ম। এ কাজটি ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না। কাজটির দায়িত্ব তাই সমাজ বা সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত। যে কোন জাতির শিক্ষাপরিকল্পনায় সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পাঠক্রমের বৈচিত্র্যের মাধ্যমে।

অতীত ধারণা

অতীতে পাঠক্রম রচিত হত সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিদের ইচ্ছা বা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করে। যে কোন ভাবে শিশুর মস্তিস্কে কিছু জ্ঞানের কণিকা ঢুকিয়ে দেওয়াই ছিল বহুদিনের প্রচলিত পাঠক্রম পদ্ধতি। শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, অনিচ্ছা, অনুরাগ, বিরাগ ইত্যাদির কোন মূল্য ছিল না। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীই প্রধান। শিক্ষার্থীর মনে স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষা গ্রহণের মঞ্চ তৈরী করাই হচ্ছে আজকের শিক্ষাক্রমের প্রধান লক্ষ্য। তা ছাড়া এখন সমগ্র শিক্ষা পদ্ধতিটাই ফলিত মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই পাঠক্রম মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক হওয়া একান্ত আবশ্যক। একদিকে শিক্ষার লক্ষ্য, সমাজের দাবি ও সামাজিক পটভূমি, অপরদিকে শিক্ষার্থীর রুচি ও সামর্থ্যের ত্রিবেণী সংগম সৃষ্টি করতে হবে পাঠক্রমের মধ্যে।

পাঠক্রমের মৌলিক নীতি

পাঠক্রম রচনার এই ত্রিবিধ মৌলিক নীতি-দর্পণের সামনে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন পরিবেশে, শিক্ষার্থীর বয়স ও সামর্থ্যের বিভিন্নতার পটভূমিকায় শিক্ষার অংগ সৌষ্ঠব বজায় রাখার চেষ্টা চলেছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়া প্রভৃতি প্রগতিশীল দেশে শিক্ষা আজ কেবলমাত্র ব্যবহারিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। জাতীয় তথা আন্তর্জাতীয় প্রয়োজন সিদ্ধ করে তোলাই হচ্ছে আজ সেখানকার শিক্ষাক্রমের মূল আদর্শ। শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক বৃদ্ধি সাধন এবং জাতীয় আদর্শ, ঐক্য সংহতি তথা আন্তর্জাতিক প্রীতি, মৈত্রী ও প্রগতি পরিবর্ধন করাই হচ্ছে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা বা শিক্ষাক্রমের মূল নীতি।

পরাধীন ভারতের পাঠক্রম

কিন্তু এইদিক থেকে আমাদের ভারতবর্ষ অনেক পিছিয়ে আছে। ভারতের স্কুল পাঠক্রম অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং সেকেলে। কোঠারী কমিশনের ভাষায় "Very narrowly conceived and largely out of date." আমাদের বিদ্যালয়-পাঠক্রম ছিল মূলতঃ জ্ঞানময়। যোগ্যতা বিকাশ, মূল্যবোধ বৃদ্ধি. কর্মে উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি এবং সামাজিক, রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন করার কোন আদর্শ আমাদের পাঠক্রমে খুঁজে পাওয়া যেত না। পাঠক্রম রচনায় স্থানীয় পরিবেশ ও প্রয়োজনের কোন গুরুত্ব

ছিলনা। তাছাড়া স্বাধীনতা, সমান অধিকার এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে তোলার কোন পরিকল্পনা ছিল না। ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের কোন ব্যবস্থা ছিল না বিদ্যালয় পাঠক্রমের মধ্যে।

বর্তমান ভারত একটি 'স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র'। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে জাতীয় শিক্ষাধারার আমূল সংস্কার ও পরিবর্তন অনুভূত হয়। শিক্ষা-সংস্কারের জন্য ডঃ তারাচাঁদ কমিটি, ডঃ রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, ডঃ মুদালিয়র কমিশন, জাতীয় নারীশিক্ষা কমিটি এবং সর্বশেষে কোঠারী কমিশন গঠিত হয়। একটি গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত নাগরিক গঠন, জাতীয় সংহতি রক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন মানসে

পাঠক্রম সংস্কারে জাতীয় চাহিদা

ভারত সরকার পাঠক্রম সংস্কারে জাতীয় চাহিদা পূরণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে"শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যের কথা চিন্তাকরে জাতীয় সামাজিক ওঅর্থনৈতিক উন্নয়ন, গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষা এবং সর্বোপরি কোন ব্যক্তিকে বয়স্কদের সদ্‌গুণ ও পূর্ণতা অনুসরণ দ্বারা রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে যতশীঘ্র সম্ভব সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিচার বিশ্লেষণ করে একটি সুসঙ্গত ও সুসংহত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক যার স্থায়ী অবদান জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিভাত হবে।" ["In view of the important role of education in the economic and social development of the country, in building of a truly democrative Society in promotion of national integration and unity, and above all, for the transformation of the individual in the elders pursuit of excellence and perfection, it is now considered inperative to survey and examine the entire field of education in order to realise within the shortest possible period a well balanced integrated and adequate system of national education capable of making a powerfull contribution to all sphers of national life."]

এই জাতীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন শিক্ষাধারা প্রবর্তনে নানা সুপারিশ করেন বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা তথা পাঠক্রমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন মুদালিয়র কমিশন। কমিশন শিক্ষা-শিক্ষার্থী এবং জাতীয় পরিবেশের পটভূমিকায় মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে সামাজিক শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয় এবং অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ

করেন। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ মত ভারতীয় বিদ্যালয় শিক্ষাক্রমে সর্বপ্রথম অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান তথা সমাজবিজ্ঞান প্রবেশাধিকারের গৌরবে গৌরবান্বিত।

বিভিন্ন শিক্ষা-কমিশনের সুপারিশ

সর্বশেষে গঠিত কোঠারী কমিশনও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সমাজবিদ্যা, নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে পৌরনীতি এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অর্থনীতি ও পৌরনীতিকে পাঠক্রমভুক্ত করেছেন। কমিশনের মতে—"উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। বর্তমান দিনে মাধ্যমিক স্তরের উপরের শ্রেণীর পাঠক্রমে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষা ও তার পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের নূতন পাঠক্রমে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজবিজ্ঞান বিশেষ শিক্ষনীয় বিষয়। কিন্তু নিম্নশ্রেণীতেও সমাজ বিদ্যা, ইতিহাস ভূগোল এবং পৌরনীতি শিক্ষণের বিজ্ঞান সম্মত প্রচেষ্টা ও পদ্ধতির পরিব্যাপ্তি একান্ত আবশ্যক"। ["At the higher secondary stage, as we have indicated above, there will be specialized studies in the social sciences. There is now an increasing trend to introduce in the curriculum of Secondary Education, at least in the senior most classes, some elements of the social sciences and their methods. The new curriculum proposed in the Higher Secondary classes provides for the special study of the history, geography, civics, Economics and sociology. But something of the scientific spirit and methods of the social sciences should premeate the teaching of social studies and of history, geography and civics even in the lower classes."][1]

অতীতে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (১৯৪৮-৪৯) তাঁর 'গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়' অধ্যায়ে স্নাতকপূর্ব শিক্ষা ব্যবস্থায় বুদ্ধিগত শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি মনস্তত্ব ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়কে বিদ্যালয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই দিকটির প্রতি মুদালিয়র কমিশন আরো অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কমিশন পাঠক্রম রচনার পাঁচটি নীতির মধ্যে ব্যক্তিগত চাহিদা ও সমাজ-জীবনের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কমিশন

---

1. Report of the Education Commission (1964-66) P-201. P-6-71

বলেছেন, "পাঠক্রম অবশ্যই সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।" ["The curriculum must be vitally and organically related to community life"…]. কমিশন আরো বলেছেন, "গণতন্ত্রে নাগরিকত্ব হচ্ছে একটি কঠিন, প্রতিযোগিতা মূলক দায়িত্ব যার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া দরকার। উহা এমন সব বুদ্ধিমূলক, সামাজিক ও নৈতিক গুণ যে গুলি নিজের থেকে উৎপন্ন হয় না। যে কোন সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তিকে খুশী মত চিন্তা করে তার কর্মপন্থা নির্ধারণের কষ্ট করতে হয় না। কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিকে সেই গুরু দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেন। কিন্তু গণতন্ত্র বলতে যদি চিন্তাহীন ভোট প্রদান ক্ষমতা ছাড়া বেশী কিছু বুঝায়, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীন বিচার শক্তি সম্পন্ন হতে হবে, যার দ্বারা সর্বপ্রকার জটিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং নিজস্ব কর্মপন্থা গ্রহণ অতি সহজ হবে"। ["Citizenship in a democracy is a very exacting and challenging responsibility for which every citizen has to be carefully trained. It involves many intellectual, social and moral qualities which can not be expected to grow of their own accord. In any kind of regimented social order, the individual does not need to indulge in the travail of independent thinking or of chalking out his own lines of action. The authorities relieve him of that onerous responsibility! But in a democracy—if it is anything more than the thoughtless exercise of the vote—an individual must form his own independent judgement on all kinds of complicated social, economic and political issues and, to a large extent, decide his own course of action."][1]

মনস্তত্ত্ববিদদের মতে ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সই বুদ্ধি বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর। এই বয়সে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে যে ধারণা, দৃষ্টিভংগী এবং অভিজ্ঞতা সৃষ্টি বা সঞ্চিত হয় পরবর্তী জীবনে তার প্রভাব সব চাইতে বেশী। অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের বাস্তব ঘটনা এই বয়সে ছাত্রছাত্রীদের প্রভাবিত করে। ছাত্রছাত্রীদের এই জীবনই হার্বার্ট স্পেনসারের মতে—"Preparation for complete living in future". সুতরাং শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন সুখ সমৃদ্ধ এবং সুনাগরিকতা, জাতীয়তা তথা আন্তর্জাতিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হলে পৌরনীতি বিদ্যালয় পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। আবার

শিক্ষাবিজ্ঞানী-দের মত

1, Report of the Secondary Education Commission (1952-53) P-23-24

জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার, মিতব্যয়িতা এবং সুষম অর্থনৈতিক সমাজ গঠনে আগ্রহশীল করে তোলার জন্য অর্থশাস্ত্রেরও একটি সুনির্দিষ্ট স্থান নির্বাচন এবং বিদ্যালয় পাঠক্রমকে যুগোপযোগী ও বাস্তবধর্মী করে তোলা দরকার।

অর্থশাস্ত্রের দিক ঃ

অর্থশাস্ত্র একটি মানবিক বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞানও বটে। মানুষ আবার সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানুষের গত্যন্তর নাই। মানব-জীবনে তার জৈব সত্তার প্রয়োজন যেমন অতি মৌলিক, সমাজ-সত্তার চাহিদাও তেমনি অতি গুরুত্বপূর্ণ। কোন্ প্রয়োজন বড়, আর কোন্ চাহিদা ছোট তা নির্ণয় করা কঠিন। শিক্ষাবিজ্ঞানী স্যাণ্ডিফোর্ড বলেছেন, "We are born with biological heredity but we are born into social heredity." ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সমাজের সামঞ্জস্য ছাড়া ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং সামাজিকতার দিক থেকে বিদ্যালয় পাঠক্রমে অর্থনীতির স্থান একান্ত অপরিহার্য।

সামাজিক মূল্য

জীবনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সার্থক করে তুলতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে জগতে ও জীবনে সম্পূর্ণতা বিধান, ব্যক্তি ও সমাজের সঙ্গে সমন্বয়-সাধন এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা আচরণের পরিবর্তন ইত্যাদি। আধুনিক সমাজ আবার অত্যন্ত গতিশীল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক নানা চক্রের আবর্তনে সমাজ আজ অত্যন্ত জটিল। জগতে টিকে থাকা বা বাঁচাটাই একটা সমস্যাবিশেষ। তাছাড়া বর্তমান যুগ হচ্ছে কাঞ্চন-কৌলিন্যের যুগ। বস্তুতান্ত্রিকতাই হচ্ছে যুগধর্ম। এ জগতে কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অন্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা অন্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা ভিন্ন মানুষের জৈবিক ক্ষুধা মেটে না। এই দিক থেকে অর্থশাস্ত্র এবং তার বিনিময়তত্ত্ব, মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করে।

জৈবিক মূল্য

অর্থশাস্ত্র আবার কেবলমাত্র টাকাকড়ির বিজ্ঞান নয়। মানব জীবনে টাকাকড়ি বা অর্থের প্রয়োজনীয়তা আছে সত্য। জৈবিক দিক থেকে টাকাকড়ির গুরুত্ব অসীম। টাকাকড়ি বর্তমান দিনে বিনিময়ের বাহন। কিন্তু অর্থনীতি এইখানেই সীমিত নয়। জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং মূলধন সৃষ্টি করা অর্থনৈতিক তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য। প্রত্যেক দেশেই অল্পবিস্তর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে। ভূমি বা ভূমিজ, খনিজ, জলজ এবং প্রাণীজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেই দেশ উন্নত হয় না, এই সকল সম্পদের যথাযথ

সম্পদ ও মূলধন গঠনগত মূল্য

ব্যবহার হওয়া দরকার। যে কোন সম্পদের ব্যবহার মূলধনের উপর নির্ভরশীল। মানুষের আর্থিক সামর্থ্য থেকেই সৃষ্টি হয় সঞ্চয় ক্ষমতা। মিতব্যয়িতা এবং অর্থনৈতিক সচেতনতা থেকে সার্থক হয় সঞ্চয় প্রবৃত্তি। আবার এই প্রবৃত্তি বা চাহিদা চরিতার্থ লাভ করে দেশের ব্যাংক, বীমা কোম্পানী এবং শেয়ার বাজার প্রভৃতি অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা। কিন্তু অর্থ সঞ্চিত হলেই মূলধন বৃদ্ধি লাভ করে না। সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ এবং সংহতি সাধন হলেই মূলধন সংগঠন তথা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি যুগপৎ সাফল্যমণ্ডিত হয়। মূলধনের অভাবই ভারতীয় অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের প্রধান কারণ। ভারতীয়দের মধ্যে বিত্ত-সঞ্চয় প্রবৃত্তির অভাব নাই বটে, কিন্তু ক্ষমতাহীনতা সেই পথের প্রধান অন্তরায়। ভারতবাসীর মাথাপিছু গড় আয় অতি অল্প। তাছাড়া মিতব্যয়িতার অভাবও অন্যতম বাধা। সুতরাং জাতীয় সম্পদের উন্নয়ন এবং মূলধন সংগঠনের দিক থেকে বিদ্যালয় পাঠক্রমে অর্থ নৈতিক তত্ত্বের স্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

জগৎ ও জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার গতি-প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়েছে। আজ ভারতীয় শিক্ষা কেবলমাত্র জ্ঞানময়ী নয়। শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের প্রতি হান্টার কমিশন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল শিক্ষা কমিশন বিশেষ দৃষ্টিদান করেছেন। আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা আজ বহুমুখী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আজকের শিক্ষা কেবলমাত্র ব্যক্তিমুখীন নয়। দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বিধানই হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও তার সুষম বণ্টন এবং প্রতিটি মানুষকে পরিকল্পনা সচেতন করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ লক্ষ্য। মানুষ তার সীমিত আয়ের দ্বারা সীমাহীন অভাব কিভাবে পূরণ করতে পারবে, অর্থের অপচয় নিবারণ করবে, উপযোগিতার বিভিন্নতা বুঝতে পারবে, দ্রব্যমূল্যের গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি করবে, অল্প ব্যয়ে অধিক উৎপাদন করতে এবং সামান্য চেষ্টায় সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করতে পারবে তার বাস্তব জ্ঞান অর্জনে অর্থনৈতিক তত্ত্বের উপযোগিতা অবশ্যম্ভাবী।

ব্যবহারিক মূল্য

ব্যবসা-বাণিজ্যিক দিক থেকে অর্থশাস্ত্রের গুরুত্ব অধিক। কোন শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য অর্থনৈতিক রীতিনীতির জ্ঞান আহরণ একান্ত আবশ্যক। ভোগকারীর পছন্দ বা ব্যবহার সম্পর্কে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে এ বিদ্যায় জ্ঞান থাকা দরকার। ব্যবসায়ীর পক্ষে শিল্প সংগঠন, উৎপাদন এবং বিক্রয়-ব্যবস্থার মূল নীতির সঙ্গে পরিচিত থাকা দরকার। অনুরূপভাবে অর্থনীতির মূল সূত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত নয় এমন শিল্পপতি শিল্প-সংগঠনে সাফল্যলাভ করতে

ব্যবসা-বাণিজ্যিক মূল্য

পারেন না। আবার শ্রমিকনেতা যদি অর্থনীতির মূলসূত্র অর্থাৎ যোগান ও চাহিদার পরস্পর সম্পর্ক না বোঝেন, তাহলে তাঁদের সংঘবদ্ধ দরকষাকষি নীতি কখনও সফল হয় না। তাছাড়া শক্তিশালী পুঁজিপতিদের সঙ্গে সংগ্রাম এবং শ্রমিক স্বার্থের উৎকর্ষ বিধান কোনটাই সার্থক হয় না। সর্বোপরি সরকারী বাজেট নীতি, কর নীতি, মুদ্রামূল্য হ্রাসবৃদ্ধি এবং ব্যাঙ্কিং সুযোগ-সুবিধা ও শেয়ার মার্কেট সম্পর্কে অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা অর্জনে অর্থনীতির স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে বিদ্যালয় পাঠ্যসূচীতে এর স্থান একান্ত অপরিহার্য। ঘটনা এবং জীবনের বিষয়বস্তুর সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রের অবদান অসীম। অধ্যাপক কেইন্‌সের মতে এটি 'মত অপেক্ষা একটি পদ্ধতি, মনের যন্ত্র, চিন্তার কায়দা যা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে'। তাঁর ভাষায়—"Economics does not furnish a body of settled conclusions immediately applicable to policy. It is a method rather than a doctrine, and apparatus of mind a technique of thinking which enables its possesor to draw correct conclusions." তাছাড়া অর্থনীতি সমাজবদ্ধ মানুষেরই একটি কল্যাণকর শাস্ত্র। এ শাস্ত্র মানুষকে সমাজবদ্ধ হতে, এবং জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে সাহায্য করে। ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছিলেন, সমাজের শান্তি, নিরাপত্তা ও বিশ্রাম যাযাবর সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকে না এবং কলা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি কেবলমাত্র স্থায়ী প্রগতিশীল সমাজেই সম্ভব। সুতরাং সাংস্কৃতিক দিক থেকেও এর মূল্য অসীম।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত মূল্য

সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা অর্থনীতির মূল আদর্শ। অর্থনীতি আদান-প্রদান বা বিনিময়ের বিজ্ঞান। প্রতিযোগিতাই হচ্ছে সমবায় আদর্শের গোড়ার কথা। পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সহযোগিতার আদর্শ মানুষকে প্রতারণার প্রবৃত্তি থেকে নিষ্কৃতি দেয়। অর্থনীতি শিক্ষার্থীকে সমবায় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে। বিষয়গত জ্ঞান পরিবর্ধিত হয়, অধিকন্তু ছাত্র ছাত্রীদের পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ক্ষমতা এবং যুক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণ শক্তির উন্মেষ ঘটায়। শিক্ষার্থীর মনকে সংস্কার ও মোহমুক্ত করে, বাস্তববাদী করে তোলে। বস্তুতঃ ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল তথ্য ও সমস্যা পর্যালোচনা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। সুতরাং মানসিক ও ব্যক্তিসত্তার বিকাশের দিক থেকে বিদ্যালয় পাঠক্রমে অর্থনীতির সংযুক্তি বাস্তবধর্মী।

ব্যক্তিসত্তা ও বুদ্ধিবিকাশগত মূল্য

শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্রের সঞ্চারণগত মূল্য অসীম। মনোবিজ্ঞানী থর্ণডাইক এবং

উডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতির মতে অর্থনীতির বিষয়বস্তু ও মূলসূত্রের জ্ঞান অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানে সঞ্চারিত হয়। শিক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তি, আবৃত্তি এবং শিক্ষা-পদ্ধতি প্রভৃতিতে দক্ষতা বৃদ্ধি করে। মনের দোদুল্যমান অবস্থাকে স্থিতিশীল করে। উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের সামঞ্জস্যবিধান, ইচ্ছা বা আবেগের সঙ্গে বাস্তবের সমন্বয় সাধন অনায়াসে সম্ভব হয়। সামান্যতম বস্তুর সাহায্যে বৃহত্তর ফল লাভ করার কৌশল এ বিদ্যার দ্বারা আয়ত্ত করা যায়। তাছাড়া অর্থনীতির নানা বিষয়বস্তু পরিসংখ্যান, ভূগোল, পৌরনীতি এবং ইতিহাস প্রভৃতি নানা সমাজবিজ্ঞান সঙ্গে সংযুক্ত। সুতরাং অর্থনীতির সঙ্গে অন্য বিষয়ের অনুবন্ধ রচনার দিক থেকেও বিদ্যালয় পাঠক্রমে এর স্থান অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত।

সঞ্চারণ মূল্য

পৌরবিজ্ঞানের দিক ঃ

পৌরবিজ্ঞান অন্যতম সমাজবিজ্ঞান। মানুষের উপর তার সামাজিক পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। পরিবার, গোষ্ঠী, সংঘ, সমিতি তথা সমাজ বা রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া মানুষের বৃদ্ধি অসম্ভব। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সমন্বয় ব্যতিরেকে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। আবার ব্যক্তিমানুষকে জানতে হলে বা তার কার্যাবলীর সম্যক পরিচয় লাভ করতে হলে রাষ্ট্রভুক্ত মানুষের পরিচয় একান্ত প্রয়োজন। সমাজবদ্ধ মানুষের চরম সংগঠন হল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রই মানবজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং প্রগতি বিধান করেছে। মানুষকে দীন, নিঃসঙ্গ, কদর্য, পশুসুলভ এবং স্বল্পায়ু পরিবেশ থেকে মুক্ত করেছে রাষ্ট্রশক্তি। ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির, ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সামঞ্জস্য বিধানই পৌর বা রাষ্ট্রনীতির মূল আদর্শ। শিক্ষার্থীকে সামাজিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ করে পৌরনীতি। সমাজের ক্রমবিকাশে ব্যক্তির কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি এবং নাগরিকতা-বোধ সম্প্রসারণের দিক থেকে বিদ্যালয় পাঠক্রমে পৌরবিজ্ঞানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক মূল্য

বর্তমান যুগ সমাজবাদের যুগ। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদী আদর্শ মানুষকে রাজনৈতিক সচেতন করে তুলেছে। রাজনীতি বর্তমান দিনে জীবন-সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। হাতিয়ারের ক্রমোন্নতি যেমন মানুষকে সভ্যতার সুমেরু শিখরে উত্তীর্ণ করেছে, রাজনৈতিক কলা-কৌশলও তেমনি জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভে সাহায্য করেছে। পৌর বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন, কার্যাবলী, আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক, অধিকার ও কর্তব্যের ঐক্য, গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য, এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য এবং ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আদর্শগত বিভিন্নতার স্বরূপ উপলব্ধি

রাজনৈতিক মূল্য

করতে হলে পৌরবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অধিক। জাতীয় বা আন্তর্জাতীয় ঘটনা দুর্ঘটনা, যুদ্ধ, শান্তি বা উত্থান-পতনের প্রভাব ছাত্রছাত্রীদের উপর কম নয়। ছাত্র ছাত্রীদের বিদ্যালয় স্তর থেকে রাজনৈতিক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগী গঠনে পৌরনীতির ভূমিকা বিশিষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সাংগঠনিক মূল্য

সহযোগিতা, ঐক্য এবং সংহতি পৌরনীতির মূল আদর্শ। জনমত গঠন, জনশিক্ষা বিস্তার, সমাজ সেবা, সংঘ-সমিতি গঠন এবং নেতৃত্ব শক্তির বিকাশসাধন পৌরবিজ্ঞানের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র মানুষের ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ঘটায়। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতার ভিত্তিতে সমষ্টিগত কল্যাণ অনায়াসে সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে। মুদালিয়র কমিশন বলেছেন, "গণতন্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তির মানুষ হিসাবে তার মর্য্যাদা ও মূল্য বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই আভ্যন্তরীণ যোগ্যতাকে জাতিগত বা সামাজিক দিক থেকে নিষ্প্রভ করা যায় না। গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তি সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন।" গণতন্ত্র সেখানেই সার্থক যেখানে জনগণের কোন একটি বিশেষ অংশ না হয়ে সকল ব্যক্তিই বিদ্যাশিক্ষা ও নেতৃত্ব গ্রহনের সুযোগ পায়।" ["A democracy is based on faith in the dignity and worth of every single individual as human being. This innate 'worthfulness' cannot be eclipsed either by economic or racial consideration. The object of a democratic education is, therefore, the full all round development of every individual personality."]

তাছাড়া ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করতে বা স্থায়িত্ব বিধান করা কোন একক ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন প্রতিটি নাগরিককে সাংগঠনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। ["A democracy cannot function successsfully unless all the people not merely a particular section—are trained for discharging there responsibilities and this involves training in discipline as well as leadership".] সুতরাং জাতীয় চরিত্রের সংগঠনের দিক থেকে পৌরনীতির বিদ্যালয় পাঠক্রমভুক্তি যুক্তিসংগত।

মানুষের সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোন উদ্দেশ্য সফল হয় না, দৃঢ়, কলুষমুক্ত, ন্যায়নীতিসম্মত এবং গতিশীল শাসন-ব্যবস্থা ব্যতিরেকে।

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের স্থান

সমাজ সংস্কারক বা রাষ্ট্রনায়কদের চিন্তাভাবনা বা পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া শাসনযন্ত্রের কাজ। সেই শাসন যন্ত্র যদি শিথিল এবং কর্মবিমুখ হয়, তাহলে জাতীয় প্রগতি আদৌ সম্ভব নয়।

শাসনতান্ত্রিক মূল্য

পৌরবিজ্ঞান কেবলমাত্র বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা বা স্বরূপ উদ্ঘাটন করে না, অধিকন্তু শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রীতি ও মৈত্রী, নিয়ামক ও প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করতে সাহায্য করে। শাসন-তান্ত্রিক ক্ষেত্রে উদাসীনতা ভারতীয় সামাজিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। একই কারণে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ-নীতি আজ অবহেলিত। সুতরাং ভারতের মত বৈচিত্র্যময় সুবৃহৎ দেশে সুস্থ সুন্দর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করতে হলে বিদ্যালয় পাঠক্রমে পৌরনীতির অবস্থান একান্ত অপরিহার্য।

মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণবিধান পৌরবিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও মানুষের সাংস্কৃতিক দিকটা উপেক্ষণীয় নয়। পৌরনীতি কেবলমাত্র মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করে না। মানুষের চিন্তারাজ্যে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। সংস্কারবদ্ধ মানুষকে মোহমুক্ত করে। গতানুগতিক গতিহীন ধ্যান-ধারণাকে গতিশীল করে তোলে। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাসে 'ম্যাগনাকার্ট,' 'পিটিশান অব রাইটস্' এবং 'বিল অব রাইটস্' প্রভৃতি সনদ সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক জীবনে বিপ্লবের সূচনা করেছে। ফ্রান্সের রাজনৈতিক বিপ্লব সারা পৃথিবীর মানুষকে 'স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বোধে উদ্বোধিত করেছে। দেশে দেশে এসেছে নবজাগরণ, পরাধীন দেশকে করেছে স্বাধীন। সর্বোপরি বর্তমান দিনে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, মানবতাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদ মানুষের চিন্তাশক্তি ও হৃদয়কে করেছে বিকশিত এবং উদারতায় উদ্ভাসিত।

সংস্কৃতিগত মূল্য

স্বাধীন ভারত গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা, ন্যায় এবং ভ্রাতৃত্বসুলভ পরিবেশ রচনা করা ভারতীয় গঠনতন্ত্রের মূল আদর্শ। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রতিটি নাগরিক সমান অধিকার ভোগের স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা এবং শিক্ষার অভাব আর অতিরিক্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা আমাদের সমাজবিপ্লবের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি এবং অনিশ্চয়তা জাতীয় চরিত্রকে আজ কলুষিত করে তুলেছে। প্রগতিকামী মানুষ গণতন্ত্রের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এই অবস্থায় নবীন ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হলে বিদ্যালয় পাঠক্রমে পৌরবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট স্থান থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ পৌরবিজ্ঞানের মূল সূত্র শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভংগী পরিবর্তনের বীজমন্ত্র।

অর্থশাস্ত্রের ন্যায় পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষা ও সঞ্চরণগত প্রয়োজনীয়তা অধিক। শিক্ষার লক্ষ্য যদি আচরণের পরিবর্তন, নাগরিকতাবোধ বৃদ্ধি এবং মানবপ্রেম হয়, তাহলে পৌরবিজ্ঞানই সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত শাস্ত্র। পৌরনীতি

শিক্ষা ও সঞ্চারণগত মূল্য

কেবলমাত্র আচরণের পরিবর্তন করে না—সৎ-অভ্যাস গঠনেও সাহায্য করে। মনকে অধিক যুক্তিবাদী ও কর্মনিষ্ঠ করে তোলে। সৃজনীক্ষমতা ও স্মৃতি-শক্তির উন্মেষ ঘটায়। তাছাড়া মনোবিজ্ঞানীদের মতে পৌরবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সঞ্চারণমূল্য আছে। পৌরবিজ্ঞানের মূলসূত্র এবং মুখ্য আদর্শ স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞানের সংগে সংযুক্ত। পৌরনীতির বিষয়বস্তুর অভিজ্ঞতা ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূগোল, পরিসংখ্যান নীতিশাস্ত্র এবং সমাজবিজ্ঞান পাঠকে সহজতর করে তোলে।

প্রশ্নাবলী

1. Write a short note on the place of Economics and Civics in school curriculum.

2. Describe the principles of curriculum construction according to the education commissons on economics and civics.

3. Give an estimate of the syllabus in economics and civics of the secondary and higher secondary class.

4. What principles, in your opinion, should guide us in the selection and organisation of the subject matter of economics? —Discuss.

৬

শিক্ষা পদ্ধতির ক্রমবিকাশ

DEVELOPMENT OF TEACHING METHODS

শিক্ষা পদ্ধতির গুরুত্ব (Importance of teaching methods) :

জগৎ পরিবর্তনশীল, গতিশীলতাই জীবন। আবার জীবনই শিক্ষা, শিক্ষাই জীবন। শিক্ষা আজ একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। শিক্ষার উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, ধারা, বিষয়বস্তু, পাঠক্রম এবং পদ্ধতি সবই আজ অত্যন্ত ব্যাপক এবং সচল। জগৎ ও জীবনের এই পরিবর্তনশীলতা শিক্ষা ও শিক্ষাকর্মে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞানের প্রভাব আজ শিক্ষাকে আরো গতিশীল করে তুলেছে। অধ্যাপক কোঠারী বলেছেন, "আজকের এই দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে, একটি বিষয় অতি স্থির যে গতকালের শিক্ষা ব্যবস্থা আজকের প্রয়োজনানুরূপ নয়। অধিকন্তু আগামীকালের চাহিদা কোন অংশেই পূরণ করে না।" ["In the rapidly changing world of today, one thing is certain; yesterday's educational system will not meet today's, and even less so, the need of tomorrow."] বস্তুতঃ শিক্ষা আজ একটি বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞান। শুধু বিজ্ঞান নয়, একেবারে ফলিত বিজ্ঞান। সরল বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও সমাধান কেবলমাত্র পরীক্ষাগারের মধ্যে সীমিত। কিন্তু ফলিত বিজ্ঞানের পরিধি আরো ব্যাপক। ফলিত বিজ্ঞানকে সার্থক করে তুলতে হলে তার প্রয়োগ পদ্ধতির গুরুত্ব অসীম। আবার শিক্ষা যদি নিছক কলাবিদ্যা বা আর্টস্ হয়, তাহলে সেই আর্টস্‌কে রূপ দিতে হলে কলা-নৈপুণ্যের বা কলাকৌশলের মূল্য অধিক।

কোন কোন শিক্ষাবিদের মতে শিক্ষাক্ষেত্রে পদ্ধতি অপেক্ষা বিষয়বস্তুর প্রাধান্য বেশী। যে শিক্ষকের পাঠ্যবিষয়বস্তুতে দখল বেশী তাঁর পক্ষে শিক্ষাকার্য পরিচালনা করা আদৌ কষ্টকর নয়। শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠপরিকল্পনা এবং কোন মাধ্যম তাঁর কাছে একান্ত অপরিহার্য নয়। অপর দিকে বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, বিষয়বস্তু অপেক্ষা পদ্ধতির গুরুত্ব বেশী। বিষয়বস্তুর জ্ঞান বিদ্যালয়ে বা কলেজে নিরপেক্ষভাবে স্বাধীন প্রচেষ্টায় পরিবর্ধিত করা চলে। কিন্তু পাঠদানপদ্ধতি একটি জটিল প্রক্রিয়া। অতি

সহজে যেমন তাকে আয়ত্ত করা যায় না, তেমনি শিক্ষাদান কার্য পরিচালনাও অনায়াসে সফল হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ মানবজীবনকে "Be" বা গঠিত হওয়া এবং "Make" বা গঠন করা এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে এই "Be and make" তত্ত্বটি একান্তভাবে প্রযোজ্য। শিক্ষক প্রথম জীবনে নিজেকে গঠিত করেন নানা বিষয়-রত্নসম্ভারে। তারপর স্বরু হয় তাঁর 'গঠন করা' জীবন শিক্ষাক্ষেত্রে। 'গঠিত হওয়ার' চাইতে 'গঠন করা' কর্মটি অধিক পরিশ্রমসাপেক্ষ। এই ক্ষেত্রটিকে সহজ, সরল এবং আকর্ষণবহুল করে তুলতে হলে কোন-না-কোন টেক্‌নিক বা পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। তাছাড়া যে কোন সমাজবিজ্ঞানের (Social Science) উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সফল করে তুলতে বা তার বিষয়বস্তুর স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পদ্ধতি বিজ্ঞানের তাৎপর্য বেশী। আবার এই পদ্ধতি-বিজ্ঞানও অতি গতিশীল। অধ্যাপক বিনিং ও বিনিং বলেছেন, "পদ্ধতি-বিজ্ঞানকে শিক্ষাক্ষেত্রে অতিশয় গতিশীল প্রক্রিয়া বলেই মনে করা উচিত। উহা কোন প্রকারেই স্থিতিশীল নয়।" ["Methodology should be conceived as a dynamic function of education and not as a static aspect of the process of teaching."]

শিক্ষাবিদদের মতে—"প্রত্যেক শিল্প-কর্মের অন্তরালে থাকে বৈজ্ঞানিক নিয়ম-শৃঙ্খলা খেয়ালখুশিভাবে চললে কোন শিল্পসৃষ্টিই সম্ভব হয় না। শিক্ষাদানকার্য একটি শিল্প প্রক্রিয়া হলেও তার পিছনে আছে বৈজ্ঞানিক নিয়ম। মতস্তত্ত্ববিজ্ঞান আজ শিক্ষা-পদ্ধতির পথনির্দেশ করছে, সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে, বহু শিক্ষাবিদের আজন্ম সাধনায়।" শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের শিক্ষাসংস্কারক রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "...এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে। যাহাতে পাঠ্যবিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সমীক্ষা মিশিতে পারে, যাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে।" পদ্ধতিতত্ত্ব আবার শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার উপকরণ এবং শিক্ষার্থীর সামর্থের উপর নির্ভরশীল। স্নতরাং আজকের এই মনস্তত্ত্ব-নির্ভর শিক্ষা পরিচালনা পদ্ধতিবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া কার্যকরী করা সহজ-সাধ্য নয়।

আধুনিক পদ্ধতির উৎস (Origin of the Modern Methods) :

আধুনিক শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির প্রধান পথিকৃৎ হলেন জঁ্যা জ্যাকস রুশো। অষ্টাদশ শতাব্দীর মহান চিন্তানায়ক রুশোই সর্বপ্রথম ভগীরথের ন্যায় নূতন ভাবধারার প্লাবনে উষর শিক্ষাক্ষেত্রকে উর্বর ও শস্যশ্যামল করে তুললেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ

এমিল 'Emile' সার্থক শিক্ষা-দর্শন এবং শিক্ষাপদ্ধতির একটি বৃহৎ দর্পণ। এমিলের প্রথম ছত্রে শিক্ষাদর্শের মূল সূত্র স্পষ্ট প্রকাশমান—["Everything is good as it comes from the hand of the author of nature; but everything degenerates in the hands of man."] অর্থাৎ প্রকৃতির সৃষ্টি শুভ ও সুন্দর। মানুষের কৃত্রিম স্পর্শই যত আবিলতা ও বিকারের প্রত্যক্ষ কারণ। তাঁর মতে "Nature, man and things" এই তিনজন হচ্ছেন মহান শিক্ষক। বস্তুতঃ শিশুর স্বভাব, রুচি, শক্তি ও আগ্রহের উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাকে মনোগ্রাহী করলেন রুশো।

রুশোর অবদান

কিন্তু রুশোর পূর্বে সপ্তদশ শতাব্দীতে কমেনিয়াস তাঁর "Great Didactic" গ্রন্থে শিশুর স্বভাবভিত্তিক স্বাভাবিক শিক্ষা-পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাছাড়া জন লকও মানুষের জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মনের মধ্যে নীতি ও আদর্শের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। গ্রন্থকার বিনিং ও বিনিং বলেছেন, "অভিজ্ঞতাই সকল জ্ঞানের উৎস। মানুষের মন একটি স্বচ্ছ কাগজ, যার উপর ধারণাগুলি মুদ্রিত হচ্ছে উদ্দীপনা এবং প্রতিফলনের সাহায্যে।" ["He held that all knowledge comes from experience and that the mind is like white paper upon which ideas can be impressed by sensation and reflection."][1]

কমেনিয়াস ও লকের মতবাদ

পদ্ধতি বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশে জন হেনরিক পেস্তালৎসীর অবদান উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাক্ষেত্রে রুশোর সফলতম উত্তরসাধক হলেন পেস্তালৎসী। রুশো শিক্ষা-পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক করলেও পেস্তালৎসী সেই পদ্ধতিকে আরো উন্নত ও সুস্পষ্ট করে তোলেন। গ্রন্থকার বিনিং ও বিনিং বলেছেন, "শিক্ষা হচ্ছে নিষ্কাষণ প্রক্রিয়া, বহিঃসক্রামণ প্রক্রিয়া নয়। সকল প্রকার শিক্ষার ভিত্তি হবে ব্যক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী এবং তার পদ্ধতি হবে সেই লক্ষ্যাভিমুখী।" ["He declared the education was a drawing-out process and not a pouring in process, that the basis of all education by in the nature of the individual, and that methods of instruction must be sought and constructed to that end."][2] বস্তুতঃ

পেস্তালৎসীর চিন্তাধারা

1. John Locke, An essay concerning human understanding (Oxford, 1894) Book 1,
2. Teaching the Social Studies in Secondary Schools. P-48.

শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর মতবাদ খুব পরিষ্কার ও বাস্তবধর্মী। তিনি চেয়েছিলেন "Psychologize instruction". শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে এগারটি বিশেষ নীতি নির্ধারণ করেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, শিশুমনের বৃদ্ধি, শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার্থীর রুচি, সামর্থ্য ও আগ্রহই হবে শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান ভিত্তি। বিচার-বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ, শ্রেণীগত বা দলগত আলোচনা এবং শ্রেণীকক্ষের কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন পেস্তালৎসী। "Systematic understanding of the subject" এবং সহজ সরল বা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়াই ছিল তাঁর শিক্ষাদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পেস্তালৎসীর মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষাপদ্ধতিকে দর্শনের (Philosophy) উপর প্রতিষ্ঠিত করেন হারবার্ট। হারবার্ট ছিলেন দার্শনিক। তাঁর মতে আত্মা একটি অখণ্ড বস্তু। "মানুষ জন্মগতভাবে সৎও নয়, অসৎও নয়। অভিজ্ঞতা যখন সুশৃঙ্খল তখন মানুষ সৎ আবার যখন অভিজ্ঞতা বিশৃঙ্খল তখন অসৎ। সুতরাং মনের প্রধান ধর্ম হচ্ছে গ্রহণ বা সংযোজন "Assimilation"। মন বাহিরের প্রবৃত্তি থেকে এবং ভিতরের অনুভূতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (Presentation) হচ্ছে আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি। আবার প্রাচীন অভিজ্ঞতার সঙ্গে নূতন অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য বিধানও মনের ধর্ম। মানুষের মনের এই গুণই হচ্ছে "Apperception"। সুতরাং তাঁর মতে মনের ক্রিয়া, আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা ও অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক নয়। "শিক্ষকের কাজ হচ্ছে শিশুর মনের অতীত অভিজ্ঞতার বলয় 'Circle of thought' এমনভাবে সৃষ্টি করা যাতে সে নূতন শিক্ষা সরলভাবে গ্রহণ করতে পারে"।

হারবার্টের পঞ্চ সোপান পদ্ধতি

আবার বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সমন্বয়বিধানই হচ্ছে প্রকৃত পদ্ধতি। কোন বিশেষ আগ্রহের বিষয় বেছে নিয়ে, তাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীকে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। কিভাবে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে হারবার্ট সে সম্পর্কে শিশুর আগ্রহের ধারা অনুযায়ী ও মানসিক বিকাশ অনুযায়ী (১) Observation, (২) Expectation, (৩) Demand, (৪) Action—এই চারটি সোপান স্থির করেন। এই স্তরবিভাগ অনুযায়ী শিক্ষণ-পদ্ধতিকে আবার (১) Clearness বা সুস্পষ্টতা (২) সংযোগ সাধন বা Association, (৩) সমন্বয় বা System, (৪) সাধারণ সূত্রের ব্যবহার বা Method—এই চার ভাগে বিভক্ত করেন।

হারবার্টের অনুগামী ও ছাত্র জিলার আবার সুস্পষ্টতার সোপানকে (১) Preparation বা আয়োজন, (২) Presentation বা উপস্থাপন, (৩) Comparison and abstraction বিশ্লেষণ, (৪) Generalisation বা সমানীকরণ, (৫) Application

বা অভিযোজন এই পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেন। বস্তুতঃ হারবার্টই আধুনিককালের সমস্ত কর্মকেন্দ্রিক (Activity Centred) এবং শিল্পকেন্দ্রিক (Craft Centred) শিক্ষা-পদ্ধতির ভিত্তি রচনা করেন।

পদ্ধতি বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশে জার্মাণ শিক্ষাবিদ্ উইলহেলম ফ্রয়েবেলের দান অবিস্মরণীয়। পেস্তালৎসীর চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন ফ্রয়েবেল। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশ জন্য শিশু-উদ্যান বা কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষার্থীর জীবনের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী শিক্ষা-পদ্ধতিকে খেলা ও কর্মকেন্দ্রিক করে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাছাড়া শিক্ষার্থীর সৃজনীশক্তির বিকাশ, আত্মবিশ্বাস এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেন। আবার খেলাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। খেলার মধ্য দিয়েই শিশু বেড়ে ওঠে। খেলার আনন্দই শিক্ষার্থীর সকল কর্মের প্রেরণা। তাই ফ্রয়েবেল বলেছেন, এই স্তরে খেলা হচ্ছে শিশুর বৃদ্ধির সবচাইতে ফলপ্রদ পথ। কারণ শিশুর অন্তর প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ খেলার মাধ্যমে সম্ভব হয়।' ["Play is the highest achievement of development at this stage, since it is spontaneous expression according to the necessity of its own nature of the childs inner being."]

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতি

শিক্ষার নবতম পদ্ধতির অন্যতম প্রধান উদ্ভাবক হলেন ইংলণ্ডের বিশিষ্ট দার্শনিক হারবার্ট স্পেন্সার তাঁর 'Intellectual Learning' প্রবন্ধে শিক্ষা-পদ্ধতির কয়েকটি আদর্শের (Maxims of Education) কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর অনুসৃত নীতি হচ্ছে (১) সহজ থেকে জটিলের দিকে যাওয়া, (২) মূর্ত হতে বিমূর্তের দিকে যাওয়া, (৩) অনির্দিষ্ট থেকে নির্দিষ্টের দিকে যাওয়া, (৪) শিক্ষাব্যবস্থা ও ধারা মানুষের জীবনধারা অনুসারী হওয়া, (৫) অভিজ্ঞতা থেকে যুক্তির দিকে যাওয়া এবং (৬) শিক্ষায় শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা হবে পদ্ধতি বিজ্ঞানের প্রগতিশীল নীতি।

হারবার্ট স্পেন্সারের মতামত

ইটালীর শিক্ষাবিদ ডাঃ মরিয়া মন্টেসরী স্বয়ংক্রিয় শিক্ষা বা 'Auto Education পদ্ধতির প্রথম প্রবক্তা। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থী হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁর মতে শ্রেণীশিক্ষা বা Class teaching হচ্ছে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। এই পদ্ধতির মূলভিত্তি হচ্ছে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি। তাই ডাঃ মন্টেসরী ইন্দ্রিয়-নিচয়ের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন Deductic Apparatus-এর পরিকল্পনা করেছেন। নানাপ্রকার কাঠের ফলক, লাঠি, সিলিণ্ডার, রঙীন পুতুল, ধাতুর ঘণ্টা, বাক্স, কাঠের রঙীন বর্ণমালা এবং কার্ডবোর্ডের উপর লেখা অঙ্ক প্রভৃতি উপকরণ সাহায্যে পরিচালিত হবে শিশুশিক্ষা।

এর পরে বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাধারা তথা পদ্ধতি বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ বিধান করেছেন আমেরিকান শিক্ষাবিদ প্রয়োগবাদী জন ডিউই। ডিউইর মতে সত্য বা জ্ঞান পরিবর্তনশীল। তা অপরিবর্তনীয় বা সার্বজনীনও নয়। সত্য বা জ্ঞান আহরণ স্বকীয় প্রচেষ্টা সাপেক্ষ। কারোর দ্বারা প্রদত্ত বস্তু নয়। সুতরাং শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক—কল্পনাকেন্দ্রিক নয়। কর্ম বা প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে জ্ঞান আহরণ সার্থক হবে না। তাই সক্রিয়তা (**Activity**) হবে শিক্ষার মাধ্যম। এই কর্মপ্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হলেই উদ্ভব হয় নানা সমস্যা। সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধানের জন্য দেহ মন উন্মুখ হয়ে ওঠে। নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার দ্বারা তার সমাধান চায়। সমাধানের সব রকম তথ্য সংগ্রহ করে। তথ্য সংগৃহীত হলে সে পরিকল্পনা (**Hypothesis**) বা প্রকল্প করে। পরিকল্পনার পর পরীক্ষণ ক্রিয়া (**Testing**) আরম্ভ হয়। এইভাবে ডিউই শিক্ষা পদ্ধতির বা সত্য আহরণের পাঁচটি সোপান যথা :—(১) Activity বা সক্রিয়তা (২) Problem বা সমস্যা (৩) Data বা তথ্য (৪) Hypothesis বা প্রকল্প (৫) Testing বা পরীক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে সমস্যা সমাধান পদ্ধতির (Problem Solving Method) বাস্তব রূপ দেন। এই সমস্যা সমাধান পদ্ধতি থেকেই পরবর্তী কালে ডিউইর শিষ্য কিল প্যাট্রিক প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method)-এর প্রবর্তন করেন।

জনডিউইর অবদান

পদ্ধতি বিজ্ঞানের নাম বিকাশে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের চিন্তাধারা বিশেষভাবে প্রভাবিত করলেও প্রাচ্য বা ভারতীয় শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধির অবদান কোন অংশে নিষ্প্রভ নয়। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজী ভারতীয় শিক্ষার নবযুগের স্রষ্টা। উভয়েই কর্মযোগী। স্বাধীনচেতা ও ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক্। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারা "ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়'। তিনি বলেছেন, 'বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কলকারখানার দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল-কলেজের পরীক্ষা পাস করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা পেতে হবে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে"। শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন বা জাতীয়তা বোধের বিকাশ সাধনই তাঁর শিক্ষাদর্শের মূলকথা নয়। শিক্ষার্থীকে মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনার মূল ভিত্তি। আবার শিক্ষাকে খেলা ও কল্যাণধর্মী করে তোলা ছিল রবীন্দ্রশিক্ষা-পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধনই ছিল অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্যে। পাঠভবনের সঙ্গে কলাভবন, সঙ্গীত ভবন আর শান্তিনিকেতনের সঙ্গে শ্রীনিকেতনের পরিকল্পনা আদি ও অকৃত্রিম ভারতীয় শিক্ষাধারার এক অভিনব সংস্করণ।

রবীন্দ্র শিক্ষা পদ্ধতি

অন্যদিকে গান্ধিজী ভারতের সনাতন আদর্শে বিশ্বাসী। সত্য ও অহিংসা হচ্ছে তাঁর জীবনবাণী। বুনিয়াদি শিক্ষা বা Basic Education হচ্ছে 'নঈ তালিমের' মূল কথা। তাঁর মতে, "বুনিয়াদি শিক্ষা একটা কৌশল নয়, জীবন যাপনের পন্থা। এর লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের আভ্যন্তরীণ পূর্ণবিকাশ এবং এমন একটি সমাজ গঠন করা যার ভিত্তি হবে সত্য, ন্যায় এবং অহিংসা"। ["Basic education is not a technique, it is a way of life. It aims at integrated all round development of personality of the individual and also building up of a society on truth, justice and non-violence."] কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা বা শিল্পকেন্দ্রিক (Craft Centred) শিক্ষার প্রধান প্রবক্তা হলেন গান্ধিজী। একটি কারুশিল্প বিশেষতঃ চরকাকে কেন্দ্র করে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষা পরিচালনা করা ছিল ওয়ার্ধা পরিকল্পনার মূলসূত্র। এইভাবে শিল্পের সঙ্গে শিক্ষার, এক বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের সংযুক্তি বিধানই হচ্ছে অনুবন্ধ প্রণালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবার অনুবন্ধ প্রণালীই হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির প্রধান ভিত্তি।

গান্ধী পরিকল্পনা

আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানে শিক্ষা-পদ্ধতির গুরুত্ব বেশী। শিক্ষার আদর্শ বা লক্ষ্য যতই উন্নত হোক্ না কেন তার সাফল্য নির্ভর করে সার্থক পদ্ধতির উপর। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপদ্ধতিরও পরিবর্ধন হচ্ছে। গতানুগতিক পদ্ধতি পরিবর্তন করে আধুনিক যুগের উপযোগী প্রয়োগসিদ্ধ শিক্ষা-পদ্ধতির সাহায্য একান্ত অপরিহার্য। তাই কোঠারী কমিশন বলেছেন, "আধুনিক সমাজ যেখানে প্রগতি ও জ্ঞানের বিকাশ অত্যন্ত দ্রুত সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই স্থিতিস্থাপক ও পরিবর্তনশীল হবে"।—["In a modern society where the rate of change and of the growth of knowledge is very rapid, the educational system must be elastic and dynamic."][1]

1. Report of the Education Commission. P. 225 p. 9. 04 (Teaching methods.)

প্রশ্নাবলী

1. Summarise the recent trends in methods of instruction.
2. What were Rousseau's contributions to methodology ?
3. Show the influence of the work of Pestalozzi & Herbart or John Dewey & Rabindranath on the modern methods of teaching.

৭

পদ্ধতি বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য

OBJECTIVES OF METHODOLOGY

আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে পদ্ধতি বিজ্ঞানের প্রভাব যে সর্ব ব্যাপক তা অনস্বীকার্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পঠন-পাঠন পদ্ধতির মূল লক্ষ্য কি বা কোন্ কোন্ গুণ থাকলে পদ্ধতিকে সর্বার্থসাধক করা যায় ?

বর্তমান দিনে বিষয়বস্তুর সঙ্গে পদ্ধতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। আবার শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রকৃতি ও চাহিদার সম্পর্ক বেশী। এক্ষেত্রে সামাজিক প্রয়োজনীয়তার কথাও মনে রাখা দরকার। অধ্যাপক বিনিং ও বিনিং বলেছেন, "শিক্ষা শুরু হবে শিশুকে কেন্দ্র করে এবং শিশুর ক্রমবিকাশের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে। এই ভাবে আধুনিক দর্শন অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে সমাজজীবনে সুদক্ষ করা যেতে পারে।" ["Education must begin with the child and must be adopted to the needs and requirements of the child as he grows. Only in this manner, according to the new philosophy ; can the individual be made socialy efficient."] সুতরাং শিক্ষার্থীর প্রকৃতি, বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য এবং সমাজজীবনে বিষয়ের বাস্তব উপযোগিতা বিচার করেই পদ্ধতির মূল্যায়ন হওয়া দরকার। জীবনে উভয় শাস্ত্রেরই ব্যবহারিক মূল্য অসীম। এই দিক থেকে পঠন-পাঠন পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবধর্মী হওয়া একান্ত আবশ্যক। এ সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশনের মত হচ্ছে, "কোন শিক্ষণ পদ্ধতি শুধু মাত্র একটি কৌশল নয়। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কিছু তথ্য পরিবেশন করা যায় না, ইহা একমাত্র শিক্ষকের কাজ যার দ্বারা লক্ষ্যবস্তুর প্রাপ্তি ঘটে। কোন পদ্ধতি অঙ্গাঙ্গীভাবে পারস্পরিক সাহচর্য্যের মধ্য দিয়ে সম্বন্ধযুক্ত। উহা কেবলমাত্র ছাত্রছাত্রীদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে না, তাদের ব্যক্তিত্ব, কর্মধারা, বিচার শক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগপ্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং মূল্যবোধকেও প্রভাবিত করে।" ["A method is not merely a device adopted for communicating certain items

of information to the students and exclusively the concern of the teacher, who is supposed to be at the "giving end." Any method, good or bad, links up the teacher and his pupils into an organic relationship with constantemutual interaction ; it reacts not only on the mind of the students but on their entire personality, their standards of work and judgment, their intellectual and emotional equipment, their attitudes and values."][1]

মুদালিয়র কমিশনের মতে পঠন-পাঠন পদ্ধতির মূল লক্ষ্য শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য থেকে পৃথক নয়। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণপদ্ধতিও একই আদর্শমণ্ডিত হওয়া বিধেয়। কমিশন বলেছেন, "শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রণালীর লক্ষ্য কেবলমাত্র বুদ্ধির বিকাশ সাধন নয়, পরন্তু সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি বিধান। উহার স্থায়ী সীমা রেখা অঙ্কন করা যায় না।" ["Good methods of teaching should aim at the following objectives, which have not only intellectual but also social and moral implications for, in the domain of education, it is impossible to draw rigid lines of demarcation."][2] কমিশনের মতে পদ্ধতিবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্যগুলি যথাক্রমে :—

কর্মানুরাগ (Love of Work) :

সর্বপ্রকার কর্মে আগ্রহ ও আসক্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে যে কোন পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। কর্মবিমুখতা, উদাসীনতা, আলস্য এবং নিষ্ঠার অভাবই হচ্ছে ভারতীয় সমাজ তথা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মূল কারণ। সুতরাং অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য হবে কর্মে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দান। "কর্মে আগ্রহ সৃষ্টি করাই বিভিন্ন পদ্ধতির সব চাইতে গুরু দায়িত্ব। তাছাড়া যার যে বিষয়ে দক্ষতা আছে তার সেই কর্মানুশীলনে প্রবণতা বৃদ্ধি করাই বিশেষ কর্তব্য।" ["The highest value that all methods should try to inculcate is love of work and the desire to do it with highest measure of efficiency of which one is capable."][3]

কাজের মাধ্যমে শিক্ষা (Learning by doing) :

পণ্ডিতমূর্খ সৃষ্টিকরা শিক্ষার লক্ষ্য নয়। বচনবাগীশ করে তোলাও শিক্ষা-

1+2+3. Report of the Secondary Education Commission p. 102, 103.

পদ্ধতির উদ্দেশ্য নয়। মুখস্থ প্রবণতা হ্রাস করে হাতেকলমে কাজ করার প্রবণতা বৃদ্ধিকরা হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি। মুদালিয়র কমিশনের মতে, "বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি বিশেষ ত্রুটি হচ্ছে বাচনিকতা যা বাক্য দ্বারা জ্ঞানের বিচার করে। যদি কোন ছাত্র কোন কিছু মুখস্থ বা কোন শব্দ বা বাক্যাংশকে পুনরাবৃত্তি করতে পারে তাহলে তার সব বিষয়ে জ্ঞান জন্মেছে বলে ধরে নেওয়া হয়।" ["Another serious defect which vitiates present day teaching is its excessive domination by verbalism i. e. the tendency to identify, knowledge with words the delusion that if a student is able to memorize or repeat certain words, or phrases he has grasped the facts of the ideas that they are meant to convey."] শিক্ষার্থী যাতে নীরব শ্রোতা হয়ে না থাকে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার প্রতি বিশেষ নজর রাখা পদ্ধতিবিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ (Clear & independent thinking):

পরাধীনতা এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতা ভারতের নাগরিকদের মানসিক দৈন্যতার অন্যতম প্রধান কারণ। কালিদাস বলেছিলেন, "অন্নচিন্তা চমৎকারা"। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের উপযুক্ত নাগরিক গঠন করতে হলে প্রত্যেকের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ একান্ত প্রয়োজনীয়। এর জন্য অনুকূল পরিবেশ রচনা করা যেমন সমাজের কর্তব্য, তেমনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধনও শিক্ষাপদ্ধতির মূল আদর্শ। মুদালিয়র কমিশনের মতে, "বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে শিক্ষা পদ্ধতির সব চাইতে প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধন। উহা যথার্থ শিক্ষাবিদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবে এবং বিভিন্ন সম্ভাবনাময় আধুনিক জগতে ক্রমশঃ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। সেখানে প্রত্যেকে অবশ্যই সেই শিক্ষা পাবে যার দ্বারা সে বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিচার বিশ্লেষণ কোন সংস্কার বা মানসিক উত্তেজনা ব্যতিরেকেই করতে পারবে"। ["On the intellectual side, the most important objective of teaching methods should be to develop the capacity for clear thinking which distinguishes every truly educated person and has become increasingly important in the modern world of "Plural possibilities", where every one must learn to make up his mind and judge issues and problems without prejudice or passion."][1]

---

[1] Report of Secondary Education Commission. p. 104.

আগ্রহ সৃষ্টি (Creation of interest) :

আগ্রহহীন কর্ম আর আগ্রহশূন্য শিক্ষা অসাফল্যের মূল ভিত্তি। যে কোন বিষয় শিক্ষার পিছনে শিক্ষার্থীর আগ্রহ না থাকলে তা যতই মূল্যবান হোক্ না কেন সে শিক্ষা কোনক্রমেই সফল হয় না। শিক্ষার্থীকে শ্রেণী কক্ষে, খেলার মাঠে, শিক্ষামূলক ভ্রমণে বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আগ্রহশীল করে তোলাই হবে শিক্ষাপদ্ধতির মূল লক্ষ্য। শিক্ষা কমিশন বলেছেন, "ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থরক্ষা ও পরিবর্ধিত করাই হবে শিক্ষাপদ্ধতির অভিপ্রেত লক্ষ্য।" ["It is desirable that the methods of teaching should expand the range of students interest."]

সামাজিকীকরণ (Socialisation) :

কোন শিক্ষা বা শিক্ষণীয় বিষয় সমাজ-নিরপেক্ষ নয়। সমাজের আশাআকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে প্রকাশ পায়। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান উভয়েরই ভিত্তি সমাজ। উভয় শাস্ত্রের সৌধ গড়ে উঠেছে সমাজের নানা বিষয়বস্তুর বা উপকরণের সাহায্যে। সুতরাং এই উভয় বিষয়ের পঠন-পাঠন পদ্ধতির অন্যতম লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর সমাজসত্তার বিকাশ সাধন এবং সামাজিক চাহিদা পূরণ।

প্রণোদন (Motivation) :

মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিক্ষা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। কোন প্রক্রিয়াই শূন্যে বিকাশলাভ করে না। বস্তু ও অবস্থার বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর এই প্রক্রিয়ার ভিত্তি। শেখার পিছনে থাকে আগ্রহ, উদ্দেশ্য এবং উদ্দীপক প্রভৃতি নানা উপাদান। উদ্দেশ্য থেকে আসে কৌতূহল। কৌতূহলের চরিতার্থতা থেকে সৃষ্টি হয় জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হবে কৌতূহল সৃষ্টি করা এবং তাদের মনকে উদ্দেশ্যানুশীল করে তোলা।

অনুবন্ধ রচনা (Correlation) :

সর্বোপরি যে কোন বিষয় পঠন-পাঠন পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হবে সমজাতীয় বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ নির্ণয় করা বা সংযোগ-বিধান করা। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাস, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, বাণিজ্যতত্ত্ব এবং সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রের বিষয়গত বা সূত্রগত অল্পবিস্তর মিল আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে একটি বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের সংযোগ এবং বিষয়ের সঞ্চারণ মূল্যও অধিক।

জীবন ও শিক্ষার সমন্বয় (Coordination between life & Education) :

জীবন ও শিক্ষার মধ্যে সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সংযোগ

না থাকলে সে শিক্ষা কখনও সফল হতে পারে না। শিক্ষার্থীর শূন্য মনে কিছু তথ্য বা জ্ঞান বাহির থেকে চাপিয়ে দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষণ প্রক্রিয়া নয়। আবার যান্ত্রিক উপায়ে মানসিক শক্তির বিকাশ সাধনও শিক্ষন পদ্ধতির উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষা আজ সমাজসঙ্গত একটি প্রক্রিয়া। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন বিধানই তার মূল উদ্দেশ্য। একটি প্রগতিশীল পদ্ধতি। এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়। বস্তুতঃ ব্যক্তির মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা ও লুপ্ত ক্ষমতা আছে তাকে জাগিয়ে তোলা এবং তার সামাজিক দক্ষতা বাড়িয়ে তোলাই হবে প্রকৃত শিক্ষণ পদ্ধতির লক্ষ্য। তাছাড়া ব্যক্তিজীবনের আপাতঃ ও চরম লক্ষ্যের সঙ্গে যদি শিক্ষার লক্ষ্যের সমন্বয় সাধিত না হয় তাহলে সেখানেও এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হবে। অধ্যাপক ডিউই বলেছেন—"শিক্ষা প্রাথমিকভাবেই জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত"। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান উভয়ের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক অতি নিবিড়। বাস্তব জীবনের নানা অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক সমস্যা থেকেই উভয় শাস্ত্রের সৃষ্টি। সুতরাং উভয় শাস্ত্রের শিক্ষণ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাস্তব জীবনের সঙ্গে বিষয়বস্তুর সমন্বয় সাধন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ (Individuality):

প্রচলিত শ্রেণীশিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের কোন মর্যাদা থাকে না। সমষ্টির কাছে ব্যক্তির চাহিদা, রুচি, প্রবণতা ও ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা অতি অল্প। সমষ্টির স্বার্থানুকূল্যেই শিক্ষণ পদ্ধতি পরিচালিত হয়। নিম্নবুদ্ধি বা উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন কোন ছাত্রছাত্রীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু সমষ্টিগত এই শ্রেণী-শিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যেও যতদূর সম্ভব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দিয়ে পাঠদান কার্য পরিচালিত হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত বিভিন্নতা থেকে তার বুদ্ধিগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে নানা পার্থক্য লক্ষ্য রেখেই বিষয়-শিক্ষককে শিক্ষাদান কর্মে অগ্রসর হতে হবে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক প্রবণতা ও যোগ্যতা বিচার করে শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারিত হবে। শিক্ষাদানকর্ম এমনভাবে পরিচালিত হবে যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী পাঠে আগ্রহশীল ও সক্রিয় হয়ে উঠবে। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান উভয় শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় এমনভাবে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে হবে যাতে তারা প্রত্যেকেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। মেধাবী ছাত্রছাত্রীর সামনে এমন প্রশ্ন রাখতে হবে যাতে তার বুদ্ধি বিবেচনা প্রকাশের সুযোগ থাকবে। আবার কম মেধা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের সহজ সরলভাবে পাঠ্য বিষয়ে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

মুদালিয়র কমিশনের মতে—"এমন শিক্ষণ পদ্ধতি স্থির করতে হবে যার দ্বারা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ হবে এবং প্রতিটি নিম্নবুদ্ধি, মাঝারী ও উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী তার নিজ পথে উন্নত হওয়ার সুযোগ লাভ করবে।" সুতরাং অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ।

পুনরনুশীলন (**Revision**) ঃ

কোন কাজ বার বার অনুশীলন করলে তাতে পারদর্শিতা জন্মে। কাজটি অতি সহজে সম্পন্ন হয়। তার জন্য কোন বিশেষ চিন্তা ভাবনা থাকে না। শিক্ষা ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ অনুশীলন বা পুনরাবৃত্তি একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার অর্থ হচ্ছে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপন ও সম্প্রসারণ"। সুতরাং পাঠ্য-বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি ছাড়া পঠিত বিষয়ে পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় সম্ভব নয়। বুদ্ধিমত্তা, কুশলতা ক্ষিপ্রতা ও নির্ভুলতা সব কিছুই পুনরাবৃত্তির উপর নির্ভরশীল। পুনরাবৃত্তি জ্ঞানকে স্থায়ী ও দৃঢ় করে। ব্যক্তিকে সদাচরণে অভ্যস্ত করা, সমাজ জীবনের উপযুক্ত করে নেওয়া এবং সৎনাগরিক সৃষ্টি করা অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য। সুতরাং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা সমস্যা বার বার আলোচনা ও বাস্তব পরিবেশে তার পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের সুযোগ দিয়ে শিক্ষার্থীর মনে সঠিক ধারণা বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য সচেষ্ট থাকবেন বিষয় শিক্ষক। এ ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতির অন্যতম মূল নীতি হবে পুনরাবৃত্তি।

অন্যান্য লক্ষ্য (Other objectives) ঃ

বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার আরো কয়েকটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। বিষয় বস্তুর জটিলতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে 'জানা থেকে অজানা'র (From known to unknown) দিকে, 'সরল থেকে জটিলের (From simple to complex) দিকে,' এবং মূর্ত বিষয় থেকে বিমূর্ত বিষয়ের (From concrete to abstract) দিকে আলোচনা পরিচালিত হবে। তাছাড়া আগে সূত্র বা সিদ্ধান্তটি প্রকাশ না করে, আলোচনার মাধ্যমে সেই সূত্র বা সিদ্ধান্তে পৌছান হবে অধিক মনস্তত্ত্ব নির্ভর পদ্ধতি। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের নানা জটিল সমস্যার আলোচনা যদি বাস্তব ঘটনা থেকে ও প্রত্যক্ষ বস্তু থেকে শুরু হয় তাহলে শিক্ষার্থী অতি সহজে বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে পারবে। সুতরাং উভয় শাস্ত্রে শিক্ষাদান পদ্ধতির লক্ষ্য হিসাবে এই সকল নীতির অনুসরণ একান্ত অপরিহার্য।

---

1. John Dewey - Experience and Education. p. 19

প্রশ্নাবলী

1. "Methodology should be conceived as a dynamic function of Education and not as a Static aspect of the process of teaching".—Discuss

2. "Flexibility and inisiative in dealing with problems are characteristics of any conception to which method is a way of managing material to develop a condition."

(John Dewey)—Discuss

3. Describe the aims and objectives of methodology.

4. What according to you the guiding principles of method of teaching in the case of Economics and Civics on the basis of the Suggestion given by the Mudaliar Commission ?

5. "Methods of teaching on Economics and Civics should be guided by the requirements of the society."

—Discuss.

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN * CALCUTTA *
Dept. of Extension SERVICES

৮

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পঠন-পাঠন পদ্ধতি

METHODS OF TEACHING ECONOMICS & CIVICS

অধ্যাপক ডিন রাস্ক বলেছেন, পদ্ধতি হচ্ছে বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া আদৌ গতিহীন নয়। উপরন্তু অত্যন্ত গতিশীল। স্থান, কাল, পাত্র এবং বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আবার পাঠ্যবিষয়ের মূল লক্ষ্যের দিক থেকেও এর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক-সমাজবাদের যুগে শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতির আদর্শ-অত্যন্ত ব্যাপক। শিক্ষা আজ 'শিশু কেন্দ্রিক' এবং 'জীবন ভিত্তিক'। পদ্ধতির দিক থেকে 'কুম্ভকার ও মৃত্তিকা মতবাদ' ('Potter and the clay theory'), 'বড় জল পাত্র ও ছোট জলপাত্র মতবাদ' ("Jug and Mug theory") এবং 'মালিও চারাগাছ মতবাদ' ("Gardener and the plant theory") প্রভৃতি আজ অতীত ও অবৈজ্ঞানিক। শিক্ষার্থীর মন আজ শূন্য ও নিষ্ক্রিয় আধার নয়। শিক্ষক আবার পরিপূর্ণ জ্ঞানভাণ্ড নন। শিক্ষার্থী একটি নরম কাদার তাল এবং বাড়ন্ত চারাগাছ নয়, যাকে শিক্ষক নিজ আদর্শ ও রুচি অনুযায়ী রূপ দেবেন বা প্রয়োজনবোধে ছাঁটাই করবেন। শিক্ষার কাজটা আদৌ ঢালাঢালির ব্যাপার ("Pouring in Process") নয়। শিক্ষা আজ একাধারে মনস্তত্ত্ব ও সমাজ নির্ভর। শিক্ষার্থীর চাহিদা, রুচি, প্রবনতা, প্রক্ষোভ, ক্ষমতা এবং বাস্তব জগৎ জীবন ও সমাজের প্রয়োজনীতার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করাই আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির গোড়ার কথা।

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের নূতন পাঠ্যবিষয়। স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক সমাজের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে, শিক্ষার্থীর বয়ঃসন্ধি-কালের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে, কলেজীয় বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রয়োজনে এবং দৈনন্দিন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার বিচারবুদ্ধি সম্মত সমাধানের দিক থেকে এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু শুধুমাত্র পাঠ্যতালিকাভুক্তিতেই কোন বিষয়ের পঠন-পাঠনের সার্থকতা আসে না। যথাযথভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিষয়টি

যদি হৃদয়গ্রাহী না হয়, পাঠে যদি তাদের আগ্রহ বা গরজ না থাকে, বিষয়টির বাস্তব প্রয়োজনীয়তা যদি উপলব্ধি করতে না পারে তাহলে পঠন-পাঠনের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষণ প্রণালীর গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থশাস্ত্র ও পৌর-বিজ্ঞানের শিক্ষণ পদ্ধতি স্থির করার আগে উভয় বিষয় পাঠের মূললক্ষ্য স্থির রেখেই পঠন-পাঠন কর্মানুশীলন করতে হবে। উভয় শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে (১) **জ্ঞান আহরণ,** (২) **যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা অর্জন,** (৩) **অভ্যাস গঠন,** (৪) **কর্মে-স্পৃহা ও দক্ষতা অর্জন,** (৫) **দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন,** (৬) **সুনাগরিকতা, ও মানবতাবোধ বৃদ্ধি** এবং (৭) **ব্যবহারিক জীবনে সাফল্য অর্জন** প্রভৃতি। এই সকল বিভিন্ন উদ্দেশ্যের পটভূমিকায় স্থান-কালপাত্র ভেদে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করা বিজ্ঞানসম্মত পন্থা। তাছাড়া ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন কোন্ পদ্ধতিতে বিশেষভাবে প্রয়োগসিদ্ধ তাও লক্ষণীয়। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থা কোন একটি বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সফল হতে পারেনা। উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা পদ্ধতিগত বিভিন্নতার ভিত্তি। তাই এই উভয় শাস্ত্রের শিক্ষণ পদ্ধতিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণীবিন্যাস করা বিধেয়। বর্তমান শ্রেণীশিক্ষণ পরিবেশের মধ্যে থেকে কর্মকেন্দ্রিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সামাজিকতা বজায় রাখতে হলে শিক্ষণ পদ্ধতিকে যথাক্রমে (ক) **বিষয়বস্তু বা পাঠক্রমের দিক** (খ) **পদ্ধতিগত দিক** (ঘ) **কর্ম কেন্দ্রিকতার দিক** (ঘ) **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিক** এবং (ঙ) **গোষ্ঠীগত শিক্ষণের দিক** প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। বিষয়বস্তু বা পাঠক্রমের দিক থেকে (১) গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি (Text Book method) এবং (২) একক পদ্ধতি (Unit Procedure) একান্ত প্রযোজ্য। পদ্ধতিগত দিক থেকে শ্রেণীশিক্ষণ পরিবেশকে ভিত্তি করে যথাক্রমে (১) বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method) (২) প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি (Question-Answer Method) (৩) অবরোহ ও আরোহ পদ্ধতি (Deductive and Inductive Method) এবং (৪) আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method) বিশেষভাবে প্রয়োগ সার্থক। কর্মকেন্দ্রিকতার দিক থেকে (১) প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method) (২) সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (Problem Solving Method) এবং (৩) আবিষ্কার পদ্ধতি (Heuristic Method) বিশেষ কার্যকরী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে এবং শিক্ষার ধরণের (mode of teaching) দিক থেকে (১) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি (Individualised Instruction) এবং গোষ্ঠীগত শিক্ষণের পটভূমিকায় (১) সমাজী কৃত শিক্ষণ পদ্ধতি (Socialised Recitation Method) এবং (২) তত্ত্বাবধান মূলক শিক্ষণপদ্ধতি (Supervised Study Method) অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পঠন-পাঠনক্ষেত্রে

অনুশীলন করা যেতে পারে। এখন এই বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এবং অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণক্ষেত্রে এই সকল পদ্ধতি কতটা প্রযোজ্য তা বিশদভাবে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন।

(১)

গ্রন্থানুসারী—পদ্ধতি

[Text Book method]

বিষয় বস্তুর (Content) দিক থেকে সর্বাধিক প্রাচীন পদ্ধতি হচ্ছে এই গ্রন্থ-নির্ভর পদ্ধতি। এটি হচ্ছে আমাদের সনাতন পদ্ধতি। বহু পরিচিত ও বহু প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা একান্তভাবে পুস্তক-কেন্দ্রিক। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক নির্দিষ্ট পুস্তকের বিষয়সূচী অনুযায়ী পাঠদান করেন। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করেই পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন পরিচ্ছেদ ছাত্রদের পাঠ করতে বলেন। কিছু অংশ পাঠের পর শিক্ষার্থীকে পুস্তক বন্ধ করতে বলেন এবং যতটুকু পড়া হয়েছে তার মধ্যে থেকে প্রশ্ন করেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক কিছুটা ব্যাখ্যা করে দেন। পাঠদান শেষে উক্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্তসার লিখতে বলেন। মুখস্থ করার ক্ষমতাই বুদ্ধির একমাত্র মাপকাঠি। শিক্ষক পাঠ্যবিষয়ের কিছু অংশ বা পুস্তকের কয়েকটি পাতা শিক্ষার্থীকে পড়ে আসতে বলেন। শিক্ষার্থী সেই বিষয়বস্তু বা ঘটনা মুখস্থ করে। আবার অনেক সময় শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই একত্রে শ্রেণীকক্ষের নির্দিষ্ট ঘণ্টার মধ্যে পাঠ্যপুস্তক পাঠ করেন। এর জন্য কারোরই পূর্ব প্রস্তুতি থাকে না। পাঠ্যপুস্তক সামনে খোলা রেখে শিক্ষক-নির্দিষ্ট বিষয় আলোচনা করে দেন। শিক্ষার্থী নীরবে সেই অংশ একবার পাঠ করে। আলোচিত অংশ কতখানি শিক্ষার্থী বুঝতে পেরেছে তা প্রশ্নাকারে পরীক্ষা করেন শিক্ষক। শিক্ষার্থী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে এবং না বুঝে থাকলে শিক্ষককে প্রশ্ন করে। এই পদ্ধতিকে অধ্যাপক বিনিং ও বিনিং "Pupil Teacher Text Book Study" পদ্ধতি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

পদ্ধতির স্বরূপ

তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের একটা মোটামুটি ধারণা দেন। শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক পাঠ করে বিভিন্ন অংশের উপর দক্ষতা অর্জন করে। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যে কোন অংশের উপর প্রশ্ন করেন। একে "Topical recitation procedure" বলা হয়।

এই পদ্ধতির প্রয়োগ একক পুস্তক বা বহু পুস্তক মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। একক পুস্তক-কেন্দ্রিকতায় শিক্ষার্থী সেই পুস্তকটিকে একান্ত নির্ভরযোগ্য বলে মনে করে। সেইটিই তাদের কাছে একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে শিক্ষকও নির্দিষ্ট বইটিকে বিশেষ ভাবে অনুসরণ করেন। ইতিহাস পাঠদান কালে একটি পুস্তক যতখানি সহায়ক অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে একখানি পুস্তক ততখানি ফলপ্রসূ নয়। অর্থনীতির বিভিন্ন সূত্র; গণতন্ত্রের স্বরূপ জানতে হলে বিভিন্ন পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা বেশী।

বর্তমান দিনের শিক্ষা-ব্যবস্থায় একই বিষয়ে বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের তালিকা দেওয়া হয়। কলেজীয় শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রাধান্য বেশী। একক পাঠ্যপুস্তকের দোষত্রুটি এখানে নাই সত্য, তবে শিক্ষকের অনন্যসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভা ছাড়া এই পদ্ধতি সফল হওয়া কঠিন। এক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময় শিক্ষার্থী একটা জটিল অবস্থার সম্মুক্ষীণ হয়। অবশ্য অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়বস্তু কোন একটি বিশেষ পুস্তকের সাহায্যে সম্পূর্ণ করা যায় না। অর্থনীতির বিভিন্ন তত্ত্ব আদৌ স্থিতিশীল নয়। তাছাড়া বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের তত্ত্ব বিভিন্ন। তত্ত্বের বিভিন্নতা, তথ্যের বৈচিত্র্য কোন একটি পুস্তকের মধ্যে বিশেষ ভাবে আলোচিত হয় না। অন্যদিকে গণতন্ত্রের বা সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা নানা ইউনিটে বা এককে বিভক্ত থাকে। বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদ জানতে হলে বিভিন্ন দর্শন পাঠকরতে হয়। অথচ ইতিহাসের ঐতিহাসিকতা সুনির্দিষ্ট। সুতরাং সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এই পদ্ধতির সুবিধা (Advantages) ঃ

১। এই গ্রন্থানুসারী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তকের যথাযথ ব্যবহার শেখে। পাঠে অভ্যাস গঠন হয়। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে এই পদ্ধতি প্রয়োগসিদ্ধ। কারণ এই স্তরে শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে পাঠ অভ্যাস করতে পারে না। তাই শিক্ষকের পরামর্শ এবং পুস্তকের প্রভাব এখানে বেশী।

২। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তি পরিবর্ধিত হয়। বিভিন্ন বিষয় বারবার পাঠের ফলে তা অনেকদিন মনে থাকে। তাছাড়া অনুশীলন দ্বারা অভিজ্ঞতা স্থায়ী ও মার্জিত হয়।

৩। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ লাভ করে। স্বাধীনভাবে পাঠ্যপুস্তক পাঠের দ্বারা জ্ঞানার্জনস্পৃহা বাড়ে।

৪। শ্রেণীকক্ষের আলাপ-আলোচনা দ্বারা শিক্ষার্থীদের যুক্তিদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৫। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তাশক্তি বর্ধিত হয়। মনোবিজ্ঞানসম্মত

পন্থায় রচিত পুস্তক শিক্ষার্থীর দৃষ্টিকে আবদ্ধ করে। এইরূপ পুস্তকের ছবি, চিত্র, নক্সা কোন মন্তব্য বা ইংগিত পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি করে। বাহিরের জগতের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। কৌতূহল বৃদ্ধি পায়।

৬। বিভিন্ন পুস্তক, পত্রিকা, সংবাদপত্র এবং সাময়িকের সাহায্যে শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েই অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতির বিভিন্ন সমস্যা অনায়াসে জানতে পারেন।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ

১। পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন অংশের উপর জ্ঞান পরীক্ষা বৃহত্তর শ্রেণীতে আদৌ সার্থক হয় না। শ্রেণীকক্ষের সীমিত সময়ের মধ্যে কোন শিক্ষকই প্রতিটি ছাত্রের অধীত বিদ্যা পরীক্ষা করতে পারেন না।

২। এই পদ্ধতিতে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের মূল উদ্দেশ্য সফল হয় না। বোধগম্যতা হচ্ছে উভয় বিষয়ের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে মুখস্থ করার ক্ষমতা ও প্রবনতা বাড়ে।

৩। এই পদ্ধতি অত্যন্ত অপচয়মূলক এবং দক্ষতাহীন। কোন বিষয়ে ভুল বোঝা এবং সংশোধন যদি ছাত্রদের দ্বারা করা না হয় তাহলে সমস্ত শিক্ষাই বিফল হয়। "The facts become ends in themselves, and not means to an understanding." অর্থাৎ এই প্রণালীতে বিষয় বস্তুই চরম লক্ষ্যে পরিণত হয়। জ্ঞান আহরণের সোপান (Means) রূপে বিষয়বস্তু আর থাকে না।

৪। এই পদ্ধতিতে 'সহজ থেকে কঠিন', 'জানা থেকে অজানা', এবং 'মূর্ত থেকে বিমূর্ত' বিষয়বস্তুতে অগ্রসর হওয়া যায় না। পদ্ধতি-বিজ্ঞানের মূল আদর্শ এখানে ব্যাহত হয়।

৫। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী গ্রন্থকীটে পরিণত হয়। গ্রন্থ-বহির্ভূত জগতের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত হয় না। কৌতূহল ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি স্তিমিত হয়ে যায়।

৬। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষক ছাত্রকে পাঠ্যপুস্তক পাঠ করতে বলে নিজে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ হ্রাস পায় এবং শ্রেণীকক্ষের আবহাওয়া কলুষিত হয়।

৭। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নীরব শ্রোতা হয়ে থাকে। কাজের মাধ্যমে শিক্ষানীতি এখানে সফল হয় না।

অসুবিধা দূরীকরনেরউপায় (Suggestions for improvement) :

এই গ্রন্থসর্বস্ব পদ্ধতির দোষ ও গুণ থাকা সত্বেও এর প্রয়োজনীয়তা নাই একথা বলা যায় না। এর কুফল দূর করে গ্রন্থকে প্রয়োজন-সার্থক করে তোলা দরকার। গ্রন্থ

হবে দিকদর্শন যন্ত্রস্বরূপ। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবিষয়। এই স্তরে মনোবিজ্ঞানসম্মত রচিত পুস্তক একান্ত আবশ্যক। তবে ছাত্রছাত্রীরা যাতে গ্রন্থকীটে পরিণত না হয় তার জন্য প্রথম থেকে নজর দিতে হবে। আলোচনা এবং হাতে-কলমে কাজ করার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। প্রত্যেক শ্রেণীতে বিভিন্ন লেখকের প্রণীত একাধিক পুস্তক তালিকাভুক্ত করা হবে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের বই পড়ে তার দিকে নজর দিবেন শিক্ষক। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন শিক্ষক।

কিন্তু গ্রন্থ নির্বাচন একটি বড় সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিষয় শিক্ষকের উপর দায়িত্ব দিতে হবে। এ বিষয়ে তাঁর স্বাধীনতা থাকবে। প্রধানশিক্ষক বা অধ্যক্ষসহ ট্রেনিংপ্রাপ্ত কতিপয় অভিজ্ঞ শিক্ষককে নিয়ে একটি গ্রন্থ-নির্বাচন কমিটি হওয়া দরকার। এই কমিটি বিষয়শিক্ষককে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। এই কমিটি বিভিন্ন গ্রন্থকারের পুস্তক বিচারবিবেচনা করে নির্বাচন করবেন। উচ্চবুদ্ধি ও পশ্চাৎপদ ছাত্রদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক রচিত হওয়া দরকার।

বিদ্যালয়ের সব শ্রেণীতে একই সঙ্গে নূতন পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন না করে প্রতি বছর এক একটি শ্রেণীতে নূতন পুস্তক নির্বাচন করা বিধেয়। এই ভাবে কয়েক বছর পরে সব শ্রেণীতে নূতন পুস্তক পাঠ্যতালিকাভুক্ত হতে পারবে।

তাছাড়া অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের নানা তথ্য, নানা দার্শনিক মতবাদ, অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং বর্তমান ভারতের সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা সমস্যা অবহিত করার জন্য, বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বা রিডিং রুমে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র পত্রিকা এবং বিভিন্ন ধরনের পুস্তক পাঠের বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। এই সুযোগের যাতে সদ্ব্যবহার হয় তার প্রতি বিশেষ নজর দিবেন প্রধান শিক্ষক তথা বিষয় শিক্ষক।

প্রশ্নাবলী

1. What do you mean by Text book Method ? Describe the importance of this method in the teaching of economics and civics,

2. Describe the advantages and disadvantages of text book method in the teaching of economics and civics.

3. What are the demerits and limitations of the text book method ? How do you improve it ?

(২)

একক পদ্ধতি

[Unit Procedure]

শিক্ষাদানে যতগুলি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে এই ইউনিট বা একক পদ্ধতি সর্বাধুনিক। শিক্ষা দান ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে বিষয়বস্তুর সংগঠন (Arrangement of Syllabus)। বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর নিকট সহজ গ্রহণ-যোগ্য করে তোলাই পদ্ধতিবিজ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্য। একটি নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টার মধ্যে অতি অল্প বয়সের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষমতা, রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী মূল বিষয়টিকে সুসংগঠিত না করতে পারলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয়টি তাদের কাছে একটা বোঝা স্বরূপ হতে পারে। ফলে পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীর কৌতূহলত হ্রাস পাবেই, অধিকন্তু তাদের মধ্যে মনযোগহীনতা ও ঔদাসীন্য পরিবর্ধিত হতে পারে। কোন বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করা শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলেও শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা উপেক্ষনীয় নয়। তাই শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রয়োজনেই বর্তমান কালে পাঠ্য-বিষয়ের সংগঠনের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানের অখণ্ডতা কোন প্রকারে হ্রাস না করে, বিভিন্ন বিষয় বস্তুতে একটি সম্বন্ধ বজায় রেখে মূল বিষয়টিকে কয়েকটি এককে (Unit) বা উপ-এককে (Subunit) বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানীগণ বিশেষভাবে অনুভব করেছেন।

একক পদ্ধতির স্বরূপ

শিক্ষাবিজ্ঞানী জন ডিউই "সমস্যা সমাধান" পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অখণ্ড জ্ঞান আহরণের যে রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন তাকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছেন চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ হেনরী সি. মরিশন এই ইউনিট পদ্ধতি আবিষ্কার করে। তাছাড়া এই একক বা ইউনিট (unit) শুধু বিষয় একক নয়, অভিজ্ঞতার এককও বটে। পদ্ধতির সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়ে শিক্ষাবিদ্ বসিং বলেছেন—"A unit consists of a comprehensive series of related and meaningful activities, so developed as to achieve pupil purposes, provide significant educational experiences, and result in appropriate behavioral changes." অর্থাৎ "এই পদ্ধতিতে

শিক্ষার্থীকে এমন কতকগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত সার্থক কর্মধারা অনুশীলন করতে হয় যার ফলে তার উদ্দেশ্যটি ভালভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়, শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আচরণের যথোপযুক্ত পরিবর্তন ঘটে।" একক হচ্ছে, "An instrumental device to give knowledge or experience or both". বস্তুতঃ যে কোন ব্যাপক বিষয়ের আলোচনা যখন কয়েকটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা হয়, তখন সেই এক-একটি অংশ বা প্রসঙ্গ এক-একটি একক। একক আবার খুব বৃহৎ বা ক্ষুদ্র হবে না যাতে সমগ্র ধারণা অর্জনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। সংক্ষেপে একক হচ্ছে—"The organisation of material related groups, each large enough to be significant, but small enough to be seen as a whole by the pupil."

গেষ্টল্ট মনোবিজ্ঞানীদের সমগ্রতা মতবাদ (The field theory) থেকে এই ইউনিট পদ্ধতির উদ্ভব। সমগ্রতামতবাদীরা বলেন, শেখা ব্যাপারটায় বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার টুকরা জোড়া দিয়ে একটি সামাজিক রূপ সৃষ্টি হয় না। "একটি মুখের চেহারা যখন দেখি, তখন চোখ, মুখ, নাক, কান, ভুরু, চুল এগুলো আগে আলাদা আলাদা করে দেখে, পরে সেগুলিকে একত্র করে সমস্ত মুখখানা বুঝি না"। Von Ehreufels বলেছেন—"সমগ্রের একটা সম্পূর্ণ রূপ আছে যা তার বিচ্ছিন্ন অংশগুলির মধ্যে থাকে না।" এই সমগ্রতা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে ইউনিট পদ্ধতি। তাই এই পদ্ধতিতে মূল উদ্দেশ্যটি স্থির করে নিয়ে, সেই উদ্দেশ্যের প্রাসঙ্গিক সমুদয় অভিজ্ঞতা কাজে লাগান হয়। এই পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা পাঠ্যবিষয়কে কেন্দ্র করে করা হয় না, শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে করা হয়। এখানে অভিজ্ঞতার গুরুত্ব বেশী। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার ফলশ্রুতি বিষয়বস্তুর উপলব্ধি (Understanding), জ্ঞান বা (Knowledge) দৃষ্টিভংগী (Attitude), নৈপুণ্য (Skill) এবং আগ্রহ (Interest) প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল।

ইউনিট পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ১। এই পদ্ধতিতে পাঠদানের উদ্দেশ্যটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। পাঠক্রমের সমগ্র বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। ২। শিক্ষার্থীর যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিচালিত হয়। ৩। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য। ৪। পাঠদানের সংগে সংগে শিক্ষার্থী কতখানি গ্রহণ করতে পারলো তার মূল্যায়নও এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ডাঃ মরিশনের মতে পাঠ-পরিকল্পনা আবার আবিষ্কার (Exploration), উপস্থাপন (Presentation), উপলব্ধি (Assimilation) সংগঠন (Organisation) এবং আবৃত্তি (Recitation) প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। কিন্তু একটা

কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, এই ইউনিট পদ্ধতি কোন স্বতন্ত্র পদ্ধতি নয়। কোন একটি বিষয়ের একক নির্ধারণের পরে তাকে বক্তৃতা, আলোচনা, প্রজেক্ট বা প্রব্লেম যে কোন পদ্ধতির সংযোগে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ইউনিট পদ্ধতির গুরুত্ব অধিক। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে নবম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অর্থনীতির পাঠক্রমকে ১৬টি অংশে বিভক্ত করেছিলেন। অন্যদিকে পৌরনীতির পাঠ্যসূচীকে ১৯টি অংশে বিভক্ত করে ছিলেন। এই অংশগুলি অধিকাংশই আবার কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত। বর্তমান সেই পাঠক্রম পরিবর্তিত হয়েছে। এই পুর্ণগঠিত পাঠ্যতালিকায় অর্থনীতিকে ৯টি অংশে এবং পৌরনীতিকে মাত্র ৭টি বৃহৎ অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু মুখ্য বিষয়গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হলেও পাঠদান কালে পাঠ-পরিকল্পনা একান্ত অপরিহার্য। সুতরাং এই দিক থেকে ইউনিট পদ্ধতির উপযোগিতা অবশ্যস্বীকার্য। যদি ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা আলোচনা কালে "আধুনিক ভারতে কৃষির উপযোগিতা" এইটি মুখ্য আলোচ্য বিষয় হয়, তাহলে এই মুখ্য বিষয়টিকে কয়েকটি ইউনিটে ভাগ করতে হবে। প্রথমতঃ মূল বিষয়টিকে (১) ভারতে কৃষির গুরুত্ব, (২) ভারতের প্রধান প্রধান উৎপন্ন শস্য, (৩) কৃষির উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা, (৪) প্রাচীন ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা প্রভৃতি উপ অংশগুলি 'ক' গুচ্ছের মধ্যে আলোচনা করা যেতে পারে। অতঃপর (১) কৃষির সমস্যা, (২) বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আধুনিক কৃষিপদ্ধতি, (৩) স্বাধীন ভারতে কৃষি-উন্নয়ন প্রভৃতিকে 'খ' গুচ্ছের মধ্যে দ্বিতীয় পাঠ হিসাবে আলোচনা করা যেতে পারে। সর্বশেষে (১) ভারতে কৃষির পুনর্গঠন, (২) কৃষির সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক এবং (৩) ভারতের কৃষি-উন্নয়ন সমস্যা সমাধানের উপায় প্রভৃতিকে 'গ' গুচ্ছের মধ্যে স্থাপন করে সমগ্র আলোচ্য বিষয়কে তিনটি সাব-ইউনিটে বিভক্ত করা যেতে পারে।

অর্থনীতি ক্ষেত্রে একক পদ্ধতির প্রয়োগ

আবার যদি "মূলধন" (Capital) একটি পাঠ্যবিষয় হয় এবং সমগ্র বিষয় বস্তুকে যদি ৫টি পিরিয়ডে (Periods) পাঠদানের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়, তাহলে মূল আলোচ্য বিষয়টিকে ৫টি এককে বিভক্ত করা যেতে পারে। এই এককগুলিকে আবার কয়েকটি উপ-এককেও উপস্থাপিত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ—'মূলধনের সংজ্ঞা' এই একককে যথাক্রমে (ক) মূলধন কি? (খ) লাঙ্গল, যন্ত্রপাতি ও বীজ প্রভৃতিকে মূলধন বলা হবে কেন? (গ) মূলধনের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি উপ-এককে বিভক্ত করে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ—'মূলধনের শ্রেণী বিভাগ' এই এককটিকে যথাক্রমে—(ক) ব্যক্তিগত মূলধন

(খ) সমষ্টিগত মূলধন (গ) জাতীয় মূলধন (ঘ) স্থির মূলধন (ঙ) চলতি মূলধন (চ) নিবন্ধ মূলধন (ছ) অনিবন্ধ মূলধন প্রভৃতি উপ-এককে বিভক্ত করা যেতে পারে। তৃতীয়তঃ—'মূলধনের কার্যাবলী' এই একককে যথাক্রমে—(ক) শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি (খ) শ্রমবিভাগের পরিবর্ধন (গ) উৎপাদন ব্যবস্থার স্থায়ী করণ (ঘ) কাঁচা-মালের উৎপাদন বৃদ্ধি (ঙ) বেকার সমস্যার সমাধান প্রভৃতি উপ-এককে বিভক্ত করা যাবে। চতুর্থতঃ—'মূলধন সংগঠন' এই এককটিকে যথাক্রমে—(ক) সঞ্চয় (খ) সঞ্চয়ের ইচ্ছা (গ) সঞ্চয়ের ক্ষমতা (ঘ) ব্যক্তিগত সঞ্চয় (ঙ) সরকারী সঞ্চয় (চ) বিনিয়োগ (ছ) বিনিয়োগের সুযোগ প্রভৃতি উপ-এককে ভাগ করা যেতে পারে। সর্বশেষে 'ভারতে মূলধন বৃদ্ধি' এই একককে আবার যথাক্রমে (ক) ভারতের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য (খ) আয়ের স্বল্পতা ও তার প্রতিকার (গ) সঞ্চয়ের ইচ্ছার অভাব ও তার প্রতিকার (ঘ) বিনিয়োগ প্রবণতার অভাব ও তার প্রতিকার (ঙ) রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রভৃতি উপ-এককে এই সকল অংশ গুলিকে আলোচনা বা প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠপরিচালনা করা যেতে পারে।

অনুরূপভাবে পৌরবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয় 'নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য' (Rights and Duties of Citizens) শীর্ষক বিষয়টিকে যথাক্রমে (১) অধিকারের সংজ্ঞা (২) অধিকারের শ্রেণীবিভাগ (৩) সামাজিক অধিকার (৪) বিভিন্ন রাজনৈতিক অধিকার (৫) অর্থনৈতিক অধিকার (৬) নাগরিকের কর্তব্য (৭) অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্বন্ধ এই সাতটি এককে বিভক্ত করে ও সমগ্র বিষয়টিকে ৭টি পিরিয়ড ভাগ করে পাঠপরিচালনা করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রতিটি একককে পুনরায় কয়েকটি উপ-এককে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন

পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে একক পদ্ধতির প্রয়োগ

প্রথম একক 'অধিকারের সংজ্ঞাকে যথাক্রমে (ক) আত্মবিকাশ কথাটির অর্থ (খ) অধিকার সমাজ নিরপেক্ষ নয় কেন? (গ) অধিকারের সংগে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সম্পর্ক (ঘ) ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকারের মধ্যে সম্বন্ধ প্রভৃতি উপ-এককে ভাগ করা যায়। দ্বিতীয়ত 'অধিকারের শ্রেণীবিভাগ'—এই এককটিকে যথাক্রমে (ক) নৈতিক অধিকার (খ) আইনগত অধিকার (গ) সামাজিক (ঘ) রাজনৈতিক (ঙ) অর্থনৈতিক প্রভৃতি উপ-অংশে ভাগ করা যেতে পারে। তৃতীয়তঃ 'সামাজিক অধিকার' এই এককটিকে যথাক্রমে— ক) বাঁচার অধিকার (খ) স্বাধীনতার অধিকার (গ) সম্পত্তির অধিকার (ঘ) চুক্তির অধিকার ঙ) পরিবার গঠনের অধিকার চ) মত প্রকাশের অধিকার (ছ) ধর্মাচরনের অধিকার (জ) সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার (ঝ) আইনের চক্ষে সমানাধিকার প্রভৃতি উপ-এককে বিভক্ত করা যেতে পারে। চতুর্থতঃ—'বিভিন্ন রাজনৈতিক অধিকার'—

এইএককটিকে আবার (ক) ভোটাধিকার (খ) নির্বাচিত হওয়ার অধিকার (গ) সরকারী চাকরি গ্রহণের অধিকার (ঘ) আবেদন করার অধিকার প্রভৃতি বিভিন্ন উপ-অংশে ভাগ করা যায়। পঞ্চমতঃ 'অর্থনৈতিক অধিকার'—এই এককটিকেও যথাক্রমে—(ক) কর্মে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার (খ) উপযুক্ত মজুরী পাওয়ার অধিকার (গ) বেকারত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার (ঘ) সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার প্রভৃতি উপ-এককে ভাগ করা যায়। এইভাবে 'নাগরিকের কর্তব্য' শীর্ষক একককে যথাক্রমে—(ক) কর্তব্যের সংজ্ঞা (খ) কর্তব্যের শ্রেণী বিভাগ (গ) আইনগত কর্তব্য (ঘ) নৈতিক কর্তব্য (চ) পারিবারিক কর্তব্য (চ) সামাজিক কর্তব্য (ছ) রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য প্রভৃতি উপ-এককে ভাগ করা যাবে। সর্বশেষে 'অধিকার ও কর্তব্যের সম্বন্ধ' শীর্ষক এককটিকেও যথাক্রমে (ক) অধিকারের স্বরূপ (খ) কর্তব্যের স্বরূপ (গ) বিভিন্ন অধিকার (ঘ) বিভিন্ন কর্তব্য (ঙ) ব্যক্তিগত কর্তব্য (চ) রাষ্ট্রীয় কর্তব্য (ছ) উপসংহার প্রভৃতি বিভিন্ন উপ-এককে বিভক্ত করা যেতে পারে।

আবার পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় স্থানীয় স্বায়াত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান' অধ্যায়কে "পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েৎ রাজ" শীর্ষক এক ইউনিটে বিভক্ত করা যেতে পারে। শুধু তাই নয় এই ইউনিটকেও আবার (১) গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতির স্বরূপ, (২) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব, (৩) পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েৎ রাজের ক্রম-বিকাশ, (৪) গ্রামীণ উন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা, (৫) পঞ্চায়েতের সমস্যা ও তার সমাধান প্রভৃতি বিভিন্ন উপ-অংশে বিভক্ত করে আলোচনা চলতে পারে। আবার কেবলমাত্র মুখ্য বিষয়টি ইউনিটে বা সাব-ইউনিটে বিভক্ত করলেই এই পদ্ধতি সার্থক হবে না। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হচ্ছে এই আলোচ্য বিষয়টি পাঠের মূল লক্ষ্য কি স্থির করা এবং শিক্ষার্থীর উপলব্ধি, জ্ঞান, দক্ষতা, আগ্রহ এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন বা পরিবর্ধন কিভাবে এবং কতটুকু সম্ভব হবে তা স্থির করা। তা ছাড়া এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে দেওয়া বা করে নেওয়া উভয়ই শিক্ষক ও ছাত্রের প্রধান কর্তব্য।

বস্তুতঃ ইউনিট পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা অধিক। ইউনিট পদ্ধতি অনুযায়ী যে কোন শিক্ষক পাঠ-পরিচালনায় সার্থকতা অর্জন করতে পারেন না, যদি তাঁর এ বিষয়ে পূর্বে ট্রেনিং না থাকে। শিক্ষক মহাশয়ের কেবলমাত্র বিষয়টির উপর গভীর দখল থাকবে না, অধিকন্তু ছাত্রকে কিভাবে তিনি এ বিষয়ে আকৃষ্ট করবেন সেইরূপ অন্তর্দৃষ্টি থাকা দরকার। তা ছাড়া কিভাবে অতি অল্প উপকরণ সাহায্যে অধিক সাফল্য লাভ করা যায়, সে সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।

এই পদ্ধতির সুবিধা (AdAantegs):

১। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ মর্যাদা দান করে এই পদ্ধতি।

২। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কর্মকে উদ্দেশ্য-কেন্দ্রিক এবং পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত করে তোলে এই পদ্ধতি।

৩। শিক্ষার্থীর আগ্রহ, রুচি এবং সক্রিয়তার উপযুক্ত ব্যবহার হয় এই পদ্ধতিতে।

৪। শিক্ষার্থীর জ্ঞানের প্রসার, কৌশল ও সামর্থ্য তথা অভিরুচির সুষ্ঠু বিকাশ হয় এই পদ্ধতিতে। Jerotemek-এর মতে—"জ্ঞানের প্রসার এবং কৌশল, সামর্থ্য তথা অভিরুচির সুষ্ঠু বিকাশ প্রভৃতি সব কিছুই একক নির্ধারক পদ্ধতির সুফল" ["The extension of knowledge and the development of skills, abilities and attitudes are all possible out comes of good units."]

৫। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সমালোচনা শক্তি, নূতন কোন পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষমতা, পরমতসহিষ্ণুতা, কর্মে দায়িত্বশীলতা, মতামত প্রকাশ ও বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

৬। একক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সহজ থেকে কঠিন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ প্রদান করতে পারে। শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান উভয়েই সফল হয়।

৭। এই পদ্ধতি হচ্ছে একটি গতিশীল পদ্ধতি। এখানে শিক্ষার্থীর মৌলিক চাহিদা চরিতার্থতা লাভ করে।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ

১। এই পদ্ধতি তত্ত্ব হিসাবে যত সহজ ও সুন্দর, কার্যে প্রয়োগ কিন্তু ততটা সহজ নয়। এই পদ্ধতির রূপটাই সম্পূর্ণ নূতন। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া এই পদ্ধতির কলাকৌশল উপলব্ধি করা আদৌ সহজ নয়।

২। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতে হলে শিক্ষককে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এ বিষয়ে শিক্ষকের ট্রেনিং না থাকলে এই পদ্ধতিমত পাঠ-পরিকল্পনা সফল হয় না।

৩। শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অখণ্ড বা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব থাকলে এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য সার্থক হয় না।

প্রশ্নাবলী

1. What is the difference between a unit and a topic? Describe the feature of the unit procedure.

2. Show how the gestalt psychology influence unitary organisation.

3. Choose units for a course that you expect to teach, and compare your list with those of others in the same field.

4. What are the advantages and disadvantages of organising a course on the basis of this unit procedure. ? Give examples.

(৩)

বক্তৃতা পদ্ধতি

[Lecture Method]

পদ্ধতিগতদিক থেকে শ্রেণী শিক্ষণ পরিবেশে বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি একটিচিরাচরিত এবং বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। ভারতের বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বস্তরে এই পদ্ধতি বিশেষ পরিচিত। এখানে শিক্ষক বক্তা—ছাত্র শ্রোতা। বক্তা সক্রিয় আর শ্রোতা নিষ্ক্রিয়। এই পদ্ধতিতে চিরাচরিত অবরোহী বা Deductive নীতিই অনুসৃত হয়। একটি সাধারণ সূত্রকে নির্ভর করে বক্তৃতা দেন শিক্ষক। এখানে শিক্ষক সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে বা 'From general to particular' অগ্রসর হন। এখানে ছাত্রছাত্রী নীরব শ্রোতা হয়ে বসে থাকে। বিষয়বস্তুর প্রাধান্য এ ক্ষেত্রে বেশী। একটি নিখুঁত জ্ঞান আহরণে এবং মনেযোগ আকর্ষণে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা এই পদ্ধতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করেন

এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

সহজ সরল ভাষায়। বর্ণনামূলক বা তুলনামূলক বিষয়বস্তু শিক্ষক সহজেই উপস্থাপন করেন। এই পদ্ধতিকে কোন কোন শিক্ষা-বিজ্ঞানী 'Telling Method' বলেছেন। এখানে শিক্ষকের প্রাধান্য বেশী। শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য। বক্তৃতা দান কালে শিক্ষক বিষয় বস্তুর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। একটা বিমূর্ত বিষয় কে সহজ, সরল ও জীবন্ত করে তোলেন শিক্ষক তাঁর বাক্ চাতুর্যে। এখানে শিক্ষা সহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার চলে। বিষয় বস্তু উপস্থাপনের পূর্বে পূর্ব সূত্র বজায় রাখার জন্য বক্তৃতার মাধ্যমে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। শিক্ষক নানা প্রকার উদাহরণ ও শিক্ষোপকরণ সাহায্যে বিষয় বস্তু উপস্থাপন করেন। কোন জটিল বিষয় উপস্থাপন কালে বিষয়টিকে বার বার আবৃত্তি করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা, ভৌগোলিক বিবরণ, সংজ্ঞা এবং বিচার বিশ্লেষণ পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয়। বক্তৃতার মাঝে মাঝে পাঠ্য-পুস্তক থেকে

প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষক বিশেষ প্রয়োজনীয় পয়েন্ট (point) ব্লাক বোর্ডে (Black Board) লিখেদেন অথবা শ্রুতিলিখন (Dictation) প্রদান করেন। সারগর্ভ বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে আকৃষ্টকরার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনার সুযোগ অত্যন্ত কম।)

বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি একটি সনাতন পদ্ধতি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এই পদ্ধতি প্রচলিত। কিন্তু প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই পদ্ধতি আদৌ ফলপ্রসূ নয় বলে আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানীগণ মনে করেন। আধুনিক শিক্ষা

এই পদ্ধতির উপযুক্ত ক্ষেত্র

কেবল মাত্র শিশুকেন্দ্রিক নয়, সম্পূর্ণভাবে মনস্তত্ব নির্ভর। শিক্ষার্থীর প্রকৃত বয়স, মানসিক ক্ষমতা, রুচিও প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করার নীতি বর্তমান কালে সর্বদেশে প্রচলিত। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে বিদ্যালয় স্তরে অপরিনতবয়স্ক বালক বালিকাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি পরিহার করা একান্ত আবশ্যক। বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মূল লক্ষ্য যদি জ্ঞান আহরন, দক্ষতা অর্জন এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হয়, তাহালে সে ক্ষেত্রে এই শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি আদৌ গ্রহণ যোগ্য-কিনা তা বিচার্য্যের বিষয়। তবে কলেজীয় বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পরিনত বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এবং সংখ্যা বহুল শ্রেণী শিক্ষার পরিবেশে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রয়োগসিদ্ধ। কারণ এই স্তরে ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে। যুক্তিসঙ্গত (Logical) বক্তৃতা সহজেই উপলব্ধি করতে পারে।

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ ক্ষেত্রে বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা :

কলেজীয় বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পঠন-পাঠনে বক্তৃতা পদ্ধতি অনুসরণে কোন বিশেষ অসুবিধা নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিদ্যালয় স্তরে অল্প বয়স্কছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কতখানি প্রযোজ্য। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান এই বিষয়টি আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে আধুনিক কালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিষয়টি এই স্তরে ঐচ্ছিক (Elective) বিষয় রূপে পরিগণিত। মাধ্যমিক স্তরে নবম ও দশম শ্রেণীতে এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে নবম ; দশম ও একাদশ শ্রেণীতে এই দুইটি বিষয় সম্মিলিত ভাবে পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এই স্তরের সব শ্রেণীতে না হলেও অন্ততঃ দশম ও একাদশ শ্রেণীতে এই পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা ক্রমে ক্রমে বক্তৃতার যুক্তি (Logic) বুঝতে শেখে। বয়ঃসন্ধিকালে এসে অধিকাংশ শিক্ষার্থী স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে শুরু করে। সুতরাং এক্ষেত্রে বক্তৃতা পদ্ধতি প্রয়োগ আদৌ নীতি বিরুদ্ধ নয়। তবে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের

বিভিন্ন অংশ (Topic) পাঠদান কালে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বক্তৃতা একান্ত অপরিহার্য তা বিশেষ ভাবে আলোচনা করা দরকার। এ সম্পর্কে অধ্যাপক বিনিং ও বিনিং যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তাঁর "Teaching of social studies in secondary school" পুস্তকে তাও প্রণিধান যোগ্য।

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা উপস্থাপিত করতে হলে এবং সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করতে হলে প্রসংগ যুক্ত অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অনুবন্ধ রচনা করে পাঠদান কার্য পরিচালিত হওয়া দরকার। যেমন 'ভারতের খাদ্য সমস্যা' বিষয়ে পাঠদানকালে ভারতের লোক সংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা বিষয় সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা শিক্ষার্থীদের প্রথমে দিতে হবে এবং প্রসঙ্গক্রমে ভৌগোলিক নানা তথ্যও প্রকাশ করতে হতে পারে। আবার 'রাষ্ট্রের' সংজ্ঞা নির্ণয় কালে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যারও প্রয়োজন আছে। সুতরাং কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপাত ধারণা দিতে হলে বক্তৃতা পদ্ধতির প্রয়োজন আছে।

আপাত ধারণা সৃষ্টি ক্ষেত্রে

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান অত্যন্ত গতিশীল বিষয়। দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই শাস্ত্রের নিত্য-নূতন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে অনেক বিষয় সংক্ষিপ্ত থাকতে পারে এবং সব সময় বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের ইংগিত নাও থাকতে পারে। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করতে হলে পাঠ্য পুস্তক বহির্ভূত অতিরিক্ত তথ্য পরিবেশন অবশ্যই করতে হবে। সুতরাং অতিরিক্ত তথ্য আহরণে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে হলে বক্তৃতার প্রয়োজন অধিক।

অতিরিক্ত তথ্য আহরণ ক্ষেত্রে

কোন বিষয় উপস্থাপনের পূর্বে আয়োজন বা পরিবেশ রচনা একান্ত অপরিহার্য। উপযুক্ত পরিবেশ বা পটভূমিকার দ্বারাই বিষয় বস্তুর উপলব্ধি সহজতর হয়। অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা যেমন ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শিল্পের উন্নয়ন প্রভৃতি আলোচনা ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার পূর্ব কাহিনী, পরিকল্পনার উৎস, বিভিন্ন শিল্পের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি পটভূমিকা রচনা করা দরকার। অন্যদিকে পৌরবিজ্ঞানের পাঠ্য বিষয় যদি 'আধুনিক রাষ্ট্রের' কার্যাবলী হয় তাহলে সে ক্ষেত্রেও মানুষের মৌলিক চাহিদা, সমাজের ক্রমবিকাশ, রাষ্ট্রের উদ্ভব, বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে একটি পটভূমিকার প্রয়োজন আছে। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ের পটভূমিকা রচনার জন্য বক্তৃতা পদ্ধতি একান্ত আবশ্যক।

কোন বিষয়ের পটভূমিকা রচনা ক্ষেত্রে

আমাদের প্রচলিত শ্রেণী শিক্ষণ পরিবেশে এবং বিদ্যালয়ের স্বল্প পরিসর সময়ের মধ্যে শিক্ষাদান কার্য সুসম্পন্ন করতে হলে বক্তৃতা পদ্ধতি বিশেষ ভাবে সহায়ক। আমাদের অধিকাংশ বিদ্যালয় সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত চলে।

সময় সাশ্রয়ের প্রয়োজনে

আবার তার মাঝখানে প্রায় এক ঘণ্টা বিরতি থাকে। মাত্র ৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ ৭টি পিরিয়ডে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদান করা হয়। এক্ষেত্রে একটি পিরিয়ডে মোট ৪০ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকে। প্রায় ৪০ জন ছাত্রছাত্রীবিশিষ্ট একটি শ্রেণীতে ৪০ মিঃ মধ্যে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের কোন বিষয়ে জ্ঞান আহরণে সাহায্য করতে হলে এই পদ্ধতি প্রয়োগ বিশেষ সার্থক।

পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি ও ভুলধারণা অপসারণ করার প্রয়োজনে বক্তৃতা পদ্ধতির উপযোগিতা আছে। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য নানা বিষয়ের সংগে আমাদের জীবনের সংযোগ আছে। বাস্তব পটভূমিকায় বিভিন্ন

পাঠে আগ্রহসৃষ্টি ও ভুলধারণা অপসারণক্ষেত্রে

বিষয়কে উপস্থাপিত করার সময় শিক্ষার্থীর আগ্রহ, কৌতূহল এবং অনুসন্ধিৎসাকে মূলধন করতে হবে। পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় যেমন নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী, এবং জনমত গঠন প্রভৃতি সমস্যা আলোচনা কালে বিষয়বস্তুর প্রতি যাতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও কৌতূহল বৃদ্ধি পায় এবং কোন ভুল ধারণা সৃষ্টি না হয়, তার প্রতি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। অনুরূপ ভাবে অর্থশাস্ত্রের কোন কোন সমস্যা যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন, মজুরী নির্ধারণ ও মুনাফা অর্জন প্রভৃতি আলোচনা কালেও শিক্ষককে বিশেষ ভাবে সজাগ থকেতে হবে। বস্তুতঃ বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ ও কৌতুহল বৃদ্ধি না পেলে অর্থশাস্ত্রের জটিল বিষয় যথা উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন, বিনিময় এবং মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি সহজে শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করতে পারবে না। সুতরাং আগ্রহ ও কৌতুহল বৃদ্ধির প্রয়োজনে বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা অধিক।

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে কর্মকুশলী বা কাজে তার দক্ষতা বৃদ্ধি করা। বিষয় বস্তুতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয়তার সমন্বয় সাধন একান্ত অপরিহার্য। বক্তৃতার দ্বারা যে বিষয়বস্তু শ্রেণী

কোন কাজের দায়িত্ব অর্পনের প্রয়োজনে

কক্ষে আলোচিত হবে, সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীর কতটুকু দক্ষতা বৃদ্ধি পেল তাকে পরীক্ষার জন্য কিছু কাজের দায়িত্ব (Assignment) তাদের অতি অবশ্যই দেওয়া দরকার। অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় 'জন সংখ্যা সমস্যা' এবং পৌরবিজ্ঞানের কোন সমস্যা যেমন, 'জনমত গঠন' প্রভৃতি আলোচনার পরে যদি শিক্ষার্থীদের সে সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ এলাকায় তথ্য সংগ্রহ এবং সমীক্ষা করার দায়িত্ব অর্পণ করা যায় তাহলে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তারা

শিক্ষার সার্থকতা অনায়াসেই উপলব্ধি করবে। এই দিক থেকেও বক্তৃতার সার্থকতা বিদ্যমান।

অর্থশাস্ত্রও পৌরবিজ্ঞানের অনেক মূল বা তত্ত্বগত শব্দ আছে যার অর্থ বা তাৎপর্য বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ না করলে তরুণ শিক্ষার্থীর পক্ষে তা উপলব্ধি করা আদৌ সম্ভব হয় না।

তত্ত্বগত শব্দের ব্যাখ্যার প্রয়োজনে

পাঠ্য-পুস্তকে এমন অনেক শব্দ থাকে যার অর্থ না বুঝেই শিক্ষার্থীরা অনেক সময় মুখস্থ করে। অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন তত্ত্বগত শব্দ যেমন সম্পদ (wealth), মূলধন (capital), ভোগ (consumption), উৎপাদন (Production), বণ্টন (Distribution), ধনতান্ত্রিক কাঠামো (Capitalistic Economy) সমাজতান্ত্রিক কাঠামো (Socialistic Economy), মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy), ব্যষ্টিগত অর্থনীতি (Microeconomics), সামগ্রিক অর্থনীতি (Macroeconomics), চাহিদা (Demand), সরবরাহ (Supply), ব্যবহারিকমূল্য (Value in use), বিনিময় মূল্য (Value in exchange) প্রকৃতির তাৎপর্য এবং পৌরবিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌলিক শব্দ যেমন গণতন্ত্র (Democracy), গণনির্দেশ (Referendum), গণপ্রস্তাব (Initiative); গণভোট (Plebiscite), প্রজাতন্ত্র (Republic), শাসনতন্ত্র (Constitution), দ্বিপরিষদ (Bi-cameralism) প্রভৃতির মৌলিক ধারণা দিতে হলে বক্তৃতার প্রয়োজন আছে।

বিভিন্ন বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার ও পুনরালোচনার তাগিদে বক্তৃতা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অধিক।

সংক্ষিপ্তসার ও পুনরালোচনার প্রয়োজনে

কোন বিষয়বস্তুর উপর দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়ার পরে যদি সেই বিষয়ের একটা সারসংক্ষেপ ও পুনরালোচনা না হয় তাহলে সমগ্র আলোচ্য বিষয়টিকে মনে রাখা তরুণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এইরূপক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে পুনরালোচনা করা দরকার। সুতরাং আলোচ্য বিষয়টির সারাংশ ও মন্তব্য প্রদান করতে হলে বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি একান্ত অপরিহার্য।

এই পদ্ধতির সুবিধা (Advantages):

(১) এই পদ্ধতিতে শিক্ষক অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাঠ্যবিষয়ের একটি বৃহৎ অংশ শিক্ষাদান করতে সক্ষম হন। সময়ের অপচয় এখানে হয় না। পাঠ্যবিষয়ের অগ্রগতি দ্রুততর হয়।

(২) বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে এবং কলেজীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী। বিষয়বস্তুর আধিক্য থাকলে এই পদ্ধতি হয় বিশেষ ফলপ্রসূ।

(৩) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মনঃসংযোগ ক্ষমতা বাড়ে। মতামত প্রকাশ এবং চিন্তাশক্তি বিকাশে এই পদ্ধতি বিশেষ সহায়ক। তাছাড়া বক্তৃতা শিক্ষার্থীর বাচনিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করে এবং তাদের যুক্তিবাদী করে তোলে।

(৪) এই পদ্ধতিতে ছাত্র শিক্ষক উভয়েই কিছুটা সক্রিয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির পক্ষে এই পদ্ধতি সহায়ক। কোন জটিল বিষয়ের আলোচনা বা ব্যাখ্যা এই পদ্ধতিতে বিশেষ সফল হয়।

(৫) কোন একটি বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত এই বক্তৃতা-পদ্ধতিতে সব চাইতে বেশী সার্থক হয়।

(৬) বক্তৃতার দ্বারা শিক্ষক অতি সহজেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। ছাত্র ছাত্রীদের প্রাসঙ্গিক নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণে সাহায্য করতে পারেন। এই ভাবে তাদের চরিত্র গঠনে অনুপ্রাণিত করতে পারেন।

(৭) বক্তৃতার মাধ্যমে একটি বিমূর্ত বিষয়বস্তুকে সহজ, সরল এবং হৃদয়গ্রাহী করে তোলা যায়। বিশেষতঃ জ্ঞানমূলক পাঠে এই পদ্ধতি বিশেষ সার্থক।

অসুবিধা (Disadvantages) :

(১) বর্তমান-শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা এবং সক্রিয়তা বেশী। কিন্তু এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা বা সক্রিয়তার কোন সুযোগ নাই। এখানে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা বা 'Learning by doing' নীতি কার্যকরী করা যায় না।

(২) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নীরব শ্রোতায় পরিণত হয়। এখানে শিক্ষাদান একটি "Pouring in" প্রক্রিয়া ভিন্ন আর কিছু নয়। কিন্তু শিক্ষা বাহিরের থেকে চাপান বস্তু নয়। শিক্ষা মানেই আত্মবিকাশ বা 'unfoldment'। জন ডিউই বলেছেন, "Education is growth in the right way it is development" সুতরাং এই দিক থেকে এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

(৩) এই পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান বা বিজ্ঞানসম্মত নয়। এখানে বিষয়বস্তুর প্রাধান্য বেশী। শিক্ষা ছাত্রকেন্দ্রিক না হয়ে বিষয়কেন্দ্রিক হয়ে যায়।

(৪) বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি আদৌ ফলপ্রসূ নয়।

(৫) শিক্ষার্থী কতখানি বিষয় গ্রহণ করতে পেরেছে এবং পাঠে কতখানি দক্ষতা অর্জন করেছে তার মূল্যায়ন এই পদ্ধতিতে যথাযথ ভাবে হয় না। ছাত্রবহুল শ্রেণীতে বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও পাঠ্যবিষয়ের পরীক্ষা করা আদৌ সফল হয় না।

(৬) এই পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের অনেক প্রশ্ন বা জ্ঞাতব্য বিষয় জানার সুযোগ কম। শিক্ষার্থীর কৌতূহল এবং জানার আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থেকে যায়।

(৭) অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের তথ্য সম্বন্ধে নিরপেক্ষ মতামত সৃষ্টি করার উপযুক্ত শিক্ষাদান সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থীরা সধারণতঃ বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ না করে শিক্ষকের মতামতকেই নিজেদের মত হিসাবে গ্রহণ করে।

(৮) বক্তৃতা-পদ্ধতি আদৌ প্রয়োগসিদ্ধ নয়। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের নীতি ও তত্ত্ব পরিবর্তনশীল। সেই পরিবর্তিত নীতি ও তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষাদান না হলে শিক্ষার্থী শিক্ষকের বক্তৃতার বিষয়বস্তুকে যথার্থ উপকরণ বলে মনে করে। ফলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

সমাধানের উপায় (Remedies):

(১) এই পদ্ধতিকে সার্থক করে তুলতে হলে আলোচনা ও উপস্থাপন বা Demonstration পদ্ধতির সংগে এর সংযোগ বিধান একান্ত আবশ্যক। আলোচনায় ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করলে তাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি বিকাশ লাভ করবে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা পরিচালিত হলে বক্তৃতা পদ্ধতি অধিক সার্থক হবে।

২। পাঠদান কালে বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা নাই একথা বলা যায় না। তবে বক্তৃতাদানের আগে বিষয়শিক্ষক সযত্নে একটি পরিকল্পনা তৈরি করবেন। সেই পরিকল্পনামত শিক্ষক পাঠদান কার্য পরিচালনা করিবেন। এর জন্য শিক্ষককে পূর্বেই বিষয়টির উপর বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে হবে। শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বক্তৃতার গতি বা প্রকৃতি পরিবর্তিত হবে। আলোচ্য বিষয়টিকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করতে হবে এবং সেই মুখ্য অংশগুলি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩। বক্তৃতাদান কালে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে মূলধন করে শিক্ষক এগিয়ে যাবেন। ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগের দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকবে শিক্ষকের। তিনি শিক্ষার্থীর বয়স ও মানসিক প্রয়োজনীয়তাকে কোন ক্রমেই উপেক্ষা করবেন না।

৪। বক্তৃতার ভাষা যতদূর সম্ভব সহজ, সরল ও সাবলীল হবে। শিক্ষকের উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ও শ্রুতিমধুর হবে। বক্তৃতার বিষয়বস্তু যতদূর সম্ভব মুখস্থ থাকা আবশ্যক। তাছাড়া বক্তৃতার গতি অতি দ্রুত বা অতি মন্থর যাতে না হয়, তার প্রতি তিনি বিশেষ নজর রাখবেন। আবার বক্তৃতা যাতে দীর্ঘ না হয় সে সম্পর্কেও বিশেষ সজাগ থাকা দরকার। দীর্ঘ বক্তৃতার মাঝে আলোচনার আশ্রয়গ্রহণও একান্ত আবশ্যক।

৫। বক্তৃতাকে শ্রুতিমধুর ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য ভাষার মধ্যে থাকবে রসের আধিক্য। শিক্ষক বক্তৃতার বিশেষ কলাকৌশল পূর্বেই আয়ত্ত করবেন বক্তৃতাকে সরস করে তোলার প্রতি বিশেষ চেষ্টা থাকবে শিক্ষকের।

৬। বক্তৃতাদান কালে আলোচ্য বিষয়ের মুখ্য অংশগুলি যা বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে বা বলা হবে তা শিক্ষার্থীরা নোট খাতায় যথাযথ লিখে নিচ্ছে কিনা তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিবেন শিক্ষক।

প্রশ্নাবলী

1. How would you answer the charge that the Lecture Method is undemocratic in the class room ?

2. Show how the proper use of the 'telling' method may aid in attaining our aims in the teaching of Economics and Civics.

3. Enumerate the various uses of the Lecture Method on Economics and civics and indicate the best procedure for each.

4. How do you account for the success of the Lecture Method in the teaching of Economics and civics in our Secondary schools ?

5. Describe the advantages and disadvantages of the Lecture Method and suggest some remedies.

(8)

প্রশ্ন-উত্তর পতিদ্ধ

[Question-Answer Method]

শিক্ষাদানের যত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি (Analytic and Synthetic Method) সবচাইতে কার্যকরী পদ্ধতি। শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করা। শিশুর মনকে বিকশিত করা এবং জাগিয়ে তোলাই শিক্ষার মূল আদর্শ। "সমুদ্রের তলাকার গুপ্ত রত্নরাজির মত শিশুমনের মধ্যকার গুপ্ত অভিজ্ঞতার মণি মাণিক্য শিক্ষককে আবিষ্কার করতে হবে, উদ্ধার করতে

হবে। এই কাজে শিশুর মনসমুদ্রে প্রশ্নের ডুবুরি নামিয়ে দিলে তবেই তার মনের রত্নরাজির উদ্ধার সম্ভব হবে।" সুতরাং শিক্ষার্থীর মনকে জানতে হলে এবং তাকে উদ্ঘাটিত করতে হলে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি হচ্ছে প্রধানতম উপায়।

প্রশ্নোত্তর মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি অতি প্রাচীন। ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় 'বিদ্যাবিচার' প্রশ্নোত্তর মাধমে সম্পন্ন হতো। গীতায় শিক্ষালাভের উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে 'প্রণিপাতেণ, পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রশ্ন কেবলমাত্র গুরুই করতেন না, শিষ্যরাও প্রশ্ন করতেন। প্লেটো তাঁর রিপ্লাবিক গ্রন্থে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এসম্পর্কে তাঁর মত হচ্ছে—"Then you will enact that they (the rulers) shall have such an education as will enable them to have greatest skill in asking and answering questions." সুতরাং প্রশ্নোত্তর অতি প্রাচীন এবং বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। বস্তুতঃ প্রশ্নের মাধ্যমে বিচক্ষণ শিক্ষক, শিক্ষার্থীর মনের মণিকোঠায় প্রবেশ করতে পারেন। প্রশ্নের মধ্য দিয়েই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। শিক্ষার্থীর চিন্তাধারা আর ব্যক্তিগত হয়ে থাকে না, সমাজগত হয়ে যায়। P. R. Cole তাই বলেছেন—"The Socialization of mind may be regarded as the special function of intercourse, and intercourse is conducted mainly as process of question and answer."

প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মূল উদ্দেশ্য (Objects of question):

কোন প্রশ্নই উদ্দেশ্যহীন হবে না। উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করলে সেটা অধিক ফলপ্রসূ হয়। সুতরাং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আগে পদ্ধতি-বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য এবং যে বিষয়ের উপর শিক্ষাদান কার্য পরিচালিত হবে সে বিষয় পাঠের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া একান্ত অপরিহার্য।

১। প্রথমতঃ পাঠ-পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা জানবার জন্য আয়োজন পর্বে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে।

২। ছাত্রদের পাঠে আগ্রহ সঞ্চার এবং তাদের অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলকে বাড়িয়ে তোলার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে।

৩। পাঠের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বাস্তবতার পটভূমিকায় প্রশ্ন করা হবে।

৪। শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং পাঠে তাদের মনোযোগ বৃদ্ধি করা হবে প্রশ্নের অন্যতম লক্ষ্য।

৫। বিষয়বস্তুকে 'জানা থেকে অজানার' দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থাপন পর্বে সহজ, সরল এবং সোজা প্রশ্ন করা হবে এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য।

৬। শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু কতখানি গ্রহণ করেছে তা জানার উদ্দেশ্য নিয়ে অভিযোজন পর্বে প্রশ্ন করা হবে।

৭। তাছাড়া ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশ্ন করা হবে।

৮। শিক্ষার্থীকে পাঠে যুক্ত করে রাখা এবং তাদের সৃজনশীল ক্ষমতাকে প্রসার করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করা হবে।

প্রশ্নের ধরণ (Nature of question) ঃ

সাধারণতঃ দৈনন্দিন জীবনে আমরা কোন কিছু জানবার জন্য প্রশ্ন করি। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন কোন কিছু জানা বা তথ্য আহরণ করার জন্য নয়। এখানে শিক্ষার্থীর অর্জিত-জ্ঞান পরীক্ষা করাই শিক্ষকের উদ্দেশ্য। তাই শিক্ষাবিজ্ঞানীগণ উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নের উল্লেখ করেছেন। অধীত বিষয় শিক্ষার্থী কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছে তা জানবার জন্য যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তা পরীক্ষামূলক প্রশ্ন। আয়োজন পর্বে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তা একান্তই পরীক্ষামূলক।

চিন্তা উদ্দীপ্ত করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে প্রশ্নোত্তর। শিক্ষার্থীর মনকে জানবার জন্য এবং উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টির জন্য চিন্তা-উদ্রেককারী যে প্রশ্ন করা হয় তাকে অনুসন্ধানী প্রশ্ন (thought provoking) বলা হয়। এই জাতীয় প্রশ্ন 'কেমন করে' বা 'কেন' দিয়ে স্বরু হয়।

শিক্ষার্থী যখন নিজেরাই তাদের প্রদত্ত উত্তরের মধ্য দিয়ে নূতন জ্ঞান আহরণ করে তখন সেই জাতীয় প্রশ্নকে শিক্ষামূলক প্রশ্নে বলা হয়। এই ধরণের প্রশ্নে শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে চিন্তা করেই উত্তর দেয়। শিক্ষার্থীরা যতটা সম্ভব নিজেরাই উত্তর খুঁজে বাহির করে আর আবিষ্কার করে নূতন তথ্য।

শিক্ষার্থী কতটা শিখেছে, মনোযোগ দিয়ে পাঠ শুনছে কিনা বা পাঠ বুঝতে পারছে কিনা তা জানবার জন্য যে প্রশ্ন হয় তাকে শাসনমূলক প্রশ্ন বলে। পাঠে অমনোযোগী হলেই শ্রেণীকক্ষে গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য দু'একটি প্রশ্ন করা হবে।

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তরের গুরুত্ব (Importance in the Teaching of Economics & Civics) ঃ

শিক্ষা বাহিরের থেকে চাপান বস্তু নয়। শিক্ষা মানেই আত্মবিকাশ বা Unfoldment এবং বৃদ্ধি বা উন্নয়ন। শিক্ষার এই মূল আদর্শ বজায় রেখে অর্থশাস্ত্র ও

পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর সাহায্যে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করা যায়। এই দিক থেকে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তরের গুরুত্ব অধিক। অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা যথা—উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন এবং বাজার প্রভৃতি প্রশ্নোত্তর সাহায্যে আলোচনা করা যেতে পারে। অপরদিকে রাষ্ট্রের কার্যাবলী, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য, আইন, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রভৃতি পৌরবিজ্ঞানের নানা সমস্যা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষাদান কার্য পরিচালিত হতে পারে।

অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতির শিক্ষক সহজ, সরল লিখিত বা মৌখিক প্রশ্নোত্তর সাহায্যে পাঠদানকার্য পরিচালনা করবেন। এক্ষেত্রে প্রশ্নের ধরণ হবে খুব সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত এবং উদ্দীপক। বিষয়বস্তুর আয়োজন, উপস্থাপন এবং অভিযোজন পর্বে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং অর্জিত জ্ঞানের পটভূমিকায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—(১) রাষ্ট্রের কবে উৎপত্তি হয়েছে? (২) রাষ্ট্র ও সমাজের সম্বন্ধ কি? (৩) অর্ধোন্নত দেশের মূলধন কি ভাবে সংগঠিত হতে পারে? (৪) শিল্পের একদেশতার কারণ কি? (৫) ভারতে খাদ্য-সমস্যার সমাধান কি ভাবে সম্ভব? ইত্যাদি।

"অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ও সংজ্ঞা" যদি বিশেষ পাঠ হয় তাহলে সমগ্র আলোচ্য বিষয়কে কয়েকটি ইউনিটে ভাগ করে আয়োজন পর্বে শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করা যেতে পারে:—

(১) আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ সম্বন্ধে কি জান?
(২) আলাদিনের কোন অভাব ছিল না কেন?
(৩) আমাদের জীবনে অভাব কি কি?
(৪) অভাবের তাড়নায় আমরা কি করি?

বিষয়বস্তুর উপস্থাপন পর্বে আবার নিম্নরূপ কয়েকটি প্রশ্ন করা যেতে পারে:—

(১) শহরের অধিবাসীরা অর্থোপার্জনের জন্য কি কি কাজ করেন?
(২) গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা কি কি কাজ করেন?
(৩) অর্থ উপার্জন একমাত্র কাজ নয় কেন?
(৪) মানুষের অভাব মিটাবার জন্য কি করা দরকার?
(৫) ধান কি ভাবে উৎপাদিত হয়?
(৬) যে জামা কাপড় পরেছ তা কোথা থেকে কিনেছ?
(৭) ভারতে বেশী কাপড়ের কল কোথায় আছে?
(৮) দেশের উৎপাদিত ধান যদি কতিপয় লোক মজুত করে রাখে তাহলে কি অসুবিধা হয়?

(৯) দেশের উৎপাদিত দ্রব্য সকলের মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হলে কি সুবিধা হতে পারে ?

(১০) আমাদের দেশে বেশী পাট জন্মে আবার আমেরিকায় গমের উৎপাদন বেশী। খাদ্যাভাব দূর করতে হলে কি করবে ?—ইত্যাদি।

সর্বশেষে অভিযোজন পর্বে আলোচ্য বিষয় কতখানি শিক্ষার্থী গ্রহণ করেছে তা পরীক্ষার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে। যথা :—

(১) অর্থবিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয় কি কি ?

(২) অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা কি ?

(৩) অর্থবিদ্যা কেবলমাত্র ধনের বিজ্ঞান নয় কেন ?

(৪) বিনিময়, অপ্রাচুর্য এবং নির্বাচন বলতে কি বোঝ ?

অনুরূপভাবে পৌরবিজ্ঞানের নানা সমস্যা প্রশ্নোত্তর মাধ্যমে আলোচনা হতে পারে।

এই পদ্ধতির সুবিধা (Advantages):

(১) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। শিক্ষার্থীর মনকে আলোড়িত ও উন্মোচিত করে এই পদ্ধতি। তাদের সক্রিয় এবং সৃজনশীল করে তোলে।

(২) প্রশ্নোত্তর শিক্ষার্থীকে যুক্তিবাদী করে তোলে। যে-কোন বিষয়ে দ্রুত উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

(৩) এই পদ্ধতির সাহায্যে শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা রক্ষা করা সহজ হয়। শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলা যায়।

(৪) পরস্পর সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার দ্বারা শিক্ষার্থী বাস্তব জগতের নানা সমস্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

(৫) কোন মূর্ত বিষয় থেকে বিমূর্ত বিষয়ের দিকে যাওয়ার একমাত্র সার্থক পদ্ধতি হচ্ছে এই প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি।

অসুবিধা (Disadvantages):

(১) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে সজাগ থাকতে হয়। পাঠ্যবিষয়ে পূর্বের কিছু অভিজ্ঞতা না থাকলে প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিতে পারে না। তাতে এর আসল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়।

(২) শিক্ষার্থীর বিভিন্ন রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী প্রশ্ন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এর জন্য শিক্ষকের বিশেষ দক্ষতা ও প্রস্তুতি থাকা দরকার।

(৩) প্রশ্ন এবং তার উত্তর যদি দীর্ঘ হয় তাহলে সময়ের অপচয় হতে পারে। নূতন পড়ার সময় অভাব হতে পারে। সুতরাং প্রশ্নোত্তর যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া দরকার।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার নীতি (Technique of Questioning) :

যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করার সময় কতকগুলি নিয়মকানুন মানতে হয়। নিয়মগুলি যথাক্রমে :—

(১) প্রশ্ন এমন হবে না যার উত্তর 'হাঁ' বা 'না' এইরূপ হবে। অর্থাৎ হাঁ বা না-বাচক উত্তর হবে এমন প্রশ্ন শিক্ষক মহাশয় করবেন না।

(২) দ্ব্যর্থবোধক প্রশ্ন করা হবে না। এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে না যার মানে দু'রকম হতে পারে এবং উত্তর দিতে গিয়ে শিক্ষার্থী জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে।

(৩) প্রশ্নের ভাষা সব সময় হবে সহজ, সরল, সাবলীল এবং স্পষ্ট। প্রশ্নটি বুঝতে শিক্ষার্থীর যাতে কোন অসুবিধা না হয় সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

(৪) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর উত্তর প্রদানের জন্য অল্প সময় দিতে হবে। উত্তর পাওয়ার পর দ্বিতীয় প্রশ্নের জন্য আর কোন সময় দেওয়া হবে না।

(৫) শ্রেণীকক্ষের সকল ছাত্রকে প্রশ্ন করা হবে। কোন ব্যক্তিবিশেষকে এ ব্যাপারে প্রাধান্য দেওয়া হবে না।

(৬) এক সঙ্গে একাধিক ছাত্র যাতে উত্তর না দেয় সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে।

(৭) প্রশ্ন করার সময় হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি যাতে না হয় তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি দেবেন শিক্ষক।

প্রশ্নাবলী

1. Describe briefly various techniques of teaching of Economics.

2. What do you mean by question answer technique.

3. How do you utilise this method in the teaching of Economics and civics.

4. Describe the functions and purpose of the question answer technique.

5. Describe the advantages and disadvantages of the question-answer method. And suggest some remedies.

(৫)

অবরোহ ও আরোহ পদ্ধতি

[Deductive and Inductive Method]

অবরোহ পদ্ধতি ঃ

মনোবিজ্ঞান সম্মত ও যুক্তিনির্ভর শিক্ষা ক্ষেত্রে অবরোহ ও আরোহ পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ এই তিন দিক থেকে অবরোহ ও আরোহ পদ্ধতি কেবলমাত্র বিজ্ঞানসম্মত নয়, সর্বজন গ্রাহ্যও বটে। বর্তমান শিক্ষা প্রণালী মনোবিজ্ঞানের পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে। যখন শিক্ষার্থী অপেক্ষা বিষয়বস্তুর প্রাধান্য ছিল, তখন শিক্ষক শিক্ষার্থীর দিকে বিশেষ নজর না দিয়ে বিষয়বস্তুর সুসংবদ্ধ বিন্যাসের উপরই জোর দিতেন। এই সুশৃঙ্খল ও একান্ত যুক্তি নির্ভর (Logical) যে প্রণালী তাকে অবরোহ পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে পূর্ব স্থিরীকৃত কোন সিদ্ধান্ত বা সূত্রকে নানা তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করা হয়। কোন সাধারণ সূত্রকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং যাচাই করা হয় এই পদ্ধতিতে। যথা 'মানুষ মরণশীল,' রাম একজন মানুষ তাই রাম মরণশীল। এখানে "মানুষ মরণশীল" এই সূত্রটিকে রাম নামক এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই ভাবে কোন সাধারণ সূত্রকে বিশেষ স্থানে প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনে সাহায্য করে অবরোহ পদ্ধতি। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতা ও পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নানা উদ্ধৃতির (quo ation) সাহায্যে আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপসংহার (c nclusion) করেন। তাছাড়া শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ও অনেক সময় নানা উদাহরণ ও উদ্ধৃতি আদায় করার চেষ্টা হয়। সব দিক থেকে এই পদ্ধতিকে যুক্তি নির্ভর বা 'Logical method' বলা হয়।

অবরোহ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ ঃ

অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে অবরোহ (Deductive) পদ্ধতিকে শ্রেণীশিক্ষণ পরিবেশে প্রয়োগ করা হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ দ্বারা যে সকল সূত্র স্থিরীকৃত থাকে সেইগুলিকে নানা তথ্য এবং উদাহরণ সাহায্যে প্রমাণিত করা হয়। এখন

অর্থশাস্ত্রের নানা সমস্যা আলোচনা কালে বহুপরীক্ষিত অর্থনৈতিক সূত্র বা সিদ্ধান্তকে অনেক সময় শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয়। যেমন উপযোগিতা তত্ত্ব আলোচনা কালে 'ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার বিধি (Law of deminishing Utility), উৎপাদন তত্ত্বের ক্ষেত্রে উৎপাদনের 'ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি (Law of diminishing Returns), এবং উৎপাদনের উপাদানগুলিকে আয়ের সমস্যা উপস্থাপন সময়ে রিকার্ডের মত-বাদ ও প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্ব প্রভৃতির বিভিন্ন সূত্র বা সিদ্ধান্তকে শিক্ষার্থীর সামনে আগে উপস্থিত করা হয়। অতঃপর উপস্থাপিত সূত্রগুলিকে নানা তথ্য এবং উদাহরণ সাহায্যে প্রমাণিত করা হয়। তাছাড়া অর্থশাস্ত্রের অন্যান্য বহু সূত্র যেমন, ক্রমবর্ধমান ব্যয় বিধি (Law of Increasing Cost) চাহিদার নিয়ম (Law of demand), জনসংখ্যা তত্ত্ব (Theory of Population) এবং মূল্যতত্ত্ব প্রভৃতি সূত্র গুলিকেও এই পদ্ধতির দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।

অর্থশাস্ত্র ও অবরোহ পদ্ধতি

পৌরবিজ্ঞান ও অবরোহ পদ্ধতি

অনুরূপ ভাবে পৌর-বিজ্ঞানের নানা সংজ্ঞা আলোচনা কালে এই অবরোহ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা, আইনের সংজ্ঞা অধিকারের সংজ্ঞা এবং গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা কালে বিভিন্ন পৌরবিজ্ঞানীদের গৃহীত সূত্র বা সিদ্ধান্তকে প্রথমে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয়। যেমন রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যারিষ্টটল, রাষ্ট্রপতি উইলসন, অধ্যাপক গার্ণার প্রভৃতির প্রদত্ত নানা সূত্র উল্লেখ করা হয়। এই সকল সূত্রের মধ্যে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা শিক্ষার্থীকে উদাহরণ যোগে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়। উদাহরণ স্বরূপ গার্ণারের সংজ্ঞাটি "রাষ্ট্র হইল বহুসংখ্যক লোক লইয়া গঠিত এমন একটি জনসমাজ যাহা নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যাহা বহিঃ শক্তির নিয়ন্ত্রন হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত এবং যাহার একটি সুগঠিত শাসন ব্যবস্থা আছে" প্রথমেছাত্রছাত্রীদের কাছে উপস্থাপিত করে তার মধ্য থেকে 'জনসমষ্টি', ভূখণ্ড, 'সরকার; 'স্থায়িত্ব', এবং সার্বভৌমত্ব' এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যকে উদ্ঘাটিত করা হয়। এইভাবে পৌরবিজ্ঞানের নানা সংজ্ঞা এই অবরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে আলোচিত হয়।

এই পদ্ধতির সুবিধা (Advantages):

(১) শিক্ষণ পদ্ধতি হিসাবে এই পদ্ধতি বিশেষ প্রয়োগসিদ্ধ। কারণ এই পদ্ধতির দ্বারা বিমূর্ত বিষয়গুলিকে একটি সূত্রের সাহায্যে সহজবোধ্য করে তোলা যায়।

(২) এই পদ্ধতিতে বক্তৃতাধর্মী আলোচনা বিশেষ ভাবে সার্থক। বক্তৃতা কে

মনোজ্ঞ করে তুলতে হলে প্রয়োজন হয় যুক্তি। সুতরাং বিষয় বস্তুকে যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করতে হলে এই পদ্ধতির প্রয়োজন অধিক।

(৩) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর যুক্তি প্রয়োগ ও বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা সহজেই বৃদ্ধি করা যায়। যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার বিভিন্ন আর্ট (**Art**) বা কৌশল শিক্ষার্থীরা সহজেই অনুকরণ করতে পারে।

(৪) বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের সূত্রগুলির সত্যতা যাচাই করার কৌশল উপলব্ধি করা যায়। এরদ্বারা শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

(৫) কোন বিষয়ের উপসংহার, সিদ্ধান্ত বা সূত্র কি ভাবে করা যায় তা আয়ত্ত করা যায় এই পদ্ধতিতে।

(৬) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ও এই পদ্ধতি বিশেষ সার্থক।

অসুবিধা (Disadvantages) :

(১) অবরোহ পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়। এই পদ্ধতিতে বিমূর্ত বিষয়বস্তুকে কোন সূত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মগজে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। যুক্তির দিক থেকে যা সহজ মনোবিজ্ঞান দিক থেকে তা সহজ নয়।

(২) শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং পূর্ব-জ্ঞান এক্ষেত্রে ব্যবহারের সুযোগ অত্যন্ত কম। তাছাড়া জানা বস্তু থেকে অজানার দিকে শিক্ষার্থীকে নিয়ে যাওয়া যায় না। উপরন্তু অজানা থেকে ক্রমশ জানার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় ছাত্রছাত্রীদের জানার প্রতি আগ্রহ কমে যায়।

(৩) সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে যুক্তির বেড়াজাল অতিক্রম করা অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য। এই পদ্ধতিতে যুক্তি ও তর্ক দ্বারা শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। যুক্তির পথ নির্দেশ দেয় 'যা হওয়া উচিত'। কিন্তু তরুণ শিক্ষার্থীর কাছে এই উচিত বা অনুচিত জ্ঞান অতি সহজে এবং অল্প সময়ে আসে না।

(৪) এই পদ্ধতিতে বিষয় বস্তুর সুসংবদ্ধ বিন্যাসের উপর জোর দেওয়া হয়। বিষয় বস্তু কতখানি ছাত্রছাত্রীরা উপলব্ধি করছে সে সম্পর্কে বিশেষ নজর দেওয়া হয় না।

(৫) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা ও কর্ম চঞ্চলতার যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয় না।

আরোহ পদ্ধতি :

শ্রেণী শিক্ষণ পদ্ধতি হিসাবে আরোহ পদ্ধতি (Inductive method) সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞান সম্মত। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় যুক্তিনির্ভর পদ্ধতিকে সার্থক বলে মনে

করা হতো। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চিরাচরিত যুক্তি নির্ভর (Logical) পদ্ধতি অচল হয়ে পড়েছে। নির্দ্দিষ্ট বিষয়বস্তু পাঠে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে যুক্তি সিদ্ধ পথের সংস্কার করা হয়েছে আরোহ পদ্ধতি দ্বারা। এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নির্দ্দিষ্ট বস্তুর ধারণা থেকে সাধারণ সূত্র গঠন। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত নানা দৃষ্টান্ত ও তথ্যকে বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পূর্বে গৃহীত সূত্র বা সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করে কোন আলোচনা বা বিচার বিশ্লেষণ এখানে হয় না। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে আলোচ্য বিষয়ের উপর নানা উদাহরণ ও উদ্ধৃতি তুলে ধরেন এবং ক্রমে ক্রমে আলোচনার মাধ্যমে আসল বিষয় বস্তুটি উপস্থাপন করেন। শিক্ষক এখানে সহজ থেকে জটিলের দিকে যাওয়ার নীতি গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য এবং যা চোখে দেখে বা হাতে স্পর্শ করে বোঝা যায় তাকেই সহজে চেনা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে একত্রে আগুন ও ধোঁয়া দেখেই আগুন থেকে ধোঁয়ার জন্ম এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আবার আগুনে কয়লার টুকরো পুড়তে দেখেই আগুনের দাহ্য ক্ষমতা উপলব্ধি করা সহজ। মূর্ত জিনিষটিই ধীরে ধীরে বিমূর্তের ধারণা দেয়। শিক্ষার্থী পূর্বে যা শিখেছে যে অভিজ্ঞতা প্রাত্যহিক জীবন থেকে সে লাভ করেছে তার উপর ভিত্তি করেই নূতন জ্ঞান আহরণ করবে এই পদ্ধতিতে। তাছাড়া জানা থেকেই কৌতূহল জাগ্রত হয়। জানার আগ্রহ ও কৌতুহল ব্যতিরেকে শিক্ষা অসার্থক। সুতরাং জানা তথ্যের উপর ভিত্তি করেই এই পদ্ধতির ক্রমবিকাশ। এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্টগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে (১) পর্যবেক্ষণ (observation) (২) তথ্যসংগ্রহ (collection of facts) এবং (৩) পরীক্ষণ (Experiments) এই তিনটি প্রক্রিয়ার সাহায্যেই কোন বিষয়বস্তুতে একটা চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

আরোহ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ :

অর্থশাস্ত্র একটি শুদ্ধ বিজ্ঞান না হলেও সমাজবিজ্ঞান বটে। অর্থশাস্ত্রের পরিধি সামাজিক মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে সীমিত। অর্থনীতিবিদরা সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তব ক্ষেত্র থেকেই অর্থনৈতিক তথ্য বা পরিসংখ্যা সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত তথ্যের দ্বারা অর্থনৈতিক নানা সমস্যার পর্যালোচনা করেন। এইভাবে পর্যবেক্ষণ, তথ্যসংগ্রহ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে নানা যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সিদ্ধান্ত থেকেই অর্থনৈতিক নানা তত্ত্বের উদ্ভব। অর্থশাস্ত্রের অর্থতত্ত্ব (Monetory theory) বাণিজ্যচক্র (Trade cycle), ভোগতত্ত্ব (Consumption) এবং উৎপাদন (Production)

অর্থশাস্ত্র ও আরোহ পদ্ধতি

প্রভৃতি নানা সমস্যার আলোচনা এই পদ্ধতিতে সফল হতে পারে। আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদী (Historical school) এবং পরিসংখ্যানবাদীরা (Statistical school) অর্থশাস্ত্রের আলোচনা ক্ষেত্রে এই আরোহ পদ্ধতির সার্থকতা উপলব্ধি করেছেন। শিক্ষার্থী অতি শৈশব থেকে বাস্তব জগৎ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, পত্রপত্রিকা পাঠ করে, অর্থনীতিবিদ্‌দের নানা আলোচনা থেকে যে জ্ঞান আহরণ করে এবং হাট-বাজার-মেলা থেকে যে প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক দক্ষতা লাভ করে সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উল্লিখিত অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনা হতে পারে।

পৌরবিজ্ঞান ও আরোহ পদ্ধতি

অনুরূপভাবে পৌরবিজ্ঞানের নানা তত্ত্বের আলোচনা কালে আরোহ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ রাষ্ট্রের সংজ্ঞাটি আগে ছাত্রছাত্রীদের সামনে উপস্থাপন না করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের বাস্তব রূপ সম্পর্কে আলোচনা করে তার থেকে একটা সিদ্ধান্ত বা সূত্র গঠন করা যেতে পারে। গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটি প্রথমে না বলে কোন বাস্তব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ছবিটি যদি শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরা যায় এবং সে সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করা হয়, তাহলে শিক্ষার্থী সেই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞাটি সহজেই উপলব্ধি করবে। আবার রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী, জনমত, সরকারের কার্যাবলী এবং নির্বাচন প্রভৃতি নানা পৌরসমস্যা শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই আরোহ পদ্ধতিতে আলোচিত হতে পারে।

এই পদ্ধতির সুবিধা (Advantages) :

(১) এই পদ্ধতি একটি অত্যন্ত গতিশীল প্রক্রিয়া বলা চলে। এক্ষেত্রে উপসংহার বা সিদ্ধান্ত প্রগতিশীল তথ্যের ভিত্তিতেই রচিত হয়। সুতরাং এই পদ্ধতির মাধ্যমে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তার যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

(২) এই পদ্ধতিটি শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একান্ত সহায়ক এবং মনোবিজ্ঞান সম্মত। শিক্ষার্থীর মনের গতি প্রকৃতিকে অনুসরণ করে এই পদ্ধতি। শিক্ষার্থীর প্রবণতা, রুচি, যোগ্যতা ও ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করা হয় এই পদ্ধতিতে।

(৩) শিক্ষার্থীর বাস্তব জ্ঞানকে এখানে কাজে লাগান যায়। এখানে শিক্ষার্থী তার পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ করে একটি নির্ভর যোগ্য সিদ্ধান্তে আসতে পারে। বিষয়বস্তুকে এখানে জোর করে শিক্ষার্থীর মগজে চাপিয়ে দেওয়া হয় না। বিষয়-বস্তুকে অতি সহজে উপলব্ধি করতে পারে।

(৪) এই পদ্ধতিতে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র, সংজ্ঞা ও তত্ত্ব অতি সহজে বিশ্লেষণ করা যায় এবং পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও আলোচনার দ্বারা সূত্রগুলিকে বিজ্ঞান সম্মত করা যায়।

(৫) পরিসংখ্যান মূলক তথ্যের অভাব হলেও এ পদ্ধতিকে কাজে লাগান যায়।

(৬) শিক্ষার্থীর পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি, চিন্তাশক্তির বিকাশ এবং যুক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় এই পদ্ধতিতে।

(৭) এই পদ্ধতিতে হারবার্টের শিক্ষণ নীতিকে কার্যকরী করা যায়। শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতিকে সফল করা যায় এবং শিক্ষা কিছুটা স্বয়ংক্রিয় হয়।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ

(১) পরিসংখ্যানমূলক তথ্যের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে এই আরোহ পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা যায় না। বাস্তব তথ্যের অভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনেক সময় নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল হয় না।

(২) অভিজ্ঞ এবং উপযুক্ত শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবে এই পদ্ধতিকে দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগান যায় না। এক্ষেত্রে শিক্ষকের বাস্তব জ্ঞান, সম্যক পরিমিতি-বোধ, গাণিতিক বিশ্লেষণক্ষমতা না থাকলে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র, সংজ্ঞা ও তত্ত্বকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে উপস্থাপিত করা যায় না।

(৩) অর্থশাস্ত্রের বিনিময় ও বণ্টনতত্ত্ব সম্পর্কে সূত্রগুলি এই পদ্ধতিতে ভাল ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। পৌরবিজ্ঞানের নানা সমস্যার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যবহার অসুবিধা জনক।

(৪) অনেক সময় বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির মত পরীক্ষা করা যায় না। ফলে উপনীত সূত্র ও সিদ্ধান্তগুলি বাস্তব সম্মত হয় না।

(৫) এই পদ্ধতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তকে চরম বলে মনে করা হয়। কিন্তু অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান উভয়েই গতিশীল শাস্ত্র। সমাজের পরিবর্তনশীলনতার সঙ্গে এই শাস্ত্রের পরিবর্তনও অনিবার্য সুতরাং কোন সূত্র ও সিদ্ধান্তকে নির্ভুল এবং স্থায়ী মনে করা ঠিক নয়।

অবরোহ ও আরোহ পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্ক ঃ

অবরোহ ও আরোহ পদ্ধতি পৃথক পৃথকভাবে আলোচিত হলেও কার্যতঃ দুটি পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শ্রেণী শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থানকাল পাত্র ভেদে বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতিকে প্রয়োগ করতে হলে এই দুই

পদ্ধতির সাহায্য একান্ত আবশ্যক। শিক্ষণ পদ্ধতি হিসাবে এই উভয় পদ্ধতির যুগপৎ ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রসূ। জানা বিষয় থেকে অজানা, মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে বা বিমূর্ত থেকে মূর্তে যেতে হলে এবং বিশেষ থেকে সাধারণের দিকে অগ্রসর হতে হলে এই উভয় পদ্ধতির প্রয়োজন অধিক। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর কাছে সহজ, সরল ও বাস্তব করে তুলতে হলে এই দুই পদ্ধতির মিলন একান্ত আবশ্যক। তাই অর্থশাস্ত্রবিদ অধ্যাপক মার্শাল বলেছেন "চলতে গেলে যেমন বাম ও ডান পা দুটির কোনটিকে বাদ দেওয়া যায় না; তেমনি শিক্ষার গতি-শীলতার জন্য অবরোহ ও আরোহ পদ্ধতির সমন্বয় বিশেষ ফলপ্রসূ"।

প্রশ্নাবলী

1. Write notes on the use of (a) the Deductive and (b) the Inductive methods in the study of Economics

(B. T. C. U. 1965.)

(2) What are the main Principles of Deductive and Inductive methods in the teaching of Economics and Civics ?

(3) What do you mean by Inductive method ? Describe its advantages and disadvantages in the study of Economics and Civics.

(৬)

আলোচনা পদ্ধতি

[Discussion Method]

সমাজবাদের যুগে গণতান্ত্রিক ভারতে গণতান্ত্রিক শিক্ষাধারার উপযুক্ত শিক্ষা-পদ্ধতি হচ্ছে আলোচনা-পদ্ধতি। কোন বিষয়ের সমস্যা সমাধান উদ্দেশ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিলিত প্রচেষ্টায় ভাব ও ভাষার বিনিময় কে আলোচনা বা Discussion বলা যেতে পারে। এই পদ্ধতির সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে Mc. Burney ও Hance বলেছেন—"কোন একটি বিশেষ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কয়েক জন একত্রিত হয়ে প্রচেষ্টা মূলক কথোপকথনের মাধ্যমে বিষয়টিকে সর্বদিক থেকে বিচার করার চেষ্টাকে বলে আলোচনা। অবশ্য এই আলোচনা

আলোচনা পদ্ধতির স্বরূপ

সুসংবদ্ধভাবে পরিচালিত হবে এক জনের নেতৃত্বে"। ["Discussion may be defined as the co-operative deliberation of problemes by persons thinking and conversing together in face to face or co-acting grouns under the direction of a leader."] সমাজীকৃত শিক্ষার প্রধান ভিত্তি হল আলোচনা। "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে" বা সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে, নীতি হচ্ছে এই পদ্ধতির মূল ভিত্তি।

এই পদ্ধতিতে দলগত আলোচনা, পাঠচক্র, সেমিনার, বিতর্কসভা, রচনাপাঠ, অনুকল্প অনুষ্ঠান (Mock performances) সিমপোসিয়াম প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষা কার্য পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক একজন সহায়ক রূপে কাজ করেন। আলোচনায় সকল শিক্ষার্থী যাতে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। এই পদ্ধতিতে স্বাধীনভাবে সকলকে কোন সমস্যা নিয়ে চিন্তা করা বা কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর উপর কোন জ্ঞান চাপিয়ে দেন না। শিক্ষক ছাত্রছাত্রী-দের আগ্রহের উপর নির্ভর করে শিক্ষা দান করেন। শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ এবং প্রবণতা অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়বস্তু স্থির করা হয়। আলোচনার পরিবেশ ও প্রণালীকে সার্থক করার জন্য সমাজযুক্ত অর্থনৈতিক (Socio-Economic) এবং সমাজযুক্ত রাজনৈতিক(Socio-Political) বিষয়কে এখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। আলোচনাকে হৃদয়গ্রাহী করবার জন্য শ্রবণ-বীক্ষণ নানা উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করা হয় এই পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রী সক্রিয়ভাবে নিজেদের চিন্তা ও বিচারশক্তি প্রয়োগ করে। বিষয়টিকে উপলব্ধি করে আলোচনার মাধ্যমে তার সবদিক যাচাই করে দেখে। এখানে বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়। প্রশ্ন ও প্রশ্নের সূত্র অনুসরণ করে আলোচনার মাধ্যমে জটিল বিষয়বস্তুকে সহজ সরল এবং বোধগম্য করে তোলা হয়। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আলোচনাকে সরল থেকে জটিলে নিয়ে যাওয়া হয়। আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন তত্ত্বে ও তথ্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিটি ছাত্রছাত্রী এক্ষেত্রে বিচার বুদ্ধি প্রযোগের সুযোগ পায়। তাছাড়া তুলনা-মূলক বিচারের দ্বারা বিভিন্ন সমস্যার গতিপ্রকৃতি এবং সমাধানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনার প্রকার ভেদ

স্থান-কাল-পাত্র ভেদে আলোচনা পদ্ধতিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। শ্রেণী শিক্ষণ পরিবেশে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন চাহিদা ও প্রবণতা এবং শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্যের পটভূমিকায় আলোচনা পদ্ধতিকে যথাক্রমে (১) **গোষ্ঠীগত ঘরোয়া আলোচনা** (**Informal group discussion**), (২) **গোষ্ঠীগত নিয়মমাফিক আলোচনা** (**Formal group discussion**), (৩) **প্যানেল আলোচনা** (**Panel**

discussion), (৪) বিতর্ক সভা (Debating class), (৫) সিমপোসিয়াম (Symposium), (৬) সেমিনার (seminar), (৭) গোল টেবিল বৈঠক (Round table Conference), (৮) রচনা পাঠ ও আলোচনা (Essay reading and discussion) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারে প্রয়োজনমত প্রয়োগ করা যেতে পারে। এখন এই বিভিন্ন প্রকার আলোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কি তা সংক্ষেপে আলোচনা করা বিধেয়।

(১) গোষ্ঠীগত ঘরোয়া আলোচনা (Informal group discussion) :

শ্রেণী কক্ষে ছাত্র বা ছাত্রীর সংখ্যা যখন বেশী থাকে তখন কোন বিষয়ের আলোচনাকে সার্থক করার জন্য সমগ্র শ্রেণীকে কয়েকটি গোষ্ঠীতে (group) বিভক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে ছাত্র ও শিক্ষক সকলেই ঘরোয়া ভাবে একত্রে অলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। স্বাধীন ভাবে ছাত্রছাত্রীরা তাদের মতামত এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করিতে পারে। আলোচনার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম থাকে না। একটি গোষ্ঠীর মধ্যের ছাত্রছাত্রীরা ইচ্ছামত প্রশ্ন করতে পারে। অভিজ্ঞতা প্রসূত কোন তথ্য পরিবেশ করতে পারে। শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা রক্ষা এবং আলোচনা পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে শিক্ষকের উপর। কোন কোন ক্ষেত্রে গোষ্ঠীনেতা হিসাবে কোন ছাত্র বা ছাত্রীকে শিক্ষক মহাশয় মনোনীত করতে পারেন, তার উপর আলোচনা পরিচালনা করার দায়িত্ব অর্পন করতে পারেন।

(২) গোষ্ঠীগত নিয়ম মাফিক আলোচনা (Formal group discussion) :

বিধিবদ্ধ আলোচনা সার্বজনীন নয়। এই ধরনের আলোচনার ক্ষেত্রে উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরাই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু ঘরোয়া আলোচনায় শ্রেণীকক্ষের সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রী যোগদান করতে পারে। নিয়মমাফিক আলোচনায় শিক্ষার্থীর বিচার বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা একান্ত আবশ্যক। এখানে একটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে, প্রত্যেক দলের একজন নায়ক নির্বাচিত করে দেন শিক্ষক। নায়করাই কেবলমাত্র আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে। আর গোষ্ঠির অন্য সকলে শ্রোতা হিসাবে শ্রেণী কক্ষে অবস্থান করে এবং প্রয়োজনীয় অংশ নিজ নিজ খাতায় লিপিবদ্ধ করে। এ ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে একটি পরিকল্পনা করা থাকে এবং কতটুকু বিষয় আলোচনা হবে তাও স্থির থাকে। এই রূপ আলোচনায় শিক্ষকের দায়িত্ব আদৌ গৌণ নয়। শিক্ষক এখানে আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করেন এবং আলোচিত বিষয়ের মূল্যায়ন করেন।

(৩) প্যানেল আলোচনা (Panel discussion) ঃ

প্যানেল আলোচনা বিধিবদ্ধ আলোচনার প্রায় অনুরূপ। এই রূপ আলোচনায় শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহনের সুযোগ পায় না। এ ক্ষেত্রে শ্রেণীর কয়েকজনকে নিয়ে একটি প্যানেল তৈরী করা হয়। প্যানেলের অন্তর্ভূক্ত ছাত্রছাত্রীরা অন্য সবার সামনে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মধ্যে নির্দিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে। প্যানেলে সাধারণতঃ চার থেকে আট জন প্রতিনিধি রাখা হয়। এক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় পূর্বথেকে নির্দিষ্ট করে দেন শিক্ষক। এই আলোচনা চক্রের সভাপতির দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে শিক্ষকের উপর। শিক্ষক সভাপতি হিসাবে শ্রেণীকক্ষে আলোচ্য বিষয়টি সবার সামনে তুলে ধরেন। আলোচনার শুরুতে প্রত্যেক প্রতিনিধির ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। আলোচনা শুরু হলে ছাত্র প্রতিনিধিরা শ্রেণী কক্ষের আলোচনা মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্ব স্ব বক্তব্য পেশ করে। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করে এবং আলোচিত বিষয়ের প্রয়োজনীয় অংশ খাতায় লিখে নেয়। শ্রেণী কক্ষের শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শিক্ষার্থীদের কর্মের মূল্যায়নের দায়িত্ব শিক্ষকের উপরই ন্যস্ত থাকে।

(৪) বিতর্ক সভা (Debating class) ঃ

বিতর্ক সভার আলোচনা অনেকটা প্যানেল আলোচনাচক্রের অনুরূপ। এ ক্ষেত্রেও শ্রেণী কক্ষের সকল ছাত্রছাত্রী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে না। এখানে বিতর্কের বিষয়বস্তু পূর্বে স্থির করা হয়। আলোচ্য বিষয়টির পক্ষে ও বিপক্ষে অংশ গ্রহণ কারীদের একটি নামের তালিকা প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষকই এই বিতর্কসভার সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সভাপতির নির্দেশ অনুসারে বিষয়টির পক্ষে ও বিপক্ষে অংশ গ্রহণ কারী তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীকে তাদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়। আলোচনা শেষে শ্রেণীকক্ষের সকল ছাত্রছাত্রীর ভোট নিয়ে বিতর্কিত বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(৫) সিমপোসিয়াম (Symposium) ঃ

সিমপোসিয়াম গোষ্ঠীগত আলোচনার একটি ভিন্নরূপ। এই রূপ আলোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে আলোচ্য বিষয়টির উপর শ্রেণীকক্ষের সবার মধ্য থেকে দুই বা ততোধিক ছাত্রছাত্রী বিশেষ পড়াশুনা করে অথবা প্রবন্ধ রচনা করে, তাদের বক্তব্য সকলের সামনে উপস্থাপিত করে। অন্য সকল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকেও অনেক ক্ষেত্রে নূতন কোন তথ্য পরিবেশন করার জন্য আহ্বান জানান হয়। সিমপোসিয়ামের কার্য পরিচালনা করেন শিক্ষক। বক্তৃতা শেষে শিক্ষক-সভাপতি মূল বক্তব্যের উপর একটি সংক্ষিপ্তসার করেন।

(৬) সেমিনার (Seminar) ঃ

সেমিনার হচ্ছে কিছুটা কর্মকেন্দ্রিক ও দায়িত্ববহুল আলোচনা পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে সেমিনারের জন্য নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে শিক্ষার্থীদের বিষয় বস্তুর সহায়ক বিভিন্ন পুস্তকের তালিকা করে দেন বিষয় শিক্ষক। শিক্ষার্থীরা পাঠাগারে গিয়ে প্রয়োজনীয় পুস্তক পড়াশুনা করে এবং আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করে। অর্জিত জ্ঞান এবং সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষর্থীরা তাদের বক্তব্য বা রিপোর্ট সেমিনারে পেশ করে। শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা কয়েকজন মিলে গোষ্ঠীগতভাবেও রিপোট পেশ করতে পারে। সেমিনারে সেই রিপোটের উপর আলোচনা হয়। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিষয়টির মূল্যায়ন হয়। আলোচিত বিষয়ের রেকর্ড করা হয়। এ ক্ষেত্রেও শিক্ষকের দায়িত্ব একেবারে গৌণ নয়। শিক্ষকের পরামর্শমতই শিক্ষার্থীরা সেমিনার পরিচালনা করে। অবশ্য সেমিনারের আলোচনার ক্ষেত্র মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় নয়। কলেজীয়স্তরে বয়স্ক ও পরিণত বুদ্ধি ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে সেমিনার বিশেষ প্রযোজ্য।

(৭) গোলটেবিল বৈঠক (Round table Conference) ঃ

গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনাও সেমিনারের অনুরূপ। এ ক্ষেত্রে অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে শিক্ষক নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা করেন। শিক্ষার্থীরা পূর্বেই আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে তথ্য আহরণ করে। এই আলোচনায় প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে অংশ গ্রহণ করে। স্বাধীন চিন্তা ও স্বচ্ছ বিচার শক্তি প্রকাশের সুযোগ এখানে থাকে।

(৮) রচনা পাঠ ও আলোচনা (Essay reading and discussion) ঃ

সিমপোসিয়াম ও সেমিনারের অনুরূপ আলোচনা পদ্ধতি হচ্ছে রচনা পাঠ। কলেজীয় স্তরে এইরূপ পদ্ধতি বিশেষ পরিচিত। এক্ষেত্রে একটি শ্রেণীর কতিপয় শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর রচনা লিখে আনতে বলা হয়। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষক ও অন্য সকল ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে লিখিত রচনা পাঠ করা হয়। অতঃপর পঠিত রচনার উপর অন্যান্য ছাত্রছাত্রীকে তাদের মন্তব্য প্রকাশ করার জন্য আহ্বান জানান হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পূর্ব থেকে কিছু প্রস্তুত হয়ে আসতে হয়। সবার আলোচনার শেষে শিক্ষকও আলোচ্য বিষয়ের উপর তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেন।

এই পদ্ধতির সুবিধা (Advantages) ঃ

(১) এই পদ্ধতিতে ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই সক্রিয়। উভয়েই স্বাধীনভাবে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীর সৃজনী ক্ষমতা এখানে বিশেষ ভাবে সার্থক।

(২) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক চেতনা বোধ বিশেষভাবে বিকশিত হয়। আলাপ-আলোচনা, বিতর্ক সভা, মক্-পার্লামেন্ট প্রভৃতির মাধ্যমে স্বকীয় মতামত গঠন ও প্রকাশের সুযোগ এখানে বেশী।

(৩) এই পদ্ধতিতে Auto-education, খেলা ও খেলাভিত্তিক শিক্ষা, আনন্দ, স্বাধীনতা এবং স্বনির্ভর প্রচেষ্টা সফল হয়।

(৪) এই পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যবধান দূরীভূত হয়। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ঘনীভূত হয়। অপরিণত শিক্ষার্থী এবং পরিণত বয়স্ক পরিচালকদের মধ্যে মতের বিনিময় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দূর করে।

(৫) সামগ্রিক জ্ঞান, চিন্তাধারা ও অনুভূতিকে সংহত করে বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়কে উপস্থাপিত করা এই পদ্ধতিতে সম্ভব হয়।

(৬) পরস্পর সহযোগিতা ও গঠনমূলক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাস্তব জগতের নানা সমস্যা সমাধান হয় এই পদ্ধতিতে।

(৭) এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়। দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। পরমত সহিষ্ণুতা এবং যুক্তিবিন্যাসের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। নৈতিক মান উন্নত হয়।

(৮) আলোচনা পদ্ধতিতে সকল প্রকার ছাত্রছাত্রী বিশেষতঃ মেধাবী, স্বল্প মেধাবী এবং সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্নদের মধ্যে একটা ঐক্য সৃষ্টি হয়। আলোচনার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি অপসারিত হয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান জন্মে।

অসুবিধা (Disadvantages) :

(১) আলোচনা-পদ্ধতিতে ছাত্রবহুল শ্রেণীকক্ষে সব শিক্ষার্থী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিলে গণ্ডগোল সৃষ্টি হতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না। শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা নষ্ট হতে পারে।

(২) শিক্ষার্থীরা পূর্ব থেকে বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকলে আলোচনা সফল হয় না। পূর্ব প্রস্তুতির অভাবে আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

(৩) শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতার অভাব থাকলে শ্রেণীকক্ষে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে। নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অবান্তর ও অর্থহীন বক্তব্য পেশ করতে পারে।

(৪) এই পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা কালে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যসূচী সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। আবার আলোচনায় প্রয়োজনীয় বিষয়ও

আলোচনাকে দীর্ঘ করতে পারে। ফলে মূল বিষয়ে জ্ঞান আহরণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে।

(৫) আলোচনা যদি উচ্চ বুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠে আগ্রহ হ্রাস পায়। আলোচনা হচ্ছে সকলের একত্রে চিন্তা করার পদ্ধতি। যদি শ্রেণীকক্ষের একাংশ কেবল সে সুযোগ পায় তাহলে আলোচনার মূল আদর্শ রক্ষিত হয় না।

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে আলোচনা-পদ্ধতি বিশেষ প্রযোজ্য। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিফলন আলোচনা দ্বারা সার্থকভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। নূতন কাজের পরিকল্পনা রচনা, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহ, বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে ধারণা ও চিন্তাধারার পরিস্ফুটন এবং আগ্রহ সঞ্চার আলোচনা পদ্ধতিতে বিশেষভাবে সার্থক।

বস্তুতঃ সমাজ ও রাষ্ট্র এবং সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক যে কোন সমস্যার ক্ষেত্রে আলোচনা পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আলাপ-আলোচনার দ্বারা একটি সাধারণ মতামত প্রকাশিত হয়। এই মতামতই যে কোন সমস্যা সমাধানে অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। তাছাড়া শিক্ষায় সামাজিক পরিবেশ রচনা করাই হচ্ছে আলোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবার অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের মূল লক্ষ্য হচ্ছে **শিক্ষার্থীর জ্ঞান (Knowledge), দক্ষতা (Skill) এবং দৃষ্টিভঙ্গীর (Attitude) পরিবর্ধন ও পরিবর্তন সাধন**। সুতরাং এই বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর উপস্থাপন আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন করাই বিধেয়। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের নানা সমস্যার সঙ্গে মানুষের জীবনের সংযোগ অতি ঘনিষ্ঠ। শিক্ষার্থী অতি শৈশব থেকেই বাস্তব জগতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার বিশ্লেষণ, শিক্ষার্থীর কেবল মাত্র পাঠ্যবিষয়ে আগ্রহ সঞ্চার করে তা নয়, অধিকন্তু সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির গুরুত্ব

আবার এই সমষ্টিবাদের যুগে কোন বিষয়বস্তুকে সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ, তথ্যানুসন্ধান পরীক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে এই আলোচনা পদ্ধতি একান্ত সহায়ক হবে। বর্তমান কালে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন সমস্যাকে আর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দিক থেকে পর্যালোচনা করা হয় না। সমগ্র সমাজ, দেশ তথা সারা বিশ্বের সামগ্রিক প্রয়োজন লক্ষ্য রেখে বিষয়বস্তু

উপস্থাপন করতে হলে এই আলোচনা পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা যথা :—

(১) ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, (২) অর্ধোন্নত দেশে মূলধন সংগঠন, (৩) জনসংখ্যা সমস্যা, (৪) বেকার সমস্যা, (৫) কৃষি উৎপাদন সমস্যা, (৬) শিল্প উন্নয়ন সমস্যা, (৭) দ্রব্যমূল্য সমস্যা, (৮) ট্রেড ইউনিয়ন সমস্যা, (৯) গণতন্ত্র, (১০) একনায়কতন্ত্র, ১১) গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, (১২) সার্বজনীন ভোটাধিকার, (১৩) সরকারের কার্যাবলা, (১৪) নাগরিক অধিকার, (১৫) নাগরিক কর্তব্য, (১৬) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, (১৭) আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক, (১৮) সুনাগরিকতা বোধ এবং (১৯) আন্তর্জাতিকতা বোধ প্রভৃতি আলোচনা-পদ্ধতিতে সার্থকভাবে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করা যেতে পারে।

শিক্ষকের ভূমিকা

অবশ্য আলোচনাকে সার্থক করে তুলতে হলে শিক্ষক পূর্বেই একটি পাঠপরিকল্পনা করবেন। শ্রেণীকক্ষে স্বাভাবিক পরিবেশ রচনা করার দায়িত্ব শিক্ষকের। তিনি শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিষয়বস্তুর আয়োজন ও উপস্থাপন পর্বের আলোচনা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করবেন এবং অধীত বিদ্যার মূল্যায়ন বা অভিযোজনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। আলোচনার বিষয়বস্তু যদি 'গণতন্ত্র' হয়, তাহলে গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, সংজ্ঞা, পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে আলোচ্য বিষয়টিকে বিভক্ত করবেন শিক্ষক। শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আলোচনা সুরু হবে। আবার আলোচনাকে সজীব ও সরস করার জন্য মানচিত্র, ছবি, নক্সা বা চার্ট প্রভৃতি প্রদীপন ব্যবহার করবেন শিক্ষক। মুখ্য পাঠগুলি বোর্ডে লিখে দিবেন এবং শিক্ষার্থী যথাযথভাবে তা নোট করছে কিনা তার প্রতি সজাগ থাকবেন।

বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনাকে সফল করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত আবশ্যক :

(১) বক্তব্য বিষয় হবে অতি বাস্তব। বাস্তব পরিবেশকে কোন প্রকারেই উপেক্ষা করা চলবে না।

(২) আলোচনার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি একান্ত আবশ্যক।

(৩) যখন আলোচনা চলবে তখন অন্য সকলে যাতে মনোযোগ সহকারে শোনে তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৪) স্বাধীন ও স্বচ্ছ মন নিয়ে আলোচনার বিষয় বিচার করতে হবে। অন্যের বক্তব্যকে মূল্য দিতে হবে।

(৫) সকলে যাতে শুনতে পায় সেই জন্য আলোচনা হবে স্পষ্ট।

(৬) বক্তব্য যত সংক্ষিপ্ত ও যুক্তিপূর্ণ হয় ততই আলোচনা সার্থক হবে। আলোচনায় কোন ব্যক্তিবিশেষের অধিক প্রভাব থাকবে না।

(৭) আলোচনার মান উন্নত করার জন্য ইতিবাচক বক্তব্যের প্রাধান্য দিতে হবে।

(৮) আলোচনার বিষয়বস্তুর ধারা বোর্ডে কিম্বা কোন চার্টের মাধ্যমে প্রকাশ করা শ্রেয়ঃ।

(৯) সমগ্র শ্রেণীকে কয়েকটি ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে আলোচনা সভার মাধ্যমে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাদান কার্য অধিকতর ফলপ্রসূ করা যেতে পারে।

এই পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ (Practical application) :

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন। সেই বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধনের পটভূমিকায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও পৌরবৈজ্ঞানিক সমস্যা আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করতে হলে, একটা বিজ্ঞান সম্মত পরিকল্পনা একান্ত আবশ্যক। এই পরিকল্পনা প্রধানতঃ (ক) **উদ্দেশ্য নির্ণয়** (খ) **প্রস্তুতি** (গ) **আলোচনা** (ঘ) **মূল্যায়ন** এই দিক থেকে রচিত হতে পারে। যে কোন বিষয়ের পাঠপরিকল্পনা উদ্দেশ্যহীন ভাবে হতে পারে না। সেইজন্য প্রথমেই আলোচ্য বিষয়টির উদ্দেশ্য স্থির করতে হবে। আবার কেবল উদ্দেশ্য থাকলেই সাফল্য আসে না। সেই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে কার্যকরী (effective) করতে হলে প্রয়োজন যথাযথ প্রস্তুতি। মহাপুরুষরা বলেছেন—"উদ্যোগীনং পুরুষসিংহমুপৈতিলক্ষ্মীঃ"। যেখানে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই আর্শীবাদ লাভ আমাদের লক্ষ্য, সেখানে 'সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত প্রস্তুতি। আবার শুধু প্রস্তুতিতে পরিকল্পনা সার্থক হয় না। তাকে সফল করতে হলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিকল্পিত বিষয়-বস্তুর উপস্থাপন এবং সর্বশেষে তার ফলাফল নির্ণয়ও একান্ত আবশ্যক। এখন একটি বিশেষ উদাহরণ সহযোগে এই আলোচনা পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ পর্যালোচনা হতে পারে। ধরা যাক্ আলোচ্য বিষয় হচ্ছে "অধিকার ও কর্তব্য"—পৌরবিজ্ঞানের একটি অতি প্রয়োজনীয় সমস্যা। এই বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা কি ভাবে পরি-চালিত হবে এখন সে সম্পর্কে পাঠপরিকল্পনার একটা আভাষ দেওয়া যেতে পারে।

উদ্দেশ্য নির্ণয় :

উদ্দেশ্যহীন কর্মে সাফল্য উপলব্ধি করা যায় না। তাই প্রতিটি কাজের পিছনে একটা উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। শিক্ষাদান একটি মহৎ কর্ম। তাই যে কোন বিষয়ে

আলোচনার পূর্বে সেই বিষয়বস্তু 'কেন পড়ান হবে' (Why to teach) তা আগেই স্থির করতে হয়। এ ক্ষেত্রে 'কেমন করে পড়ান হবে' (How to teach) এই প্রশ্নের মীমাংসায় না গিয়ে সর্বাগ্রে বিষয়বস্তু পাঠের উদ্দেশ্য নিরূপন করা প্রয়োজন হয়। কারণ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্থিরীকৃত হলেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতির কথা ভাবা যেতে পারে। সুতরাং বিষয়বস্তুর আলোচনার পূর্বেই তার লক্ষ্য স্থির করা একান্ত অপরিহার্য। এখন যদি আলোচ্য বিষয় 'অধিকার ও কর্তব্য" হয় তাহলে পাঠ পরিকল্পনা কালে নিম্নরূপ কতিপয় উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। যথা—(১) অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মান (২) সুনাগরিক হিসাবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা (৩) শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন (৪) শিক্ষার্থীর বিচার বুদ্ধি ও যুক্তি বিন্যাস ক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন এবং (৫) ভবিষ্যতে ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী পাঠক্রম অনুসরণে তাদের প্রস্তুত করে তোলা ইত্যাদি।

প্রস্তুতি ঃ

আলোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য স্থির হলেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়বস্তু উপস্থাপনের প্রাথমিক প্রস্তুতি বা আয়োজন বিশেষ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে পূর্ব নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যে পটভূমিকায় বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই বিশেষ প্রস্তুতি একান্ত অপরিহার্য। এ বিষয়ে শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে বিষয়বস্তু সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করা। শুধু তাই নয়, এই সংগৃহীত তথ্যকে সুবিন্যস্ত করা এবং পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করা বিশেষ প্রয়োজন। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের পাঠে মনযোগ আকর্ষণ জন্যও তাদের মনকে প্রস্তুত রাখা দরকার। এ ক্ষেত্রেও যদি 'অধিকার ও কর্তব্য' আলোচ্য বিষয় হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যেতে পারে। যথা—(১) পারিবারিক জীবনে তোমরা কি কি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাক? (২) পারিবারিক জীবনে তোমাদের অবশ্য করণীয় কি? (৩) তোমাদের পাড়ার ক্লাবে যোগদান করে কি কি সুবিধা পাও? (৪) কোন ক্লাসে যদি শিক্ষক মহাশয় অনুপস্থিত থাকেন তাহলে তোমাদের কর্তব্য কি? এইরূপভাবে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের দ্বারা মূল বিষয় বস্তু উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করা যেতে পারে।

আলোচনা ঃ

বীজবপন বা চারা রোপনের পূর্বে যেমন ক্ষেত্রটিকে ভালভাবে প্রস্তুত করতে হয়, তেমনি অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট বিষয়বস্তু আলোচনা বা উপস্থাপনের পূর্বে শিক্ষার্থীর পাঠে আগ্রহ সঞ্চার এবং মনোযোগ আকর্ষণ করতে হয়। আবার শুধু ক্ষেত্র

প্রস্তুত হলেই হয় না, কী ভাবে সেই উর্বর ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন করা হবে সে সম্পর্কেও একটা পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। এই সময় আলোচনা পদ্ধতির বিভিন্ন রূপের কথা স্মরণ করতে হবে। স্থান কাল পাত্র বিশেষে আলোচনার কোন্‌রূপ একান্ত অপরিহার্য তা বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে সুপরিকল্পিত হওয়া আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে যদি আলোচ্য বিষয় হয় 'অধিকার ও কর্তব্য' অথবা গণতন্ত্র বা বেকার সমস্যা, জনসংখ্যা সমস্যা, রাষ্ট্রের কার্যাবলী, এবং একনায়কতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র তাহলে গোষ্ঠীগত আলোচনা, বিতর্কসভা বা প্যানেল আলোচনা প্রভৃতি যে কোন পদ্ধতিতে আলোচিত হতে পারে। যদি আলোচ্য বিষয় উল্লিখিত যে কোন একটি সমস্যা হয় এবং গোষ্ঠীগত আলোচনা পদ্ধতিই যদি একমাত্র উপস্থাপন পদ্ধতি হয়, তাহলে সমগ্র শ্রেণীকে কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করতে হবে এবং প্রতিটি দলের একজন দলপতি নির্বাচিত করে দিতে হবে। অবশ্য শিক্ষক এখানে অবস্থান করবেন প্রকৃত দলপতিরূপে। তিনিই আলোচনা পরিচালনা করবেন। শিক্ষকই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। শিক্ষার্থীদের মতামত বা প্রশ্ন আহ্বান করবেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেকেই যাতে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং অন্যান্য সবাই যাতে মনযোগ সহকারে শুনতে পায় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন শিক্ষক। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে আলোচিত প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করে তারদিকেও নজর দেবেন। পরিশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীর উপস্থাপিত সিদ্ধান্তগুলিকে সংগ্রহ করে সংগঠিত, সমন্বিত এবং সংক্ষিপ্তসার করে দেবেন।

এক্ষেত্রে আলোচনার ভিত্তি হবে বাস্তব পরিবেশ এবং পূর্ব সঞ্চিত অভিজ্ঞতা। সহজ সরল প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক বিষয়বস্তু আলোচনা করবেন। যদি আলোচ্য বিষয় 'অধিকার ও কর্তব্য' হয় তাহলে নিম্নরূপ প্রশ্ন করা যেতে পারে। যথা—(১) সম্পূর্ণ জীবন বিকাশে কি কি অধিকার থাকা উচিত? (২) এই পাড়ায় 'আনন্দমঠ' নামে যে জনকল্যাণ সমিতি আছে তা আমাদের জীবনের কোন্ অভাব পূরণ করে? (৩) জীবনের সমস্ত দিকের সঙ্গে জড়িত এমন একটি প্রতিষ্ঠানের নাম বল? (৪) রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হয় কেন? (৫) গণতান্ত্রিক সমাজে কোন্ অধিকার একান্ত প্রয়োজন? (৬) আমাদের ভারতীয় শাসনতন্ত্রে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এমন একটি বিশেষ পরিচিত অধিকারের নাম বল। (৭) বর্তমান যুগে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের নিকট থেকে কি কি অর্থনৈতিক অধিকার দাবি করেন? (৮) খেলার মাঠে রেফারী ও খেলোয়াড়দের সঙ্গে কিরূপ সম্পর্ক থাকা দরকার? (৯) পারিবারিক জীবনের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ কি? (১০) তোমরা যখন তখন যে কোন লোকের বাড়ীতে যেতে পার না কেন? (১১) স্বাধীন ভাবে চলা ফেরা করতে হলে কি করা দরকার? (১২) তোমাকে যদি ভোটাধিকার দেওয়া যায় তাহলে তুমি কি করবে? (১৩) এই

ভাবে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে বিতর্ক মূলক আলোচনা চলতে পারে। তাছাড়া অধিকার ও কর্তব্য, 'গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র 'গণতন্ত্র ও জনমত', 'গণতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিকদলের ভূমিকা' প্রভৃতি পৌরবিজ্ঞানের নানা বিষয় এবং 'একচেটিয়া ব্যবসা বনাম প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা', 'যৌথমূলধনী কারবার বনাম সমবায়'। অবাধ বাণিজ্যনীতি বনাম সংরক্ষণনীতি' ও ব্যক্তিগত মালিকানা বনাম জাতীয় করণ' প্রভৃতি অর্থনৈতিক নানা সমস্যার উপরও বিতর্কসভা বা সিমপোসিয়াম আয়োজিত হতে পারে।

মূল্যায়ন ঃ

আলোচনার সর্বশেষ পর্ব হচ্ছে অভিযোজন বা মূল্যায়ন। নির্দ্দিষ্ট বিষয়বস্তুর আলোচনার পূর্বে যে উদ্দেশ্য স্থির হয় তা কতটা কার্যকরী বা সফল হলো তার মূল্যায়ন একান্ত আবশ্যক। ছাত্রছাত্রীদের নবলব্ধজ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, এবং দৃষ্টিভঙ্গীর কতখানি পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয়েছে তাকে নানারূপ প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা করা যেতে পারে। আলোচ্য বিষয় যদি "অধিকার ও কর্তব্য" হয় তাহলে শিক্ষার্থীকে যথাক্রমে (১) অধিকারের অর্থ কি? (২) কর্তব্য বলতে কি বোঝ? (৩) সরকার অমাদের কি কি অধিকার দিয়েছেন? (৪) পরিবারের সভ্য হিসাবে তোমার কর্তব্য কি? (৫) রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে তোমার দায়িত্ব কি? (৬) স্থনাগরিকের দায়িত্ব কি হওয়া উচিত? প্রভৃতি বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে সমগ্র আলাপ আলোচনার মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

প্রশ্নাবলী

1. What do you mean by Discussion Method? Describe the importance of this method in the teaching of Economics and Civics.

2. Describe the advantages and disadvantages of the Discussion Method in the teaching of Economics and Civics and give a suggestion for this method.

3. How would you draw your students into a discussion on Democracy? How would discussion be conducted?

(C U. 1968)

4. How would you lead your students through a discussion on individualism and socialism.

(৭)

প্রকল্প পদ্ধতি

[Project Method]

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় 'কাজের মাধ্যমে শিক্ষা' নীতিকে বাস্তবায়িত করিতে গিয়ে প্রকল্প পদ্ধতির জন্ম। অবশ্য প্রকল্প কথাটির ঐতিহাসিকতা আরো প্রাচীন। শিক্ষাক্ষেত্রে এর আবির্ভাবের অনেক আগে ইঞ্জিনিয়ার ও সার্ভেয়াররা তাঁদের প্লানে এই কথাটি ব্যবহার করতেন। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রকল্প পদ্ধতি পরোক্ষভাবে প্রচলিত হয়। প্রকল্প পদ্ধতির প্রত্যক্ষ প্রকাশ হয় ম্যাসাচুসেটসে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। ম্যাসাচুসেটসের শিক্ষা রাজ্য বোর্ড প্রকল্প কথাটি শিক্ষার্থীদের বাড়ীর কাজ দিতে গিয়ে "Home project" হিসাবে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।

প্রকল্প পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

কর্মকেন্দ্রিকতা হচ্ছে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই দিক থেকে এই পদ্ধতির গুরুত্ব বেশী। কোন কোন শিক্ষাবিজ্ঞানী একে কার্য সমস্যা পদ্ধতি বলে অভিহিত করেছেন। কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর আত্মপ্রকাশ ঘটে, সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন আধুনিক যুগের শিক্ষানায়ক জন ডিউই। জন ডিউই বৈপ্লবিক মতবাদের উপর ভিত্তি করেই এই প্রকল্প পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। জন ডিউই শিকাগো শহরে তাঁর ল্যাবোরেটারী স্কুলে সমস্যা সমাধান পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। পরে তাঁর প্রিয় শিষ্য ডঃ উইলিয়াম হাউ কিল প্যাট্রিক ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে 'সমস্যা সমাধান পদ্ধতি'র সংস্কার করে নূতন পদ্ধতির নাম দেন "প্রজেক্ট পদ্ধতি"। এই পদ্ধতির সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"Project is a whole hearted purposeful activity executed in a social environment" [1] অর্থাৎ প্রজেক্ট হচ্ছে এমন একটা উদ্দেশ্যমূলক কাজ যা সামাজিক পরিবেশে সম্পাদিত হয়। এই সংজ্ঞাটিকে আরো সহজ সরল করে জে, এ. ষ্টিভেনসন বলেছেন—"Project is a problematic act carried to

---

1. "The Project method", Teachers College Record 19, (Sept. 1918) P. 320.

completion in its natural setting"[1] অর্থাৎ প্রজেক্ট হচ্ছে একটা সমস্যামূলক কাজ যা তার স্বাভাবিক পরিবেশে সুসম্পন্ন করতে হয়। প্রকল্প পদ্ধতির প্রতিটি কাজের পিছনে থাকবে একটি সমস্যা এবং তার পিছনে থাকবে একটা উদ্দেশ্য। ডিউই বলেছেন "Thinking occurs in a perplexing situation." বিস্ময়কর পরিস্থিতিতে চিন্তাভাবনার উন্মেষ ঘটে। চিন্তাভাবনা থেকেই আবার সৃষ্টি হয় জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা থেকে সমস্যার উপলব্ধি ঘটে। সমস্যাটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হলে, শিক্ষার্থী স্বাভাবিকভাবে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য তৎপর হয়ে উঠবে এবং তার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানার্জন সহজতর হবে। এক্ষেত্রে প্রকল্পটি শিক্ষার্থী নিজেরাই ঠিক করবে। তাদের তরফ থেকে প্রথমে প্রকল্পের প্রস্তাব আসবে। সুতরাং প্রজেক্ট পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে (১) শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা, (২) সক্রিয়তা, (৩) বাস্তব অভিজ্ঞতালাভ এবং (৪) অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদান।

অধ্যাপক কিল প্যাট্রিক প্রজেক্টকে মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—(১) **সংগঠনমূলক প্রজেক্ট**, (২) **উপভোগমূলক প্রজেক্ট**, (৩) **সমস্যামূলক প্রজেক্ট** (৪) **শিক্ষামূলক প্রজেক্ট**।

প্রকল্পের শ্রেণীবিভাগ

কোন বস্তু, কোন মডেল, কোন চার্ট, কোন বাগান প্রভৃতি হাতেকলমে তৈরী করা, নির্মাণ করা বা গড়ে তোলা হলে তাকে সংগঠনমূলক প্রকল্প বলা হয়। গল্প শোনা, আবৃত্তি, রচনা পাঠ, কবিতা পাঠ, গান গাওয়া এবং চিত্র বা নক্সার সৌন্দর্য উপভোগ করা হলে তাকে উপভোগমূলক প্রজেক্ট বলে। কোন বিষয়ের কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়, তথ্য আহরণ করা এবং বিচার-বিশ্লেষণ করা হচ্ছে সমস্যামূলক প্রজেক্ট। সর্বোপরি কোন সমস্যা সমাধানের বা কর্ম সম্পাদনের মুখ্য উদ্দেশ্য যদি জ্ঞান অর্জন হয়, তাহলে তাকে শিক্ষামূলক প্রজেক্ট বলা হয়। আবার কোন কোন শিক্ষা-বিজ্ঞানী প্রকল্প পদ্ধতিকে **ব্যক্তিগত পদ্ধতি** (**individual project**) এবং দলগত বা **সমষ্টিগত পদ্ধতি** (**group project**) এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। যখন কোন কাজ প্রত্যেক শিক্ষার্থী ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন করে তখন সেটি ব্যক্তিগত পদ্ধতি হয়। আবার যখন কাজটি বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী দ্বারা সম্পাদিত হয় তখন তাকে সমষ্টিগত পদ্ধতি বলা হয়।

কোন প্রজেক্ট সম্পাদন বা কোন সমস্যা সমাধান করতে হলে চারটি প্রধান স্তরের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে যেতে হয়। সেই স্তরগুলি যথাক্রমে :—(১) উদ্দেশ্য নির্ণয় (Purposing), (২) পরিকল্পনা (Planning), (৩) সম্পাদন

---

1. The project method of Teaching (New York, 1921) p 43

(Execution) এবং (৪) বিচার-বিশ্লেষণ (Judging)। যে কোন প্রজেক্ট বা কাজে নামার আগে সেই কাজের উদ্দেশ্যটি স্থির করতে হয়। উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হবার পর চিন্তা করতে হয় কিভাবে সেই লক্ষ্যে পৌছান যায়। তার জন্য প্রয়োজন একটি পরিকল্পনা। আবার নিছক পরিকল্পনা কর্মে সাফল্য আনে না। এর জন্য প্রয়োজন হয় কর্ম সম্পাদন। সম্পাদিত কর্মের ত্রুটিবিচ্যুতি এবং সাফল্য বা অসাফল্য বিচার-বিশ্লেষণ করা মানুষের সাধারণ ধর্ম। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রের অগ্রগতি পরিকল্পনাসম্মত এবং বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী হওয়া একান্ত আবশ্যক।

প্রকল্পের বিভিন্ন স্তর

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে প্রকল্প পদ্ধতির প্রয়োগ

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাদান কালে এই প্রজেক্ট বা প্রকল্প পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহারগত মূল্য অধিক। অধ্যাপক বিনিং ও বিনিং বলেছেন—"Civics especially offers many opportunities to use the method." বস্তুত: অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে এই পদ্ধতির (means) সম্বন্ধ বেশী ঘনিষ্ঠ। উভয় শাস্ত্রই সমাজবিজ্ঞান। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজবিবেক সৃষ্টি করা, তাদের সৃজনশীল শক্তি বাড়িয়ে তোলা বা কর্মচঞ্চল করে তোলা উভয় শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্যদিকে পদ্ধতি বিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষা বিষয়ের মূল উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করা। আবার প্রকল্প পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বাধীনতা ও সক্রিয়তা।

অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় আলোচনা কালে ছাত্র শিক্ষক উভয়েই সম্মিলিতভাবে অর্থনৈতিক কোন সমস্যার সমাধান প্রজেক্ট পদ্ধতির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে পারেন। ধরা যাক্, অর্থশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায় 'জাতীয় আয়' পাঠদান কালে সমগ্র বিষয়টিকে কয়েকটি ক্ষুদ্র অংশে (unit) বিভক্ত করে 'ভারতের জনগণের মাথাপিছু আয় কত' এই সমস্যার উপর একটি প্রজেক্ট রচনা করা যেতে পারে। এই পদ্ধতির মূল কথা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পাঠদান। অর্থনীতির শিক্ষক কেন এই বিষয়টি আলোচনা করা হবে, এর প্রয়োজনীয়তা কি বা সার্থকতা কি সে সম্পর্কে সাধারণ ভাবে আলোচনা করবেন। তার পর কি ভাবে মাথাপিছু আয় জানা যাবে সে সম্পর্কে সবাই মিলে একটি পরিকল্পনা করবেন। পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজন হবে তথ্য সংগ্রহ। তথ্য সংগ্রহ কেবলমাত্র সরকারী কাগজপত্র, বই পুস্তক, আদমসুমারীর বিবরণ প্রভৃতির উপর নির্ভর করবে না। বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য শিক্ষক মহাশয় ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন দলে (group) বিভক্তি করে দেবেন। একদল যাবে শহরের নিকটবর্তী গ্রামের ২৫টি উচ্চ-মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক ও কৃষক পরিবারের

আয়ব্যয়ের হিসাব সংগ্রহ করতে। অন্য একটি দল অনুরূপভাবে শহরের মধ্যে ২৫টি পরিবারের আয়ব্যয়ের হিসাব সংগ্রহ করবে। অন্য একটি দল সরকারী দপ্তরখানা থেকে তথ্য আহরণ করবে। এই ভাবে তিনটি দল যখন তথ্য সংগ্রহ কাজ শেষ করবে তখন সেই সংগৃহীত তথ্যের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিচার-বিশ্লেষণ করবে। অর্থনীতির শিক্ষক এখানে একেবারে নির্লিপ্ত থাকবেন না। তিনি প্রতিটি দলের নেতৃত্ব করবেন, সমস্যা দেখা দিলে তাদের সাহায্য করবেন এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ দেবেন। অনুরূপভাবে অর্থনীতির অন্যান্য বিষয় যেমন ভারতের জনসংখ্যা সমস্যা, বেকার সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, প্রভৃতি নানা বিষয়ের উপর প্রজেক্ট রচনা করা যেতে পারে।

অন্যদিকে পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়গুলিও এই প্রজেক্ট পদ্ধতিতে প্রয়োগসিদ্ধ। সরকারের কার্যাবলী, সাধারণ নির্বাচন, জনমত গঠন, রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের গঠন, আইন সভার কার্যাবলী প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার উপর প্রজেক্ট রচনা করা যেতে পারে। অধ্যাপক বিনিং ও বিনিং বলেছেন—"Quite frequently, the civic traits that are emphasized in the Classroom are better practiced in other organizations of the School. Student government offers an excellent opportunity for the practice of these traits. Indeed, Student government itself may be termed as project."[1] সুতরাং বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে 'বিদ্যালয় স্বায়ত্ত শাসন' সংগঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্বের উপর একটি প্রজেক্ট সফল হতে পারে। বিদ্যালয় হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র সমাজ। রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ হলো বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রাষ্ট্র-শাসকদের তুলনায় বিদ্যালয়-শাসকদের দায়-দায়িত্ব আদৌ কম নয়। তাঁদের দায়িত্ব সুদূরপ্রসারী। বস্তুত: বিদ্যালয়ে ছাত্র-পরিষদ (Students' council), শিক্ষালয়-নগর (School city) পরিকল্পনা এবং বিচার পরিষদ ও কর্ম পরিষদ প্রভৃতির দ্বারা আইন, শাসন ও বিচার বিভাগীয় কর্মধারার প্রজেক্ট সার্থক হতে পারে। তাছাড়া ভারতের 'সাধারণ নির্বাচনের' উপর কোন প্রজেক্ট সম্পন্ন করতে হলে, শিক্ষক মহাশয় পৌরবিজ্ঞানের ছাত্রদের দ্বারা ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ থেকে নির্বাচন এবং ভোট গণনা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের কার্যাবলী বাস্তব ক্ষেত্রে কিভাবে সম্পন্ন হয় তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পারেন।

এই পদ্ধতির সুবিধা (Advantages) :

(১) প্রজেক্ট হচ্ছে একটি আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। শিক্ষার্থীর রুচি, আগ্রহ, কর্মক্ষমতা ও সৃজন প্রতিভা প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক চাহিদা এই পদ্ধতিতে পূরণ করা যায়।

---

1. Teaching The Social Studies in Secondary Schools. P.—88.

(২) প্রজেক্ট পদ্ধতি জন ডিউইর সক্রিয়তা তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। নানা কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী হাতেকলমে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

(৩) কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সামাজিক চেতনা উন্মেষ লাভ করে। ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তা উভয়েরই সার্থক বৃদ্ধি সম্ভব হয়।

(৪) শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার সুযোগ লাভ করে। অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন হয়। বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়।

(৫) শ্রেণীকক্ষের একঘেয়েমি নষ্ট হয়। শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ লাভ করে। স্বাধীনতার আলোকে তাদের হৃদয় ও মন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

(৬) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, দলপ্রীতি এবং আত্মত্যাগ প্রভৃতি নানা গুণের বিকাশ ঘটে।

(৭) বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়। অনুবন্ধ প্রণালীর বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হয়। অখণ্ড জ্ঞানলাভের পথ সুগম হয়।

(৮) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক দায়-দায়িত্ব বোধ জাগরিত হয় ও সুনাগরিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ করা যায়। সামাজিক কর্মে দক্ষতা বাড়ে।

(৯) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ

(১) প্রজেক্ট পদ্ধতির অন্যতম প্রধান অসুবিধা হচ্ছে শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় না। কোন বিষয়ের শিক্ষা সম্পন্ন করা যায় না।

(২) শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক সময় জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের সঙ্গে যোগসূত্র-স্থাপন করতে গিয়ে শিক্ষা বিভ্রাট দেখা দিতে পারে। তাই জন আডমস্ বলেছেন—"There was a tendency to go to extreme, and sometimes curriculum got into a state of inextricable confusion. All the subjects got mixed up in a general jumble."

(৩) প্রজেক্ট পদ্ধতি মত শিক্ষা কার্য পরিচালনা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে কোন প্রজেক্ট সম্পন্ন করতে অধিক সময়েরও প্রয়োজন।

(৪) এই পদ্ধতির আর একটি বিপদ হচ্ছে এখানে অনেক সময় লক্ষ্যের চাইতে উপলক্ষ্য বড় হয়ে ওঠে। জ্ঞানার্জন অপেক্ষা কাজটাই বড় হয়ে যায়।

(৫) প্রজেক্ট পদ্ধতি মত শিক্ষাদান কার্যের জন্য শিক্ষকের বিশেষ ট্রেনিং-এর প্রয়োজন। যে দেশে ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা অতি অল্প এবং শিক্ষকের স্বাধীনতা নেই, সে দেশে এই পদ্ধতি মত শিক্ষাকার্য পরিচালনা আদৌ সম্ভব কিনা চিন্তার বিষয়।

(৬) সর্বোপরি ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্বজ্ঞান, কর্মে নিষ্ঠা এবং নেতৃত্বদান ক্ষমতার উপর এই পদ্ধতির সাফল্য একান্তভাবে নির্ভরশীল। ফাঁকি দিয়ে মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না। সুতরাং প্রকল্প পদ্ধতির সাফল্য ছাত্রছাত্রীদের শৃঙ্খলাবোধের উপরও নির্ভরশীল।

প্রশ্নাবলী

1. What do you mean by Project Method? What are its characteristics? Describe its advantages and disadvantages.

2. Show hcw the study of Economics and Civics can be made successful by the use of this project method.

3. With the application of project method draw up a scheme of lesson on one or two topics to be taught in Economics and Civics to secondary school pupils.

(৮)
সমস্যা সমাধান পদ্ধতি
[Problem Solving Method]

গতানুগতিক শিক্ষাধারায় শিক্ষার্থীর আগ্রহ, কৌতূহল, চিন্তাশক্তি ও বিচারশক্তির কোন মূল্য নেই। যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা করার এবং মতামত ব্যক্ত করার কোন সুযোগ নেই। শিক্ষা একান্তভাবে শিক্ষক-কেন্দ্রিক। তাই জন ডিউই তার আগ্রহ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে, শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা পদ্ধতির প্রয়োগ করেন তাঁর ল্যাবরেটারী স্কুলে।

এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

ডিউইর মতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। শিক্ষাথীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ ও উদ্যমের সুষ্ঠু বিকাশ সাধন হচ্ছে এই সমস্যা পদ্ধতির মূল ভিত্তি। কোন বিষয় সমস্যাকারে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানুষের জীবন, রাষ্ট্র ও সমাজ সব কিছুই সমস্যাজড়িত। তাই মানুষ নানা সমস্যা সমাধানের জন্য নিয়ত ব্যস্ত। তাছাড়া মানুষের আগ্রহের রূপ ও বস্তু সংখ্যাতীত ও বৈচিত্র্যময়। জেস্টলট মনোবিজ্ঞানীদের মতে সমস্যাই মানুষকে

সামনের পথ দেখায়। পিছনের পথ বুঝতে সাহায্য করে। সামনের অস্পষ্ট পথে এগোতে এগোতে সমাধানে পৌঁছা সহজ হয়। উডস্ওয়ার্থ বলেছেন, সমস্যাই মানুষের অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি করে। অগ্রদৃষ্টি ও পশ্চাৎ দৃষ্টির সমন্বয়ে সমস্যা সমাধান সফল হয়। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সামনে যখনই কোন সমস্যা তুলে ধরা হয় তখনই তার চিন্তারাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সেই আন্দোলন থেকে শিক্ষার্থী তার বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে।

প্রজেক্ট বা প্রকল্প পদ্ধতির সঙ্গে সমস্যা সমাধান পদ্ধতির পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট।

প্রকল্প ও সমস্যা সমাধান পদ্ধতির পার্থক্য

প্রকল্প পদ্ধতিতে দেহ ও মন উভয়েই বিশেষভাবে সক্রিয়। হাতে কলমে কর্মানুশীলন প্রকল্প পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখানে বাস্তব কাজের সঙ্গে সমস্যা অতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বিষয়টিকে সমস্যা আকারে উপস্থাপিত করা হয়। মানসিক চিন্তা, ধারণা এবং প্রেরণা দ্বারা শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়। অপরদিকে সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে সমস্যাটাই মূলতঃ প্রধান। এই সমস্যার সৃষ্টি ক্ষেত্র হচ্ছে মন। তাই এখানে মনের প্রাধান্য বেশী। মানুষের চিন্তা, ভাবনা, ধারণা এবং প্রেরণার মূল উৎস হচ্ছে মন। কোন সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন, তথ্য সংগ্রহ, বিষয় বস্তুর বিচার বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিছক মানসিক প্রক্রিয়া। সুতরাং সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে পাঠ্যানুশীলন এবং গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণই হচ্ছে একমাত্র লক্ষ্য। অধ্যাপক বিনিং ও বিনিং বলেছেন প্রকল্প হচ্ছে বাস্তব পরিবেশে ব্যবহারিক কর্ম সম্পাদন, অন্যদিকে সমস্যা সমাধান ক্ষেত্রে মানসিক দিক থেকে সমস্যা সমাধান। ["The problem method differs from the Project in that the emphasis in it is on the mental solution reached rather on a practical accomplishment. Project method demands practical accomplishment in a real situation and the problem method emphasis the mental conclusion that is drawn."] এ ক্ষেত্রে শিক্ষকই বিষয় বস্তু উপস্থাপনের পূর্বে সমস্যাটিকে শিক্ষার্থীর সামনে তুলেধরেন। কিন্তু প্রকল্পের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নিজেরাই সমস্যা ঠিককরে পরিকল্পনা রূপায়নে সচেষ্ট হয়।

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান উভয় শাস্ত্রই সমাজবদ্ধ মানুষের সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা সমস্যার বিজ্ঞান। মানুষের ভোগ, বিনিময়, উৎপাদন, বণ্টন এবং দ্রব্যমূল্য, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতি নানা সমস্যা অর্থশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। অন্য-

দিকে সরকারের কর্তব্যাকর্তব্য, নাগরিকতাবোধ, গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের স্থান, জনমত গঠন সমস্যা, জনগণের অধিকার ও কর্তব্য, নির্বাচন সমস্যা এবং আইন ও স্বাধীনতা প্রভৃতি নানা সমস্যা পৌরনীতির আলোচ্য বিষয়। সুতরাং অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পঠন-পাঠন এই সমস্যা পদ্ধতিতে যে বিশেষ ভাবে সার্থক তা অবশ্যস্বীকার্য। সমস্যা সামাধান পদ্ধতি একান্তভাবে সমস্যা-কেন্দ্রিক বা বিষয়-কেন্দ্রিক। কর্ম-কেন্দ্রিক নয়। এই সমস্যা সমাধান পদ্ধতির আবার চারিটি স্তর। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধানের জন্য দেহমন উন্মুখ হয়ে ওঠে। নানা ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার দ্বারা তার সমাধান চায়। এর জন্য প্রয়োজন হয় তথ্য সংগ্রহ (Data)। তথ্য সংগৃহীত হলে পরিকল্পনা (Hypothesis) করা প্রয়োজন হয়। আবার প্রকল্প স্থির হওয়ার পর আসে পরীক্ষণ ক্রিয়া (Testing)।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির প্রয়োগ

উপযুক্ত সমস্যা নির্বাচন করাই হচ্ছে এই পদ্ধতির মূল্যবান কথা। অর্থনীতির দিক থেকে বিভিন্ন সমস্যা যথা—ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমস্যা, জনসংখ্যা ও খাদ্য সমস্যা, বেকার সমস্যা, শ্রমিকদের মজুরী সমস্যা, ব্যক্তিগত আয় ও জাতীয় আয় সমস্যা, দ্রব্যমূল্য সমস্যা, মূলধন সমস্যা এবং ব্যাঙ্ক ও বীমা সমস্যা প্রভৃতি আলোচনা কালে তথ্য সংগ্রহ, পরিকল্পনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা একান্ত অপরিহার্য।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের দায়িত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞাতব্য বিষয়টি কিভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হবে এবং তার চিন্তাশক্তির স্বাভাবিক উন্মেষ ঘটবে সে সম্পর্কে অনুধাবন ও নীতি নির্ধারণ করবেন বিষয়-শিক্ষক। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীন চিন্তার অবকাশ দিবেন এবং মতামত ব্যক্ত করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। শিক্ষার্থীও অনুরূপভাবে সেই মুক্ত পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ করবে তাদের যুক্তিবাদী মনকে প্রকাশ করে আর অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুকে বর্জন করে।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির নীতি (Principles) :

অধ্যাপক বিনিং ও বিনিং সমস্যা সমাধান পদ্ধতির চারটি বিশেষ নীতির উল্লেখ করেছেন। যথা :—

(১) শিক্ষার্থী নিজেই সমস্যা খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে। শিক্ষক বাহির থেকে কেবলমাত্র আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করবেন।

(২) সমস্যা অতি অবশ্যই সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হবে। শিক্ষক সমূহ সমস্যাকে পরিষ্কার ভাবে আলোচনা করে দিবেন।

(৩) সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ স্থির করে দেওয়া হবে। এই উপকরণ হবে স্পষ্ট এবং বাস্তব।

(৪) আবার সমাধান হবে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ। কোন সমস্যার সমাধান শিক্ষার্থীর মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে থাকবে না। যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তা অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হবে।

এই পদ্ধতির সুবিধা (Advantages) ঃ

(১) জীবনই সমস্যা। আবার সমস্যাই জীবন। সুতরাং সব সমস্যা সমাধানের জন্য এই পদ্ধতি একান্ত প্রযোজ্য।

(২) শিক্ষার্থীর পাঠে আগ্রহ এবং উদ্যম সঞ্চার করার জন্য এই পদ্ধতি বিশেষ প্রয়োগসিদ্ধ।

(৩) গণতান্ত্রিক জগতে গণতান্ত্রিক শিক্ষাধারার বাস্তব রূপায়ণ হয় এই পদ্ধতিতে। শিক্ষার্থী তার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ লাভ করে।

(৪) এই পদ্ধতিতে পঠন-পাঠনের ফলে শিক্ষার্থীর মনের প্রসারতা ও পরমতসহিষ্ণুতা গুণের চরম বিকাশ সম্ভব হয়।

(৫) সমস্যা সমাধানকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সামনে নানা উপকরণ উপস্থাপিত করতে সক্ষম হন।

(৬) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তি অপেক্ষা বৌদ্ধিক বিকাশ বেশী সম্ভব হয়।

(৭) নানা সমস্যা সমাধান দ্বারা শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

(৮) এই পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক মধুর হয়।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ

(১) বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীতে এই পদ্ধতি আদৌ প্রযোজ্য নয়।

(২) এই পদ্ধতিতে কোন সমস্যার সমাধান সময়সাপেক্ষ। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কোন সমস্যার সুস্থ সুন্দর সমাধান করা যায় না।

(৩) এক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা বেশী। আমাদের এই অর্ধোন্নত দেশের পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব এই পদ্ধতিতে সাফল্য লাভের পথে প্রধান অন্তরায়।

(৪) অনেকের মত সমস্যা পদ্ধতি একটি প্রাচীন পদ্ধতি। কারণ এখানে 'কে' 'কি' এবং 'কেন' প্রভৃতি প্রশ্নের প্রাধান্য বেশী।

(৫) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী অনেক সময় বই পড়ে তার মানে না বুঝেই কিভাবে

প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবে তার জন্য প্রস্তুত হয়। সমস্ত বিষয় যদি সমস্যাজড়িত হয় তাহলে শিক্ষার্থী বিশেষ অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।

(৬) এই পদ্ধতিতে কর্মের মাধ্যমে শিক্ষানীতি ফলপ্রসূ হয় না।

(৭) সমস্যা সমাধান পদ্ধতি অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করতে শিক্ষার্থীদের প্রণোদিত করে।

প্রশ্নাবলী

1. Show the differences between a project and a problem method.

2. Indicate the advantages and disadvantages of arranging a course on the basis of problems.

3. Work out a list of problems for a course in problems of Democracy.

4. What are the advantages and disadvantages of the problem method ?

5. What is the teacher's part in a project and problem ?

(৯)

আবিষ্কার পদ্ধতি

[Heuristic Method]

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে শিশুর অন্তর-প্রকৃতিকে বহিঃপ্রকাশ করা। শিক্ষার্থীর নিজস্ব সামর্থ্য, রুচি, ও প্রবণতা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে তারা অজানাকে জানবে, অচেনাকে চিনবে আর অনতিক্রম্যকে করবে অতিক্রম। আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে উঠবে। অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারকে আবিষ্কার করবে—স্বাধীন প্রচেষ্টায়। শিক্ষার্থী নিজেই হবে নিজের আবিষ্কারক, সংগঠন এবং সমালোচক। আবিষ্কার বা হিউরিসটিক পদ্ধতির মূল কথা হচ্ছে শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের আবিষ্কারক রূপে রূপায়িত করা। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজেরাই তাদের শিক্ষণীয় বিষয়কে

জানবে। শিক্ষাবিদ রাইবর্ণ বলেছেন—"এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজেরাই তাদের পথের সন্ধান করে এবং সব ব্যাপারে হয় অগ্রণী। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই এখানে জ্ঞানার্জনের প্রধান ভিত্তি। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী অগ্রগামী হয়ে নূতন জ্ঞানের সন্ধান করে। জ্ঞান আহরণকারী নির্বাক ছাত্রছাত্রী হয়ে ওঠে স্বাধীন শ্রমশীল।

এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক আর্মষ্ট্রং বিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কেবলমাত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল এবং অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান বিভিন্ন জ্ঞানমূলক বিষয়ের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রয়োগসিদ্ধ। এই পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য আবিষ্কার ও সংগ্রহ করা আর তাকে যথাযথভাবে কাজে প্রয়োগ করা। শিক্ষার্থীকে বাস্তব পর্যবেক্ষক করে তোলা হচ্ছে এই পদ্ধতির অন্যতম মূল লক্ষ্য।

অধ্যাপক জন ডিউই বলেছেন—"চিন্তার বিপরীত হচ্ছে জড়তা, এটি কেবলমাত্র অকৃতকার্যতার চিহ্ন নয়, বিচারশক্তি এবং বুঝবার ক্ষমতাকে নষ্ট করে, ঔৎসুক্যকে খর্ব করে, মনকে উদাসীন এবং জ্ঞানকে নিরানন্দময় করে।" তাই শিক্ষার্থী যাতে পণ্ডিতমূর্খ ও জড়ভরতে পরিণত না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল ক্ষমতাকে পরিস্ফুট করা এই পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতিই শিক্ষার্থীর কর্মচঞ্চলতা এবং সক্রিয়তা-শক্তির বিকাশের সহায়ক।

এই পদ্ধতিতে কোন একটি বিষয়ের কতকগুলি নিয়ম শেখানোর উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তাকে প্রণালীবদ্ধ করবে সেই সাধারণ নিয়মটিকে শিক্ষার্থী নিজেরা কিভাবে জানতে পারবে সেই শিক্ষা দেওয়া হয় এই পদ্ধতিতে। এখানে আরোহী প্রণালী (Inductive process) অবলম্বন করা হয়। কতকগুলি জানা তথ্য থেকে শিক্ষার্থীরা অজানা জ্ঞানের সন্ধান লাভ করে। ছাত্ররা নিজের চেষ্টায় বিভিন্ন উপকরণ সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নানা তথ্য সংগ্রহ করে। এই ভাবে শিক্ষার্থী প্রবেশ করে জ্ঞানের নূতন ক্ষেত্রে।

অর্থনীতি বা পৌরনীতি পড়াবার সময় এই পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা আছে। যেমন বিভিন্ন ধরণের বাজার আলোচনার সময়, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ ক্ষেত্রে, সরকারের করনীতি, রাষ্ট্রের কার্যাবলী এবং নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় আলোচনাকালে এই পদ্ধতি অনুসৃত হতে পারে। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান পঠন-পাঠন কোন একটি একক পদ্ধতিতে সার্থক হয় না। সেই দিক থেকে যেহেতু এই পদ্ধতি কোন একটি

পৃথক পদ্ধতি নয়, অথচ সকল পদ্ধতির সার "(essence of all methods)", সেই হেতু অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অধিক।

এই পদ্ধতির সুবিধা (Advantages):

(১) এই পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হচ্ছে এখানে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা এবং কর্ম-চঞ্চলতার যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী এখানে নীরব শ্রোতা হয়ে থাকে না। নিজ নিজ বিষয়ে চিন্তা করতে শেখে। বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। ধারণা ও চিন্তাশক্তি বাড়ে।

(২) শিক্ষার্থীকে অনুসন্ধানী ও পর্যবেক্ষক করে তোলে এই পদ্ধতি। কোন তথ্যকে গ্রহণ করার আগে তার পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তিকে যাচাই করে নিতে পারে শিক্ষার্থী।

(৩) এই পদ্ধতি মনস্তত্ত্বমূলক। শিক্ষার্থীর আগ্রহ, ধারণা, রুচি ও প্রবণতা সার্থকতা লাভ করে এই পদ্ধতিতে।

(৪) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয় এই পদ্ধতিতে। এখানে ছাত্র-শিক্ষকের পারস্পরিক সহযোগিতায় বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হয়।

(৫) বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির উপযোগিতা বেশী।

(৬) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মনে বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগ্রহ ও উৎসাহ বেশী পরিমাণে জন্মে। কাজের মাধ্যমে বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা শিক্ষা পরিচালিত হওয়ার ফলে শিক্ষায় একঘেয়েমী নষ্ট হয়।

(৭) অভিজ্ঞতার গঠন ও পুনর্গঠন সুসম্পন্ন হয়।

অসুবিধা (Disadvantages):

(১) এই প্রণালীতে শিক্ষা সময়সাপেক্ষ। কোন একটি সমস্যার তথ্য সংগ্রহ, ছক বিন্যাস, সমানীকরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। তাই এখানে শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

(২) অপরিণত বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি আদৌ প্রয়োজ্য নয়। নিম্ন শ্রেণীতে এই পদ্ধতি মত শিক্ষাদান করা চলে না।

(৩) এই প্রণালীতে শিক্ষাদান কালে শিক্ষকদেরও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কেবলমাত্র পুস্তকের উপর নির্ভর করে এই পদ্ধতি মত শিক্ষাদান চলে না। প্রয়োজন হয় নানা উপকরণ, গবেষণাগার প্রভৃতি।

(৪) এই পদ্ধতিতে সব শিক্ষক আবার সাফল্য লাভ করতে পারেন না। এই পদ্ধতির সাফল্য শিক্ষকের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। এর জন্য শিক্ষকের বিশেষ ট্রেনিং ছাড়া এই পদ্ধতি সফল হয় না।

প্রশ্নাবলী

1. What do you mean by Heuristic Method ? Describe its importance in teaching Economics and Civics at High School classes.

2. Describe the advantages and disadvantages of Heuristic method of teaching.

OF EDUCATION FOR W
Dept. of Extensive
SERVICES
CALCUTTA-27

৯

পাঠদান প্রণালীর ধরণ

MODES OF INSTRUCTIONS

শ্রেণীকক্ষে পঠন পাঠনের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে পাঠদান প্রণালীর ধরণ। অতি প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রণালী প্রচলিত ছিল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সমষ্টিগত শিক্ষণ প্রণালীর প্রচলন ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের সম্প্রসারণে নূতন নূতন প্রণালীর উদ্ভব ঘটেছে। বর্তমান কালে শ্রেণী শিক্ষণ (class teaching) ক্ষেত্রে পাঠদান মূলতঃ তিনটি পথে পরিচালিত হয়। প্রথম পথে চলছে সমগ্র শ্রেণী, দ্বিতিয়তে কয়েকটি গোষ্ঠী আর তৃতীয় পথটি বহন করে চলেছে ব্যক্তিকে। প্রথমটি সর্বজন পরিচিত সার্বজনীন যৌথ পথ। দ্বিতীয়টি অধুনা প্রচলিত গোষ্ঠী কেন্দ্রিক অভিজাত পথ। তৃতীয়টি মনোবিজ্ঞান সম্মত ব্যক্তিভিত্তিক রাজপথ। আমাদের ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় প্রথম পথের ব্যবহার অধিক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পথের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেও আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কাছে আজও উন্মুক্ত হয় নি। অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হলেও বর্তমান কালে তার ব্যবহার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। প্রচলিত শিক্ষাধারায় সার্বজনীন শ্রেণী শিক্ষার প্রচলন বেশী। কিন্তু এই শ্রেণী কক্ষে পাঠদানের মধ্যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কতখানি মর্যাদা রক্ষিত হয় সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশে বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু সেই সকল পদ্ধতি কোন্ পথে পরিচালিত হবে সেটাও আজকের দিনে একটা বড় সমস্যা। আবার এই পথ বা প্রণালী ও পদ্ধতি এক কথা নয়। পদ্ধতি হচ্ছে শিক্ষাদানের একটা বিশেষ কৌশল বা টেক্‌নিক্ (Technique)। অন্যদিকে প্রণালী হচ্ছে একটি বিশেষ পথ (way)। সেই পথকে অনুসরণ করে চলে পদ্ধতি। তাই একটি প্রণালীতে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার চলে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে পূর্বের অধ্যায়ে মূলতঃ শ্রেণী শিক্ষণ পরিবেশে বিভিন্ন পদ্ধতি কি ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তিভিত্তিক

পদ্ধতি ও প্রণালীর পার্থক্য

শিক্ষা ক্ষেত্রে কি ভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। এখন চিরাচরিত শ্রেণী শিক্ষণ বা যৌথ পাঠদান, এবং ব্যক্তিভিত্তিক পাঠদান প্রণালীর বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

যৌথ পাঠদান প্রণালী (Genetic Mode) :

শ্রেণী কক্ষে পঠন-পাঠনের এই প্রণালীটি সবার কাছে বিশেষ পরিচিত। এই যৌথ পাঠদান প্রণালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষক এখানে পরামর্শ ও শিক্ষাদান শ্রেণীর সকল

বৈশিষ্ট্য

শিক্ষার্থীকে এক সঙ্গে প্রদান করেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এখানে রক্ষিত হয় না। সমস্ত শ্রেণীকে একটি ইউনিট (unit) হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এক একটি শ্রেণীতে ৪০ থেকে ৫০ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করে। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থী তাদের মতামত ব্যক্ত করে। শিক্ষক প্রশ্নোত্তর, প্রতি-উত্তর, উত্তর-ইঙ্গিত ও পাঠনির্দেশ প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির পাঠ শেষ করেন।

এই প্রণালীতে গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি, বক্তৃতা, আলোচনা, প্রকল্প ও একক বা ইউনিট প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই সকল পদ্ধতির যে কোন একটি বা একাধিক পদ্ধতি যৌথ প্রণালীতে প্রয়োগ সিদ্ধ। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই বিশেষ ধরণের পাঠদান প্রণালী প্রচলিত আছে। বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মূলধন সংগঠন আমদানি ও রপ্তানি প্রভৃতি অর্থনৈতিক সমস্যা এবং রাষ্ট্রের কার্যাবলী, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণনীতি, আইন ও স্বাধীনতা, অধিকার ও কর্তব্য প্রভৃতি বিভিন্ন পৌর নৈতিক সমস্যা এই যৌথ প্রণালীতে সার্থকভাবে উপস্থাপিত করা যায়।

এই প্রণালীর সুবিধা (Advantages) :

(১) এই যৌথ প্রণালীতে শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর সামগ্রীক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। শ্রেণী কক্ষের প্রতিটি ছাত্রছাত্রী নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী পাঠ্যানুশীলনে অংশ গ্রহণ করে এবং সমস্যা সমাধানে নিজ অভিমত ব্যক্ত করে।

(২) এই প্রণালীতে যৌথভাবে শিক্ষণ কার্য পরিচালিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা এবং সংঘপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। মিলেমিশে কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(৩) সামগ্রিকতার মাধ্যমে শ্রেণী পাঠনায় মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ধন হয়।

(৪) শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি এবং যুক্তি প্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

(৫) শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে সমবেতভাবে শিক্ষকের পরিচালনায় কাজ করে যায়। শ্রেণীকক্ষে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

(৬) শ্রেণীকক্ষে সকল শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন শিক্ষোপকরণ ব্যবহারে অভ্যস্ত করা যায়। শ্রেণীকক্ষে বিষয়বস্তুর উপযোগী বহু চার্ট, মডেল, ও ছবি প্রভৃতি প্রদর্শিত হতে পারে।

অসুবিধা (**Disadvantages**) :

(১) এই যৌথ পাঠদান প্রণালীর প্রধান অসুবিধা হচ্ছে এখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আদৌ রক্ষিত হয় না। ব্যক্তিগত চাহিদা, রুচি, প্রবণতা, প্রক্ষোভ, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করার কোন সুযোগ থাকে না এই প্রক্রিয়ায়।

(২) এই প্রণালীতে পাঠ-পরিকল্পনা মাঝারি বা সাধারণ (Average) ছাত্র ছাত্রীদের জন্যই স্থির করা হয়। স্বল্প মেধাবী ও মেধাবী শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের দিকটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

(৩) একটি শ্রেণীতে অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী থাকার জন্য সকলের সমানভাবে অধিত বিদ্যার মূল্যায়ণ করা সম্ভব হয় না। শ্রেণীর সীমিত সময়ে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি দেওয়া যায় না। গৃহের কাজেরও ঠিক মত পরীক্ষা হয় না।

(৪) পাঁচমেশালী শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা রক্ষা করা বড় কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। পাঠ্যানুশীলনে সবার সমান আগ্রহ না থাকায় গোলমাল করার চেষ্টা করে। শ্রেণীকক্ষের নেতৃত্ব ছাত্রদের হাতে চলে যেতে পারে।

গোষ্ঠীবদ্ধ পাঠদান প্রণালী (Group Instruction) :

যৌথ পাঠদান প্রণালীর অনুরূপ গোষ্ঠীবদ্ধ পাঠ দান প্রণালী অনেক ক্ষেত্রে সুপ্রচলিত। এই প্রণালীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্রেণী কক্ষের সকল শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন দলে বা গোষ্ঠীতে বিভক্তকরে পাঠদান কার্য পরি চালিত করা। শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগকে সার্থক করার জন্য শ্রেণীর পরিবর্তে গোষ্ঠীবদ্ধ শিক্ষণ প্রণালীর উদ্ভব হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সমগ্র শ্রেণীর পরিবর্তে একটি দলের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রতিটি দলের একজন দলপতি নির্বাচিত করে দেন শিক্ষক। সবার উপরে থাকেন শিক্ষক। শিক্ষার্থীদেরযোগ্যতা

বৈশিষ্ট্য

অনুসারে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেদেন। আলোচনা, সমস্যা সমাধান, প্রকল্প, আবিষ্কার এবং অবেক্ষণ পাঠচর্চা প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠদান কার্য পরিচালনা করেন শিক্ষক। এক্ষেত্রে ঘরোয়াভাবে বা বিধিবদ্ধভাবে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের নানা সমস্যার আলোচনা চলে। অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা যথা—জাতীয় আয়, জীবনযাত্রার মান, মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রামূল্য

হ্রাস এবং গণতন্ত্র, ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণনীতি, রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী, জনমত ও গণতন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন পৌরনৈতিক সমস্যার আলোচনা গোষ্ঠীগত অলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে।

এই প্রণালীর সুবিধা (Advantages) :

(১) এই প্রণালীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কিছুটা রক্ষিত হয়। একটি গোষ্ঠীতে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকে না বলেই দলের প্রত্যেকের উপর নজর রাখা সম্ভব হয়।

(২) এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। দলের প্রতিটি ছাত্র শিক্ষকের সান্নিধ্যে আসতে পারে। শিক্ষক সহজেই শিক্ষার্থীর দোষ ত্রুটি বুঝতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রভাবিত করতে পারেন।

(৩) এই প্রণালীতে অল্পবুদ্ধি এবং মেধাবী উভয় প্রকার ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়। কারণ তাদের চাহিদা কিছুটা পূরণ হয়।

(৪) এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে পাঠ্যানুশীলন করতে পারে। কয়েকজন মিলে দলগতভাবে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং বিভিন্ন সমস্যার পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারে।

(৫) যদি গোষ্ঠীগুলি সমজাতীয় হয় তাহলে প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রচলন করা সম্ভব হয়।

(৬) এখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা ও সহনশীলতা এবং সৃজনীমূলক চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটে।

অসুবিধা (Dis advantages) :

(১) এই প্রণালীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় না। যদি গোষ্ঠীটি সম-জাতীয় না হয় তা হলে শিক্ষাদান কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না।

(২) একজন শিক্ষকের পক্ষে বিভিন্ন দল পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাছাড়া বিশেষ অভিজ্ঞ শিক্ষক ছাড়া এই প্রণালী অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

(৩) অতিসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের দিয়ে দলগতভাবে কোন প্রকল্প কার্যকরী করা যায় না।

ব্যক্তিভিত্তিক পাঠদান প্রণালী (Individual Mode) :

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ভিত্তিক পাঠদান প্রণালী হচ্ছে আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত একটি পন্থা। এই প্রণালীতে শিক্ষার্থীর চাহিদা, অভিরুচি, সামর্থ্য, প্রবণতা, প্রক্ষোভ এবং

অক্ষতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়। শ্রেণীকক্ষের সামগ্রিক শিক্ষা পরিচালনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উপেক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজ নিজ ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী পঠন-পাঠনে অংশ গ্রহণ করতে পারে। ব্যক্তির প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠক্রম ও পাঠদান পদ্ধতি নির্ধারিত হয় এই প্রণালীতে। এখানে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অনুযায়ী স্তরবিন্যাস হয়। বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর ক্ষমতা অনুসারে কাজের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। পাঠ বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অতিরিক্ত কাজের ব্যবস্থাও এখানে থাকে। এই প্রণালীতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ, গ্রন্থাগার, প্রকৃতি কেন্দ্র (Nature Corner), হবি সেণ্টার (Hobby centre) প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। শিক্ষার্থীর নানা গুণ ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে শিক্ষক শিক্ষাকর্ম পরিচালনা করেন। এই প্রণালীতে আলোচনা পদ্ধতি, প্রকল্প পদ্ধতি, বাটাভিয়া ও ডাল্টন পরিকল্পনা প্রভৃতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বৈশিষ্ট্য

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক পাঠদান প্রণালীর প্রয়োজনীতা অধিক। অর্থনৈতিক ও পৌরনৈতিক নানা সমস্যা শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী এই প্রণালীতে আলোচিত হয়। বিভিন্ন সমস্যার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কার্যক্রম তৈরী করা যেতে পারে। প্রত্যক শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত ভাবে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে বলা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে জাতীয় আয় নির্ধারণ, জীবন যাত্রার মান নির্ণয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি, দ্রব্য মূল্য, শিল্পের একদেশতা প্রভৃতি অর্থনৈতিক সমস্যা এবং গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, মন্ত্রীসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা, রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের কার্যাবলী প্রভৃতি পৌরবৈজ্ঞানিক নানা সমস্যাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিভিত্তিক পাঠ দান চলতে পারে। আবার স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র প্রভৃতি পৌরনীতির বিমূর্ত বিষয়গুলি বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে জানাতে হলে এই প্রণালীর প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকের দায়িত্ব বেশী। শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে বিমূর্ত বিষয় গুলিকে বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করাই শিক্ষকের প্রধান কাজ।

এই প্রণালীর সুবিধা (Advantages) :

(১) ব্যক্তিভিত্তিক পাঠদান প্রণালী মনোবিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়া। এখানে শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করে।

(২) এ ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধিপায়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুসারে পাঠ পরিচালনা করতে পারেন।

(৩) প্রত্যক শিক্ষার্থীকে পৃথক পৃথক ভাবে কাজের দায়িত্ব দিয়ে তাদের কর্ম ক্ষমতা বৃদ্ধিকরা যায়। কর্মানুশীলনে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

(৪) এই প্রণালীতে অগ্রসর শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া যায়। উচ্চ মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করা যায়।

(৫) সমজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে দল বা উপদল গঠন করা যেতে পারে। যোগ্যতার ভিত্তিতে পঠন পাঠনের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা বাড়তে পারে।

(৬) প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারে।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ

(১) এই প্রণালীর প্রধান অসুবিধা হচ্ছে এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক জন শিক্ষকের পক্ষে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর চাহিদা, রুচি, প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করা আদৌ সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা অধিক।

(২) শ্রেণীকক্ষের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যক্তিভিত্তিক পাঠদান কার্য পরিচালনা সহজ সাধ্য নয়। বিষয়বস্তুর পাঠ্যতালিকা হ্রাস না করে এই প্রণালীকে সার্থক করা যায় না। অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত যোগ্যতাকে কাজে লাগান যায় না।

(৩) ব্যক্তিভিত্তিক পাঠদান কার্য পরিচালনা করতে হলে বিদ্যালয়ের অধিক সংখ্যক কক্ষের প্রয়োজন। স্বল্পপরিসর বিদ্যালয় গৃহে এবং প্রয়োজনীয় আসবাব পত্রের অভাবে এই প্রণালীতে পাঠদান কার্য সফল হয় না। সাংগঠনিক ও আর্থিক অসুবিধার মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অসার্থক।

(৪) এই প্রণালীতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা বোধ এবং সামাজিকতা বোধ আশানুরূপভাবে পরিবর্ধিত করা যায় না।

অসুবিধা দূরীকরণের উপায় (Suggestion for improvement) ঃ

(১) ব্যক্তিভিত্তিক পাঠনার অসুধিবা দূর করতে হলে শ্রেণী পাঠনা এবং ব্যক্তি-স্বাতান্ত্র্য ভিত্তিক পাঠদান প্রণালীর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা দরকার।

(২) শিক্ষার্থীর যোগ্যতানুসারে সমজাতীয় শ্রেণী গঠন করা আবশ্যক। উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন এবং নিম্ন বুদ্ধি সম্পন্ন বা অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে সেকসন (Section) গঠন করা যেতে পারে।

(৩) প্রতিটি বিদ্যালয়ে বেশীসংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা দরকার। প্রত্যেক শিক্ষককে শিক্ষার উপযোগী বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া দরকার।

(৫) বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস করা দরকার। প্রত্যেক সেকসনে ২০ জনের বেশী শিক্ষার্থী গ্রহণ না করাই শ্রেয়ঃ।

(৫) বিদ্যালয়ে আর্থিক সংগতি বৃদ্ধিকরা এবং সাংগঠনিক উন্নয়ন বিধান করা দরকার।

(৬) সহ-পাঠক্রমিক কার্যবলীর সুযোগবৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(৭) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী পাঠদান কার্য পরিচালনা করতে হলে বর্তমান কালে বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশে যে সকল পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে তার অনুশীলন করা যতে পারে।

প্রশ্নাবলী

1) What do you mean by Modes of Instruction? What are the differences between the Modes and Methods of Instiuction? Illustrate your answer.

2) Distinguish between Genetic mode and Individual mode and point out their advantages in the teaching of Economics and Civics.

3) How far is Individual mode of instruction in Economics and Civics practicable in class room teaching?

4) What should be the modes of instruction while teaching Economics & Civics in secondary school.

১০

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক শিক্ষাদান পদ্ধতি
INDIVIDUALISED INSTRUCTION

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ আধুনিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। গতানুগতিক শ্রেণী-শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈষম্যের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয় না। কারণ শ্রেণীকক্ষের গণস্বার্থে 'ব্যক্তি ডুবে যায় দলে'। সমষ্টির কাছে তখন ব্যক্তি নগণ্য। সমষ্টির স্বার্থে শিক্ষার মান তখন গড় বা এভারেজ স্তরে নেমে আসে। নিম্নবুদ্ধি বা উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন কোন শিক্ষার্থীর আনুকূল্য বিধান করা অত্যন্তকষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এখানে ব্যক্তিবিশেষের পূর্ণ মর্যাদা আশা করাই বৃথা। তাই আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিগত শিক্ষাদান-পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বস্তুতঃ আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই জন্যই শিশু-পর্যবেক্ষণের উপর অধিক দৃষ্টি দেওয়া উচিত। শিক্ষার্থী যাতে নিজেই লিখতে পারে, নিজেই কাজ করতে পারে, তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা শিক্ষক তথা শিক্ষালয়ের প্রধান কর্তব্য। শিক্ষার্থীর ব্যাক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশসাধন যদি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহলে প্রতিটি ছাত্রছাত্রী যাতে সে সুযোগ ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত না হয় তার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে আর একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রতিটি শিক্ষার্থীর কতগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে অন্যের থেকে পৃথক করেছে। এ পার্থক্য শুধু দেহগত নয়, মনোগত পার্থক্যও বটে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ও মানসিক গঠন এক নয়। আবেগ ও প্রবণতা সবার মধ্যে সমান নয়। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে স্বতন্ত্রভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে প্রত্যেকের মধ্যে লুকানো রয়েছে অনন্ত রহস্য আর অফুরন্ত সম্ভাবনা। তাই তাদের সেই লুকানো রহস্য উদ্ঘাটন এবং সম্ভাবনাকে পরিস্ফুট করার জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ভিত্তিক শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্বীকার্য। তাই মুদালিয়র কমিশন বলেছেন 'এমন শিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যার দ্বারা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ করা যাবে এবং জড়বুদ্ধি, সাধারণ বুদ্ধি ও উচ্চবুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীর নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী উন্নত হবে'। ["A well thought out

attempt should be made to adopt methods of instruction to the needs of individual students as much as possible so that dull, average aud bright students may all have a chance to progress at their own pace."]

(১)

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক শিক্ষাদান পদ্ধতির স্বরূপ

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক শিক্ষাদান পদ্ধতির স্বরূপ কি ?

এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। ব্যক্তিগত শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী তার শক্তিসামর্থ্য অনুসারে শিক্ষা লাভ করে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের কাজকর্ম পরিচালনা, দেখাশুনা এবং প্রয়োজনীয় সময়ে তাদের সাহায্য করেন। শিক্ষার্থীর সুযোগ-সুবিধা এবং স্বাধীনতা বৃদ্ধি করাই হচ্ছে এই ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। মেধাবী এবং পশ্চাদ্‌পদ সবার ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই পদ্ধতি অনুসারে শ্রেণী গঠনের ভিত্তি হবে মানসিক শক্তির বিকাশ, মেধা এবং বয়স। এখানে প্রকৃত বয়স ও মনোবয়সের মধ্যে সমতা যতদূর সম্ভব রক্ষিত হবে। প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে তার রুচি, প্রবণতা, শক্তি, সামর্থ্য ক্ষমতা এবং সম্ভাবনাকে সহজ, সরল ও স্বাভাবিক পরিবেশে চরিতার্থ ও পরিবর্ধিত করতে পারে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে এই পদ্ধতিতে।

প্রতিটি শিক্ষার্থীর ভূমিকা হবে সক্রিয়। যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে কাজ দেওয়া হয়। পাঠক্রমের বাইরে প্রসঙ্গযুক্ত অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় এখানে। উচ্চবুদ্ধি ও অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন সকল শিক্ষার্থীকে পৃথক পৃথক ভাবে নিয়মিত কাজের ভার দেওয়া হয় এই পদ্ধতিতে। এখানে শিক্ষার্থীরা নিজ প্রচেষ্টায় শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তব পরিস্থিতি থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা দ্বারা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুযায়ী সুসম্পন্ন হয়। শিক্ষকের ভূমিকা আদৌ নগণ্য নয়। তিনি এখানে একাধারে বন্ধু, দার্শনিক ও পরামর্শদাতা। শিক্ষকের মাধুর্যময় ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং পরিচালন নৈপুণ্য এই পদ্ধতিতে একান্ত অপরিহার্য।

শিক্ষাবিদদের মতে ব্যক্তিগত শিক্ষা পদ্ধতি বহু প্রকারের এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি এক। সাধারণতঃ এই পদ্ধতিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন শিক্ষাবিজ্ঞানীরা।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ভিত্তিকশিক্ষাদান পদ্ধতির প্রকারভেদ

প্রথমতঃ **দৃঢ় প্রথায় (Rigid System)** সমানভাবে উন্নত এবং সর্ববিষয়ে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শ্রেণী গঠন করা হয়। প্রত্যেক শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠক্রম নির্দিষ্ট থাকে। অধিকাংশের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে শিক্ষাদান কার্য পরিচালিত হয়। আবার বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কৃতিত্ব অনুযায়ী যখন বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়বার সুযোগ করে দেওয়া হয় তখন সেইরূপ ব্যবস্থাকে **স্বাধীন প্রথা (Free System)** বলা হয়। দ্বিতীয় এই প্রথাটিতে এক বিষয়ে জ্ঞানের অভাব অন্য বিষয়ে জ্ঞানার্জনের বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এখানে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে বিশেষজ্ঞ করে তোলার প্রচেষ্টা বেশী। এই ব্যবস্থার তৃতীয় রূপ হচ্ছে **মিশ্র প্রথা (Mixed system)** এখানে আবার কঠিন বিষয়গুলির জন্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন উপশ্রেণী বা সেকশনে বিভক্ত করে পাঠ পরিচালনা করা হয়। এই ব্যবস্থায় অগ্রগামী, পশ্চাদ্‌গামী ও মাঝারি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন সেকসন গঠন করা হয় এবং তাদের মান অনুযায়ী শিক্ষাদান চলে। মাসিক বা ষান্মাষিক পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী এক সেকসন থেকে অন্য সেকসনে উন্নীত হবার সুযোগ এখানে বেশী। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাগত পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিগত শিক্ষাদান সম্বন্ধে বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে ডাণ্টন পরিকল্পনা, উইনেটকা পরিকল্পনা, ডেক্রাল- পদ্ধতি; ও বাটভিয়া পদ্ধতি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া জন ডিউইর সমস্যা সমাধান বা প্রকল্প পদ্ধতি এবং গান্ধিজীর ওয়ার্দ্ধা পদ্ধতিও এই একই শ্রেণীভুক্ত।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে যে সমস্ত পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে ব্যক্তিমূলক শিক্ষা হচ্ছে সর্বপ্রধান। অপরটি হচ্ছে ব্যক্তিগত বৈষম্যের উপযোগী

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য-ভিত্তিক শিক্ষা-দান প্রণালী

ব্যবস্থা। সমবেত শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রথমটি প্রধানতঃ শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রয়োজনের উপর জোর দেয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রণালীতে দলগত কিংবা সামাজিক শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এখন এই ব্যক্তিগত বৈষম্য অনুযায়ী ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষাদান প্রণালী আবার তিন প্রকারের হতে পারে। যথা—(১) **ব্যক্তিভিত্তিক কর্ম বণ্টন প্রণালী** (২) **ব্যক্তিভিত্তিক একক প্রণয়ন প্রণালী** (৩) **ব্যক্তিভিত্তিক কর্মচুক্তিপ্রণালী**।

(ক)

ব্যক্তিভিত্তিক কর্ম বণ্টন প্রণালী

[Individual assignment plan]

দলগত কাজে ব্যক্তিগত কর্ম বণ্টনই এই প্রণালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই প্রণালীটি একান্ত ভাবে কর্মভিত্তিক। এই প্রণালী অনুসারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজ এমন ভাবে ভাগ করে দেন যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী তার নিজস্ব ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষালাভ করতে পারে। এখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থী স্বাধীন ভাবে কাজ করে আর সেই কাজ দেখাশুনা করেন শিক্ষক। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে এই ভাবে বিভিন্ন কাজ ভাগ করে দেওয়ার বিশেষ উপযোগিতা আছে। অর্থশাস্ত্র শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্লেষণ ও বিচার-শক্তির উন্নয়ন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাদের ব্যক্তিগত সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ ভাগ করে দিলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। শিক্ষার্থীরা নিজেই পরীক্ষার জন্য কতকগুলি প্রশ্নের সমাধান করতে পারে। কাজ শেষ হলে শিক্ষক পরীক্ষা গ্রহণ করেন এই পদ্ধতিতে। উইনেটকা পদ্ধতি এই নীতিকে ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে। উইনেটকা শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে স্বীকৃত। শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে এবং নিজেদের চেষ্টায় প্রধান বিষয়সমূহ আয়ত্ত করে। গতানুগতিক শ্রেণীশিক্ষার ব্যবস্থা এখানে নেই। এখানে একই সঙ্গে একজন শিক্ষার্থী তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়তে পারে। এখানে পাঠ্যক্রমকে সাধারণ অত্যাবশ্যক (Common essentials) এবং সামাজিক সৃজনমূলক ও দলগত কর্ম (Social and creative group activities) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি শিক্ষার্থীর উপর নির্দিষ্ট কাজের ভার (Assignment) দেওয়া থাকে। সৃষ্টিধর্মী দলগত সামাজিক কাজগুলিতে সবাইকে অংশ গ্রহণ করতে হয়। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় এই প্রণালীতে সার্থকভাবে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান উভয়েই সমাজ বিজ্ঞান। বিদ্যালয়ে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার দ্বারা ব্যবসা সংগঠন এবং সমবায়ের মূল নীতি যা অর্থশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় সে সম্পর্কে শিক্ষাদান এই পদ্ধতিতে সার্থক হতে পারে। তা ছাড়া বুক ব্যাঙ্ক, স্বল্প মূল্যের শিক্ষাউপকরণের দোকান

পরিচালনা প্রভৃতির মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ এবং বাজার সম্পর্ক হাতেকলমে শিক্ষা সার্থক হতে পারে। আবার বিদ্যালয়ে ছাত্রসংস্থা পরিচালনা, ম্যাগাজিন প্রকাশনা এবং বিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারা আধুনিক রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা এবং পৌর সংগঠন প্রভৃতি রাজনৈতিক বিভিন্ন সমস্যার শিক্ষা কাজের মাধ্যমে দলগত সহযোগিতার ভিত্তিতে সুসম্পন্ন হতে পারে।

[খ]

ব্যক্তিভিত্তিক একক প্রণয়ন প্রণালী

[Individual unit plan]

এই পদ্ধতিতে একটি বিষয়কে বিভিন্ন একক (unit) হিসাবে বিভক্ত করে সমগ্র বিষয়কে (Topic) কতকগুলি অংশে ভাগ করা হয়। এই প্রণালী একান্ত ভাবে বিষয় কেন্দ্রিক। শিক্ষার্থী এখানে স্বাধীনভাবে পাঠ্যানুশীলন করার সুযোগ লাভ করে। ব্যক্তিগত পাঠের জন্য শিক্ষার্থীকে কয়েকদিনের কাজ একসঙ্গে দেওয়া হয়। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেউ পাঠ শেষ করতে পারে, তাহলে তাকে অতিরিক্ত পাঠ দেওয়া হয়। মরিশন প্রবর্তিত এই পদ্ধতিতে দলগত অভিজ্ঞতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত শিক্ষা বিশেষভাবে সার্থক। এখানে যে-কোন কাজ বা পাঠ পরিচালিত হয় শিক্ষকের নির্দেশনায়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন কাজের নির্দেশ ও কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রভৃতি যথাযথভাবে সরবরাহ করা হয়। বিভিন্ন উপকরণ ও এই সকল বিবরণের সাহায্যে শিক্ষার্থী নিজেই শিক্ষা গ্রহণ করে। কোন বিষয়ের পাঠ শেষ হলে সেই বিষয়ের আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদান পরিচালিত হয়। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে শিক্ষাদানকার্যকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক করে তুলতে হলে এই প্রণালী বিশেষ কার্যকরী। সমাজবিজ্ঞান হিসাবে এই উভয়শাস্ত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। আলোচনা এই প্রণালীর একটি বিশেষ অঙ্গ। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করে, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে পাঠ্যসূচীর অনুশীলন এবং বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন সফল হতে পারে এই প্রণালীতে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে যদি আলোচ্য বিষয়টি 'মূলধন সংগঠন' হয় তাহলে মূল বিষয় বস্তুকে যথাক্রমে (১) মূলধনের সংজ্ঞা, (২) মূলধনের শ্রেণী বিভাগ (৩) মূলধনের কার্যাবলী (৪) মূলধন বৃদ্ধির উপায়

(৫) সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্বন্ধ (৬) ভারতে মূলধন বৃদ্ধি সমস্যা প্রভৃতি বিভিন্ন এককে বিভক্ত করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাদের ক্ষমতানুযায়ী পাঠ্যানুশীলনের ভার দেওয়া যেতে পারে। অর্থনীতির নির্দ্দিষ্ট কক্ষে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রয়োজনীয় উপকরণ সাহায্যে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারে তার বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দরকার। শিক্ষার্থীরা এখানে ব্যক্তিগত বা দলগত ভাবে তথ্য সংগ্রহ করবে নানা উপকরণ থেকে। অনুরূপ ভাবে পৌরবিজ্ঞানের নানা বিষয়ের পাঠ্যানুশীলন হতে পারে।

[গ]

ব্যক্তিভিত্তিক কর্ম চুক্তি প্রণালী

[Individual assignment on Contract]

এই প্রণালীতে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিকে চুক্তির মাধ্যমে কর্মবণ্টন হয়। কতকগুলি বিষয় বা সমস্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন কার্যক্রম বিভাগ করে এই চুক্তি রচনা করা হয়। শিক্ষার্থী নিজের পছন্দ অনুসারে কাজ বেছে নেয়। স্বাধীনভাবে কর্ম সম্পাদনের প্রয়াস পায়। কাজের একটা সাধারণ ধারণা এবং নির্দেশ এই পদ্ধতিতে পূর্বেই প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থী এখানে নিজ সামর্থ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠ গ্রহণ করতে পারে। মিস্ হেলেন পার্ক হার্স্টের ডাল্টন পরিকল্পনা এই চুক্তি অনুযায়ী কাজ বণ্টনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষাদান এই পদ্ধতিতে সফল হতে পারে। অবশ্য কাজ ভাগ করে দেওয়ার সময় বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অর্থশাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব এবং পৌরবিজ্ঞানের সমস্যামূলক বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা উচ্চশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রেই একান্ত প্রযোজ্য। অর্থনীতি ও পৌরনীতি শিক্ষাদান প্রসঙ্গে ব্যক্তিমুখী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে পাঠে আগ্রহশীল হয় তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। শিক্ষায় উৎসাহী ও আগ্রহশীল ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুসমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় সকল পুস্তক আলমারিবদ্ধ থাকলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রত্যহ কিছু সময় বিভিন্ন পুস্তক অধ্যয়ন করার সুযোগ লাভ করতে পারে তার বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। বিভিন্ন পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবেন বিষয় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীকে সে বিষয়ে উৎসাহিত ও ওয়াকিবহাল করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করবেন তিনি। আবার যেহেতু

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কযুক্ত সেই জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সংবাদপত্র এবং সাময়িক পুস্তিকা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন শিক্ষক। তাছাড়া শিক্ষার্থী যাতে প্রয়োজনীয় বিষয় সংরক্ষণ করতে পারে, আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং হাতেকলমে কাজ করার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা এই প্রণালীতে সার্থক হতে পারে। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় যথা—(১) ভারতের জনসংখ্যা সমস্যা, (২) খাদ্যসমস্যা, (৩) শিল্প উন্নয়ন সমস্যা, (৪) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, (৫) ট্রেড ইউনিয়ন সমস্যা, (৬) রাজনৈতিক দলত্যাগ সমস্যা, (৭) সাধারণ নির্বাচন, (৮) পৌর সমস্যা, (৯) সমাজ উন্নয়ন সমস্যা, (১০) পৌর-নিরাপত্তা সমস্যা এবং (১১) আন্তর্জাতিক নানা সমস্যার উপর প্রবন্ধ রচনা করার দায়িত্ব শিক্ষার্থীর উপর অর্পিত হতে পারে। শুধু প্রবন্ধ রচনা করাই এই প্রণালীর উদ্দেশ্য নয়। রচিত প্রবন্ধের সমালোচনা এবং বিচার-বিশ্লেষণ করার সুযোগও এই প্রণালীতে অধিক।

এই প্রণালীর সুবিধা (Advantages) ঃ

(১) ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা ভাল ভাবে রক্ষিত হতে পারে এই প্রণালীতে। মেধাবী ও অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার সুযোগ আছে এই প্রণালীতে।

(২) শিক্ষার্থীরা এখানে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। তাদের মধ্যে সমষ্টিগত ঐক্য এবং সমবায়মূলক কর্ম প্রেরণা জাগে।

(৩) শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ এবং সংঘচেতনা জাগে।

(৪) স্বাধীনভাবে কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সুগঠিত হবার সুযোগ এই প্রণালীতে অধিক।

(৫) হাতেকলমে কাজ করা এবং বাস্তব জগতের নানা সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে সাহায্য করে এই প্রণালী।

(৬) এই প্রণালী যুক্তিসিদ্ধ এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত। শিক্ষায় শিক্ষার্থীর রুচি, আগ্রহ, ক্ষমতা, সক্রিয়তা সব কিছুর বিশেষ মর্যাদা রক্ষিত হয় এই প্রণালীতে।

(৭) এই প্রণালীতে সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব স্বীকৃত। বিদ্যালয়ে নানাপ্রকার গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিক্ষাই কেবল সার্থক হয় না, অধিকন্তু বিভিন্ন সহ-পাঠক্রমিক পরিকল্পনাকে সফল করা যায়।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ

(১) সমষ্টিবাদের যুগে গণতান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণ এই প্রণালীতে

সার্থক হয় না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী শিক্ষা-প্রণালী শিক্ষার্থীকে অতি কৈশোর থেকে ব্যক্তি-মুখীন করে তুলতে পারে।

(২) উচ্চবুদ্ধি ও নিম্নবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি কৃত্রিম ব্যবধান গড়ে উঠতে পারে। পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা, পরস্পরকে ঈর্ষাপরায়ণ করে তুলতে পারে। একটা উচ্চমন্যতা এবং হীনমন্যতা ভাব দেখা দিতে পারে। যার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে।

(৩) এই প্রণালীতে শিক্ষা পরিচালিত হলে শিক্ষার্থী প্রথম থেকে কোন একটি বিষয়ে পারদর্শী হলেও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়ে।

(৪) এই প্রণালীতে শিক্ষা-ব্যবস্থা কতিপয়ের প্রয়োজনসিদ্ধ করলেও অধিকাংশের চাহিদা পূরণ করতে পারে না।

(৫) আমাদের অর্ধোন্নত দেশে এই প্রণালীতে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। বিদ্যালয়গৃহ, সাজ-সরঞ্জাম, গ্রন্থাগার এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের অপ্রাচুর্যের মধ্যে ব্যক্তিগত শিক্ষাদান পদ্ধতির সাফল্য কল্পনা করা যায় না। তাছাড়া বুদ্ধি পরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে এই প্রণালীমত সার্থক শ্রেণীবিন্যাস আদৌ সম্ভব নয়। কোঠারী কমিশন প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টির উপর জোর দিয়েছেন সত্য, কিন্তু বর্তমান কাঠামোতে এ ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভব নয়।

(৬) ব্যক্তিগত শিক্ষাদান প্রণালীকে সার্থক করতে হলে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা অধিক। ব্যক্তিমুখীন শিক্ষায় প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব এবং বিদ্যালয়ের আর্থিক সংগতির প্রতিকূলতা এই ব্যবস্থার সার্থকতার প্রধান অন্তরায়।

(৭) বিদ্যালয় পরিচালনার দিক থেকেও এই পদ্ধতি বিশেষ সুবিধাজনক নয়। এই ব্যবস্থায় অল্প সময়ে অল্প ব্যয়ে অধিক ফল লাভ করা যায় না। পাঠের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করা যায় না।

অসুবিধা দূরীকরণের উপায় (Suggestion for improvemeat) :

ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাদান এবং শ্রেণীগত ভাবে শিক্ষাদান উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত প্রকট। ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হল প্রতিটি ছাত্রকে ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য করে শিক্ষা দেওয়া, আর শ্রেণীগত শিক্ষাদানের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের সমষ্টিগত চেতনাই বড় কথা। এই উভয় উদ্দেশ্যের সার্থকতার জন্য উভয় প্রণালীর মধ্যে সামঞ্জস্য আবশ্যক। এক্ষেত্রে অধ্যাপক পার্লিনাসের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেছেন—"Individualise education but socialise the pupil." অর্থাৎ শিক্ষাকে ব্যক্তিকতা এবং শিক্ষার্থীকে সামাজিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করার নীতি বর্তমান দিনে যতদূর সম্ভব সফল করার প্রচেষ্টা থাকা দরকার। ব্যক্তিমুখীন শিক্ষা এবং গতানুগতিক শ্রেণীশিক্ষার মধ্যে সমন্বয় বিধান ছাড়া সেই নীতি সার্থক হবে না। শ্রেণীগত শিক্ষাদানের মধ্যে এমন উপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার যাতে ছাত্রছাত্রীরা তাদের ব্যক্তিত্ব প্রভাবে প্রভাবিত এবং বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। প্রচলিত শ্রেণীশিক্ষার সংস্কার দ্বারা শিক্ষাকে ব্যক্তিমুখীন এবং ছাত্রকে সমাজমুখীন করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যের সাফল্যের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিধেয়। যথা:—

(১) শ্রেণীশিক্ষার বর্তমান কাঠামোর মধ্যে সুষ্ঠু পঠন-পাঠন ব্যবস্থা এবং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল পরিবেশ রচনা করতে হবে। শিক্ষার্থী যাতে পাঠে মনোযোগী হয়ে উঠে তার জন্য পাঠ্যবিষয়কে চিত্তাকর্ষক করা দরকার। আলোচনা, প্রশ্নোত্তর এবং যতদূর সম্ভব হাতেকলমে কাজ করার সুযোগ দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

(২) কোন শ্রেণীতে অধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রী যাতে না থাকে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দান করা অত্যাবশ্যক। কোন শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা যাতে ৩০ জনের বেশী না হয় সেইরূপ বিধিবিধান কার্যকরী করা দরকার।

(৩) বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা যাতে কোন প্রকারেই ভঙ্গ না হয় তার প্রতি কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি থাকা দরকার। এ বিষয়ে সাধারণ শিক্ষকদের স্বাধীনতা এবং বিশেষ ক্ষমতা থাকা দরকার। তাছাড়া মন্দ চরিত্রের ছাত্রদের উপর কড়া নজর দেওয়া দরকার।

(৪) সকল ছাত্রছাত্রী যাতে পাঠে অংশ গ্রহণ করে, সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ পায় এবং যারা অগ্রগামী তারা যাতে নূতন কাজ পায় তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন শ্রেণীশিক্ষক।

(৫) শিক্ষা একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই সমান অংশ গ্রহণ করবেন। পেস্টালৎসীর মতে শিক্ষা পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হবে—"The main object of education is not to teach but to develop." সুতরাং শিক্ষার্থী যাতে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ লাভ করে তার অনুকূল পরিবেশ রচনা করা দরকার।

(৬) শ্রেণী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু প্রজেক্ট, ওয়ার্কসপ পদ্ধতি ও ডাল্টন পদ্ধতিমত কার্য পরিচালনার সুযোগ বিদ্যালয়ে থাকা দরকার।

(৭) সহ-পাঠক্রম কার্যাবলীর বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দরকার। বিদ্যালয়ে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠান, ছাত্র সংস্থা, খেয়ালী সঙ্ঘ, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক সংঘ-প্রতিষ্ঠা এবং ভ্রমণ ও পরিদর্শন প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষায় বৈচিত্র্য বিধান ও একান্ত আবশ্যক।

(৮) শিক্ষার্থীর আগ্রহ, ক্ষমতা এবং কর্ম-প্রবণতা জেনেই তার উপযোগী কাজ করার সুযোগ দান এবং শিক্ষাপদ্ধতি রচনা করা দরকার। এর জন্য নেচার কর্ণার (Nature Corner) বিদ্যালয়ে থাকা দরকার। তাছাড়া বুদ্ধি পরীক্ষা ব্যাপকভাবে হওয়া দরকার।

(৯) বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ছাত্রছাত্রীরা যাতে একটি নির্দিষ্ট সময় পড়ার সুযোগ পায় এবং প্রয়োজনীয় পুস্তক সরবরাহ করা হয়, তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

(১০) বিদ্যালয়ে অভিজ্ঞ এবং ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব যাতে না থাকে এবং শিক্ষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা যাতে রক্ষিত হয়, তার প্রতি জাতীয় সরকারের সজাগ দৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যক।

(১১) যে সকল শিক্ষার্থীর বুদ্ধি ও বিচারশক্তি প্রখর নয়, সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে শিক্ষাদান একান্ত অপরিহার্য।

(১২) উদ্যমহীন বা উৎসাহহীন ছাত্রছাত্রীকে অধিকতর নির্দেশ দান এবং পরিচালনা করা দরকার। তাদের অপসংগতির কারণ নির্ধারণ ও প্রতিকার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দরকার। আবার যারা উদ্যমশীল তাদের ব্যক্তিগত গবেষণা ও সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দরকার।

প্রশ্নাবলী

1. What do you mean by individualised instruction? How this method can be utilised in teaching of Economics and Civics.

2. Describe how far individualised instruction can fulfil the needs of individual differences.

3. Describe the advantages and disadvantages of individualised instruction. How do you improve it?

(২)

সমাজীকৃত শিক্ষণ পদ্ধতি

[Socialised Recitation Method]

বর্তমান যুগে সমষ্টিগত শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। সমাজবাদ ও সমষ্টিবাদ বর্তমান যুগধর্ম। তাই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র কেবলমাত্র রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেনি, সমাজের সর্বস্তরে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি সামাজিক বিবর্তনের গতিকে আরো দ্রুতগামী করেছে। শিক্ষার্থী-শিক্ষক আর শিক্ষা পদ্ধতি সমাজনিরপেক্ষ নয়। সমাজের গতিশীলতা শিক্ষা তথা পদ্ধতি বিজ্ঞানকে আরো গতি-চঞ্চল করে তুলেছে। শিক্ষার্থীর শিক্ষা তখনই প্রগতিশীল ও স্বতঃস্ফূর্ত হচ্ছে যখন শিক্ষা একান্ত ভাবে সমাজমুখী বা সমাজ-কেন্দ্রিক। আবার শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা ও সমাজ-সত্তার বৃদ্ধি সাধন। সুতরাং শিক্ষার সঙ্গে সমাজের এবং শিক্ষার্থীর সঙ্গে সমাজীকৃত শিক্ষার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।

প্রচলিত পঠন-পাঠন পদ্ধতি একান্ত ভাবে গতানুগতিক এবং শ্রেণী-কেন্দ্রিক। অবশ্য শ্রেণী শিক্ষাও (Class teaching) সাধারণতঃ সমষ্টিগত ভাবেই পরিচালিত হয়। কিন্তু শ্রেণী পাঠনায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য আদৌ রক্ষিত হয় না। সেই সমষ্টির মধ্যে গোষ্ঠীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। তাছাড়া সামাজিক চেতনা এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে কোন সমন্বয় লক্ষিত হয় না। শিক্ষার্থী অপেক্ষা শিক্ষা বিষয়ের প্রাধান্যই সেখানে বেশী। তথ্য সরবরাহ করাই হচ্ছে শিক্ষকের প্রধান কাজ। স্বভাবতই এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহহীনতা এবং ঔদাসীন্য সর্বপ্রকার অশান্তি ও অসংগতির মূল কারণ। শ্রেণী শিক্ষার এই একঘেয়ে ও অচঞ্চল অবস্থার পরিবর্তন এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভংগীর পরিবর্ধন জন্য সমাজীকৃত শিক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্ব অধিক। তাই বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে পাঠক্রম তথা শিক্ষণ পদ্ধতিতে সমাজ চেতনা বা সামাজিক প্রেরণা ক্রমশ প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। সমষ্টিগত শিক্ষণ পদ্ধতি আজ সেই জন্যই একটি প্রগতিবাদী শিক্ষা পদ্ধতি।

ভারত একটি সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক দেশ। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ভারতীয় সমাজনীতি ও অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। এই গণতান্ত্রিকতা ভারতীয় সভ্যতার মৌলিক আদর্শ। অতি প্রাচীনকালেও ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার মধ্যে গণমনের বা

সামাজিকতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা তখন সামাজিক ও পরিবারধর্মী ছিল। সমষ্টিগত ভাবধারায় শিক্ষার্থীর মন উদ্বুদ্ধ হত। পরাধীন ভারতে অতীতের ভাবধারা পরিবর্তিত হয়ে মানুষকে বড় ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তুলেছিল। শিক্ষা হয়ে গেছিল একান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। স্বাধীন ভারত আজ তার সনাতন ভাবধারাকে প্রকাশিত করতে চায়। শিক্ষার্থীর মধ্যে সমাজ-চেতনা এবং গণতান্ত্রিক ভাবধারার উন্মেষ ঘটাতে চায়। গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলা, ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যায় ওয়াকিবহাল রাখা এবং পরিকল্পনা সচেতন করে তোলা আজকের শিক্ষার মূল আদর্শ। এই দিক থেকে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানকে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা এবং পাঠদান পদ্ধতি হিসাবে সমাজীকৃত পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সমাজীকৃত শিক্ষণ পদ্ধতির স্বরূপ (Nature of Socialised Recitation Method) :

স্বাধীনতা, সহযোগিতা এবং সমষ্টিগত চিন্তাই এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখানে শিক্ষার্থীরা পরস্পর আলোচনা ও মতামত বিনিময়ের সুযোগ লাভ করে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ও গ্রহণ হচ্ছে 'একটি সহযোগিতা মূলক প্রচেষ্টা যেখানে একটি গোষ্ঠী সর্ববাদীসম্মত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য একত্রে চিন্তা করে।' —["…a co-operative enterprise in which the group thinks together in order to reach a conclusion, acceptable to all its members."] এই পদ্ধতিতে ছাত্ররা নিজেরাই সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি নির্বাচন করে। আইনসভা বা পার্লামেন্টারী নীতিতে শিক্ষাকার্য বা সভা পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে উত্থাপিত বিভিন্ন সমস্যা বা বিষয়ের আলোচনা করে। এখানে প্রশ্ন, প্রস্তাব এবং আলোচনা প্রধানতঃ শিক্ষার্থীরাই করে। সভার একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচী থাকে। সেই কর্মসূচী মত শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব বক্তব্য পেশ করে। পারস্পরিক মতবাদকে যাচাই বা বাছাই করে নিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। আলোচনায় শ্রেণীর প্রত্যেক সভ্যই অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। শিক্ষক এই সভায় কোন কোন সময় সভাপতিত্ব করলেও তিনি আলোচনার কেন্দ্রস্থলে থাকেন না। শিক্ষক অধিকাংশ সময় থাকেন অন্তরালে। আলোচনা যাতে উপযোগী ও কার্যকরী হয় সেদিকে নজর রাখেন শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের পরিচালনা করা তাঁর পরোক্ষ দায়িত্ব। প্রশ্ন-উত্তর এবং আলোচনাই হচ্ছে এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। অধ্যাপক বিনিং ও বিনিং বলেছেন—'সমাজীকৃত পাঠচর্চাকে সমাজীকৃত আলোচনা বলাই শ্রেয়ঃ। কারণ এই পদ্ধতিতে শিক্ষক একটি পিরিয়ড বা ঘণ্টাকে শিক্ষার্থীদের দ্বারা সংগঠিত একটি শ্রেণী বা

সমিতিতে পরিণত করেন এবং নিজেকে শ্রেণী কক্ষের সকল কর্মধারা থেকে মুক্ত রাখেন'। ["Socialized recitation may be better called socialized discussion··· the procedure is one in which teacher turns the period over to the class or to a committee chosen by the pupils and then withdraws entirely from any participation in the activities of the class."][1]

অধ্যাপক বিনিং ও বিনিং এই পদ্ধতিকে **সহজ** (Simple), **জটিল** (Complex) এবং **পার্লামেণ্টারী** (Parliamentary) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। আবার কোন কোন শিক্ষাবিজ্ঞানী এই পদ্ধতিকে **প্রতিষ্ঠানভিত্তিক** ("Institutionalized") রূপে রূপায়িত করেছেন। এইরূপ ক্ষেত্রে সমগ্র শ্রেণী কাজ করে একটি বয়স্কদের প্রতিষ্ঠানের মত। উদাহরণ স্বরূপ পৌরবিজ্ঞানের কোন ক্লাশকে একটি পৌরপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। শিক্ষার্থীরা সেখানে পৌরপিতার কাজ করে। বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্বাধীনভাবে। অনুরূপভাবে অর্থনীতি ক্লাশেও শিক্ষার্থীরা ভারতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমস্যা বা করনীতি প্রভৃতি নানা সমস্যার আলোচনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতে পারে। এই পদ্ধতিমত আলোচনা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন নেতা দরকার হয়। প্রত্যেক নেতারাই সমস্যার বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য করে কর্মসূচী বা পরিকল্পনা স্থির করেন। অবশ্য সেই কর্মসূচী বা পরিকল্পনা শিক্ষকের অনুমোদন সাপেক্ষ। নেতারাই সভার কাজ আরম্ভ করেন, আলোচনা সুরু করেন এবং মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ দেন। প্রত্যেক সদস্যই যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারেন। আলোচনার শেষে নেতা অতিরিক্ত তথ্য পরিবেশন করেন। যদি আলোচনা কোন দিক থেকে অসম্পূর্ণ থাকে তাহলে তাকে সফল করার পরোক্ষ দায়িত্ব শিক্ষক মহাশয়ের।

এই পদ্ধতির সুবিধা (Advantages) :

১। এই পদ্ধতির প্রধান উপযোগিতা হচ্ছে এখানে গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত নেতা গঠনের সুযোগ বেশী। এই পদ্ধতি নেতৃত্বসুলভ গুণাবলী বিকাশে সাহায্য করে।

২। শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভর করে তোলে এই পদ্ধতি। সহযোগিতা-মূলক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মানসিক শক্তির বৃদ্ধি ঘটে। পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে।

---

1. Teaching the Social Studies in Secondary Schools. P. 130

৩। শিক্ষার্থীকে অধিকতর সামাজিক করে তোলে এই পদ্ধতি। সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। শিক্ষার্থীকে অধিক দায়িত্বশীল করে তোলে।

৪। শিক্ষার্থীর মনে কাজের প্রতি আগ্রহ, উৎসাহ এবং সংগঠন প্রবণতা বৃদ্ধি করে। কর্মসম্পাদন, সক্রিয়তা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা জাগরিত হয়।

৫। স্ব-প্রচেষ্টায় পড়াশুনার দ্বারা আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করে। পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে পরমতসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়।

৬। শিক্ষাকে আরো মানবমুখী ও শিশুকেন্দ্রিক করা যায়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর চাহিদা, কৌতূহল এবং শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় লাভ করেন।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ

১। বাস্তবতার দিক থেকে কোন কোন শিক্ষাবিজ্ঞানী এই পদ্ধতিকে শ্রেণীশিক্ষার অনুপযুক্ত বলে মনে করেন। শ্রেণীকক্ষের নেতৃত্ব শিক্ষকের কাছ থেকে যদি ছাত্রের কাছে যায় তাহলে শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা রক্ষা অত্যন্ত কষ্টকর হয়।

২। এই পদ্ধতিতে সময়ের অপব্যবহার হয়। শ্রেণীকক্ষের সীমিত সময়ের মধ্যে এই পদ্ধতিতে শিক্ষার অগ্রগতি কতখানি সম্ভব হবে সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে।

৩। এই পদ্ধতিতে সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থী সমানভাবে উৎসাহিত হয় না। উচ্চবুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্রছাত্রী যতখানি সক্রিয় অংশ গ্রহণে সুযোগ করে নিতে পারে, সেই রকমভাবে সাধারণ ছাত্ররা পারে না। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

৪। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শিক্ষা পরিবেশকে কলুষিত করতে পারে। এই পদ্ধতির বহুল প্রয়োগ সমগ্র শিক্ষাকে কৃত্রিম করে তুলতে পারে।

৫। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্য পরিচালনা করার মত উপযুক্ত শিক্ষকের একান্ত অভাব।

অসুবিধা দূরীকরণের উপায় (Suggestions for improvement) ঃ

এই পদ্ধতির ত্রুটি নিরসনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত কর্তব্য। যথা ঃ—

(১) শ্রেণীকক্ষের আবহাওয়া যাতে কলুষিত না হয় তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেবেন শিক্ষক। শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষকের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকা দরকার।

(২) পাঠ-পরিকল্পনা এবং পরিচালনাকে অধিকতর গণতান্ত্রিক করা দরকার।

(৩) শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে বা উপদলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের দায়িত্ব এক-একজন নেতার উপর ন্যস্ত করা একান্ত আবশ্যক।

(৪) আলোচ্য বিষয়কে বিভিন্ন খণ্ডে বা ইউনিটে বিভক্ত করা প্রয়োজন।

(৫) আলোচনাকে সমৃদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, পেপার কাটিং প্রভৃতি উপকরণের ব্যবহার হওয়া দরকার।

(৬) শ্রেণীকক্ষের আলোচনা সব সময় শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতামুখীন যাতে হয় তার প্রতিও বিশেষ নজর রাখা দরকার।

(৭) আলোচনায় সকল শিক্ষার্থী যাতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সেদিকেও নজর দিতে হবে।

(৮) এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার আগে শিক্ষক মহাশয়ের এ বিষয়ে বিশেষ ট্রেনিং গ্রহণ আবশ্যক।

(৯) তর্কের খাতিরেই তর্ক অনেক সময় আলোচনাকে যাতে ব্যর্থ না করে সেদিকেও সজাগ থাকতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1. What evils are inherent in the old time recitation ?

2. Name the different procedures that have been included under the term "Socialized recitation."

3. Describe a successful plan of socialized recitation.

4. What are the good and the bad points of the extreme type of socialize procedure in which all the activity is under group domination ?

5. What other methods can be used with the socialized recitation.

6. What are the advantages of the socialized recitation ? Mention some of the criticisms of the method.

(৩)

তত্ত্বাবধানমূলক শিক্ষণ পদ্ধতি

[Supervised Study Method]

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট বিষয়ে বিদ্যাভ্যাস করে। এখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্বেই কর্মসূচী তৈরী করে দেন। শিক্ষার্থীদের যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা তারা যথাযথ ভাবে সম্পাদান করছে কিনা শিক্ষক তার তদারকি করেন। ছাত্রছাত্রীরা নির্দিষ্ট কর্মতালিকা অনুযায়ী কাজ করে চলে। শিক্ষক কেবল তাদের পরামর্শ দান ও পরিচালনা করেন। কোন জটিল সমস্যা দেখা দিলে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করেন। কর্মরত শিক্ষার্থীদের পাশে ঘুরে ঘুরে তদারক করেন শিক্ষক। শিক্ষার্থীরা পাঠ-পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে কিনা নজর রাখেন শিক্ষক। অধ্যাপক এ. সি. বিনিং ও ডেভিড্ বিনিং এই পদ্ধতির স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন—'তদারকী পাঠচর্চা বলতে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা দলগত বা শ্রেণীগত ভাবে তাদের ডেস্ক বা টেবিলে শিক্ষাকর্মে রত থাকে বুঝায়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক কর্তৃক রচিত কর্মসূচী অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা বিদ্যাভাস করে। কোন জটিল বা কঠিন সমস্যা সমাধান করতে না পারলে তারা শিক্ষকের সাহায্য ও পরামর্শ চায়। তারা সাহায্য না চাইলে শিক্ষক শ্রেণী কক্ষের মধ্যে নীরবে ঘুরে ঘুরে তত্ত্বাবধান করেন অথবা তাঁর ডেস্কে বসে শিক্ষার্থীদের কর্মানুশীলন লক্ষ্য রাখেন। সজাগ থাকেন তারা যেন ভুল পথে পরিচালিত না হয়। এই ভাবে সবসময় তিনি তাদের পরামর্শ ও সাহায্য দিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন'। ["By supervised study, we mean the supervision by the teacher of a group or a class of pupils as they work at their desks or around their tables. In this procedure, we find pupils busy at work that has been assigned them by the teacher. When they meet a difficulty that they cannot overcome, they ask the teacher for direction and assistance. The teacher, when not called upon, walks quietly up and down the class-room or remains at his desk, watching the pupils do

their work, continually on the alert for any wrong procedures that the pupil may follow. He is always ready to direct and aid them".][1]

এই পদ্ধতিতে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাদান কালে একটি নির্দিষ্ট কক্ষ বা প্রয়োগশালা (Laboratory) থাকা দরকার। এইরূপ কক্ষের অঙ্গসৌষ্ঠব হবে সুপরিকল্পিত। কক্ষের মধ্যে থাকবে একটি গ্রন্থাগার। এখানে বসে কাজ করার মত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকবে পর্যাপ্ত। ঘরের দেওয়াল ম্যাপ, চার্ট, মডেল, ডায়াগ্রাম এবং ছবি প্রভৃতির দ্বারা থাকবে সুসজ্জিত। শিক্ষার্থী এখানে নীরবে পাঠ অভ্যাস করবে। তাই Maxwell ও Kilzer বলেছেন—'তদারকী পাঠচর্চা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের নীরব পাঠাভ্যাস এবং বীক্ষণাগারে কর্মনুশীলনের একটি ফলপ্রসূ নির্দেশ ও সুষ্ঠুতত্ত্বাবধান।' ["Supervised study is the effective direction and oversight of the silent study and laboratory activities of pupils."] শিক্ষক এখানে সকল শিক্ষার্থীর জন্য পাঠক্রম নির্দিষ্ট করে দেন। আলোচ্য বিষয়কে কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত করে এক-একটি দলের উপর এক একটি অংশের সমাধানের ভার অর্পণ করেন। বিষয়বস্তুর ইউনিটের সংখ্যানুসারে শিক্ষার্থীদের পূর্বেই বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেন শিক্ষক।

তত্ত্বাবধানমূলক বিদ্যাভ্যাসের পরিকল্পনা (Plans of supervised study) :

এই পদ্ধতি অনুসারে পাঠচর্চা কিভাবে পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে অধ্যাপক এ, সি, বিনিং ও ডি, এইচ, বিনিং কয়েকটি প্ল্যানের উল্লেখ করেছেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্যের কথা স্মরণ করে তিনি নিম্নলিখিত পরিকল্পনার উল্লেখ করেছেন।

(১) সম্মেলন প্ল্যান (The Conference plan) :

অনগ্রসর এবং অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই পদ্ধতি বিশেষ প্রযোজ্য। এখানে শিক্ষক প্রত্যহ তাঁর ক্লাশ-ওয়ার্কের পরে একটা নির্দিষ্ট সময় বিদ্যালয়ে অবস্থান করেন অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের শিক্ষার তত্ত্বাবধান জন্য। শিক্ষক অন্ততঃ এক ঘন্টার জন্য ছাত্রছাত্রীরা যে বিষয়ে অনগ্রসর তা সংশোধন করার জন্য বিশেষ ক্লাশ গ্রহণ করেন। তাদের ভুলভ্রান্তি সংশোধন এবং পরবর্তী শিক্ষায় উৎসাহিত করেন। এইরূপ সম্মেলনের ব্যবস্থা শিক্ষক স্বাধীনভাবে বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করে থাকেন। শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় নিবারণে এই পদ্ধতি বিশেষ প্রয়োগসিদ্ধ।

---

1. Teaching the social studies in secondary school p, 106

(২) বিশেষ শিক্ষক ব্যবস্থা (The Special Teacher plan) :

এই ব্যবস্থায় বিদ্যালয় কয়েকজন বিশেষ শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তাঁরা অতিরিক্ত শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। এই ব্যবস্থায় একজন শিক্ষক তাঁর সমূহ সময় ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দেন। তত্ত্বাবধান করেন প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগতভাবে। এখানে শিক্ষা কোচিং ক্লাশের অনুরূপ পরিচালিত হয়। যে সকল ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অকৃতকার্য তাদের জন্য এই ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকরী। অবশ্য এক্ষেত্রে শিক্ষকের যোগ্যতা ও দক্ষতা এবং সহানুভূতিসুলভ মনোভাব একান্ত আবশ্যক।

(৩) তত্ত্বাবধান পাঠচর্চা ও পাঠগৃহ (Supervised Study and the Study-Hall) :

এই ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার জন্য একটি নির্দিষ্ট 'স্টাডি-হল' থাকা দরকার। এই পাঠগৃহটি পাঠোপযোগী নানা উপকরণে সুসজ্জিত থাকবে। এখানকার পরিবেশ হবে সুশৃঙ্খল। শিক্ষার্থীরা বেশীর ভাগ সময় এই পাঠগৃহে বিদ্যাভ্যাস করার সুযোগ লাভ করবে। ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনমত সাহায্য করবেন বিষয় শিক্ষক। শিক্ষকের অনুমোদন নিয়ে শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করতে পারবে। তাছাড়া অন্য শিক্ষার্থীর সাহায্য গ্রহণে কোন বাধা থাকবে না। পাঠগৃহের শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলবেন শিক্ষক।

(৪) বিভক্ত পিরিয়ড প্লান (Divided Period Plan) :

এই পদ্ধতিটি বাটভিয়া পরিকল্পনার অনুরূপ। এই ব্যবস্থায় একটি সুবৃহৎ শ্রেণীকক্ষে দু'জন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পাঠদান কার্য পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীদের এখানে দু'টি দলে বিভক্ত করা হয়। একজন শিক্ষক যখন একদল ছাত্রের সঙ্গে পাঠ্যবিষয় আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন, তখন অন্য একজন শিক্ষক অন্য শিক্ষার্থীদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করেন। এইভাবে অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার উন্নয়ন এবং পরীক্ষায় তাদের অকৃতকার্যতা রোধ করা সম্ভব হয়।

(৫) দ্বিগুন পিরিয়ড প্লান (The Double Period Plan) :

এখানে একটি বিষয় আলোচনা ও অনুশীলনের জন্য দু'টি ঘণ্টা নির্দিষ্ট করা হয়। প্রথম ঘণ্টায় নির্দিষ্ট সমস্যাকে কেন্দ্র করে আলোচনা এবং পরামর্শ দান বা গ্রহণ চলে। দ্বিতীয় ঘণ্টায় যে কাজ দেওয়া আছে তার তত্ত্বাবধান করেন শিক্ষক।

(৬) সাময়িক তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা (Supervised Study Used Periodically) :

একটি বিষয়ের আলোচনা দু'ঘণ্টা ব্যাপী করলে সময় ও সুযোগের অপচয় ঘটে বলে অনেকে মনে করেন। বিদ্যালয়ের স্বল্প পরিসর সময়ের মধ্যে তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাকে কার্যকরী

করার জন্য কোন কোন শিক্ষাবিদের মতে একদিন অন্তর একটি নির্দিষ্ট ক্লাশে শিক্ষার্থীদের উপর ন্যস্ত কাজের তত্ত্বাবধান করবেন শিক্ষক। কোন কোন শিক্ষাবিজ্ঞানী আবার সপ্তাহে একদিন তত্ত্বাবধান ক্লাশ পরিচালনার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

এই পদ্ধতির সুবিধা (Advantages) ঃ

(১) এই পদ্ধতির সবচাইতে বড় সুবিধা হচ্ছে এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধনের বিশেষ সুযোগ লাভ করে। পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা রোধ করা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় নিবারণ করা সম্ভব হয়।

(২) অগ্রসর এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা বিশেষ ফলপ্রদ। শিক্ষকদের ব্যক্তিগত সাহচর্যে এবং তত্ত্বাবধানে অগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আরো দ্রুত উন্নতি লাভ করে।

(৩) এই ব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীর অভাব-অভিযোগ, ত্রুটি-বিচ্যুতি, রুচি ও প্রবণতা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণ করেন শিক্ষক এবং তাদের প্রয়োজনমত পরামর্শদান করতে পারেন।

(৪) এই ব্যবস্থায় বিশুদ্ধ পাঠচর্চা সম্ভব হয়। প্রকল্প, সমস্যা সমাধান এবং ইউনিট পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থাকে এই পদ্ধতির সংযোগে সার্থক করা যায়।

(৫) এই পদ্ধতি দ্বারা গ্রন্থানুসারী ও বক্তৃতা পদ্ধতির একঘেয়েমী থেকে শিক্ষার্থীরা মুক্তিলাভ করে।

(৬) এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক পাঠে অভ্যস্ত হয়। পুস্তকের কোন্ অংশ প্রয়োজনীয় সে সম্পর্কে পরামর্শ লাভের সুযোগ পায়।

(৭) শিক্ষার্থীরা অধিক চিন্তাশীল এবং নানা কর্মে দক্ষতা অর্জন করে। বাস্তব জীবনের নানা সমস্যা উপলব্ধি করার সুযোগ পায়। যে কোন বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিচার-বিশ্লেষণ করার সুযোগ লাভ করে।

অসুবিধা (Disadvantages) ঃ

(১) প্রধান অসুবিধা হচ্ছে এই পদ্ধতিতে অনেক সময় উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা কোন সুবিধা ভোগ করে না। কারণ তাদের বেশী তত্ত্বাবধান প্রয়োজন হয় না। এই ব্যবস্থায় বেশীর ভাগ শিক্ষক অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা পাশের দিকে বেশী নজর রাখেন। অন্যান্য শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি দিতে পারেন না।

(২) এই পদ্ধতিতে বাড়ীর কাজের উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বিদ্যালয়ের

বিশেষ ক্লাশে পাঠ্যবিষয়ের অনুশীলন হয় বলে একই কাজ আর বাড়ীতে করার জন্য দেওয়া উচিত নয় সত্য, তবে নূতন এবং সৃজনশক্তির বিকাশমূলক কাজ দেওয়া একান্ত অপরিহার্য।

(৩) এই পদ্ধতিতে একটি ক্লাশকে দুটি ঘণ্টায় বা পিরিয়ডে পরিচালনা করলে পাঠের অগ্রগতি বজায় থাকে না। যদি একটি ক্লাশ ৯০ মিঃ ধরে চলে, তাহলে বিদ্যালয়ের মোট ছয় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে চারিটি পিরিয়ডের বেশী ক্লাশ কোন দিনই সম্ভব হবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের পাঠ এবং সহ-পাঠক্রম কর্মসূচীর সাফল্য কোনমতেই সম্ভব হবে না।

(৪) কোন কোন শিক্ষাবিদের মতে এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস এবং স্বনির্ভরতা শক্তি হ্রাস পায়। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থেকে শিক্ষার্থীর নিজস্ব সৃজনপ্রতিভা চরিতার্থ লাভ করে না। পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন শিক্ষা সম্ভব হয় না সত্য, কিন্তু অতিরিক্ত পরনির্ভরশীলতা আবার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তার প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the duties of a teacher when supervising the study of a class.

2. Show how the elements of supervised study can be introduced into the study-hall.

3. Indicate how supervised s'udy recognizes individual differences.

4. Give the means that can be used to prevent individual failures.

5. Explain the various plans of supervised class study.

6. Indicate how supervised study can be used with other methoJ.

7. Prepare a differentiated assinment for a lesson in supervised study on any topic in Economics & Civics.

8. What are the values of supervised study ? Name objections that have been raised against supervised study.

(৪)

প্রয়োগশালা পদ্ধতি

[Laboratory Method]

গতানুগতিক শ্রেণী শিক্ষার বন্ধন থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্তি দেবার যে সকল পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে প্রয়োগশালা পদ্ধতি সর্বাধুনিক। শ্রেণী শিক্ষায় শ্রেণীর মধ্যে 'ব্যক্তি ডুবে যায় দলে'। শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা, স্বয়ংক্রিয়তা এবং ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বহু পরিমানে ব্যাহত হয়। পড়ার ইচ্ছা না থাকলেও পড়তে হয়। বহু প্রচলিত শ্রেণী শিক্ষাকে দোষ ত্রুটি মুক্ত করার জন্য ১৯১৯ খৃঃ আমেরিকার ম্যাসাচুসেট প্রদেশের ডাল্টন শহরের টাউন হলে মিস্ হেলেন পার্কহার্স্ট এই প্রয়োগশালা পদ্ধতির পরিকল্পনা করেন। ১৯২২ খৃঃ মিস্ এভিলন ডিউই এই পদ্ধতিকে ডাল্টন ল্যাবোরেটারী প্লান (Dalton Laboratory plan) নাম দেন।

এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

ডাল্টন পরিকল্পনার প্রধান ভিত্তিহচ্ছে ব্যক্তিপার্থক্য। ব্যক্তিকে তার আত্মোপলব্ধি এবং সমাজ বিবেকসম্পন্ন করাই এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। মূল ডাল্টন পরিকল্পনার প্রধানতঃ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্টিত হলেও বর্তমান কালে সংশোধিত ডাল্টন পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর সামাজিক অস্তিত্বের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিতে শ্রেণী কক্ষকে একটি কর্মশালায় পরিণত করা হয়। শ্রেণী কক্ষকে এখানে বিষয় কক্ষে রূপান্তরিত করা হয়। বিষয় কক্ষটিকে সুসজ্জিত করা হয় নানা শিক্ষোপকরণে। প্রতিটি বিষয় কক্ষে টেবিল, চেয়ার, ব্লাক বোর্ড, মানচিত্র, চার্ট, দেয়ালচিত্র, নানা পত্র-পত্রিকা, সহায়ক গ্রন্থ, ছাত্রদের নিজস্ব রচিত বুলেটিন, শব্দযন্ত্র এবং অভিক্ষেপণ যন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের উপকরণ সুসজ্জিত থাকবে। শ্রেণী শিক্ষকের স্থানে বিষয় শিক্ষকই বিষয় কক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন. শ্রেণী শিক্ষার মত এখানে শিক্ষক বক্তৃতা দেন না। শিক্ষার্থী এখানে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা নয়। শিক্ষার্থী এখানে স্বাধীন ও সক্রিয়। শিক্ষার্থীর যোগ্যতানুসারে এখানে শ্রেণী বিন্যাস হয়। সমগ্র বছরের পাঠকে শিক্ষক কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেন। এক একটি ভাগকে প্রত্যেক মাসের নির্দিষ্ট কাজ (Assignment) হিসেবে সম্পন্ন করার দায়িত্ব দেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের। নিদ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে

পারলে পরবর্তী কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়। প্রত্যেক ছাত্র এখানে ব্যক্তিগত ভাবে কাজ করতে পারে। এখানে কোন নির্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা বাজান হয় না। কাজের গুণাগুণ বিচার করেই শিক্ষক মহাশয় ছাত্র ছাত্রীদের 'উন্নতির রেখাচিত্র' অঙ্কন করেন। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষার কোন স্থান নাই। এখানে শিক্ষকের দায়িত্ব একবারে গৌণ নয়। শিক্ষক মহাশয় বিষয় কক্ষে পাঠের উপযোগী পরিবেশ বজায় রাখেন। নির্দ্দিষ্ট কাজ সম্পর্কে বিশদ ভাবে আলোচনা করেন। তাছাড়া শিক্ষোপকরণ ব্যবহার এবং কোন সমস্যা সমাধান সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়াও তাঁর প্রধান কর্তব্য।

এই পদ্ধতির সুবিধা (Advantages):

(১) এই পদ্ধতিতে ইচ্ছামত কাজ করার সুবিধা ও সুযোগ বেশী। এখানে ব্যক্তিগত ভাবে এবং পরস্পরের সহযোগিতায় দলবদ্ধ ভাবে কাজ করার সুযোগ আছে।

(২) কাজ করার স্বাধীনতা থেকে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস বাড়ে। দায়িত্ব বোধ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। সমবায় মূলক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়। অপরের মতামতকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। স্বচেষ্টায় শিক্ষালাভের উৎসাহ পায়।

(৩) এই পদ্ধতিতে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিকে ত্রুটি মুক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কাজ কর্মের অগ্রগতির রেখাচিত্র (graph) দেখেই এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করা হয়।

(৪) এই পদ্ধতির দ্বারা সমষ্টিগত শিক্ষণ পদ্ধতির দোষত্রুটি দূর করা যায়।

(৫) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত চাহিদা, রুচি, প্রবণতা ও ক্ষমতাকে কাজে লাগাবার সুযোগ পায়।

অসুবিধা (Disadvantages):

(১) এই পদ্ধতিটি মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে সুবিধাজনক হলেও সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন এবং অনগ্রসরদের কাছে আদৌ উপযোগী নয়। অল্প বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেও সুবিধাজনক নয়।

(২) এই পদ্ধতিকে বাস্তব প্রয়োগ করতে হলে প্রচুর অর্থ, সুসমৃদ্ধ বিষয় কক্ষ, অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ একান্ত আবশ্যক। কোন অনুন্নত বা অর্ধোন্নত দেশের পক্ষে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

(৩) সময় তালিকা না থাকায় শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে।

[৪) শিক্ষকের পরিচালনা নৈপুণ্য ব্যতিরেকে এই পদ্ধতিতে পঠন-পাঠন সম্পূর্ণ বৈচিত্র্যহীন ও ক্লান্তিকর হয়ে যেতে পারে।

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ ঃ

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পঠন-পাঠন ক্ষেত্রে এই প্রয়োগশালা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অধিক। বাস্তব জীবনের সঙ্গে এই দুই শাস্ত্রের সংযোগ ঘনিষ্ঠ। তাছাড়া মাধ্যমিক স্তরের বিশেষতঃ করে দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই পদ্ধতি বিশেষ আকর্ষনীয় হতে পারে। এই স্তরটি শিক্ষার্থীদের বয়ঃসন্ধিকাল। এই সময় তারা স্বাধীন ভাবে কাজ করার প্রেরণা অনুভব করে। সুতরাং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যদি অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট ও সুসজ্জিত কক্ষ থাকে এবং এ বিষয়ে অন্ততঃ দু'জন অভিজ্ঞ শিক্ষক থাকেন তাহলে প্রয়োগশালা পদ্ধতিকে রূপায়িত করা যেতে পারে। বিষয় কক্ষটি যদি চল্লিশজন শিক্ষার্থীর বসবার উপযোগী হয় এবং সেখানে যদি একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার, ব্লাকবোর্ড, গ্রাফবোর্ড, বুলেটিন বোর্ড, রেডিও, স্লাইড, ফিল্ম, পর্দা ও প্রজেক্টার, চার্ট ও মানচিত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণ যথাযথ ভাবে পর্য্যাপ্ত পরিমানে থাকে তাহলে অর্থশাস্ত্রের ও পৌরবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা এই পদ্ধতির মাধ্যমে সার্থক হতে পারে। অবশ্য এই পদ্ধতির ত্রুটিগুলি যতদূর সম্ভব দূর করতে হবে। শিক্ষক এখানে নীরব দর্শক হয়ে থাকবেন না। তাঁকেও সক্রিয় সহযোগী, বন্ধু এবং দার্শনিকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1. What do you mean by Laboratory method ? How far is it useful in teaching Economics and Civics ?

2. Discuss, on the whole the usefulness of the Dalton Plan as a modern method of teaching Economics and Civics.

3. Describe how the individual abilities and social virtues can be developed with the help of Laboratory method in the teaching of Economics and Civics.

১১

বিষয়ের সামাজিকীকরণ
SOCIALISATION OF THE SUBJECT

সমাজের সঙ্গে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের সম্পর্ক (Relation between society and the subjectes) :

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বিচিত্র ও বহুমুখী। এখন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সমাজ শব্দটির অর্থ কি? সাধারণ বা সঙ্কীর্ণ অর্থে সমাজ হচ্ছে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, বা খৃষ্টান সমাজ। সমাজ এখানে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ। ব্যাপক অর্থে সমাজ হচ্ছে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি বা ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির সম্বন্ধ। বৃহৎ ঐক্যভূত মানব সমষ্টিই সমাজ। ক্ষুদ্র পরিবার' গোষ্ঠী, সংঘ, সমিতি থেকে দেশ তথা বিশ্বব্যাপী মানব গোষ্ঠী আজ 'সমাজ' শব্দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একই ভাবধারা, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে সৃষ্টি হয় প্রকৃত সমাজ। সমাজবিজ্ঞানী গিসবার্টের (Gisbert) মতে "সমাজ হল বিচিত্র সম্পর্কের একটি জটিল জাল যা পারস্পরিক আলাপ, সহযোগিতা বা প্রতিযোগিতা থেকেই গড়ে উঠে"। ["Society in general, consists in the complicated network of social relationship by which every human being is interconnected with his fellowmen]"।

এই সমাজ-সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে মানুষ। মানুষ ছাড়া সমাজ কল্পনাতীত। মানুষের সঙ্গে মানুষের রক্তের সম্পর্ক থেকে গড়ে উঠেছে পরিবার। সেই পরিবারের বৃহত্তর সংস্করণ হচ্ছে গোষ্ঠী, সংঘ বা সমিতি যার পরবর্তী সংগঠন হচ্ছে সমাজ। সমাজ গঠনে যেমন ব্যক্তির অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য, তেমনি অন্যদিকে ব্যক্তির বিকাশে সমাজের অবদানও অপরিসীম। শিশু জন্মের পর ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে তার মাতাপিতা, ভাই-বোন, পরিবার আত্মীয়-স্বজন, বিদ্যালয়, পৌর-সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্য সহানুভূতির প্রভাবে। তাই তার ব্যক্তিসত্তা এবং সমাজসত্তার উপর সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, এবং অর্থনৈতিক শক্তির প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সামাজিক

আদর্শ, কৃষ্টি ও ভাবধারা ক্রমবর্ধমান শিশুকে উদ্বুদ্ধ করে সামাজিক সত্তার বিকাশ ঘটায়। তাই ব্যক্তিসত্তার বিকাশে তার সামাজিক সত্তাকে উপেক্ষা করা যায় না। ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি, মানুষের উভয় সত্তার বৃদ্ধি বা উন্নয়ন ছাড়া সম্ভব নয়।

এখন শিক্ষা মানেই হচ্ছে বৃদ্ধি বা উন্নয়ন। শিক্ষাবিজ্ঞানীদের মতে—"Education is the natural, progressive and harmonious development of all the powers and capacities of the human being"—Pestalozzi। শুধু তাই নয় জন ডিউইর মতে—"Education is the socially directed growth of the individual"। বস্তুতঃ মানুষের বৃদ্ধি বা বিকাশ—প্রশিক্ষণ ও বাহিরের প্রভাব থেকে মুক্ত জৈবিক পূর্ণতা ("Biological maturation independent of training and external influences")—দ্বারা সম্ভব হয় না। মানুষের বৃদ্ধিতে পরিবেশ তথা বাহিরের নানা উপাদানের প্রভাব বেশী। মানবশিশু তার সহজাত স্নায়ুমণ্ডলী, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, প্রেরণা, আবেগ, অনুভূতি, শক্তি ও বুদ্ধি প্রভৃতি নানা সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। মানবশিশুর এই সকল অনার্জিত সম্পদ কেবলমাত্র পরিবেশের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। পরিবেশও এই অনার্জিত মৌলিক প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় শিশুর ক্রমবিকাশ ঘটে, সফল হয় তার শিক্ষা-প্রচেষ্টা।

মানুষের আদিম সঙ্গচেতনা থেকেই সমাজের সৃষ্টি। আসঙ্গলিপ্সা মানুষের সহজাত ধর্ম। আবার এই আদিম আকাঙ্ক্ষা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের প্রয়োজন মেটানোর দুর্দমনীয় স্পৃহা। আদিম স্তরে মানুষের প্রয়োজন ছিল অতি অল্প। জীবনযাত্রা ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। খাদ্য সংগ্রহ আর শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা ছিল একমাত্র বড় সমস্যা। কিন্তু বর্তমান সমাজ হচ্ছে গতিশীল সমাজ। সমস্যা-জর্জরিত জটিল সমাজ। আদিম সমাজে প্রকৃতির কোলে মানুষ অফুরন্ত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের মধ্যে অভাববোধকে বড় করে দেখেনি। আজকের এই গতিশীল কৃত্রিম সমাজে মানুষের অভাব অনন্ত, আর প্রয়োজনও একান্ত ভাবে আদি অন্তহীন। জগৎ ও জীবনের জটিলতা, প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রাচুর্য মানুষকে কেবলমাত্র সংঘবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করেনি, তার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষকে জীবন-ধারণের নানা কলা-কৌশল আয়ত্ত করতে বাধ্য করেছে। মানুষের অগ্রদৃষ্টি ও পশ্চাদ্দৃষ্টিকে করেছে প্রসারিত। সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নানা সমস্যার জালে মানুষ আজ আবদ্ধ। এই সমস্যার জটিলতা আর যুগের গতিশীলতা শিক্ষা তথা সমাজকে নিত্য করে চলেছে আবর্তিত, আলোড়িত ও পরিবর্তিত। বস্তুতঃ অভাবের তাড়না, জগৎ ও জীবনের গতিশীলতা, মানুষের সঙ্গে সমাজের, আবার শিক্ষার সঙ্গে মানুষ তথা মানব সমাজের ঘনিষ্ঠতা দিন দিন পরিবর্ধিত করে চলেছে। তাই কোন

শিক্ষাই আজ সমাজ-বহির্ভূত নয়। অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের বিভিন্ন বিষয়সম্পদও সেই একই উৎস হতে সংগৃহীত সঞ্চয়ন।

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অন্যতম প্রধান শাখা। উভয় শাস্ত্রই সমাজ-বিজ্ঞান। উভয়েরই উৎস মানব সমাজ। সমাজবদ্ধ মানুষের দৈনন্দিন কর্মের অনুশীলনই অর্থাবস্থা। আবার মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মধারার অনুশীলন ও সমন্বয়ই পৌরনীতি। সংঘবদ্ধ মানুষের আর্থিক সমস্যা-জড়িত আচরণই অর্থশাস্ত্রের আলোচনা ক্ষেত্র। এই আর্থিক সমস্যা সমাধানে নিযুক্ত অসংখ্য ব্যক্তির সংগঠনই আর্থিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত। এইদিক থেকে সমাজের সঙ্গে অর্থশাস্ত্রের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। বস্তুতঃ অভাবের তাড়না থেকেই যেমন সমাজের সৃষ্টি, তেমনি অভাববোধ থেকেই অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব। অধ্যাপক মার্শালের মতে অর্থশাস্ত্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজগুলির অনুশীলন করে। মানুষ কি ভাবে প্রাত্যহিক জীবনে তার অর্থনৈতিক কর্ম সম্পাদন করে—কিভাবে অর্থ উপার্জন ও ব্যয় করে এবং কি ভাবে নানা অর্থনৈতিক সমস্যাকে অতিক্রম করে তার অনুশীলন করে অর্থশাস্ত্র। সমাজে বাস করলেই মানুষকে অর্থনৈতিক কাজে ব্যাপৃত থাকতে হয়। যারা সমাজে বাস করে না তাদের সঙ্গে অর্থশাস্ত্রের সংস্রব কম। সমাজবদ্ধ মানুষের সীমিত আয়ের সাহায্যে সীমাহীন অভাব পূরণের যে প্রয়াস তাহাই অর্থশাস্ত্রের মূল বিষয়বস্তু। মানবজীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পার্থিব জীবনের সমুদয় চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা। মানুষ তার স্বল্প আয়ের সাহায্যে চেষ্টা করে একটি সুস্থ সুন্দর জীবন যাপন করতে। এই কাজ অনেকাংশে নির্ভর করে দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা অর্থনৈতিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশের কৃষি ও শিল্প-উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অর্থনৈতিক সূত্র অনুযায়ী পরিচালিত হয়। দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ও কর-নীতি মুখ্যতঃ অর্থনীতির দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত। দেশের সামাজিক অবস্থা বা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই অর্থনীতির ধ্যান ধারণা স্থিরীকৃত হয়। অগ্রসর বা অনগ্রসর সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো সমান নয়। স্বাধীন সমাজ আর নিয়ন্ত্রিত সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এক নয়। আবার মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গঠিত সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানকালে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থনীতি সমাজ নিরপেক্ষ নয়, আবার সমাজও অর্থনীতি বহির্ভূত নয়। অর্থনৈতিক রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা ও মূলসূত্র সামাজিক চিন্তা, ভাবনা, অভাব, অভিযোগ এবং চাহিদা ও যোগান প্রভৃতি নানা সমস্যাসম্ভূত। অতএব বাস্তব সমাজের সঙ্গে অর্থশাস্ত্রের সংযোগ ও সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।

অপরদিকে পৌরবিজ্ঞানের ভিত্তিই সমাজ। সামাজিক মানুষের সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক নানা সমস্যার উপর পৌরনীতি প্রতিষ্ঠিত। পৌরনীতি সমাজের সদস্য হিসাবে নাগরিক জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে। নাগরিক বলতে সমাজবদ্ধ মানুষকে বুঝায়। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ তথা রাষ্ট্রের সম্পর্ক, দায়-দায়িত্ব বা অধিকার ও কর্তব্য পৌরনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয়। অধ্যাপক লাস্কি বলেছেন—"S'ate is an association of associations" অর্থাৎ সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। এই দিক থেকে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক যেমন অতি নিবিড়, তেমন সমাজের অন্যান্য সংস্থা বা স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। গ্রাম বা নগরের অধিবাসী হিসাবে আমরা প্রত্যেকেই পঞ্চায়েৎ, মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনের সভ্য। তাছাড়া প্রতিটি মানুষ সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং শ্রমিক সংস্থা প্রভৃতি অন্যান্য সংঘ সমিতির সঙ্গেও কম বেশী জড়িত। পৌরনীতি তাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করে। রাষ্ট্র ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান মানুষের জীবনের দাবি-দাওয়া, চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্য সচেষ্ট থাকে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানুষের কল্যাণ, সুখ বা দুঃখ বিশেষভাবে জড়িত। তাই ব্যক্তি-মানুষ তথা সংঘবদ্ধ মানুষের আচার আচরণের অনুশীলনই পৌরবিজ্ঞারের মূল লক্ষ্য। তাছাড়া পৌরনীতি একটি সামাজিক বিজ্ঞান এবং সমাজের দ্বারা ব্যক্তির সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ বিধানই হচ্ছে এই সামাজিক বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং সমাজের সঙ্গে পৌরবিজ্ঞানের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ এবং ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশে এই বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্বীকার্য।

বিষয়ের সামাজিকীকরণ (Socialisation of the Subject) :

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান উভয় শাস্ত্রের ভিত্তি ও কাঠামো সমাজের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তি-মানুষ ও সামাজিক মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন বিধান উভয় শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তনসাধন; বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন, দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন, মিতব্যয়িতা ও ব্যবহারিক বা ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি করা, সামাজিক ন্যায়নীতি ও সুনাগরিকতাবোধ জাগ্রত করা এবং আন্তর্জাতিকতায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতির প্রধান লক্ষ্য। অপরদিকে বিদ্যালয় হচ্ছে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ, অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলা এবং শিক্ষার্থীর মনকে সমাজমুখী করে তোলা বিদ্যালয়ের পবিত্র কর্তব্য। সুতরাং বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান সমাজবহির্ভূত হতে পারে না। বাস্তব

জগতের সামাজিক বিভিন্ন পরিবেশে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের নানা সমস্যা ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যক্ষভাবে জানার সুযোগ সৃষ্টি করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব। সমাজই মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে। তাই দার্শনিক বার্নস বলেছেন 'সামাজিক কাঠামো ও যন্ত্রের মধ্য দিয়েই মানব সমাজ সংগঠিত হয় এবং বহুমুখী কর্মধারা সুসম্পন্ন করে'। ["The Social structure and machinary through which human society organises, directs and executes multifarious activities required to satisfy human needs."][1] যেহেতু বিদ্যালয় সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, সেই হেতু শিক্ষার্থীর মানসিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সকল প্রকার মৌলিক চাহিদা পূরণ করা বিদ্যালয়ের গুরু দায়িত্ব। যখন বিদ্যালয় এই দায়িত্ব যত্ন সহকারে পালন করে, এবং বাস্তব পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের সুযোগ দান করে তখন সেইরূপ ব্যবস্থাকে বিষয়বস্তুর সমাজিকীকরণ বলা হয়।

এই সমাজিকীরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক পরিবেশে উপস্থিতি এবং সমাস্যা সমাধানে প্রত্যক্ষ্য অংশ গ্রহণ। তাছাড়া বিদ্যালয়ে এমন পরিবেশ রচনা করা, যার মাধ্যমে তরুণ শিক্ষার্থী সমাজের বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় সহজলভ্য হয়। অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের ভিত্তি। সামাজিক শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপের ফলে অন্তর্নিহিত শিক্ষণ সার্থক হয়। শিক্ষা কোন প্রকারেই বাহির থেকে চাপান বস্তু নয়। শিক্ষা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনের পরিণত অবস্থা। ব্যক্তিগত স্বার্থ, ক্রিয়াকলাপ, ইচ্ছা, এবং দলপ্রবণতা শিক্ষাপ্রদ শক্তি গঠন করে। সুতরাং অভিজ্ঞতার স্থায়ী ও সঠিক বোধগম্যতার জন্য বাস্তব পটভূতিতে শিক্ষাদান কার্য সম্পন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

প্রকৃতির লীলা-নিকেতন শ্যামল বনানী বা ঘন নীলাকাশের মুক্ত পরিবেশে ময়না পাখীটিকে অনুধাবন করা আর চিড়িয়াখানার খাঁচায়স্থিত ময়নাকে অনুধাবন করা এক নয়। আবার সজীব মানুষের ভিতর একত্রীভূত দু'টি হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া একই রকম হয় না। সেইরূপ কোন একটি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের কার্যধারা স্বাভাবিক পরিবেশ ছাড়া সম্পূর্ণ বাস্তব ও সঠিক হয় না। মানুষের কর্মধারার মাধ্যমে বাস্তব সমাজের বহিপ্রকাশ। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের রীতিনীতি, কার্যপ্রণালী এবং সাফল্য বা অসাফল্য বাস্তব সামাজিক পরিবেশ ছাড়া বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুধাবন করা যায় না। বস্তুতঃ বাস্তব জীবনের অকৃত্রিম পরিবেশ ছাড়া কোন ঘটনা

1. Social Institution H. E. Barnes p. 29.

বা সমস্যার অনুধাবন, পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণ বিজ্ঞানসম্মত হয় না—অস্পষ্ট থেকে যায়। সুতরাং অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজ ও সামাজিক পরিবেশের একটি বিশেষ ভূমিকা অবশ্যস্বীকার্য। সেই পরিবেশ ও ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্তর্গত যে সকল প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন আছে, সেই সকল সংস্থার সঙ্গে শিক্ষার্থীর বাস্তব সংযোগ এবং প্রত্যক্ষ পরিচয় করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট বিদ্যমান।

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান উভয় শাস্ত্রই বাস্তব সমাজের নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ। কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা সমস্যার প্রকৃত তথ্যের সন্ধান ও সমাধান বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে সম্ভব নয়, বাস্তব সামাজিক পরিবেশেই কেবলমাত্র তা সম্ভব। তাছাড়া নিজস্ব সামাজিক পরিবেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ অতি সহজ। শুধু তাই নয় সংগৃহীত তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ অতি বাস্তব ও সঠিক হয় সামাজিক পরিবেশে। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কৃত্রিম পরিবেশে ব্যক্তি মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ে যতই বিদ্যাভাস হোক না কেন, যতই পুথিপত্রের আধিক্য থাকুক না কেন, শিক্ষাকে জীবন্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হলে সামাজিক পরিবেশের বাস্তবতার সঙ্গে অর্জিত জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান হওয়া একান্ত আবশ্যক। শিক্ষার্থীকে সামাজিক পরিবেশে থেকে পৃথক করে রাখলে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য কখনই সফল হবে না। তাই বিদ্যালয়কে এগিয়ে যেতে হবে বাস্তব সমাজের দিকে, আর সমাজও এগিয়ে আসবে বিদ্যালয়ের দিকে। তাহলেই সম্ভব হবে, সার্থক হবে মহামিলনের কুম্ভযোগ, আর সফল হবে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য।

আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়বস্তুতে আগ্রহ সৃষ্টি করা। শিক্ষার্থীর মনকে কৌতূহলী এবং কর্মশক্তিকে জাগ্রত করাও অন্যতম উদ্দেশ্য। তাছাড়া কাজের মাধ্যমে শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীকে উৎপাদনশীল করে তুলতে হলে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার সামাজিকীকরণ একান্ত আবশ্যক। অর্থশাস্ত্রের নানা সমস্যা, যথা—ব্যক্তিগত ও জাতীয় আয়, উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন, সঞ্চয় বা মূলধন সংগঠন, সরকারী আয়ব্যয়, করনীতি, ব্যাঙ্ক ও জীবন বীমা এবং মুদ্রা ও দ্রব্যমূল্য সমস্যা প্রভৃতির আলোচনা একান্ত পুস্তককেন্দ্রিক হয়ে যায় এবং ধারণা অস্পষ্ট থেকে যায় বাস্তব সামাজিক পরিবেশের অভাবে। অপরদিকে পৌরবিজ্ঞানের নানা সমস্যা, যথা—পৌর সংগঠনের গঠন, কাঠামো ও কার্যধারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা সমস্যার অনুধাবন ও বিচার-বিশ্লেষণ ফলপ্রসূ হয় না প্রত্যক্ষ ও সঠিক অনুভূতি দ্বারা অনুসরণ ব্যতিরেকে। অতএব অর্থশাস্ত্র ও

পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাকে একান্ত ভাবে পুস্তককেন্দ্রিক না করে—প্রকৃত শিক্ষা, চিন্তাশক্তির উন্মেষ এবং সঠিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক পটভূমিকায় শিক্ষকের সহনাভূতি ও পরামর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত শিক্ষা পদ্ধতি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের সামাজিকীকরণ কর্ম কিভাবে সম্পাদিত হবে? শিক্ষাবিজ্ঞানীদের মতে ভ্রমণ, পরিদর্শন সামাজিক তথ্য নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ, এবং সমাজসেবামূলক কর্মের মাধ্যমে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের সামাজিকীকরণ সফল হতে পারে। বস্তুতঃ শিল্পকেন্দ্র, বাণিজ্যিক স্থান, বাজার, স্বয়ংশাসিত সংগঠন এবং বিধানসভা বা পার্লামেণ্ট পরিদর্শন ও ভ্রমণের দ্বারা এই উভয় সমাজ বিজ্ঞানের সামাজিকীকরণ স্বাভাবিক ও বাস্তব করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের একঘেয়ে পরিবেশ থেকে মুক্ত করে ছাত্রছাত্রীদের যদি শিল্পাঞ্চল, বাজার বা ব্যবসাস্থান, কর্মশালা এবং রাষ্ট্রীয় বা পৌর সংস্থা পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে তাদের পাঠ্যবিষয়ের প্রতি আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি করা যাবে। এইভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার গঠন ও পুনর্গঠন কর্ম সুসম্পন্ন হবে। সমবায় ও ঐক্য বোধ জাগ্রত হতে পারে। তাছাড়া রাষ্ট্রের মন্ত্রী, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, অর্থনীতিবিদ, আইনজীবি, বিচারক, শিক্ষাবিদ, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, সমাজসেবক, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা উৎপাদক, পুলিস, এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সাক্ষাৎকারের সুযোগ দিয়ে বা বিদ্যালয়ে তাঁদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে, বাস্তব জগতের নানা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জনে, শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা যেতে পারে। সুতরাং ভ্রমণ, পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ এবং সাক্ষাৎকারের কর্মসূচী বিদ্যালয়ের আবশ্যিক কর্মতালিকাভুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

(ক) বাণিজ্য কেন্দ্র পরিদর্শন (Visit to business places) :

অর্থশাস্ত্র শিক্ষাদানের কর্মসূচীতে বাণিজ্য কেন্দ্র পরিদর্শন আবশ্যিক হওয়া দরকার। পরিদর্শনে কেবলমাত্র বিষয়টির বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জন সফল হয় না, পক্ষান্তরে পরিদর্শনের মাধ্যমে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ও পরিচালন-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। বাণিজ্যকেন্দ্র পরিদর্শনের সময় শিক্ষার্থী বাজারের বিভিন্ন অবস্থা, গতি ও প্রকৃতি. ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক উৎপন্ন দ্রব্য, দ্রব্যের পৃথকীকরণ এবং মুনাফা লাভের কৌশল, চাতুর্য ও কর্মপটুতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে। তাছাড়া অর্থনৈতিক শক্তিগুলির ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, পছন্দ, চাহিদা ও যোগানের নিয়ম এবং ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক বোঝাপড়া বা দরকষাকষির ফলে কি ভাবে বাজার দর এবং মূল্যস্তরের সাম্যবিধান হচ্ছে তা সহজ-

ভাবে শিক্ষার্থী অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পেতে পারে। অবশ্য এইরূপ পরিদর্শন উদ্দেশ্যমূলক হওয়া উচিত এবং এর জন্য পূর্ব থেকে মানসিক প্রস্তুতি থাকা দরকার। উদ্দেশ্যহীন পরিদর্শন সাময়িক উত্তেজনায় পর্যবসিত হতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব কম নয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ করার অনুভূতিকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করবেন। উপযুক্ত, সোজাসুজি, সংক্ষিপ্ত ও প্রত্যক্ষ প্রশ্নের দ্বারা শিক্ষক কার্যাবলী ও ঘটনার উল্লেখ করবেন। বাজারের বিভিন্ন অবস্থার প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন আর আলোকপাত করবেন বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে।

(খ) শিল্পাঞ্চল পরিদর্শন (Visit to industrial fields) ঃ

অর্থনীতির ছাত্রছাত্রীদের উৎপাদন কেন্দ্র বা শিল্পাঞ্চল পরিদর্শনের দ্বারা বিষয়বস্তুর সামাজিকীকরণ সার্থক করা যেতে পারে। উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তম শিল্পকেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা এবং কার্যাবলী বিশেষভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে। একই সঙ্গে শিল্পের একদেশতার কারণসমূহ আলোচনা ও প্রত্যক্ষ পরিদর্শন করা যেতে পারে। শিল্পকেন্দ্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের সমস্যা, ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ম ও সমস্যা, মজুরী নির্ধারণ সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। তাছাড়া জাতীয় আয় ও মূলধন সংগঠনে শিল্প বা উৎপাদন কেন্দ্রের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে ওয়াকিবহাল করা যায়। শিল্পকেন্দ্রের নিকটে যদি রেলওয়ে জংসন বা বন্দর থাকে তাহলে দেশের আভ্যন্তরীণ ও বাহিক পরিবহন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা যায়। বন্দরস্থিত বিভিন্ন দেশের জাহাজ দেখে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা যেতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের জাহাজের পতাকা দেখিয়ে সেই দেশের রাজনৈতিক প্রতীক সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। এইভাবে অর্থনীতির সঙ্গে পৌরনীতির সম্পর্ক বিধান দ্বারা অনুবন্ধ প্রণালীকে সার্থক করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ হাওড়ার শিল্পাঞ্চল পরিদর্শন কালে কেবলমাত্র বিভিন্ন উৎপাদনকেন্দ্র সম্পর্কে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে না, অধিকন্তু তারা উক্ত শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত যোগাযোগ ও পরিবহনের সুযোগ-সুবিধা এবং কলিকাতা বন্দরের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। অবশ্য এক্ষেত্রেও শিক্ষকের পরিচালনা-নৈপুণ্যের উপর এইরূপ ভ্রমণের সুফল একান্তভাবে নির্ভরশীল।

(গ) ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা কেন্দ্র পরিদর্শন (Visit to Bank & Life Insurance Office) ঃ

জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাঙ্ক এবং জীবনবীমার গুরুত্ব অসীম। ব্যাঙ্কের সংগঠন, কার্যাবলী, মুদ্রামূল্য, অর্থের প্রচলন গতি, মুদ্রাস্ফীতি এবং জাতীয় আয়ের উপর তার

প্রভাব, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে অন্যান্য ব্যাঙ্কের সম্পর্ক, বৈদেশিকমুদ্রা সমস্যা, মুদ্রামূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধি, এবং ঋণ-নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রভৃতি সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সাহায্য করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ছাত্রছাত্রীদের যদি কলকাতায় অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিস বা ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার (S. B. I.) সদর কার্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে ভারতের ব্যাঙ্কব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন অনায়াসেই সম্ভব হতে পারে। অনুরূপভাবে জীবনবীমার সদর কার্যালয় 'জীবন-দীপ'পরিদর্শন করে শিক্ষার্থী জাতীয় সঞ্চয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে পারে; অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাঙ্ক ও বীমা সংস্থার গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। বাস্তব জীবনে জীবনবীমার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারবে। এইভাবে ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা কার্যালয় পরিদর্শন মাধ্যমে শিক্ষার্থী অর্থনৈতিক জগতের স্বরূপ এবং বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সক্ষম হবে।

(ঘ) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন (Visit to a Local Self-Govt. Office) ঃ

অনুরূপভাবে বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সংস্থা, সংগঠন এবং স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন দ্বারা পৌরবিজ্ঞান পাঠের সামাজিকীকরণ কর্ম সার্থক করা যেতে পারে। জেলা বা মহকুমার সহর অঞ্চলে সরকারী বা বেসরকারী জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান এবং গ্রামাঞ্চলে ব্লক উন্নয়ন অফিস, গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ এবং সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ শিক্ষার্থীদের পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে এবং শিক্ষক বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আন্তরিকভাবে ও সহানুভূতির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচালনা করবেন। এইরূপ পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থী স্থানীয় পঞ্চায়েৎ বা বিভিন্ন পৌরপ্রতিষ্ঠানের গঠন, কার্যাবলী, আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা, আয়-ব্যয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণ করতে পারবে। এ ছাড়া স্থানীয় সরকারী কার্যালয় পরিদর্শন কালে তারা সরকারের বিভিন্ন কর্মধারা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারবে। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি হচ্ছে বংশানুক্রমিক, জাতিগত বা বর্ণগত অবদান। তাই মানুষের উপর পরিবেশগত প্রভাব অত্যন্ত বেশী। সুতরাং কিশোর শিক্ষার্থীকে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য সভ্য হিসাবে প্রতিপন্ন করতে হবে। তাকে জানতে দিতে হবে এবং তার কৌতূহল ও আগ্রহকে জাগ্রত করতে হবে এমনভাবে যাতে সে অপরের সঙ্গে বা অন্য সংস্থার সঙ্গে সহজে মিলে মিশে কাজ করতে পারে। পৌরপ্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী থেকে সাধারণ নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারে। এইভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কর্ম সম্পাদন দ্বারা শিক্ষার্থী তার স্বাধীন কর্মশক্তি বৃদ্ধি করবে। তাদের

মধ্যে সুনাগরিকতাবোধ এবং জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটবে। সুতরাং কৌতূহলোদ্দীপক পরিদর্শন মাধ্যমে পৌরবিজ্ঞান পাঠের আসল উদ্দেশ্য সফল করা যেতে পারে।

(ঙ) আইনসভা বা পার্লামেণ্ট পরিদর্শন (Visit to Assembly or Parliament) :

গণতন্ত্রই ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। ভারত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এই গণতান্ত্রিক ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সুগঠিত করে তোলা এবং জাতীয়তা বোধ তথা আন্তর্জাতিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ করা পৌরবিজ্ঞান পাঠের অন্যতম লক্ষ্য। গণতন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটনে, দ্বি-পরিষদীয় আইনসভার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে এবং বিধানসভা বা লোকসভার কার্যাবলী এবং আইন প্রণয়ন পদ্ধতি অনুধাবনে আইনসভা বা পার্লামেণ্ট পরিদর্শন শিক্ষার্থীদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ শিক্ষার্থীদের আইনসভা বা পার্লামেণ্ট পরিদর্শনের সুযোগ দিলে তারা গণপ্রতিনিধিদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়। আইনসভার অধ্যক্ষ বা স্পীকারের নিরপেক্ষ নীতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। সদস্যগণ কিভাবে দেশের সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা অর্থাৎ খাদ্যসমস্যা, বসবাস সমস্যা, কৃষি-শিল্প-উন্নয়ন সমস্যা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সমস্যা, বেকারসমস্যা, ট্রেড ইউনিয়ন সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ের উপর মতামত বিনিময় করেন তা জানবার সুযোগ লাভ করে। সরকারী আয়-ব্যয়ের বাজেট সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং আইনসভার রীতি-নীতি প্রত্যক্ষ অনুধাবন করতে পারে। এইভাবে আইনসভা পরিদর্শন দ্বারা পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে গণতন্ত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে পারেন, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারেন, আইন ও স্বাধীনতা এবং জনমতের প্রাধান্য সম্পর্কে তরুণ শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। পৌরনীতির বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমন্বয় এবং উভয় শাস্ত্রের মধ্যে অনুবন্ধ রচনা করতে পারেন। তাছাড়া পরমতসহিষ্ণুতা এবং বিতর্ক করার রীতিনীতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সজাগ করতে পারেন। অবশ্য এক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকের পরিচালনা নৈপুণ্য ও ব্যক্তিত্ব, উদ্দেশ্য সাফল্যের প্রধান ভিত্তি।

(চ) শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য (Duty and responsibility of the Subject Teacher) :

শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা পরিদর্শনের সার্থকতা বিদ্যালয় তথা বিষয় শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষামূলক পরিদর্শনের সময় শিক্ষক যথেষ্ট সতর্ক থাকবেন। ভ্রমণ বা পরিদর্শন পরিচালনার আগেই শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিলিত ভাবে একটি পরিকল্পনা করবেন।

যে সকল সমস্যা ও প্রশ্ন দেখা দিতে পারে শিক্ষককে সে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন যেন ভ্রমণ বা পরিদর্শন আনন্দময় হয় এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভে যেন কোন ব্যাঘাত না ঘটে। ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ধারণা দিবার জন্য শিক্ষক পূর্বেই প্রয়োজনীয় আলোচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ভ্রমণের পূর্বে জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে হবে। শিক্ষার্থী কোন্ বিষয় জ্ঞানলাভ করতে চায় এবং কোন্ বিষয়ে শিক্ষকের পরিচালনা ও নির্দেশনা একান্ত প্রয়োজন তা আগেই শিক্ষক জেনে নিবেন। ভ্রমণ বা পরিদর্শনে যাওয়ার আগে দ্রষ্টব্য বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করা দরকার এবং বিষয়বস্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক। পরিদর্শনে যাওয়ার আগে শিল্পকেন্দ্র, ব্যবসাকেন্দ্র, পৌরসংস্থা এবং আইনসভা পার্লামেণ্টের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি ভ্রমণ-সূচী স্থির করা একান্ত আবশ্যক। তাছাড়া কর্মকেন্দ্র শিল্পকেন্দ্র বা আইনসভা বা পৌরসংস্থায় কি কি দর্শনীয় বা জ্ঞাতব্য বিষয় আছে তাও পূর্বে জানা দরকার। এবিষয়ে বিষয় শিক্ষক অপেক্ষা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব বেশী।

(ছ) ভ্রমণ বা পরিদর্শনের সুবিধা (Merits of Visits and excursions) ঃ

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাদান ব্যাপারে ভ্রমণ বা পরিদর্শনের গুরুত্ব অসীম এবং বিভিন্ন দিক থেকে যথেষ্ট উপযোগী। যথা ঃ—

(১) শ্রেণীকক্ষের একঘেয়ে জীবন থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্ত করে ভ্রমণ ও পরিদর্শন। এর ফলে বিষয়বস্তুতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও কৌতূহল পরিবর্ধিত হয়।

(২) শিক্ষার্থীর অনুধাবন শক্তিকে সক্রিয় করে তোলে এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের ফলে অভিজ্ঞতা স্থায়ী হয়।

(৩) পাঠ্যপুস্তকে অলিখিত বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ পায়। সামাজিক রীতিনীতি এবং বাস্তব সমাজের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করে।

(৪) সমগ্র শিক্ষার পরিকল্পনা বা বিবরণ প্রস্তুত করার ফলে তাদের সামগ্রিক বোধশক্তি জাগ্রত হয়। তাছাড়া শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়।

(৫) বিভিন্ন সংস্থা এবং ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগে সামাজিকতা বোধ জাগ্রত হয়। ঐক্যবোধ এবং স্বাধীন কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠিত হয়।

অবশ্য এইরূপ ভ্রমণ বা পরিদর্শন যেন নিছক নেশায় পরিণত না হয় এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েই পরিদর্শন যাতে সার্থক হয় তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি থাকা দরকার। শৃঙ্খলা

ও নিয়মানুবর্তিতা ভ্রমণ বা পরিদর্শনের সাফল্যের ভিত্তি। শিক্ষার্থীরা যাতে পরিদর্শন কালে শৃঙ্খলা হারিয়ে না ফেলে তার প্রতি বিশেষ নজর রাখা দরকার। তাছাড়া শিক্ষার ধারাবাহিকতা যাতে রক্ষিত হয় এবং শিক্ষার্থীরা যাতে পরিদর্শনকালে প্রয়োজনীয় বিষয় নিজ নিজ নোটবুকে লিখে রাখে বা পরিদর্শন শেষে স্ব-স্ব অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করে তার প্রতি শিক্ষক বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। সর্বোপরি ভ্রমণ ও পরিদর্শনকে সফল করতে হলে প্রয়োজনীয় অর্থ সরকারি তহবিল থেকে আদায় করবেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

(জ) গুণীজন সাক্ষাৎকার বা বিদ্যালয়ে গুণীজন সমাবেশ (Interview with Learned Personalities or Their visit to School) :

শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা পরিদর্শন বিদ্যালয় তথা অভিভাবকদের আর্থিক সঙ্গতির অভাবে সফল নাও হতে পারে। তাছাড়া সময় ও সুযোগের অভাবেও অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও কর্মসূচী সফল করা সম্ভব হয় না। সুতরাং অর্থ ও সময়ের অভাবে যে সুযোগ থেকে আমরা শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করি তার কিঞ্চিৎ সুরাহার জন্য বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রের কর্মকর্তা, শ্রমিক নেতা, সমাজসেবী, আইনসভার সদস্য, পৌরসংস্থার সদস্য, আইনজীবী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিদ এবং সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রভৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎ বা তাঁদের কাউকে বিদ্যালয়ে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা যাতে তাঁদের বক্তব্য শুনবার এবং লিপিবদ্ধ করার সুযোগ লাভ করে তার দিকে নজর রাখবেন শিক্ষক। বিভিন্ন সমাজকর্মী, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও নেতাদের সংস্পর্শে এসে তরলমতি শিক্ষার্থীরা বাস্তব জগতের সমাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নানা সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। গুণীজনের প্রভাবে শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত লক্ষ্য নির্ধারণ সহজতর হতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রেও শিক্ষকের পরিচালন দক্ষতা একান্ত আবশ্যক।

(ঝ) বিদ্যালয়ে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান (School Self-Government) :

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নেতৃত্ব-শক্তির বিকাশ এবং জাতীয়শক্তি ও সংহতি বৃদ্ধি। পৌরবিজ্ঞান পাঠের সামাজিকীকরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি বিদ্যালয়-জীবনে নাগরিকতা বা নাগরিক দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণ না করে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুনাগরিকতা বোধ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষায় নানা বিষয় ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমেরিকাতে বিদ্যালয়কে, সুনাগরিকতার বাস্তব কৌশল আয়ত্তের পরীক্ষাগার ["Laboratory for training in the practical art of citizenship"] বলে মনে করা হয়। তাই তাঁরা 'Self-govt. of students'-এর উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

স্টুডেন্ট কাউন্সিল, খেলাধুলা সমিতি, স্বাস্থ্য সমিতি, মধ্যাহ্ন টিফিন পরিচালনা কমিটি প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। W. R. George-এর প্রতিষ্ঠিত আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগসহ "জুনিয়ার রিপাব্লিক" ["Junior Republic"—with Legislative, Executive and Judicial organs"] আমেরিকায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। আবার ইংলণ্ডের Homer Lane-এ প্রতিষ্ঠিত "Little Commonwealth" শিক্ষার্থীদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। সুতরাং আমাদের ছাত্রদের সংগঠিত সংগঠন দ্বারা পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষাদর্শ সফল করা যেতে পারে। বিদ্যালয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান, সমবায় বিপণি, টিফিন পরিলাচালনা সমিতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক এবং জীবনের নানা সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা যেতে পারে। অবশ্য এর জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সাহায্য একান্ত আবশ্যক।

প্রশ্নাবলী

1. What is meant by socialisation ? How is it useful in teaching Economics and Civics ?

2. How would you plan for an educational tour ? What measure would you adopt to make it effective in teaching Economics and Civics ?

3. What are the uses of visits and excursions to different bodies and other business places ?

4. Discuss how far visit and excursion to business places, local bodies, assemblies etc., are helpful in teaching Economics and Civics to your students.

...TE OF EDUCATION FOR WOMEN
Dept. of Extension SERVICES
...NI ★ CALCUTTA-27 ★

১২

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষক

THE TEACHER OF ECONOMICS & CIVICS

আমরা ভারতবাসী, ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। আধুনিক ভারতের অর্থশাস্ত্রও পৌরবিজ্ঞানের পটভূমিকায় আমরা কি ধরণের শিক্ষক চাই, এই পরিচ্ছেদে তার একটা রূপ তুলে ধরতে চেষ্টা করব। কিন্তু শিক্ষাদান ব্যাপারটাই আজ একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাদানকার্যে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী চাই। কথাটি যত সহজে বলা হল, এর রূপ পরিগ্রহ করতে সময় লেগেছে যথেষ্ট। প্রাচীন শিক্ষা ছিল পুরাপুরি শিক্ষক-কেন্দ্রিক। সমস্ত বিদ্যালয় পরিবেশের আবহাওয়ায় বিরাজ করতেন শিক্ষক মহাশয়। বিদ্যালয় পরিবেশ কেন, শ্রেণীকক্ষেও শিক্ষকের উন্নত গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্ব প্রাধান্য লাভ করত। ভবিষ্যতে জ্ঞানী মানুষ তৈরী করার মানসে শিক্ষক মহাশয় চামচে করে জ্ঞানের মশলা ভর্তি করে শিক্ষার্থীকে গলাধঃকরণ করাতেন, আর শিক্ষার্থী বিনা প্রতিবাদে তা গ্রহণ করত। শিক্ষার্থীর কোন নিজস্ব সত্তা ছিল না, তার স্থান ছিল—"সবার পিছে, সবার নীচে"।

কিন্তু আধুনিক যুগ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার যুগ। শিক্ষার্থীকে অবহেলা করে যে সার্থক শিক্ষা সৌধ গড়া যায় না—এ সহজ সত্যটুকু আজ সকলেই হৃদয়ঙ্গম করেছেন। শিশুমন কি চায়, কিসে তার আগ্রহ, ইচ্ছা ও প্রবণতা সে দিকে লক্ষ্য রেখেই আজকাল শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। তাই শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষাধারার স্থলে গড়ে উঠেছে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা। একদা বিস্মৃত শিক্ষার্থী এখন নাটকের প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ, শিক্ষক সরে গেছেন অন্তরালে।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী

শিক্ষাবিজ্ঞানের এই ধারাকে সামনে রেখে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষককে শিক্ষাদান কার্যে এগিয়ে যেতে হবে। শিক্ষাদানকার্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ হবে ঘনিষ্ঠ। শিক্ষাবিজ্ঞানের বহুমুখী গবেষণা শিক্ষকের কাছে কোনও ফলদান করতে পারবে না, যদি শিক্ষক সে বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ও সজাগ না থাকেন।

যদি তিনি তাঁর কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন না করে থাকেন, তাহলে তাঁর উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তিনি সে দায়িত্বের অযোগ্য হয়ে পড়বেন।

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান উভয় শাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজবিবেক সৃষ্টি, পৌরচরিত্র গঠন, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, পরিকল্পনা-সচেতন, মিতব্যয়ী এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি সাধন অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য। বস্তুতঃ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, বিকাশ ও প্রকাশ সাধনই প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া।

শিক্ষার লক্ষ্য ও শিক্ষক

জীবনের গতির সঙ্গে শিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধযুক্ত। শিক্ষা আবার সমাজ বা রাষ্ট্র-বহিভূত নয়। তাই সৎ আচরণ সৃষ্টি, অভ্যাস গঠন, কর্মে নৈপুণ্য, অর্থোপার্জন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আধুনিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষা বিজ্ঞানের এই আদর্শ এবং অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য সামনে রেখে এই উভয় শাস্ত্রের শিক্ষক নিজেকে প্রথমে উপযুক্ত করে তুলবেন বিষয়-জ্ঞানের গভীরতায়, আর শিক্ষার্থীকে গড়ে তুলবেন আত্মবিশ্বাস ও কর্মনিষ্ঠায়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে এনেছে নব-জাগরণ।

শিক্ষার পদ্ধতি ও শিক্ষক

ভারতীয় শিক্ষাধারায় আধুনিক পদ্ধতি-বিজ্ঞানের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান বিষয়টি বিদ্যালয় স্তরে এই সর্বপ্রথম প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। বাস্তব সামাজিক পটভূমিকায় কি ভাবে এই উভয় সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার্থীর মনের মণিকোঠায় প্রবেশ লাভ করলে শিক্ষা সার্থক হবে, জ্ঞান অক্ষয় হবে তা সমস্যার বিষয়। আধুনিক কালে পদ্ধতি-বিজ্ঞানের অগ্রগতি বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি, বক্তৃতা পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি, সমস্যা সমাধান বা প্রকল্প পদ্ধতি, আরোহ অবরোহ পদ্ধতি, আবিষ্কার পদ্ধতি প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষা বা পদ্ধতি-বিজ্ঞানের অবদান। তাছাড়া কর্মানুশীলন সমস্যা, ব্যক্তিগত বা দলগত শিক্ষা প্রণালী এবং সামাজিকীকরণ পদ্ধতির সঙ্গে ভ্রমণ, পরিদর্শন ও শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হওয়ায় শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগ ও পরিচালনা আজ অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব অসীম। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুতে দক্ষতা অর্জন করলেই শিক্ষাদান কার্য সার্থক হবে না। এখানে প্রয়োজন হচ্ছে—মানব-জীবনকে ও সমাজ জীবনকে কেন্দ্র করে যে পদ্ধতি এবং যে প্রণালী বা উপকরণ একান্ত অপরিহার্য তা প্রয়োগ ও সংগ্রহ করবেন বিষয় শিক্ষক।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষার্থী হচ্ছে ভবিষ্যৎ সমাজের প্রাণ, আর শিক্ষক হচ্ছেন ভবিষ্যৎ সমাজের স্রষ্টা। তাই শিক্ষকতা কেবলমাত্র বৃত্তি বা পেশা নয়। সেবা ও বৃত্তি উভয়ের সমন্বয়ে শিক্ষকতা সম্পূর্ণ। পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধিটাই এখানে বড় নয়। কর্মে

সফলতাই এখানে পরম ও চরম উদ্দেশ্য। অবশ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা ছাড়া এ কর্মের সফলতার আশা বৃথা। তবে একান্ত অর্থলিপ্সা ও আরামপ্রিয়তা শিক্ষকতার আদর্শ বহির্ভূত। অধ্যাপক বিনিং ও বিনিং বলেছেন ' শিক্ষকতার সাফল্য সেবা ও আত্মোৎসর্গের মধ্যে নিহিত। এর লক্ষ্য হবে মানব সম্পদের সদ্ব্যবহার। শিক্ষক শিক্ষাদানের বিনিময়ে কি পেলেন তাই নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষক যে উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তার বিপরীত ঘটনা ঘটে। অধিকাংশ ব্যক্তি এটাকে ভবিষ্যৎ জীবনের অন্য কোন উন্নতর কর্ম যেমন আইন, ডাক্তারী বা মন্ত্রীত্বের একটা ধাপ বলে মনে করেন। আবার একদল আছেন যাঁরা শিক্ষকতা গ্রহণ করেন স্বল্প শ্রম এবং অবকাশের আরাম ভোগের জন্য। এই রূপ উদ্দেশ্যের ফলে শিক্ষকতা আদর্শভ্রষ্ট হয়। কিন্তু যেই মাত্র একজন শিক্ষক তাঁর কর্ম কে আত্মোৎসর্গমূলক বলে মনে করেন তখনই শিক্ষকতার মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে পারে"।[1] শিক্ষকতার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হচ্ছে শিক্ষার্থীর পরিতৃপ্তি বা পরিতুষ্টি, আর চরম আনন্দ শিক্ষার্থীর সাফল্যের মধ্যে। সুতরাং অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষকের কাছে বৃত্তি অপেক্ষা সেবাটাই হবে বড়। তাছাড়া এখানে শিক্ষকতা পেশা না হয়ে নেশা হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষকতার উদ্দেশ্য

জীবনের অগ্রগতি নির্ভর করে মানুষের কর্মপ্রয়োগের উপর। কর্ম ছাড়া জ্ঞান মূল্যহীন। কর্মে উদ্যম ব্যতিরেকে জ্ঞানের পথ সুগম হয় না। জ্ঞানের গভীরতার সঙ্গে কর্মের সংযোগ থাকা দরকার। শিক্ষকতা একটি গতিশীল বৃত্তি। শিক্ষক হচ্ছেন আজীবন ছাত্র। নিত্য নতুন চিন্তা এবং কর্মচঞ্চলতা যেমন ছাত্র জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তেমনি শিক্ষকতা জীবন ও নিত্য নতুন কর্মের উদ্যমে এবং জ্ঞানলিপ্সায় হয়ে উঠবে উদ্ভাসিত। গতিশীল জগতের সমাজ-নৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা সমস্যায় ওয়াকিবহাল থাকবেন শিক্ষক। বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যতের দিকে তাঁর দৃষ্টি থাকবে প্রসারিত। অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি তাঁকে করে তুলবে সার্থক।

শিক্ষকের গুণগত বৈশিষ্ট্য

সর্বোপরি গভীর মননশীলতা, হৃদয়ের প্রসারতা, একাত্মতা, মানবপ্রীতি ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বোধ শিক্ষক-চরিত্রের প্রধান ও প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য। পরকে আপন করার ক্ষমতা, শিক্ষার্থীকে ভালবাসার ঔদার্য, অন্যায়কে দমন করার দৃঢ়তা, দুর্বলকে রক্ষা করার সাহস আর গুণীকে উৎসাহিত করার উদারতা ব্যতিরেকে শিক্ষকতা সম্পূর্ণ নিরর্থক। শিক্ষকের ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র গঠনের

1. Teaching of the Social Studies in Secondary School p. 193

সহায়ক। শিক্ষাবিজ্ঞানীদের মতে শিক্ষক তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রে শিক্ষার্থীর কাছে উদাহরণ স্বরূপ হয়ে থাকবেন। "The teacher should be an example in person and conduct of what he requires of his pupil." বস্তুতঃ শিক্ষার্থীর চরিত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষক চরিত্রাশ্রয়ী। সুতরাং ধৈর্য, অধ্যবসায় কর্মনিষ্ঠা, সহানুভূতি, মমত্ব বোধ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, জ্ঞান, নিরপেক্ষতা এবং মানবতা বোধ শিক্ষক-চরিত্রের হবে প্রধান ভূষণ।

তাছাড়া শৃঙ্খলা রক্ষক, পরিবেশ নিয়ন্ত্রক এবং সমাজসেবক হিসাবে শিক্ষকের দায়িত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত শিক্ষক তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, নিরপেক্ষতা আর ভালবাসার জাদু দিয়ে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রন করেন। বিদ্যালয়ের একটা "Simplified, purified and better balanced society" সৃষ্টি করেন। স্বাভাবিক পরিবেশে ছাত্র ছাত্রীদের সহজাত সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলেন। রচনা করেন শিক্ষার্থীর গ্রহণযোগ্য পরিবেশ। আবার মুদালিয়র কমিশনের মতে শিক্ষা ধারার চরম লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে এমন ভাবে সুগঠিত করা, যাতে সে তার নিজস্ব কর্মক্ষমতা উপলব্ধি করবে এবং সমাজ কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে। ["The Supreme end of the education process shuld be the training of the character and personality of the students in such a way that they will be able to realize their full potentialities and contribute to be well-being on the community"][1] সুতরাং ব্যক্তি তথা সমাজের কল্যাণ হবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্যের সার্থকতা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের উপর একান্ত নির্ভরশীল। এই উদ্দেশ্য সাধনে বিদ্যালয় তথা শিক্ষকের কর্তব্য সম্পর্কে কমিশন বলেছেন—মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি ছাত্র ছাত্রীদের পৌরচেতনা, বৃত্তিমূলক দক্ষতা এবং চারিত্রিক মান এমন ভাবে বৃদ্ধি করবে যাতে তারা অতিশয় যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে জাতীয় জীবনের উন্নয়ন বিধান করবে। ["The secondary school must make itself responsible for equiping its students adequately with civic as well as vocational efficiency and the qualities of character that go with it so that they may be able to play their part worthily and competently in the improvement of national life."][2] অতএব একটি স্বাধীন-সার্বভৌম-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের সুগঠিত করার দায়িত্ব প্রধানতঃ শিক্ষক-সমাজের উপরই ন্যস্ত।

1. Report of the secondary Education commission p. 119
2. Do p. 29

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের মূল উদ্দেশ্য, শিক্ষাদর্শ, মূলনীতি, পদ্ধতি এবং শিক্ষকতা ধর্ম-বহির্ভূত নয়। শিক্ষাদর্শন এবং জাতীয় প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আর পদ্ধতি-বিজ্ঞানের প্রয়োজনে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সুসমৃদ্ধ হবে নিম্নলিখিত বিভিন্ন গুণের সমাবেশে :—

১। **শিক্ষাগত যোগ্যতা (Academic qualification) :**

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা অত্যাবশ্যক গুণাবলীর অন্যতম। বিষয়বস্তুতে গভীর জ্ঞান এবং অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতা অপরিহার্য। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান উভয়ই বাস্তব সমাজবিজ্ঞান। উভয় শাস্ত্রের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র, গতি-প্রকৃতি এবং রীতিনীতি সমাজের পরিবর্তন প্রভাবে পরিবর্ধিত। শিক্ষক যদি আধুনিক অর্থনৈতিক সমস্যা, সমাজ, রাষ্ট্র এবং চলতি প্রসঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত না থাকেন তাহলে শিক্ষকতায় তাঁর সাফল্য সুদূরপরাহত। সুতরাং জ্ঞানের গভীরতা বা বিষয়গত পাণ্ডিত্যের সঙ্গে থাকবে সর্ব বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা। তিনি ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, রাশিবিজ্ঞান এবং বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আহরণ করবেন। জ্ঞানের গভীরতাই হবে তাঁর সাফল্যের প্রধান মাপকাঠি। তাছাড়া সাম্প্রতিক সমস্যার সঙ্গে পরিচিতি এবং পত্র-পত্রিকা পাঠও একান্ত আবশ্যক।

২। **বৃত্তিগত যোগ্যতা (Professional qualification) :**

নিজেকে তৈরী করা যত সহজ, অপরকে গঠন করা তত কঠিন। তৈরী করা কর্মটি আদৌ অনায়াসলভ্য নয়, বরং অধিক পরিশ্রমসাপেক্ষ। শিক্ষার্থীকে শিক্ষার উপযোগী ও পারদর্শী করে তুলতে হলে শিক্ষকের বিশেষ কলাকৌশলী হওয়া দরকার। অতীতে 'দেওয়া আর নেওয়া ছিল' শিক্ষকের একমাত্র কাজ। বর্তমান দিনে শিক্ষক শুধু গুরু নন, একাধারে বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক। তিনি কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞানী নন, সমাজবিজ্ঞানীও বটে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি এবং তাদের সমাজের উপযোগী করে তুলবার বিশেষ দক্ষতা শিক্ষকের অবশ্যই থাকবে। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও উপযোগিতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষকের বৃত্তিগত যোগ্যতা এবং পদ্ধতিগত দক্ষতা একান্ত অপরিহার্য। শুধু তাই নয়, পেশাগত প্রবণতা, পেশাগত শিক্ষণের গভীরতা ও যোগ্যতা এবং উন্নয়নের প্রয়াস ও একাগ্রতা থাকা দরকার।

৩। ব্যক্তিত্ব (Personality) ঃ

শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব পেশাগত সাফল্যের ভিত্তি। ব্যক্তিত্ব থেকে গঠিত হয় চরিত্র। আবার চরিত্রই সকল সাফল্যের ভিত্তি। চরিত্র জ্ঞানকে মার্জিত করে, অপসৃত করে সংস্কারকে। হৃদয় ও মনকে উদ্ভাসিত করে, ইচ্ছা ও শক্তি এবং চিন্তাশক্তি পরিবর্ধিত হয়। ["Character depends upon will, will upon desire, desire upon interest, and interest upon the circle of thought, in which the whole inner activity has its abode."][1] শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রভাব শিক্ষার্থীর উপর প্রবল এই ব্যক্তিত্বের মূলে থাকে কতকগুলি সহজাত সম্পদ। এই সহজাত গুণাবলী আবার কতকগুলি উপাদানের উপর নির্ভরশীল। যথা :—

(ক) দৈহিক বৈশিষ্ট্য (Physical Aspect) ঃ

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষকের চেহারা বা আকৃতিগত ঐশ্বর্য একান্ত আবশ্যক। সুস্থ সুন্দর আকৃতির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। মানুষ মাত্রেই সুন্দরের পূজারী। শিক্ষকের আকৃতিগত সৌন্দর্য শিক্ষার্থীর মনে প্রভাব বিস্তার করে। দৈহিক গঠন আবার কণ্ঠস্বর, ভাষা, স্বাস্থ্য এবং জীবনের সুখসুবিধা সংক্রান্ত ব্যাপারে সচেতনতার উপর নির্ভরশীল।

(খ) নিষ্ক্রিয় গুণাবলী (Passive Virtues) ঃ

শিক্ষকতার সাফল্য কতকগুলি আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর উপর নির্ভরশীল। বন্ধুত্ব, সহানুভূতি ও বোধশক্তি, আন্তরিকতা বা কর্মনিষ্ঠা, কৌশল, সততা, আত্মসংযম, আশাবাদিতা, উদ্যম এবং ধৈর্য শিক্ষক-জীবনের সহায়ক। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষক যাঁর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তোলা, তাঁর মধ্যে এই সকল গুণাবলীর সমাবেশ একান্ত অপরিহার্য।

(গ) কর্মদক্ষতা (Executive Abilities) ঃ

শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব আবার তাঁর কার্যনির্বাহী ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। শিক্ষক একাধারে প্রযোজক, পরিচালক এবং নেতা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্ব শক্তির বিকাশ সাধনে শিক্ষকের পরিচালন দক্ষতা একান্ত আবশ্যক। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে ভবিষ্যৎ সমাজের নেতা তৈরী করা। সুতরাং অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান-শিক্ষককে আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, উদ্যমশীলতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা, পরিচালন নৈপুণ্য ও শ্রমশীলতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হতে হবে।

1. The principle of Education p, 182-3,

(ঘ) পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধিপ্রবণতা (Development of Effiency):

বৃত্তিগত যোগ্যতা বৃদ্ধিপ্রবণতা শিক্ষকের সাফল্যের প্রধান ভিত্তি। শিক্ষা মানেই অভিজ্ঞতার গঠন ও পুনর্গঠন। শিক্ষা পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকের যোগ্যতার উন্নয়ন একান্ত কাম্য। স্বীয় প্রচেষ্টাই সাফল্যের ভিত্তি। সুতরাং অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান-শিক্ষক তাঁর বিষয়বস্তুগত জ্ঞান এবং পদ্ধতিগত কর্মকুশলতা বৃদ্ধির জন্য সদা সচেষ্ট থাকবেন। নিকটবর্তী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে থাকবে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ। জাতীয় শিক্ষা পরিবর্ধন কর্মসূচী (N. C. E. R. T.)-তে অংশ গ্রহণ করবেন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিত্য নতুন তত্ত্ব ও তথ্য আহরণ করার প্রবণতা থাকবে তাঁর প্রবল, আর অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান-শিক্ষক সম্মেলনে গ্রহণ করবেন সক্রিয় ভূমিকা।

৪। বাস্তব জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী (Practical knowledge and Scientific outlook):

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান একটি ফলিত সমাজ বিজ্ঞান। জাতীয় অর্থনৈতিক বা সমাজনৈতিক সমস্যার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকবে শিক্ষকের। সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয়ে সাহায্য করবেন। কি ভাবে অর্থনৈতিক রীতিনীতি শিক্ষার্থী তার বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করবে সে সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা দিবেন শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র, বাণিজ্যিক স্থান, বন্দর, নগর, হাটবাজার, পৌরসংস্থা, আইনসভা বা পার্লামেন্ট, সরকারী বা বেসরকারী কার্যালয় এবং ব্যাঙ্ক বা বীমা অফিস পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবেন শিক্ষক। বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অনুধাবন বা পর্যবেক্ষণ করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন শিক্ষক। তাছাড়া এই বৈজ্ঞানিক যুগে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে শিক্ষকের। অর্থনৈতিক নানা সমস্যা; যথা—দ্রব্যের উৎপাদন খরচ, দ্রব্যমূল্য, অর্থের প্রচলন গতি, এবং মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আলোচনা করবেন শিক্ষক। অর্থনৈতিক ভূগোল, পরিসংখ্যান এবং অঙ্কশাস্ত্রে শিক্ষকের পারদর্শিতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৫। জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় চেতনা (National and International Consciousness):

জাতীয় সংহতি তথা আন্তর্জাতিকতাবোধ বৃদ্ধিকরণ অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষকের শুধু জাতীয়তাবোধ থাকলে চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবতাবোধ থাকবে গভীর। বিষয়বস্তুর আলোচনা প্রতিষ্ঠিত হবে জাতীয় পটভূমিতে, কিন্তু দৃষ্টি থাকবে সারা পৃথিবীর দিকে।

ভারতের বর্তমান সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংকটের দিনে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষক নিজে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হবেন, অপরদিকে শিক্ষার্থীকে সুপথে পরিচালিত করবেন গভীর আন্তরিকতায়। শিক্ষকের মধ্যে এই গভীর আদর্শবাদ এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে চরম ও পরম সার্থকতায় পরিমণ্ডিত করবে। সুস্থ-সুন্দর শান্তিময় সমাজ গড়ার কাজ সম্পূর্ণ হবে, শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন সফল হবে।

প্রশ্নাবলী

1. Describe briefly the importance of the teacher in the process of teaching of Economics & Civics.

2. "Teacher is the maker of man." Describe briefly the qualitis of the teacher of Economics and Civics in the light of this statement.

3 In your opinion what should be the essential qualifications and main functions of a teacher of Economics and Civics ?

4. How can the teacher of Economics and Civics help other teachers of the school in their co-curricular activities ?

5. Enumerate the various ways in which the teacher can cultivate better community relations.

১৩
শিক্ষোপকরণ
TEACHING AIDS AND APPLIANCES

ভূমিকা

জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। পরিবেশের সঙ্গে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সমন্বয়ে ধারণার সৃষ্টি। জ্ঞান সেই ধারণারই পরিবর্তিত রূপ। তাই পঞ্চেন্দ্রিয়ই মানুষের জ্ঞানের প্রাথমিক সোপান। মানবশিশু জন্মের পর তার পাঁচটি ইন্দ্রিয় যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের সাহায্যে বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। এই সম্পর্কের মাধ্যমে সংগৃহীত ও সঞ্চিত হয় নানা অভিজ্ঞতা, যা শিশুর বৃদ্ধির একান্ত সহায়ক। শিক্ষা মানেই হচ্ছে বৃদ্ধি বা উন্নয়ন। আবার এই অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনেই শিক্ষা সার্থক। মনের অভিজ্ঞতা আর বাহিরের উপাদান এই দুইয়ের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয় নানা ভাবজট। সেই ভাবজট থেকে বিমূর্ত ধারণা মূর্ত হয়ে ওঠে জ্ঞানে। সুতরাং জ্ঞানের সংগে ধারণা আর ধারণার সংগে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ তা অবশ্যস্বীকার্য। শিক্ষাবিদ কমেনিয়াস বলেছেন—"The foundation of all learning, consists in representing clearly to the senses, sensible objects so that they can be appreciated easily." অর্থাৎ সকলপ্রকার শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই মানুষ বিভিন্ন বিষয় সহজে অনুধাবন করতে পারে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিক্ষার পিছনে থাকে একটা উত্তেজনা আর প্রতিক্রিয়া। থর্ণডাইক বলেছেন, "উত্তেজনা ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঠিক ঠিক সম্বন্ধ স্থাপনের নামই শিক্ষা"। বাহিরের নানা উদ্দীপক (stimulus) মানুষকে নানা ভাবে উদ্দীপিত করে। এক্ষেত্রে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মানুষ বাহিরের নানা দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ ও স্পর্শানুভূতি থেকে নানা উদ্দীপনা লাভ করে। এই ভাবে নানা অনুভূতি থেকে সৃষ্টি হয় অভিজ্ঞতা, আর সেই অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের ভিত্তি। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষাবিজ্ঞানীগণ বলেন, শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় যতগুলি ইন্দ্রিয়ের সদ্ব্যবহার হয় ততই শিক্ষা সার্থক।

গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রাধান্য স্বীকৃত। অন্য সকল ইন্দ্রিয়ের উপযুক্ত মর্যাদার অভাব একান্ত ভাবে প্রকট। শিক্ষকের বক্তৃতা শ্রবণই শিক্ষালাভ বা শিক্ষাদানের প্রধান উপায়। বক্তৃতা বা আলোচনা আবার একেবারে পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রিক। শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি কিছুটা সম্ভব হলেও দর্শনেন্দ্রিয়ের পরিতুষ্টির বিশেষ কোন ব্যবস্থা প্রচলিত পদ্ধতিতে নেই। হাতেকলমে কাজ করার কোন সুযোগও সেখানে নেই। বিমূর্ত থেকে মূর্তের দিকে, জটিল থেকে সহজের দিকে আর অদৃশ্য থেকে দৃশ্যের দিকে উত্তরণ ছিল গতানুগতিক শিক্ষা-পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। **প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, দেখা ও শোনা এই উভয় কর্মের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল।** তাই আধুনিক কালে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে শিক্ষাদানের বিচিত্র কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। আজকাল শিক্ষা ও শিক্ষাদান এই উভয় ক্রিয়াকে গতিশীল ও জীবন্ত করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা আজ উন্নত করেছে পদ্ধতি-বিজ্ঞানকে। ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক শিক্ষাকে আজ অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। শ্রবণ ও বীক্ষণমূলক শিক্ষাই আজ প্রকৃত শিক্ষা বলে স্বীকৃত ও সমাদৃত। উদ্দীপনার সঙ্গে অনুভূতি আজ ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতার উপর যেমন দৃষ্টি দেওয়া হবে, সেইরূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের সুযোগ আজকের এই শিশুকেন্দ্রিক ও জীবনভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় একান্ত অপরিহার্য।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি ভাবে শিক্ষার্থীর শ্রবণ ও বীক্ষণ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সম্ভব?

এ প্রশ্নের উত্তর, শিক্ষাবিজ্ঞানী ফ্রয়েবেলের শিশু-উদ্যানের প্রাকৃতিক পরিবেশে গাছ, পাখী, পশু প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ মাধ্যমে শিক্ষা-পদ্ধতিতেই খুঁজে পাওয়া যাবে। সর্বোপরি মেরিয়া মণ্টেসরীর ইন্দ্রিয়-চরিতার্থমূলক Dedactic Apparatus পরিকল্পনা এই প্রশ্নের উত্তর। বস্তুতঃ মণ্টেসরীই সর্বপ্রথম শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে শিশুর শ্রবণ ও বীক্ষণ উপযোগী নানা উপকরণের ব্যবহার করেন। শিক্ষার সঙ্গে চোখ ও মনের সংযোগ বিধান করলেন মণ্টেসরী। যে সকল বস্তু শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তিকে বিকশিত করে, শিক্ষণীয় বিষয়কে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করে তোলে, শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করে তাকেই তিনি শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ বলে অভিহিত করেন। তাই আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় বর্ণনা-বহুল পাঠে শিক্ষার্থীর মনকে আকৃষ্ট করার জন্য চোখে দেখে শেখার উপযোগী বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি লাভ করেছে। শিক্ষা-উপকরণের বহুল ব্যবহার শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অধিক ফলপ্রসূ হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

শিক্ষোপ-করণের সংজ্ঞা

শিক্ষাবিজ্ঞানী Raymont শিক্ষা-সহায়ক উপকরণকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে—"They are first, the actual objects, which leave nothing, secondly, models or solid representations of objects, which leave something; thirdly, pictorial or photographic representations, which leave more; fourthly, outline drawings and diagrams, which leave still more; and fifthly, verbal comparisons, which leave everything, to the pupil's imagination." অর্থাৎ প্রকৃত বস্তু, বিভিন্ন বস্তুর মডেল, ছবি ও ফটোগ্রাফ, নক্সা ও চিত্র এবং মৌলিক তুলনামূলক বিচারসমূহ প্রকৃত শিক্ষোপকরণ। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ শিক্ষা-সহায়ক প্রয়োজনীয় উপকরণকে নিম্নলিখিত পর্যায়ে শ্রেণীবিন্যাস করেছেন।

শিক্ষোপ-করণের শ্রেণীবিভাগ

১। শ্রবণভিত্তিক প্রদীপণ (Audiotory aids) ঃ

(ক) বেতার (Radio)

(খ) গ্রামোফোন (Gramophone)

(গ) টেপ-রেকর্ডার (Tape-Recorder)

২। দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপণ (Visual aids) ঃ

(ক) ব্লাক বোর্ড (Black Board)

(খ) প্রকৃত বস্তুসমূহ (Real objects)

(গ) মডেল, নমুনা ছবি ও ফটোগ্রাফ (Models, Symbols, Pictures & photographs)

(ঘ) গ্লোব, ম্যাপ, চার্ট, নক্সাদি ও চিত্রসমূহ (Globe, Maps, Charts ; Diagrams & Pictorial materials etc.

(ঙ) বিভিন্ন প্রজেক্টর (Different Projectors)

(চ) চলচ্চিত্র (Motion Pictures)

৩। শ্রবণ ও বীক্ষণমূলক শিক্ষোপকরণ (Audio-visual aids) ঃ

(ক) সবাক চলচ্চিত্র (Sound-motion Pictures)

(খ) টেলিভিশন (Telivision)

৪। ভ্রমণ ও পরিদর্শনমূলক কর্ম (Visit and Excursion) ঃ

(ক) শিক্ষামূলক ভ্রমণ (Excursion)

(খ) কর্মকেন্দ্র পরিদর্শন (Field trip)

(গ) নিদর্শন সংগ্রহ (Collection of models etc.)

এছাড়া গ্রন্থগার, পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, সংগ্রহশালা এবং শিক্ষামূলক প্রদর্শনী প্রভৃতিও নানা প্রয়োজনীয় এবং প্রেরণামূলক শিক্ষোপকরণভুক্ত।

শ্রবণ-ভিত্তিক প্রদীপন (Audiotory aids) ঃ

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্যবিষয় বস্তু-ভিত্তিক। উপযুক্ত শিক্ষোপকরণ ছাড়া বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা জীবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত হয় না। তাছাড়া শ্রেণীকক্ষের সীমিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুকে সহজে আয়ত্ত করতে পারে না। শ্রবণ ও বীক্ষণ-মূলক উপকরণ শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর করে। পাঠে আগ্রহ ও আকর্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ়তর হয়। বাস্তব জগতের নানা সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করা যায়। অবশ্য বিষয়বস্তুর উপযোগী উপকরণ ও সংগ্রহ অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ ক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষককে যথেষ্ট বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। আবার উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন এবং উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে উপাদান প্রয়োজন, অনুন্নত এবং নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য সেই উপাদান প্রয়োজন নাও হতে পারে। সুতরাং স্থান, কাল ও পাত্রভেদে শ্রবণ-বীক্ষণ উপাদানের ব্যবহার হওয়া দরকার।

(ক) বেতার (Radio) ঃ

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাদান ক্ষেত্রে বেতারযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে। দেশের সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা সমস্যার আলোচনা ও কথিকা অনেক সময় বেতার মারফত প্রচারিত হয়। দেশের খ্যাতনামা সমাজ-সেবক, অর্থনীতি ও রাজনীতিবিদ বেতার মাধ্যমে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা প্রশ্নের উত্তর বেতার মাধ্যমে প্রচারিত হয়। আবার বেতারের মাধ্যমে দেশবিদেশের বহু মনীষীর চিন্তাধারা শিক্ষার্থীরা শুনতে পায়। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা ছাড়া, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের অতি সহজে ওয়াকিবহাল করা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশ যথা—ইংলণ্ড, আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় বেতার যোগে পরিবেশন করে। নাগরিকতা, নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য, দেশের জনসংখ্যা, খাদ্য সমস্যা, উৎপাদন-সমস্যা, দ্রব্যমূল্য সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি, বাজারের মন্দা বা তেজীভাব সমস্যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নানা সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন কথিকা বা বক্তৃতামালা

বেতার মাধ্যমে প্রচারিত সহজেই হয় বা সফল হতে পারে। বেতারের উপযোগিতা সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের অভিমত হচ্ছে—"School Broadcasting service provides training in selective and critical listening ; and it serves to interpret the school."

কিন্তু বেতার মারফতে শিক্ষার অসুবিধাও আছে। কারণ এখানে কেবল বক্তৃতা শোনা যায়। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কোন সুযোগ থাকে না। তাছাড়া বেতারের সরস বক্তৃতা বা কথিকা শোনার পর ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষের পাঠে মন বসতে চায় না। অবশ্য আজকাল এসব অসুবিধা দূর করার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলছে। আমাদের 'আকাশবাণী' প্রশ্নোত্তর মাধ্যমে নানা কথিকা ও আলোচনা প্রচার করেন। তাছাড়া 'বেতার জগৎ' মাধ্যমে নানা লিখিত প্রবন্ধ প্রচার করেন। দেশের আয়-ব্যয়ের বাজেট, বাণিজ্যনীতি এবং অর্থনীতি বা রাজনীতি সম্পর্কে বাণিজ্যিক সংঘের কর্মকর্তা বা অর্থনীতি অথবা সমাজনীতিবিদদের মাধ্যমে নানা আলোচনার আসর আয়োজন করেন। কিন্তু আমাদের দেশে প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেতরাযন্ত্র স্থাপনের এবং প্রচারিত আলোচনা বা কথিকা ছাত্রছাত্রীদের শুনবার কোন ব্যবস্থা নাই। এরজন্য জাতীয় সরকরের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীরা যাতে সপ্তাহে অন্ততঃ দুদিন নির্দিষ্ট সময়ে বেতারের আলোচনা শুনবার সুযোগ লাভ করে তার জন্য বেতার-কর্মসূচীর সঙ্গে বিদ্যালয়-কর্মসূচীর একটা সমন্বয় বিধান হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষকের প্রয়োজনীয় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বেতারে আলোচনাসভা পরিচালনার বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দরকার।

বেতারের ন্যায় গ্রামোফোন এবং টেপ-রেকর্ডার শিক্ষা কার্যের উপযোগী উপকরণ। দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ বা এ বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক-শিক্ষিকার চিন্তাধারা বা বক্তৃতা গ্রামোফোন বা টেপ-রেকর্ডারে সঞ্চয়ন করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের অবসর সময়ে উৎসবানুষ্ঠানে এবং কোন শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে অর্থনীতির কক্ষে শিক্ষার্থীদের সংগৃহীত কথিকা গ্রামোফোন বা টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে শুনবার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপণ (Visual aids) :

(ক) ব্লাক বোর্ড(Black Board) :

দৃষ্টি-নির্ভর প্রদীপণ হিসাবে ব্লাক বোর্ডের উপযোগিতা অবশ্যস্বীকার্য। কোন বিমূর্ত আলোচনাকে মূর্ত করে তুলতে হলে ব্লাক বোর্ডের ন্যায় সহজ ও সুলভ উপকরণ

আর নাই। শিক্ষাবিজ্ঞানীরা ব্লাক বোর্ডকে শিক্ষকদের মনোমুকুর বা 'Miror of the teachers mind' বলে অভিহিত করেছেন। শিক্ষাবিদ Raymont বলেছেন —"Black-board drawings, sketches and maps are superior to finished productions, at least in the early lessons." ব্লাক বোর্ড এবং গ্রাফ্ বোর্ড বর্তমান দিনে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন। অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের প্রধান অংশ বোর্ডে লিখে দিলে শিক্ষার্থী সেগুলো সহজে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয় এবং শিক্ষাদান প্রণালীকে জীবন্ত করে তোলা যায়।

(খ) প্রকৃত বস্তুসমূহ (Real objects) :

দৃষ্টিনির্ভর উপকরণসমূহের মধ্যে প্রকৃত বস্তুসমূহের উপযোগিতা অত্যন্ত বেশী। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য আলোচনার সময় বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনার সময় প্রকৃত বস্তুর দর্শনের সুযোগ থাকা দরকার। এক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও কর্মক্ষেত্র বা পৌরসংস্থা পরিদর্শন একান্ত আবশ্যক। জটিল এবং বিমূর্ত বিষয়বস্তুকে জীবন্ত ও সুস্পষ্ট করে তুলতে এবং সমাজের বাস্তব রূপ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়ার জন্য প্রকৃত বস্তু দর্শনের উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

(গ) অনুকৃতি, নিদর্শন ও ছবি (Model, Specimen, Pictures) :

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে মডেল, নিদর্শন ও ছবি প্রভৃতি দৃষ্টি-নির্ভর প্রদীপনের ব্যবহারিক মূল্য অসীম। কোন জ্ঞানমূখী বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর সামনে মূর্ত করে তুলতে হলে মডেল, নিদর্শন ও ছবি প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা অধিক। প্রকৃত বস্তুর পরিদর্শন যেখানে ব্যয়বহুল এবং সময়-সুযোগসাপেক্ষ সেখানে প্রকৃত বস্তুর ছবি কিছুটা বাস্তব পরিবেশ রচনা করতে পারে। কোন বাণিজ্য কেন্দ্র, শিল্পকেন্দ্র, বন্দর, নগর, শিল্পাঞ্চল, পৌর-সংস্থা, পঞ্চায়েত ও আইনসভা বা পার্লামেন্ট প্রভৃতি ভ্রমণ ও পরিদর্শন করা যখন কষ্টসাধ্য তখন সেই সকল স্থানের ছবি বা নিদর্শন দ্বারা শিক্ষার্থীকে কিছুটা বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করা যেতে পারে। এইভাবে বিভিন্ন অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা, যথা—ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য, জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস মূলধন সংগঠন সমস্যা, উৎপাদনের ক্রম-হ্রাসমান নীতি, চাহিদা ও যোগান সমস্যা, পৌর বা রাষ্ট্রীয় সংস্থার কার্যাবলী, রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, এবং জনমত গঠনের প্রধান উপায় প্রভৃতি ছবির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। তাছাড়া শ্রমবিভাগের উপাদান, ভোগ ও বিনিময় সমস্যা, কৃষি ও শিল্প, ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি এবং বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থাকে ছবির মাধ্যমে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা যায়।

(ঘ) **চার্ট, নক্সা ও ম্যাপ প্রভৃতি (Charts, Diagrams and Maps etc.) ঃ**

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাকে অর্থপূর্ণ, বাস্তব, সহজ ও সাবলীল করে তুলতে হলে চার্ট ও নক্সা বা ম্যাপ প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা অধিক। পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি এবং অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষার জন্যও এই সকল উপকরণের উপযোগিতা অবশ্যস্বীকার্য। চার্ট বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। গাছের শাখা-প্রশাখার ন্যায় চার্ট তৈরী করে বিভিন্ন বিষয় বোঝান যায়। আবার প্রবহমান কোন চিত্র দেখাবার জন্য বিশেষ ধরনের চার্ট প্রস্তুত করা যেতে পারে। এইভাবে 'Flow chart' ও 'Tabular chart' প্রভৃতির সাহায্যে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের নানা বিষয়ে শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অনুধাবন শক্তি বৃদ্ধি করা যেতে পারে। চার্টের সাহায্যে শ্রেণীবিভাগ, কোন তুলনামূলক আলোচনা এবং তথ্য সরবরাহ সহজভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

গ্রাফ্ (Graph) ঃ

পরিসংখ্যানমূলক বিষয় উপস্থাপনের জন্য গ্রাফের ব্যবহার আধুনিক কালে বিশেষ উপযোগী। গ্রাফের সাহায্যে শিক্ষার্থী সহজে বিষয়বস্তু স্মরণ করতে পারে। অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়বস্তু যথা—অর্থের মূল্যতত্ত্ব, বাজার মূল্য, উপযোগিতার ক্রমহ্রাসমান নীতি, উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান নীতি এবং চাহিদা ও যোগানের নীতি প্রভৃতি গ্রাফের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যায়। গ্রাফ বিভিন্ন ধরনের, যথা—(১) রেখা গ্রাফ (Line graph) (২) স্তম্ভ গ্রাফ (Bar graph), (৩) বৃত্ত গ্রাফ (Circle graph), (৪) চিত্রসূচক গ্রাফ (Pictorial graph) প্রভৃতি। বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ধারাকে গ্রাফ্ এমনভাবে প্রকাশ করে যে, শিক্ষার্থীর মনে তা গভীরভাবে রেখাপাত করে। শিক্ষার্থী অতি সহজে বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। আবার জনসংখ্যা নির্ধারণের তুলানমূলক বিচার এবং রাজনৈতিক ধারার গতি-প্রকৃতিকেও গ্রাফের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। সুতরাং অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে গ্রাফের উপযোগিতা একান্ত অপরিহার্য।

নক্সা (Diagrams) ঃ

কতকগুলি রেখা এবং নিদর্শন নক্সার দ্বারা অতি সহজ ও সরলভাবে প্রকাশ করা যায়। অমূর্ত বিষয়ের মূর্ত প্রকাশের জন্য নক্সার প্রয়োজনীয়তা অধিক। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে রৈখিক চিত্র বা নক্সার উপযোগিতা বেশী। বর্তমান কালে চিত্র বা নক্সা ছাড়া কোন বৈজ্ঞানিক বিষয় ব্যাখ্যা করা যায় না। অঙ্কিত নক্সার সাহায্যে বিভিন্ন বিষয় অত্যন্ত সহজে এবং অল্প চেষ্টায় শিক্ষার্থীদের বোঝান যায়। রেখাচিত্রের উদ্দেশ্য হল কোন ব্যবস্থার গতি ও প্রকৃতি নির্দেশ করা। রেখাচিত্রের মাধ্যমে কোন বিষয়ের

ওঠা-নামার ধারা নির্দেশ করা যায়। কতকগুলো সারি সারি স্তম্ভ অঙ্কিত করে বিভিন্ন সময়ের উন্নতি বা অবনতি বিচার করা যায়। কোন দেশের জাতীয় আয়, ভোগ ও উৎপাদন এবং বণ্টন সমস্যা ডায়গ্রাম বা নক্সার মাধ্যমে সহজে প্রকাশ করা যায়। কোন কোন চিত্রে একটি কঠিন পদার্থের তলদেশের উন্নতি বা অবনতির দ্বারা অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যা করা যায়। রেখা ও তলের সাহায্যে তুলনামূলক ব্যাখ্যা সার্থক হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যদি কোন দেশে একলক্ষ টন কয়লা উৎপাদন হয় তাহলে বৃত্তের অর্ধাংশ দ্বারা ৫০ হাজার টন বোঝান যায়। এইভাবে বৃত্তের সাহায্যে বিভিন্ন তথ্য ব্যাখ্যা করলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে। অর্থনীতিতে জাতীয় আয়, পরিমাপ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদানের হার, জনসংখ্যা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার হিসাব প্রভৃতি বৃত্ত-চিত্রের সাহায্যে সহজে শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপিত হতে পারে। ঘনপদার্থের চিত্রের সাহায্যেও অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করা যায়। ত্রিমাত্রিক চিত্রের সাহায্যে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে একটি বাস্তব কর্ম সম্পাদন সম্ভব হয়। এই সকল চিত্রের সাহায্যে একটি সমগ্র দ্রব্যের সঙ্গে তার অংশের তুলনা করা সহজ। সংবাদপত্রে এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকার ত্রিমাত্রিক চিত্রের বহুল প্রচার লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ভাষাভাষী শিক্ষার্থীর পক্ষে এইরূপ চিত্রের অর্থ উপলব্ধি করা সহজ। এই সকল চিত্রের লৈখিক প্রতীক (Graphic symbol) প্রায় সকল স্তরের ছাত্রছাত্রীদের বোধগম্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনের হিসাব বর্ণনা, আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাপ, উদ্বৃত্ত ও ঘাটতির পরিমাণ নির্ণয়ে ডায়গ্রাম বা নক্সার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্বীকার্য। ওয়েবারের (weber) মতে—"Verbal description aided by diagrammatic representation appears to be most effective than verbal description used alone."

চলচ্চিত্র, এপিডায়াস্কোপ ও ম্যাজিকলণ্ঠর্ণ (Motionpictures, Epidiascope and Magic lantern) :

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাদানকে অধিক আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য চলচ্চিত্র, এপিডায়াস্কোপ, ম্যাজিকলণ্ঠর্ণ প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। আধুনিক জগতে চলচ্চিত্রের প্রতি তরুণদের আকর্ষণ বেশী। বাস্তব জগতের সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার বাস্তব রূপ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জীবন্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। দেশের কৃষি-ব্যবস্থা, শিল্প-উন্নয়ন, উৎপাদন কেন্দ্র, বাণিজ্য কেন্দ্র, আইনসভা বা পার্লামেণ্টের কার্যধারার বিভিন্ন রূপ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পরিবেশন করা বিধেয়। এক্ষেত্রে সরকারী প্রচার বিভাগের

,Documentary films' বিশেষ উপযোগী। অবশ্য এই সকল উপকরণ ব্যবহার-কৌশল শিক্ষকের আগে আয়ত্ত করা দরকার। ছবি বা চলচ্চিত্রের দিকে শিক্ষার্থীর ঝোঁক আবার যাতে বেশী না হয় তার জন্য শিক্ষক কড়া নজর রাখবেন। প্রতি সপ্তাহ শেষে শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারের তথ্য ও প্রচার-বিভাগ শিক্ষাবিভাগের সহযোগিতায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলে শিক্ষার্থীদের মনকে অধিক বিদ্যালয় তথা সমাজ-কেন্দ্রিক করা সহজ হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নির্বাক বা সবাক্ চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন প্রভৃতি শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এবিষয়ে আমাদের জাতীয় সরকারের অধিক তৎপর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

পুস্তক, পত্রপত্রিকা প্রভৃতি (Reference books Journals etc) ঃ

শিক্ষাদানে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের পর্যায়ভুক্ত না হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে শিক্ষাদানকর্ম সফল হয় না। অতি প্রাচীনকালে এথেন্সে গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করতেন। তখন শিক্ষার ধারা ও প্রকৃতি ছিল ভিন্নরূপ। অন্যান্য দেশেও প্রাচীনকালে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই শিক্ষা দেওয়া হত। গত প্রায় পাঁচশত বছর ধরে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান আধিকার করেছে। নবজাগরণের পরে পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নূতন চিন্তাধারা ও প্রাচীন ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হলে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন বেশী। কারণ কেবলমাত্র স্মৃতির সাহায্যে বিভিন্ন বিষয় ও তথ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। মুদ্রণ-ব্যবস্থা আবিষ্কারের পূর্বে শিক্ষক শ্রুতির সাহায্যে শিক্ষাদান করতেন। তাছাড়া পাণ্ডুলিপির সাহায্যেও বিভিন্ন ব্যক্তির চিন্তা ও ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতো শিক্ষার্থী। কিন্তু সব সময়ে এই ধারণার সঠিক বা সম্যক উপলব্ধি সম্ভব ছিল না। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পর মুদ্রিত পুস্তকের প্রচলন হলে পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তকের প্রাধান্য অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত। আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীর প্রচলনের ফলে গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থার বিভিন্ন উপকরণ অচল বলে মনে করা হয়। আজকাল নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক থেকে জ্ঞান আহরণ শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। শিক্ষাবিজ্ঞানী রুশো এবং তাঁর অনুগামীরা পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। অবশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের একেবারে কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, এইরূপ মত তাঁরাও ব্যক্ত করেননি।

শিক্ষা হল জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান আহরণ। তবু সমস্ত জ্ঞান লাভ করতে গেলে বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত জানার প্রয়োজনীয়তা বেশী। পুস্তক হচ্ছে অতীত অভিজ্ঞতার আকর। সুতরাং পুস্তক থেকে বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন ব্যক্তির নানা অভিজ্ঞতা আহরণ করা যায়। অর্থশাস্ত্রও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান উভয়ই সমাজ-বিজ্ঞান। সমাজের বিভিন্নসমস্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করা এই দুই শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য। পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে নূতন অর্থনৈতিকতত্ত্ব এবং রাজনৈতিক সমস্যা বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রনায়কগণ বিচার-বিশ্লেষণ করেন। আধুনিক যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক পরিবর্তন, পরিকল্পন পুনরুজ্জীবন প্রভৃতির বিষয় পুস্তকের মাধ্যমে সহজে জানা যায়। তবে একথাও উল্লেখযোগ্য যে গতানুগতিক পাঠ্যপুস্তক রচনার ধারাও পরিবর্তন আবশ্যক। আধুনিক প্রগতিশীল যুগের চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক রচনার ধারাকে পরিবর্তন করা দরকার, পেস্টালৎসী, কমেনিয়াস প্রভৃতি শিক্ষাবিদদের ধ্যান-ধারণা কিংবা অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো এবং মার্শাল প্রভৃতির তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞান না থাকলে শিক্ষা সার্থক হতে পারে না। পাঠ্যপুস্তক এমন ভাবে রচিত হবে যাতে শিক্ষার্থীরা অতি সহজেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানই হবে পাঠ্যপুস্তকের মূল নীতি। পাঠ্যপুস্তকের ভাষা হবে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। বাস্তব জগতের বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। তাছাড়া শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, বয়স ও সামর্থ্য প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিক দিকটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখেই পাঠ্যপুস্তক নিবাচন করা প্রয়োজন।

আবার সমাজ ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই পাঠ্যপুস্তক রচিত হওয়া দরকার। পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে রচিত হবে যাতে শিক্ষার্থীরা দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য সক্রিয় অংশ গ্রহণে উৎসাহিত বোধ করে। পাঠ্যপুস্তকে প্রত্যেক বিষয়ের সামগ্রিক ধারণা দেওয়া দরকার। রেখাচিত্র, নক্সা, গ্রাফ প্রভৃতির মাধ্যমে পুস্তককে আরো সুসমৃদ্ধ করা প্রয়োজন।

সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা (News Papers & Journals) ঃ

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র-পত্রিকা বিশেষ উপযোগী। সমাজ ক্রমপরিবর্তনশীল। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা গতিশীল সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নানা তথ্য পরিবেশন করে। সামাজিক নানা সমস্যার উপর মন্তব্য ও বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করে। সংবাদপত্র

বা সাময়িক পত্র-পত্রিকার নিরপেক্ষ আলোচনা পাঠ করে শিক্ষার্থীর ধারণা সঠিক ও সার্থক হতে পারে। সুতরাং শিক্ষার্থী যাতে নিরপেক্ষ ও নির্ভীক পত্র-পত্রিকার মন্তব্য পাঠ ও তথ্য আহরণে উৎসাহ বোধ করে তার ব্যাবস্থা করা দরকার। শিক্ষার্থী যাতে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী জ্ঞাতব্য বিষয় বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে তার জন্য বিদ্যালয়গ্রন্থাগারে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা নিয়মিত রাখার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

তাছাড়া বিভিন্ন অভিধান, কোষগ্রন্থ, ম্যাপ, গ্লোব, বর্ষপঞ্জী প্রভৃতি শিক্ষার্থীরা যাতে ব্যবহার করতে শেখে তার উৎসাহ দেওয়া উচিত। পাঠ্য পুস্তকে যে বিষয় পাওয়া যায় না অথচ যে বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর আগ্রহ বেশী, সেই সম্পর্কে জানার জন্য কি করণীয় তা শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। আধুনিক কালের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, মানবিক অধিকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং অন্যান্য বিষয় শিক্ষার্থীর মনে ঔৎসুক্য জাগাতে পারে। এই সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য কোন্ পুস্তক বা পত্র-পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা বেশী তার সন্ধান দেবেন বিষয়-শিক্ষক। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষাদান ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুতে ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান থাকা দরকার। আবার শিক্ষা গ্রহণ করিতে হলে বিস্তৃত ও ব্যাপক বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্যান্য পুস্তক থেকেও সামগ্রিক জ্ঞান আহরণ করা আবশ্যক। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ অংশ এর জন্য নির্দিষ্ট থাকা দরকার, সেখানে শিক্ষার্থীরা যাতে বসে পড়তে পারে তার বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। গ্রন্থাগারটিকে গ্রন্থের আকরে পরিণত করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, প্রামাণ্য বিবরণ পাঠের সুযোগ লাভ করে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকবে শিক্ষকের। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন পুস্তক বাড়ী নিয়ে যেতে পারে তার জন্য উদার নীতি গ্রহণ করবেন বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ। প্রতিটি বিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতি শিক্ষার উপযোগী একটি বিশেষ কক্ষ থাকা বাঞ্ছনীয়। দেশ-বিদেশের নানা পত্র-পত্রিকা, পুস্তক, অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের নানা চার্ট, মডেল, চিত্র এবং নক্সা প্রভৃতির দ্বারা কক্ষটিকে সুসজ্জিত করে তুললে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা সফল হবে।

প্রশ্নাবলী

1. Define visual aids and give the chief reasons for their use.

2. Describe the importance of audio-visual aids in the teaching of Economics and Civics.

3. To what extent can chart, diagrams and graphs be used in the teaching of Economics and Civics ?

4. Describe how the pictures can be used as an important aid to teaching of Economics and Civics.

5. Discuss the importance of motion pictures as a visual aid in the teaching of Economics and Civics. What are the arguments for and against the use of such aids.

6. What teaching aids would you use in explaining your subject (Economics) to group of students ? Describe the role of each such aid in clarifying the ideas of the students.

(C. U. 1965.)

7. Take any particular topic in civics and write how you would utilise the following teaching aids in explaining the subject to the students : (a) Pictures (b) diagrams and (c) audio-visual appliances. (C. U. 1967)

8. In teaching Economics and Civics where would diagrams be more useful and where are audio visual appliances more appropriate ? Give examples to illustrate your answer.

(C, U. 1968)

9. Describe the importance of Books and Journals in the teaching of Economics and Civics.

10. Can you suggest the use of audio-visual appliances for a lecture on the duties of the citizen in a modern State ? Give reasons for your answer. (C. U. 1969)

১৪

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন
EXAMINATION AND EVALUATION

বিস্থালয় পরিচালনা ক্ষেত্রে পরীক্ষা বা মূল্যায়নের গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন শিক্ষা-প্রক্রিয়ার সংগে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। পরীক্ষাই শিক্ষা-প্রক্রিয়ার ফলাফল অনুধাবনের একমাত্র সহায়ক। শিক্ষা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। শিক্ষার সার্থকতা, সফলতা এবং কার্যকারিতা বিচারের একমাত্র পন্থা পরীক্ষা। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সমার্থবাচক হলেও উভয়ের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও আদর্শ এক নয়। গুণগত দিক থেকে পরীক্ষা একমুখী। অপরদিকে মূল্যায়ন সেই দিক থেকে অত্যন্ত ব্যাপক ও বহুমুখী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। শিক্ষাগত কৃতিত্বের মান নির্ণয় করাই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। পরীক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করা, কেতাবী বিস্থার অগ্রগতি নির্ধারণ করা হয় পরীক্ষার মাধ্যমে। এই দিক থেকে পরীক্ষা একান্তভাবে জ্ঞানকেন্দ্রিক। অপর দিকে মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিমাপক। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, বৃদ্ধি বা উন্নয়নই হচ্ছে শিক্ষার মূল লক্ষ্য। শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিভিন্ন দিকের উন্নয়ন, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন এবং তার ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার পরিপূর্ণ পরিবর্ধনই মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের সফলতা অর্থাৎ শিক্ষার্থীর দেহ, মন, রুচি, সামর্থ্য, প্রবণতা, দক্ষতা, উৎসাহ, উদ্দীপনা, আগ্রহ এবং দৃষ্টিভংগীর গতি-প্রকৃতি ও মান নির্ধারণ করাই মূল্যায়নের প্রকৃত অর্থ। বর্তমানের শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর স্বরূপ উদ্ঘাটনের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হচ্ছে মূল্যায়ন। পরীক্ষা ব্যবস্থার আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক এবং ব্যাপকতর রূপ হচ্ছে মূল্যায়ন।

পরীক্ষা ও মূল্যায়নের অর্থ

এই পরীক্ষা বা মূল্যায়ন শিক্ষার একেবারে নূতন কোন পরিমাপক পদ্ধতি নয়। পরীক্ষার ঐতিহাসিকতা অনস্বীকার্য। অতি প্রাচীনকালে চীন দেশে রাজকর্মচারী নির্বাচন ক্ষেত্রে পরীক্ষা গ্রহণ রীতি প্রচলিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায়

পরীক্ষা গ্রহণ আবশ্যিক ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে, রাজসভায় এবং যজ্ঞস্থলে তর্কযুদ্ধের প্রচলন ছিল। বৌদ্ধযুগে নালন্দা ও বিক্রমশীলায় দ্বারপালের কাছে পরীক্ষা দিতে হতো।

পরীক্ষার প্রাচীনত্ব

মিথিলা ও নবদ্বীপে পরীক্ষার মাধ্যমে উপাধি দান করা হতো। সুতরাং পরীক্ষা কথাটি একেবারে নূতন নয়। পৌরাণিক যুগের 'হরধনু ভঙ্গ,' লক্ষ্যভেদ আর কুরু-পাণ্ডবের অস্ত্রপরীক্ষা থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালের শিক্ষা-দীক্ষা, কর্ম নির্ধারণ এবং কর্মী নির্বাচন সকল ক্ষেত্রেই পরীক্ষার ব্যাপক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা বা অভীক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন পরিবর্ধিত হয়েছে। অবশ্য আগেকার দিনের পরীক্ষা তা মৌখিক বা লিখিত যাই হোক না কেন, ছিল স্মৃতিসর্বস্ব। শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু কতটা মুখস্থ করতে পেরেছে তারই যাচাই হতো পরীক্ষার মাধ্যমে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবক এই তিন জনের ভূমিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষাদান করেই শিক্ষক তৃপ্ত হন না। শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু কতটা গ্রহণ করল তা জানার আগ্রহ শিক্ষকের বেশী। আবার শিক্ষার্থীও জানতে চায় তার কতটা উন্নতি হল। অন্যদিকে অভিভাবকও তাঁর পুত্র বা কন্যা কতখানি উপযুক্ত হচ্ছে তা জানার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন থাকেন। এই ত্রিবিধ ইচ্ছা পূরণ করে পরীক্ষা। এইদিক থেকে পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের পরিমাপ করা। শিক্ষার্থীকে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত করার পথ হচ্ছে পরীক্ষা। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিন্যাস সম্ভব হয়। তাই **শ্রেণীবিন্যাস** বা 'Gradation' হচ্ছে পরীক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। আবার ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে তাদের সাফল্য বা অসাফল্য বিচার করে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করা শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। সুতরাং **পথনির্দেশ** বা 'Guidance' হচ্ছে পরীক্ষার প্রধান লক্ষ্যভুক্ত। তাছাড়া শিক্ষার্থীর **দোষত্রুটি নির্ধারণ** বা 'Diagnosis,' **ভবিষ্যৎ নির্ণয় বা** 'Prognosis,' **যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচন, অন্যান্য গুণের পরিমাপ** এবং **শিক্ষানুশীলনে প্রেরণা দান** করা পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। পরীক্ষা বা মূল্যায়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধ্যাপক বিনিং ও বিনিং-এর মত হচ্ছে। "পরীক্ষা ও মূল্যায়নের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এক স্তর থেকে অন্যস্তরে উত্তীর্ণ হওয়া, উপাধি ও অভিজ্ঞান পত্র লাভ এবং কলেজে ভর্তি হওয়া। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিবরণী, উচ্চতর শিক্ষা, ব্যাবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান। কারণ তাঁরা শিক্ষার্থী বা কর্মীর বিদ্যালয়ের অর্জিত জ্ঞানের উপর অধিক গুরুত্ব দেন। এই বিবরণী থেকেই তাদের সামর্থ্য, অবদান, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র এবং অনুরাগ উপলব্ধি করা যায়।"—["One of

পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য

the most important purposes of measurement and evaluation is the establishment of standards for promotion from one grade to another, for gradation, for certification, and for admission to college. High school records are important because institutions of higher learning and business and industrial firms, to a large degree, select and place students and young workers on the basis of their accomplishments in school. Such records usually show ability, achievement, personality, character, and interests."][1]

মৌখিক পরীক্ষা অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। এটি পরীক্ষার আদিম রূপ। বর্তমান দিনে প্রচলিত পরীক্ষা মূলতঃ লৈখিক। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা আরম্ভ হয়। বর্তমান প্রচলিত পরীক্ষা প্রধানতঃ লিখিত হলেও মৌখিক পরীক্ষাও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগসিদ্ধ। লিখিত পরীক্ষা আবার দুই প্রকারের—(১) রচনাত্মক পরীক্ষা (Essay Type) এবং (২) নূতন ধরনের পরীক্ষা (New Type Test) বা নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (Objective Test)। রচনাত্মক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর রচনাকারে লিখতে হয়। বিষয়াত্মক পরীক্ষা বর্তমান কালের সৃষ্টি। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার অপর নামই বিষয়াত্মক পরীক্ষা। রচনাত্মক পরীক্ষা মূলতঃ ব্যক্তিমুখীন (subjective)। অপরদিকে নূতন ধরনের পরীক্ষা সম্পূর্ণভাবে নৈর্ব্যক্তিক। নতুন ধরনের পরীক্ষায় বহু প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত সঠিক উত্তরের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। রচনাত্মক পরীক্ষায় কোন বিষয়ের নির্দিষ্ট পাঠক্রম থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নপত্রে বিকল্প প্রশ্ন থাকে। পরীক্ষার্থী সেই সকল প্রশ্নের মধ্য থেকে বেছে কয়েকটির উত্তর নিজের ভাষায়, নিজ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত নানা যুক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করে। চিন্তা, যুক্তি এবং রসানুভূতিমূলক কল্পনাশক্তির বিকাশ ও প্রকাশ এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে জ্ঞানের পরিমাপ, পাঠে প্রেরণা দান এবং জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতি সাধনই বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

বর্তমানকালের পরীক্ষা ব্যবস্থা

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাদান ক্ষেত্রে শিক্ষার মান নির্ধারণে মূল্যায়ন এবং অভীক্ষার গুরুত্ব অসীম। বর্তমানকালে শিক্ষার উদ্দেশ্য বহুমুখী। সেই বহুমুখী উদ্দেশ্য বা আদর্শ কতখানি সার্থক হয়েছে তা পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষা করা যায়। শিক্ষাদানের সময় পাঠক্রম সুনির্দিষ্ট থাকে। শিক্ষার্থী সেই নির্দিষ্ট পথ কতখানি

1. Teaching the social studies in secondary schools. p. 294

অতিক্রম করেছে তার মাইল স্টোন্ হচ্ছে পরীক্ষা। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি এবং পরীক্ষার মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এই তিনটির মধ্যে সংগতি একান্ত আবশ্যক। একটির কোন পরিবর্তন অন্যটির উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি কোন শিক্ষক উদ্দেশ্য হিসাবে দলগত ক্রিয়ার দক্ষতা, সমাজ-সচেতনতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা বলেন এবং অপরদিকে শিক্ষাদানের পদ্ধতি হিসাবে নিজের ব্যক্তি-প্রভাবিত শিক্ষা এবং কাগজ-পেন্সিলের সাহায্যে বিষয়বস্তু পরীক্ষা করেন, তাহলে সমস্ত শিক্ষাদানের মধ্যে অসংগতি দেখা দিবে। কোন ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সাধিত না হলে পদ্ধতির পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক। যেহেতু অভীক্ষার মূল উদ্দেশ্য বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার্থী কি পরিমান আয়ত্ত করেছে তা নির্ধারণ করা, সেই হেতু অভীক্ষা বা পরীক্ষা শিক্ষাদানের অপরিহার্য অঙ্গ। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে তাই পরীক্ষার উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক।

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে মূল্যায়নের গুরুত্ব

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দু'টি। শিক্ষার্থীর অর্থনৈতিক রীতিনীতি এবং মূলসূত্র উপলব্ধি ও জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা এবং গণতান্ত্রিক সমাজের ভাবী সুনাগরিক হিসাবে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় গুণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি সাধন। এক কথায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন অর্থশাস্ত্র ওপৌরবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। প্রকৃতির জলে-স্থলে, পাহাড়ে-পর্বতে বনে-জঙ্গলে, মাটিতে আর খনিতে যে সকল উপাদান ছড়ান রয়েছে, বাগানের মালীর মত সেই সকল উপকরণ সঞ্চয়ন করে ব্যক্তি তথা জাতীয় চাহিদা পূরণের যোগ্যতা অর্জন করা অর্থশাস্ত্রের মূল কথা। অপরদিকে প্রকৃতির লীলা নিকেতন আমাদের এই মানব সমাজে নিজেকে রক্ষা করা এবং অপরকে রক্ষা করা বা অপরের বাঁচার পথে কোন বাধা সৃষ্টি না করার আদর্শ হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞানের। তাছাড়া 'জীবে প্রেম করে যেই জন—সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" বা "সবার উপরে মানুষ সত্য—তাহার উপরে নাই" এই মানবতা বোধ, যার উপর সমাজ-সৌধ প্রতিষ্ঠিত, সেই সমষ্টিভাব, জাতীয়তাবোধ এবং বিশ্বজনীন আদর্শে ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা—পৌরবিজ্ঞানের আসল উদ্দেশ্য।

এই ব্যক্তি বা সমষ্টির কল্যাণ শূন্যে সম্পন্ন হতে পারে না। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে প্রয়োজন হয় তার একটা পরিকল্পনা, একটা পদ্ধতি বা প্রণালী। উদ্দেশ্যের সঙ্গে পদ্ধতির সমন্বয় ছাড়া তা সম্ভব নয়। সুতরাং অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার আদর্শ কতখানি শিক্ষার্থী গ্রহণ করতে পেরেছে এবং শিক্ষক কতখানি তাঁর অনুসৃত পদ্ধতিতে সফল হতে পেরেছেন তা কষ্টিপাথরে পরীক্ষারূপ অ্যাসিডের মাধ্যমে যাচাই করা দরকার। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব ও ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রছাত্রীদের যা শেখান হয়

এবং যা তারা শেখে তার মূল্যায়ন করাই পরীক্ষকের প্রধান কাজ। কি তাদের শেখান হবে, তার উপর শুধু নজর রাখলে চলবে না, লক্ষ্য রাখতে হবে কেন তাদের শেখান হয়েছে এবং কিভাবে তাদের শেখানো হয়েছে। অধ্যাপক বিনিং ও বিনিং-এর মতে—"Examinations, therefore, should be based on what is taught and not on what some one thinks should be taught" অর্থাৎ শেখানোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সার্থক হয়েছে কিনা তা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পাঠদান ক্ষেত্রে এই উভয় সমাজবিজ্ঞানের মূল আদর্শ ও পদ্ধতি কিভাবে রূপায়িত ও সাফল্যমণ্ডিত হবে? শিক্ষাবিজ্ঞানীদের মতে এ ক্ষেত্রে লিখিত এবং মৌখিক উভয় অভীক্ষা পদ্ধতির গুরুত্ব অধিক। লিখিত পরীক্ষা বা মূল্যায়ন আবার রচনাধর্মী, গবেষণামুলক এবং বস্তুভিত্তিক হতে পারে। রচনাত্মক অভীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। শিক্ষাবিজ্ঞানীরা রচনাত্মক পরীক্ষাকে একান্ত গতানুগতিক বলে মনে করেন। রচনাত্মক পরীক্ষা ব্যক্তিমুখীনতা (Subjectivity) দোষে দুষ্ট। পরীক্ষকের ব্যক্তিগত পার্থক্যই (Personal equation)-এর মূল কারণ। পরীক্ষকের রুচি, মেজাজ এবং দৃষ্টিভঙ্গী এক হয় না। কেউ উদার, কেউ রক্ষণশীল আবার কোন পরীক্ষক মধ্যপন্থী (Balanced)। কোন একটা ভুলকে কেউ বড় করে দেখেন আবার কেউ বিশেষ গুরুত্ব দেন না।

রচনাত্মক বনাম নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা

পরীক্ষকরা যতই অভিজ্ঞ হোন না কেন, তাঁদের একই মানের প্রশ্নপত্রেও বিভিন্ন নম্বর হতে পারে। পরীক্ষকের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শিক্ষকের ধারণা ইত্যাদি এই ত্রুটির মূল কারণ। রচনাত্মক পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা (Reliability), যথার্থতা (Validity) এবং বাস্তবতা (Practicability) বিশেষভাবে না থাকায়, রচনাত্মক পরীক্ষাকে দোষমুক্ত করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা।

রচনাত্মক পরীক্ষার ত্রুটি

কিন্তু এই সকল দোষত্রুটি দূর করতে গিয়ে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার জন্ম হলেও রচনাত্মক পরীক্ষার গুণাবলীকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রচনাত্মক অভীক্ষা একান্ত অপরিহার্য বলা চলে। এই ধরনের অভীক্ষা শুধু যে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের যথাযথ পরিমাপ করে তা নয়, অন্যান্য বিষয়েও যথাযথ পরিমাপ করতে সাহায্য করে। প্রথমতঃ, এই ধরনের অভীক্ষাতে শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের সুযোগ পায়। দ্বিতীয়তঃ বিষয়টি সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক ধারণা উত্তরপত্রে প্রতিফলিত করতে পারে। তৃতীয়তঃ একই বিষয়ের মধ্যে বিভিন্ন অধ্যায় (Topic)

রচনাত্মক পরীক্ষার গুণ

গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ করতে পেরেছে কিনা বোঝা যায়। চতুর্থতঃ বিবদমান বিষয় (Controversial subject) সম্বন্ধে শিক্ষার্থী তার নিজস্ব যুক্তি, বিচার ও মতামত উত্তরপত্রে উপস্থাপিত করতে পারে। পঞ্চমতঃ যদিও এই ধরনের পরীক্ষা নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা থেকে বেশী ব্যক্তিমুখীন তবুও এই ধরনের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর সৌন্দর্যানুভূতি ও রসানুভূতি যথাযথ বিচার করা যায়। অবশ্য এ প্রসঙ্গে অনেকে বলতে পারেন, সৌন্দর্যানুভূতি বা রসানুভূতি প্রভৃতির ক্ষেত্র সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান তার উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ব্যাকরণগত ভুল, বানান, প্যারাগ্রাফ প্রভৃতির মূল্যায়ন হতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, বর্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নতির পরিমাপ করা। সুতরাং অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে এই সবের বিচার-বিবেচনার একেবারে কোন প্রয়োজন নেই একথা দৃঢ়ভাবে কেউ বলতে পারেন না বা বলা উচিত নয়। অবশ্য পরীক্ষা বা মূল্যায়নের আসল উদ্দেশ্য যাতে পুরাপুরি রক্ষিত হয় তার প্রতি বিশেষ নজর রাখা বাঞ্ছনীয়।

এখন আমরা নৈর্ব্যক্তিক ধরনের অভীক্ষার সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রথমতঃ, এই ধরনের অভীক্ষায় বিষয়টির সমগ্র অংশ থেকে প্রশ্ন করা সম্ভব হয়। এখানে পরীক্ষার্থীকে ৫০।৬০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। ফলে ছাত্রছাত্রীরা বিষয়কে বাদ

এই পরীক্ষার সুবিধা ও অসুবিধা

(Sampling) বা কাটছাঁট করে পড়তে পারে না। ফলে অভীক্ষার সব চাইতে ভাল যে গুণ সেই নির্ভরযোগ্যতা এবং যথার্থতা (Reliability & Validity) আনা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই ধরনের পরীক্ষায় উত্তর করতে কম সময় লাগে। কেননা এতে সম্পূর্ণকরণ, (২) দাগ দেওয়া ইত্যাদি ধরনের প্রশ্ন থাকে, ফলে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই শ্রম ও সময়ের সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়। তৃতীয়তঃ, এই ধরনের পরীক্ষার সব চাহিতে বড় অবদান হচ্ছে—যা পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে এর নৈর্ব্যক্তিকতা। অবশ্য এই ধরনের অভীক্ষায় ত্রুটি নেই একথা বলা যায় না। বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার প্রধান ত্রুটি হচ্ছে প্রশ্নপত্র রচনাকালে বেশী যত্ন বা সময় বেশী লাগে। দ্বিতীয়তঃ, এই ধরনের অভীক্ষায় শিক্ষার্থী তার নিজস্ব চিন্তাধারা বা মতামত প্রকাশের ঠিকমত সুযোগ পায় না—বিষয়বস্তুকে সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠনের ও প্রকাশের সুযোগও কম এতে। তৃতীয়তঃ, এই ধরনের পরীক্ষায় অনুমানের উপর অনেক সময় শিক্ষার্থীরা উত্তর দেয়। "The Examiner cannot tell, where knowledge stops and guessing begins."—Sandiford। তাছাড়া পরিচালনার দিক থেকে অনেক বাধা আছে। প্রশ্নপত্র ছাপান খরচ এত বেশী হয় যা অধিকাংশ বিদ্যালয় বহন করতে পারে না। আমাদের দেশ যেখানে শিক্ষার উন্নয়ন রাজনৈতিক চক্রে আবদ্ধ, একটা গৌণ বিষয়ে

পরিগণিত এবং অর্থাভাব ও উদাসীনতা যায় অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় সেখানে এই নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা-পদ্ধতিকে বাস্তবায়িত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

এখন অর্থশাস্ত্রের মূল কথা হচ্ছে সীমিত উপকরণ সাহায্যে সর্বাধিক ফল লাভ করা। সুতরাং স্বল্প উপকরণ সাহায্যে বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষাকে সফল করা এবং প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতিকে দোষ-ত্রুটি মুক্ত করা চরম ও পরম কর্তব্য। এখন এই বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে কতটা প্রয়োগসিদ্ধ তা আলোচনা করা বিধেয়। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন—(১) স্মৃতিমন্থন (Recall test), (২) সম্পূর্ণকরণ (Completion test), (৩) সত্যমিথ্যা নির্ধারণ (True or False type test), (৪) শুদ্ধ উত্তর নির্ধারণ (Multiple choice test), (৫) সামঞ্জস্য বিধান (Matching test), (৬) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরমূলক (Short question and answer type test), (৭) সংজ্ঞা-নির্ণেয়ক অভীক্ষা (Definition type test), (৮) যোগসূত্র নির্ণেয়ক অভীক্ষা (Relationship test) এবং (৯) নির্দিষ্ট কর্মভিত্তিক পরীক্ষা (Test based on assigned activity) প্রভৃতি।

বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার প্রয়োগ

(ক) স্মৃতি মন্থন (Recall or question and answer form) :

সম্পূর্ণ স্মৃতির উপর নির্ভর করেই এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। একে প্রশ্নোত্তর জাতীয় প্রশ্ন বলা হয়। এইরূপ প্রশ্নের উত্তর একটি। তাছাড়া সহজ, সরল ও অল্প কথায় সম্পন্ন হয়। এইরূপ প্রশ্নের নির্ভরযোগ্যতা বেশী। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান একান্ত আবশ্যক। জাতীয় আয় নির্ধারণে, সূচক সংখ্যা (Index number) নির্ণয়ে, জনসংখ্যা নির্ণয়ে এবং নির্বাচনের তুলনামূলক বিচারে অনেক পরিসংখ্যান মনে রাখার প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থী সেই সকল-পরিসংখ্যান কতখানি মনে রেখেছে তা যাচাই করার জন্য এই স্মৃতি-মন্থনমূলক পরীক্ষা বিশেষ নির্ভরযোগ্য।

নির্দেশ : নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির স্বল্প কথায় উত্তর দাও।

উদাহরণ :

(১) ভারতের জনগণের মাথাপিছু গড় আয় কত ?

(২) ভারতের মোট লোকসংখ্যা কত ?

(৩) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট সরকারী ব্যয় কত ?

(৪) ভারতে প্রতি বছর জনসংখ্যা কি হারে বাড়ে ?

(৫) সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা কে ?

(৬) ভারতের গঠনতন্ত্র কবে কার্যকরী হয়?

(খ) সত্য-মিথ্যা নির্ধারক প্রশ্ন (True-false or Yes-No Type) ঃ

এইরূপ প্রশ্নে একই সঙ্গে কতকগুলি শুদ্ধ ও কতকগুলি অশুদ্ধ প্রশ্ন থাকে। পরীক্ষার্থীকে শুদ্ধ উত্তরের নীচে দাগ দিতে বলা হয়। এই জাতীয় প্রশ্নকে নতুন ধরনের (New type) পরীক্ষা বলা হয়। হাঁ বা না-বাচক প্রশ্ন এই পংক্তিভুক্ত।

নির্দেশ ঃ নিম্নের ভুল উক্তির পাশে 'না' এবং শুদ্ধউক্তির পাশে 'হাঁ' বসাও।

উদাহরণ ঃ

(১) অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করলে জমির উৎপাদন বেড়েই চলবে। ( )

(২) ভারতের রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। ( )

(৩) কোন জিনিসের যোগান বাড়লে মূল্য বাড়ে, যখন চাহিদা স্থির থাকে। ( )

(৪) গঠনতন্ত্রই যখন ভারতের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি তখন গঠনতন্ত্রই ভারতের প্রধান শাসক। ( )

(৫) মানুষ যতই ভোগ করে ততই ভোগপ্রবণতা বাড়ে। ( )

(৬) যেহেতু রাষ্ট্রপতি ভারতের শাসনতান্ত্রিক প্রধান, সেই হেতু তিনিই প্রত্যক্ষভাবে দেশের ভালমন্দের জন্য দায়ী। ( )

সমালোচকদের মতে এইরূপ প্রশ্ন শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষানীতির পরিপন্থী। সত্য-মিথ্যা নির্ধারক প্রশ্ন শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করলে মিথ্যা প্রশ্নের প্রভাব তাদের উপর বেশী পড়ে। সমালোচকগণ বলেছেন—"যে হেতু অধিকাংশ শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, সেই হেতু এই ধরনের বিবরণ থেকে একটি অস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। এই ধরনের পরীক্ষায় ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ বেশী। কারণ এখানে অনুমানের দ্বারা উত্তর দেওয়া যায়। তাছাড়া মিথ্যা বিবৃতিগুলি সত্যের ন্যায় সমভাবে স্মৃতিপটে রক্ষিত হয়।" ["It has been claimed that, since most pupils are visualizers, such a test might result in a blur, a confusion, a mystification, from which the escape may have is by means of a guess··· on the familiar principle that a lie travels fast and far, a false statement has at least as good a chance to live on in the memory as has a true one."][1] এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য শিক্ষার্থীর কাছে সত্য বিবরণটি বড় করে তুলে ধরা দরকার। অনেক ক্ষেত্রে আবার শিক্ষকের

1. C. A Dwight, "What is False about, "True and False? Educational Method P, P. 557—558,

ব্যক্তিগত মতামত প্রাধান্য বিস্তার করে। এই ত্রুটি নিরসনের জন্য শিক্ষকের ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত না করাই শ্রেয়ঃ। পরীক্ষার্থী যাতে স্বাধীন ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে ও চিন্তা করতে পারে তার জন্য তাদের উৎসাহ দান করা প্রশ্নকর্তার প্রধান দায়িত্ব।

(গ) শুদ্ধ উত্তর নির্বাচন প্রশ্ন (Multiple choice test) ঃ

এই ধরনের প্রশ্নের নীচে সত্য-মিথ্যা অনেক উত্তর দেওয়া থাকে তার মধ্যে শুদ্ধ উত্তরটি বাছাই করতে হয়। শিক্ষার্থীর বিচার-বিশ্লেষণ এবং যুক্তি প্রদান ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য এই জাতীয় প্রশ্নের গুরুত্ব অধিক। সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর চিন্তা-ভাবনা পরীক্ষা করা যায় এইরূপ প্রশ্নে।

নির্দেশ ঃ নিম্নে কতকগুলি উক্তি ও তাহার সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরের সংখ্যাটি বা অক্ষরটি উক্তিটির ডান পাশে বসাও।

উদাহরণ ঃ

(১) উৎপাদনের উপাদান——(ক) জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন (খ) মজুরি, সুদ, খাজনা ও মুনাফা।

(২) মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে——(১) ভোটার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য, (২) মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য, (৩) রাজনীতিতে মেয়েদের সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য।

(৩) মূলধনের প্রয়োজনীতা আছে——(১) উৎপাদকের কাছে, (২) শ্রমিকের কাছে, (৩) ভোগীদের কাছে, (৪) কর-সংগ্রাহক কর্মচারীর নিকট।

(ঘ) সম্পূর্ণকরণ প্রশ্ন (Completion test) ঃ

এই জাতীয় প্রশ্নে একটি বাক্যে একটি কি দুটি শব্দ উহ্য থাকে। শিক্ষার্থীকে শূন্য স্থানে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে বাক্যটি পূরণ করতে বলা হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার কার্যকরণ গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ে এই ধরনের প্রশ্ন উপযোগী। স্মৃতি-মন্থনের সঙ্গে এর মিল আছে।

নির্দেশ ঃ নিম্নে বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণ কর।

উদাহরণ ঃ

(১) চাহিদা বেশী হলে জিনিষপত্রের দাম——

(২) চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাত——নিরূপিত হয়।

(৩) প্রত্যেক নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হল রাষ্ট্রের প্রতি——স্বীকার করা।

(৪) শ্রমিক সংঘ ও মালিক সংঘের মধ্যে দর কষাকষি ফলে——নির্ধারিত হয়।

(৫) সংবাদপত্র, রেড়িও, সিনেমা, রাজনৈতিক দল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দ্বারা—— গঠিত হয়।

(৬) সংবিধান অনুসারে ভারত অন্যতম সার্বভৌম——সাধারণতন্ত্র।

(৭) ভারতীয় সংবিধান ভারতীয়—— পক্ষে গণপরিষদ দ্বারা গৃহীত।

(৮) মৌলিক অধিকারগুলি—নির্দ্দেশমূলক নীতিগুলি——নহে।

(ঙ) সামঞ্জস্য বিধানমূলক প্রশ্ন (Matching or Association Test) ঃ

কতকগুলি প্রশ্ন এলোমেলো ভাবে দেওয়া থাকলে ঠিকমত করে সাজাতে হয় এই জাতীয় প্রশ্নোত্তরে। পৌর কর্তব্য, সরকারের সংগঠন কর্মধারা এবং সময়ানুক্রমিক ধারা প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরীক্ষার্থে এই ধরনের প্রয়োজনীয়তা বেশী। কোন বিষয়ের কার্য-কারন সম্বন্ধ নির্ণয়ে এইরূপ প্রশ্ন প্রয়োগসিদ্ধ।

নির্দেশ ঃ

'ক' স্তম্ভে কতকগুলি ধারণা (concept) দেওয়া আছে। 'খ' স্তম্ভে সেইগুলির অর্থ এলোমেলো ভাবে সাজান আছে। 'খ' স্তম্ভ থেকে উপযুক্ত অর্থটি বাছাই করে তাহার সংখ্যাটি 'ক' স্তম্ভের (concept) এর পাশে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাও।

উদাহরণ ঃ

॥ ১ ॥

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
	(১) এক জনের শাসন
গণতন্ত্র—	(২) রাষ্ট্রপতির শাসন
একনায়কতন্ত্র—	(৩) জনগণের শাসন
সাধারণ তন্ত্র	(৪) কতিপয় ব্যক্তির শাসন
রাজতন্ত্র—	(৫) রাজা বা রানীর শাসন
অভিজাততন্ত্র—	(৬) সংখ্যা গরিষ্ঠের শাসন
এক কেন্দ্রিক শাসন—	(৮) মন্ত্রি পরিষদ দ্বারা শাসন
যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন—	(৯) কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের শাসন
	(১০) একটি কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন

॥ ২ ॥ প্রথম পংক্তি শব্দগুলির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত দ্বিতীয় পংক্তির শব্দগুলির সংখ্যাগুলি বাছাই করে প্রথম পংক্তির শব্দগুলির নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাও।

॥ প্রথম পংক্তি ॥	॥ দ্বিতীয় পংক্তি ॥
মালথাস—	(১) মজুরী
পশ্চিম বংগ—	(২) রাজ্য পরিবহন

॥ প্রথম পংক্তি ॥	॥ দ্বিতীয় পংক্তি ॥
শ্রমিক—	(৩) রাজ্য
উৎপাদক—	(৪) জন সংখ্যা
ভারত—	(৫) সাধারণতন্ত্র
ভূমি—	(৬) মূলধন
এক চেটিয়া কারবার—	(৭) খাজনা
	(৮) মুনাফা

(চ) সংজ্ঞা নির্ণেয়ক অভীক্ষা (Definition type test) :

এই জাতীয় প্রশ্নে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সোজাসুজি সংজ্ঞা নিরূপণ করতে বলা হয়। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, রাষ্ট্র এবং আইন প্রভৃতি বিষয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণে এইরূপ প্রশ্নের প্রয়োজনীয়তা আছে।

নির্দেশ : নীচে ৪টি উত্তর দেওয়া আছে। তাদের মধ্যে সঠিক উত্তর বাছাই করে তা যে অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা আছে সেই অক্ষরটি ডান পাশে নির্দিষ্ট স্থানে বসাও।

উদাহরণ :

(ক) গণতন্ত্র বলতে বোঝায়—

(ক) গণতন্ত্রের অর্থ একজনের শাসন।
(খ) জনকল্যাণকর সরকারই গণতন্ত্র।
(গ) রাষ্ট্রপতির শাসন মানে গণতন্ত্র।
(গ) জনগণের দ্বারা, জনকল্যাণার্থে জনগণের শাসনই গণতন্ত্র।

(ছ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরমূলক পরীক্ষা (Short question and answer type test) :—

এই ধরনের পরীক্ষায় প্রশ্নগুলি সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত হয়। প্রশ্নের উত্তর অতি সংক্ষেপে প্রদান করিতে হয়। রচনাধর্মী পরীক্ষার সঙ্গে এই ধরনের পরীক্ষার পার্থক্য হচ্ছে—রচনাধর্মী অভীক্ষাতে উত্তর সব সময় সুদীর্ঘ হয়, কিন্তু এখানে প্রশ্নোত্তর খুব সংক্ষিপ্ত। এখানে উত্তরটি ১৫ বা ২০টি শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষার বিভিন্ন রূপ প্রশ্ন এই পর্যায়ে পড়ে। সংজ্ঞা-নির্ণয় অভীক্ষা, যোগসূত্র নির্ণেয়ক অভীক্ষা এবং পার্থক্য নির্ণেয়ক অভীক্ষায় এই জাতীয় পরীক্ষার অনুরূপ প্রশ্নোত্তর সংক্ষিপ্ত হয়। তাছাড়া কোন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সার (Summary view) তৈরী করতে এই ধরনের অভীক্ষা প্রয়োগসিদ্ধ।

নির্দেশ ঃ সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

উদাহরণ ঃ

(ক) রক্তের সম্পর্ক নীতি

(খ) জন্মস্থান নীতি

(গ) আইনের অনুশাসন

(ঘ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

(ঙ) সমাজতন্ত্রবাদ

(চ) অধিকার

(ছ) কর্তব্য

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ—

(ক) নিয়মিত বাজেটে ঘাটতি দেখা দিলে সরকারের পক্ষে ঋণের উপর নির্ভর করা উচিত কেন ?

(খ) সরকার কর্তৃক ঋণ অস্বীকার বলতে কি বোঝায় ? এই পদ্ধতি বিপজ্জনক কেন ?

(গ) বর্তমান ভারত অধমর্ণ না উত্তমর্ণ দেশ ?

(ঘ) ব্যাংক ব্যবসায়কে 'ঋণের কারবার' বলা হয় কেন ?

(ঙ) ব্যাংক ব্যয়সায়কে 'অর্থসরবরাহ ব্যাপারে মধ্যস্থ' বলা হয় কেন ?

(চ) যদি কোন দ্রব্যের দাম হ্রাস পায় তবে চহিদার পরিমাণ বাড়বে না কমবে ?

(ছ) যদি ১০ টাকা দামে কোন দ্রব্যের ১০০০ একক চাহিদা এবং ৭৫০ একক যোগান হয় তাহলে দাম বাড়বে না কমবে ?

(জ) নির্দিষ্ট কর্মভিত্তিক পরীক্ষা (Test based on assigned activty) ঃ

অনেক সময় পরীক্ষার্থীকে হাতেকলমে নানা কর্ম সম্পাদন করতে হয়। লিখিত প্রশ্নের উত্তর ছাড়া যখন শিক্ষার্থীকে মানচিত্র, গ্রাফ, নক্সা, চার্ট এবং ছবি প্রভৃতি অঙ্কন করতে বলা হয় সেই অভীক্ষাকে নির্দিষ্ট কর্মভিত্তিক পরীক্ষা বলে। শিক্ষার্থীর সারা বছরের কাজকর্মের ভিত্তিতে এখানে নম্বর দেওয়া হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে বাস্তব পটভূমিকায় হাতেকলমের কাজের দ্বারা সম্পন্ন করে। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের নানা সমস্যার তথ্য সংগ্রহ করা সকল তথ্যের ছক বিন্যাস, চিত্র অঙ্কন এবং গ্রাফ বা নক্সা তৈরী প্রভৃতি কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা যাচাই করা হয় এইরূপ কর্মভিত্তিকঅভীক্ষায়।

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব সমাজ বা জগতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। বাস্তব সমাজের সমাজিক, রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক নানা সমস্যার আবর্তে আবর্তিত

এই সকল সমাজ-বিজ্ঞান। শিক্ষার্থীকে সেই সকল সমস্যার সঙ্গে পরিচিত করা এই শাস্ত্র পাঠের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, শিক্ষার্থীকে অর্থ নৈতিক নানা সমস্যা ও রাজনৈতিক নানা বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত গঠনে সাহায্য করা এই দুইটি বিষয় পাঠের মূল লক্ষ্য। তাই এই বিষয়টিকে বয়ঃসন্ধিকালের উপযোগী পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের মধ্যশিক্ষা পর্যৎ এই বিষয়টিকে নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবিষয় রূপে স্থির করেছেন বয়ঃসন্ধিকালের ধর্ম সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীগণ বলেছেন—আত্মপ্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতা, আত্ম সচেতনতা, আদর্শবাদ, এবং কর্ম-চাঞ্চলতাই এই বয়সের প্রধান বৈশিষ্ট্য। "They crave for activity, knowledge and excitement. They like competition, co-operation, Sociability. Play and work. Their virtues and vices are much the same as those of adult people." এই বয়সে শিক্ষার্থীর বুদ্ধি বিকশিত হয়। স্বাধীন কর্মানুশীলন, স্বাধীনতাবোধ, সামাজিকতা এবং নিত্য নতুন জ্ঞান সঞ্চয়ের প্রবণতা এই সময় তীব্র হয়ে ওঠে। আত্মপ্রতিষ্ঠা বা নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রবল হয়। ন্যায়-অন্যায় ও যুক্তি-বিচার করার ক্ষমতা এবং চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে। এইজন্যই অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান এই বয়সের উপযোগী পাঠ্যবিষয়রূপে স্বীকৃত। আবার শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন যেমন অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, তেমনি তার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নকে পরিমাপ করা বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার উদ্দেশ্য। সুতরাং শিক্ষার্থী যাতে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে তার উপযুক্ত সুযোগ আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে। এক্ষেত্রে একমাত্র রচনাত্মক পরীক্ষাই শিক্ষার্থীর জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ নিজ জীবনে করতে পারে কিনা তা যাচাই করতে সাহায্য করে। রচনাত্মক অভীক্ষাকে একেবারে বর্জন করা কেবলমাত্র অন্যায় হবে তা নয়, পরীক্ষার আসল উদ্দেশ্যের মূলেও কুঠারাঘাত করা হবে। তাই রচনাধর্মী পরীক্ষার সঙ্গে আধুনিক বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার সমন্বয় বিধানও একান্ত অপরিহার্য। রচনাধর্মী পরীক্ষার মূল ত্রুটি হচ্ছে নির্ভরযোগ্যতা এবং যথার্থতার অভাব। এই ত্রুটি থেকে রচনাধর্মী পরিক্ষাকে মুক্ত করা পরীক্ষকের প্রধান কাজ। মুদালিয়র কমিশন বলেছেন "রচনাধর্মী পরীক্ষার নিজস্ব মূল্য আছ। উহা শিক্ষার্থীর কয়েকটি যোগ্যতা পরিমাপ করে যা অন্য পন্থায় সম্ভব হয় না। কিন্তু এটাই একমাত্র অভীক্ষা নয়, যা তাদের অধীত বিদ্যাকে পরিমাপ করতে পারে। এই পদ্ধতির অন্যতম অসুবিধা এই যে উহা মৌখিক অভিব্যক্তির উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। অতএব রচনাধর্মী পরীক্ষার ব্যক্তি মুখীনতা দূর করার জন্য এর

রচনাধর্মী ও বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষার সমন্বয়

সঙ্গে সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর অর্জিতজ্ঞানের মূল্যায়ন আবশ্যক। অধিকিন্তু পরীক্ষা ও প্রশ্নের ধরণ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হওয়া বিধেয়। এইগুলি এমন হবে যাতে মুখস্থ করার প্রবৃত্তি হ্রাস পাবে এবং বুদ্ধিযুক্ত উপলব্ধি ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।" ["The essay-type examination has its own value. Ic tests certain capacities which eannot be otherwise tested. But it cannot be the only test for measuring the attainments of pupils. One of its greatest disadvantages is that it gives undue weight to the power of verbal expression in which so many individual differences exist. In order, therefore, to reduce the element of subjectivity of the essay type tests, objective tests of attainment should be widely introduced side by side. Moreover, the nature of the tests and the type of questions should be thoroughly changed. They should be such as to discourage cramming and encourage intelligent understanding"] [1]

পরীক্ষা বা মূল্যায়নকে বাস্তব এবং নির্ভরযোগ্য করে তুলতে হলে প্রচলিত রচনাত্মক পরীক্ষার সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার সংযোগ বিধানের গুরুত্ব সর্বশেষ শিক্ষা কমিশন বা কোঠারী কমিশনও স্বীকার করেছেন। কোঠারী কমিশনের মতে "মূল্যায়নের কৌশল হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করা। যার দ্বারা শিক্ষার্থীর উন্নয়ন অভিপ্রেত পথে পরিচালিত হচ্ছে কিনা স্থির করা যায়। এই কৌশল বা পদ্ধতিটি অবশ্যই হবে সুযুক্তিপূর্ণ, নির্ভরযোগ্য, বস্তুনিষ্ঠ এবং বাস্তবধর্মী। যে সাধারণ লিখিত ধরনের পরীক্ষাপদ্ধতি বর্তমান ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে তাকে এমন ভাবে সংস্কার করতে হবে, যাতে সে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত সাফল্য যুক্তিপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য ভাবে পরিমাপ করতে পারে।" ["The techniques of evaluation are means of collecting evidence about the students development in desirable directions. These techniques should, therefore, be valid, reliable, objective and practicable. As the common method (and often the only method) of evaluation used at present in India is the written examination, a natural corollary of the acceptance of the new approach will be to improve the written examination in such a way that it beeomes a valid

1. Report of the Secondary Education Commission. P. 147-49.

and reliable measure of educational achievement,"][1] সুতরাং রচনাত্মক ও বস্তুধর্মী পরীক্ষার মাঝামাঝি একটা পথ গ্রহণ করা পরীক্ষকের প্রধান কর্তব্য। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের নানা সমস্যা যেমন—অধিকার কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক, আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য, যোগান ও চাহিদার মধ্যে সম্বন্ধ, খাজনা ও মজুরী নির্ধারণ এবং মুদ্রামূল্য নিরূপণ প্রভৃতি একান্তভাবে আলোচনা ও যুক্তিধর্মী বিষয়। যে সকল ক্ষেত্রে যুক্তির প্রাধান্য বেশী সেই সকল বিষয়ে রচনাত্মক প্রশ্ন, আবার যে সকল একান্তভাবে তথ্যবহুল সে ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা অনুসরণ করা যেতে পারে। প্রশ্নপত্রের মান উন্নয়নের জন্য পরীক্ষাকে বা প্রশ্নকে বস্তুধর্মী, সংক্ষিপ্ত এবং তথ্যসন্ধানী করা বিধেয়। বাস্তব সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করার মধ্যেই অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পাঠের পরম সার্থকতা নির্ভর করে। সুতরাং এ বিষয়ের শিক্ষা ও মূল্যায়নকে পুস্তককেন্দ্রিক বা শ্রেণীকক্ষের মধ্যে সীমিত না রেখে বিষয়বস্তুর সামাজিকীকরণের সঙ্গে মূল্যায়নেরও সামাজিকীকরণ একান্ত আবশ্যক। শিক্ষার্থী যাতে নানা গঠনমূলক কর্মানুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে এবং হাতেকলমে কাজের মধ্য দিয়েই যাতে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন হয় তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে আলোচনা, বিতর্ক সভা এবং সেমিনার প্রভৃতির গুরুত্বও অসীম। শিক্ষার্থীর শিক্ষা যাতে যান্ত্রিক না হয় এবং তাদের বিচার ও চিন্তাশক্তি যাতে বৃদ্ধি পায় সেই সকল দিক লক্ষ্য করে মূল্যায়ন পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার। সুতরাং ব্যক্তিমুখীন এবং বস্তুধর্মী এই উভয় প্রকার পরীক্ষার সংশ্লেষণই অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট মূল্যায়ন পদ্ধতি।

সার্থক মূল্যায়ন

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে মূল্যায়ন কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর জ্ঞানের পরিমাপ করা বললে মূল্যায়ন সার্থক হয় না। পাঠ্য বিষয়বস্তুতে শিক্ষার্থী কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে এবং তার ফলে তার দৃষ্টিভঙ্গী (attitude) কতখানি পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হলো তা পরিমাপ করা দরকার। শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত যে সকল সহপাঠক্রম কার্যাবলী করেছে তারও যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া দরকার। এ ক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকের দায়িত্ব বেশী। তিনি শিক্ষার্থীর বিভিন্ন দিকে বিশেষ নজর রাখবেন। শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে এবং শ্রেণীর বাহিরে যে সকল কর্মানুশীলন করবে তার যথাযথ পরিচয়পত্র (Record) রক্ষা করা শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পাঠ করার পর বিষয়টিতে শিক্ষার্থীর অনুরাগ ও আগ্রহ কতখানি পরিবর্ধিত হল এবং শিক্ষার্থী দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে প্রকৃত আগ্রহশীল কিনা তাও যাচাই হওয়া দরকার। শিক্ষার্থী নবম, দশম ও একাদশ

1. Report of the Education Commission. P. 243, P. 9,66

এই তিন শ্রেণীতে তিন বছর ধরে যে থিওরেটিক্যাল এবং বাস্তব বা প্রাকটিক্যাল জ্ঞান আহরণ করলো অর্থাৎ আলোচনা, বিতর্কসভা, বাস্তব কর্মানুশীলন, ভ্রমণ এবং পরিদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হল তার উপযুক্ত পরিমাপ ছাড়া মূল্যায়ন সার্থক হতে পারে না। প্রজেক্ট বা প্রকল্প আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের একটি বড় দিক। অর্থনৈতিক বা সমাজনৈতিক কোন একটি প্রজেক্ট বা প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে শিক্ষার্থী যে দক্ষতা অর্জন করেছে তার ঠিক ঠিক পরিমাপ হওয়া দরকার। আবার কোন একটি সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত হলে সে কিভাবে তার সমাধানের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে এবং নানা তথ্য বা উপকরণ সংগ্রহ করে একটা সুস্থ সুন্দর সমাধানে গিয়ে পৌছতে পারছে সেদিকটাও বিশেষভাবে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা এবং রেকর্ড করা কর্তব্য। জ্ঞানের পরিমাপের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর অন্যান্য সামাজিক কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করা দরকার। বিভিন্ন পরিবেশে এবং বিভিন্ন কর্মের মধ্যে শিক্ষার্থীর যে পরিচয় ফুটে উঠবে তাকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব। শিক্ষক কর্তৃক সংরক্ষিত বিবরণ শিক্ষার্থীর পূর্ণ পরিচয় প্রদান করবে। প্রতিটি শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করা হবে। এই ভাবে সংরক্ষিত বিবরণ থেকে শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতার পরিচয় নিখুঁতভাবে পাওয়া যাবে। এই বহুমুখী পরিচয়পত্রটি হবে **সর্বাত্মক পরিচয়পত্র (Cumulative Record card)**। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার উন্নয়নের বিভিন্ন দিকের পরিমাপ যথাযথভাবে সম্পন্ন হলেই সার্থক হবে মূল্যায়ন, সফল হবে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

প্রশ্নাবলী

1. Show the values in the use of the essay-type examination in Economics and Civics.

2. Discuss the importance of examination in Economics and Civics. Which type of tests will be used by the teacher of Economics and Civics for evaluating the achievements of his Pupil.

3. What do you mean by objective tests? How far this type of tests can be applicable in the examination of Economics and Civics?

4. Discuss the values and short comings of the new type tests.

5. Describe and discuss briefly the various methods of examination in Economics and Civics.

6. "Examination is the method of ascertaining the achievement of the students."—Discuss.

পাঠ-পরিকল্পনা

(**Lesson Plan**)

বিশেষ অধ্যায়

[১]

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতির মৌল দৃষ্টিভঙ্গী

[Basic approaches to Teaching Economics and Civics]

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষাদান কর্মকে সার্থক করে তুলতে হলে বিষয়টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পটভূমিকায় কতিপয় মৌল দৃষ্টিভঙ্গী থাকা একান্ত অপরিহার্য। মানুষ সামাজিক জীব, মানুষের উপর সমাজের প্রভাব অতি প্রবল। প্রত্যেক ব্যক্তিই "বংশানুক্রম ও পরিবেশের গুনফল"। প্রত্যেক মানুষের আকৃতি, প্রকৃতি, রুচি, অভ্যাস ও ব্যক্তিত্ব সব কিছুই তার পিতামাতা বা পরিবার, সমাজ, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বস্তুতঃ মানুষের বৃদ্ধি বা উন্নয়ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উপরই নির্ভরশীল। সুতরাং অর্থনীতির ও পৌরবিজ্ঞানের নানা সমস্যার সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ও সম্বন্ধ অতি শৈশব থেকে যে ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

শিক্ষার্থীর উপর পরিবেশের প্রভাব

এখন শিক্ষা মানেই হচ্ছে সামঞ্জস্য বিধান বা adjustment। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের বা পরিবেশের সামঞ্জস্য বিধানই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। এই সামঞ্জস্য বিধান তখনই সম্ভব হতে পারে যখন ব্যক্তি তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে মানুষ তার অর্থনৈতিক ও সামাজনৈতিক সম্পর্ককে বাস্তবায়িত করতে পারে? জন্ম থেকেই মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মানবশিশু জন্মের পরই তার পিতামাতার স্নেহ, যত্ন, আত্মীয়স্বজনের ভালবাসা, পাড়া-প্রতিবেশীর সাহায্য ও সহানুভূতির মধ্যেই সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ়তর করছে। এই সামাজিক সম্বন্ধ আবার ব্যক্তির মৌলিক চাহিদার (Basic needs) উপর নির্ভরশীল। বাঁচার চাহিদা ব্যক্তির কাছে সব চাইতে বড় চাহিদা। শুধু প্রাণধারণের চাহিদা নয় তার সঙ্গে সঙ্গে জগৎ ও জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্খা মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধকে আরো অপরিহার্য করে তুলছে।

সামাজিক সম্পর্ক ও মৌলিক চাহিদা

আবার শিক্ষার সঙ্গে জগৎ ও জীবনের আত্মীয়তা অত্যন্ত বেশী। বর্তমান শিক্ষা

হচ্ছে জীবনকেন্দ্রিক বা "Life Centric." বস্তুতঃ জীবনের জন্য জীবনের শিক্ষাই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। সুতরাং সেই শিক্ষার উপাদানটাও হবে "জীবন থেকে এবং জীবনের জন্যে"। জীবনকে সহজ, সরল এবং উন্নত করতে হলে সমাজের নানা বস্তু, নানা উপকরণ এবং নানা উপাদান সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক। সেই উপাদান কোন একটি নির্দিষ্ট পাত্রে বা আধারে সংরক্ষিত নয়। প্রকৃতির নানা ঐশ্বর্যে, সমাজের নানা ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক নানা পরিবেশে এই সকল উপকরণ ছড়িয়ে আছে। কিভাবে সেই সকল উপাদান সংগ্রহ করা যায় এবং কাজে লাগান যায় তার উপায় নির্ধারণ করাই হবে প্রকৃত শিক্ষানুশীলন। তাই অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পদের গুরুত্ব অসীম।

সামাজিক উপকরণের গুরুত্ব

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান মানুষের খাওয়া, পরা, স্থায়ী বসবাস, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রভৃতি নানা মৌলিক প্রয়োজনের সঙ্গে সংযুক্ত। শিক্ষার্থী অতি শৈশব থেকে যখন তার পিতা-মাতাকে নানা খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে দেখে, তখন সে চেতন বা অবচেতন মনে সেই সকল সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। যখন পিতামাতার সঙ্গে হাটেবাজারে যায়, উৎসব-অনুষ্ঠানে এবং প্রদর্শনী বা মেলায় যায় তখন থেকে সে কেবলমাত্র দ্রব্যের উপযোগিতা উপলব্ধি করে না, অধিকন্তু চেতন বা অবচেতন ভাবে বিভিন্ন দ্রব্যের বাজারের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে একটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। শিক্ষার্থীর মনের মধ্যে যে সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে তাকে খুঁজে বের করাই হচ্ছে শিক্ষকের প্রধান কাজ। আদি-অন্তহীন অনন্ত সাগরের বুকে যে রত্ন লুকান থাকে, খনির মধ্যে যে সম্পদ ছড়ান থাকে তাকে আহরণ বা সঞ্চয়ন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সংগ্রাহকের সার্থকতা আর কর্মীর কর্মের সাফল্য। প্রকৃতির লীলানিকেতনে নানা উপকরণ ছড়ান আছে। সেই উপাদান আহরণ, নির্বাচন এবং উপযুক্ত স্থানে তাকে প্রকাশ করার মধ্যেই শিল্পীর সৃজনশীল প্রতিভার সার্থকতা বিদ্যমান। সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষক একাধারে শিল্পী, কর্মী ও পরিচালক। শিক্ষার্থীর মনের অবচেতন স্তরে যে রত্নসম্ভার লুকান রয়েছে এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে উপকরণ ছড়ান রয়েছে তাকে উদ্ধার করা, তাকে সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব। শিক্ষার্থী অতি শৈশবে, বাল্যে বা কৈশোরের প্রারম্ভে যে অভিজ্ঞতা বাস্তব পরিবেশের প্রভাবে অর্জন করেছে, সেই সম্পর্কে তাকে সচেতন করে তোলাই হবে প্রকৃত শিক্ষাদান। শিক্ষার্থীর অবচেতন মনে যে সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমস্যা চাপা পড়ে গেছে তাকে তার সামনে

উপকরণ সংগ্রহ ও উপস্থাপনই মূল লক্ষ্য

তুলে ধরা বা সমস্যায় সচেতন করে তোলা এবং তার সচেতন মনে আলোড়ন সৃষ্টি করাই হবে শিক্ষকের প্রধান কাজ। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান পাঠদান কালে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মানসিক পরিণতি (maturation) ও বৌদ্ধিক বিকাশ লক্ষ্য করে এবং তার আগ্রহের উপর ভিত্তি করে সামাজিক সম্পদকে (Community resources) কাজে লাগাবেন। এখানেও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন উপকরণ কাজে লাগান হবে। গ্রামের অনাড়ম্বর জীবন আর শান্ত স্নিগ্ধ শ্যামল পরিবেশে যা সম্ভব, তা আবার শহরের কর্মচঞ্চল কৃত্রিম পরিবেশে সম্ভব নয়। গ্রাম্য ছেলেদের কাজে শহরের কোন উপাদান আর শহরের ছেলেদের কাজে গ্রাম্য উপাদান সর্বক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দীপক হয় না। তাই গ্রাম ও শহরের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষোপকরণ বিভিন্ন হবে।

উপকরণের বিভিন্নতা

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে সুনাগরিকতা বা 'citizenship' হচ্ছে পৌরনীতির অন্যতম প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সঙ্গে স্বাধীনতা, অধিকার ও কর্তব্যের কি সম্পর্ক আছে আর গণতন্ত্রের ধারণার সাথেই বা কি সম্বন্ধ আছে তা আবিষ্কার পদ্ধতির (Heuristic approach) দিক থেকে আলোচনা করলে একটা ঐক্য বা পার্থক্য পরস্পরের মধ্যে আছে তা শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরা যায়। আবার সুনাগরিকতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই একথা ঠিক নয়। মানুষমাত্রেই সুমতি ও কুমতির দ্বারা পরিচালিত হয়। পশুশক্তির প্রভাবে কুমতি আর যুক্তি বা বিচারশক্তির প্রভাবে সুমতি পরিবর্ধিত হয়। মানব জীবনে প্রতিনিয়ত নানা ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। এই ঘটনা বা দুর্ঘটনা থেকে ভাল ও মন্দ সম্পর্কে শিশু কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এই অভিজ্ঞার মধ্যে কতকগুলি কল্যাণকর বা শিক্ষার্থীর বৃদ্ধির সহায়ক। এই কল্যাণকর অভিজ্ঞতাই শিক্ষা সহায়ক উপকরণ (Educative resources)। এখন কোন্ কোন্ অভিজ্ঞতাকে শিক্ষা সহায়ক উপাদান (material of instruction) হিসাবে কাজে লাগান হবে তা ঠিক করা শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। শিক্ষার্থীর মধ্যে অভিজ্ঞতাগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে। এদের মধ্যে কতকগুলি শিক্ষাধর্মী (educative) আবার কতকগুলি হচ্ছে শিক্ষার পরিপন্থী (non-educative)। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে বাছাই (selection) করা। অসংলগ্ন ও বিছিন্ন অভিজ্ঞতাগুলিকে সুসংবদ্ধ (systematic) এবং যুক্তি-মূলক (logical) করে তোলা হবে শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। কেবল নীতিকথা দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে সুনাগরিকতা বোধের শিক্ষাকে সম্পন্ন করাতে চাইলে সে শিক্ষা হবে মামুলী ধরনের। এক্ষেত্রে তিনি কেবলমাত্র নীতিকথা না বলে সৎনাগরিক হতে

উপকরণ নির্বাচন

হলে একজন প্রকৃত সৎ নাগরিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি তা পরিষ্কার ভাবে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে হবে। শিক্ষক প্রশ্ন করবেন শিক্ষার্থীকে—যেমন :—

সমস্যা সৃষ্টিই প্রকৃত পদ্ধতি

(১) "রাস্তায় যেতে যেতে দেখলে কতিপয় লোক একটা দোকান লুট করছে, সেখানে তোমার কর্তব্য কি?" (২) পাড়ায় কোন লোকের বাড়ীতে আগুন লাগলে তোমার কর্তব্য কি?" (৩) "দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা দেখা দিলে তোমারা কি করবে?" (৪) "দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হলে তোমাদের কর্তব্য কি?" প্রভৃতি নানা প্রশ্নের মাধ্যমে সুনাগরিকতা বিষয়টিকে একটা সমস্যা আকারে শিক্ষার্থীর সাক্ষাতে তুলে ধরলে তারা সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করবে। শিক্ষকও তাঁর মত তাদের কাছে পেশ করবেন। প্রকৃত শিক্ষা তখনই সার্থক হবে। শিক্ষার্থীর আচার-আচরণের সঙ্গে শিক্ষার মিশ্রণ ঘটবে। শিক্ষার বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীর মনের রাসায়নিক সংযোগ স্থাপন হবে। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় তার সুযোগ নেই বলেই শিক্ষা সফল হয় না। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন —"আমরা যে সব ভাব শিক্ষা করি আমাদের জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক মিলন হয় না বলিয়া আমাদের মনের একটা অদ্ভুত চেহারা বাহির হয়। শিক্ষিত ভাবগুলি কতক আটা দিয়া জোড়া থাকে কতক কালক্রমে ঝড়িয়া পড়ে।" সুতরাং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ করে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণের সঙ্গে বিষয়বস্তুর সংযোগ রক্ষা করা শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব। এই সংমিশ্রণই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র গঠনের একান্ত সহায়ক।

আচরণের সঙ্গে মিশ্রন

প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষাদানের কতকগুলি আপাত ও চরম বা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লক্ষ্য থাকে। শিক্ষাবিজ্ঞানীরা একে 'Specific objectives' এবং 'General objectives' বলে অভিহিত করেছেন। এই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটান শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব। শিক্ষাবিজ্ঞানীদের মতে অর্থশাস্ত্র ও পৌর-বিজ্ঞান শিক্ষাদান কালে শিক্ষক নিম্নলিখিত বিশেষ উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংযোগ বিধান করবেন। যথা :—

বিষয়ের লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয়

(১) বিষয়ের মৌলিক তত্ত্ব, তথ্য, নীতি ও উপাদান প্রভৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটান।

(২) শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাযথ দৃষ্টিভংগী সৃষ্টি করা, যার দ্বারা তারা কল্পিত বস্তু, ধারণা এবং নীতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করবে।

(৩) বিষয়বস্তুর পাঠে প্রণোদিত ও আগ্রহান্বিত করে তোলা।

(৪) কতকগুলি নীতি সম্পর্কে এরূপ ধারণা জন্মান যার দ্বারা শিক্ষার্থী তার মৌল অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারবে।

(৫) দৈনন্দিন জীবনে অর্থনৈতিক ক্রিয়া কলাপকে অতি সহজ ও সরল ভাবে প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করা।

(৬) বাস্তব জগতে অর্থনৈতিক শক্তিগুলির কর্মধারার সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করে তোলা।

( ) বিষয়ের বাস্তব মূল্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।

(৮) বিষয়ের সঙ্গে সমাজের উন্নয়ন, প্রগতি এবং কল্যাণের সম্পর্ক উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।

(৯) শিক্ষার্থীকে দক্ষ, প্রগতিশীল, উৎপাদনশীল এবং আদর্শ নাগরিক ও নেতা রূপে গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

(১০) সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে সাহায্য করা।

(১১) অর্থনৈতিক ক্রিয়া কর্মে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা।

(১২) অর্থনৈতিক ক্রিয়া কলাপের মূল্য ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে প্রণোদিত করা।

(১৩) শিক্ষার্থীদের মধ্যে পর্যবেক্ষণ, প্রয়োগ, বিচার বিশ্লেষণ এবং সাধারণীকরণ ক্ষমতার উন্মেষ সাধন।

(১৪) কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে প্রত্যেক মানুষের মূল্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।

(১৫) শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় স্বয়ংক্রিয় ও গতিশীল দক্ষতা (Psycho-motor skill) বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।" *

কিন্তু এইটাই সব নয়। যেগুলো পাঠক্রমের মৌলিক চাহিদা (Basic needs of curriculum) পূরণ করে, তার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। শিক্ষার্থীর আগ্রহ, স্বাদনা (appreciation) এবং দৃষ্টিভঙ্গী আদৌ উপেক্ষা করা চলে না। প্রত্যেক বিষয়ের নিজস্ব যুক্তি (Logic) আছে। কোন একটি বিশেষ বিষয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্তির পিছনে বিশেষ কোন যুক্তি বা উদ্দেশ্য থাকে। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান বিষয়ের পাঠক্রমভুক্তিও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। এখন শিক্ষাদান ক্ষেত্রে সেই সকল উদ্দেশ্য বিশেষ বিবেচনা করেই শিক্ষাদান কর্ম পরিচালনা করা দরকার। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন একান্ত আবশ্যক। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় সে উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে

শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্ব

*Evaluation in Secondary Schools – B. Bloom (Published by D. E. P. S. E.)

এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন কিভাবে সম্ভব? দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের স্তর বিভিন্ন। মনোবিজ্ঞানীদের মতে প্রণোদন (Motivation) থেকে সৃষ্টি হয় আগ্রহ বা Interest আবার আগ্রহ থেকে আসে অনুভূতি (Sentiment)। শুদ্ধ অনুভূতি আবার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের (character or master-sentiment) সংগঠক। শৈশবে শিশু পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ভাল কাজে প্রশংসা এবং মন্দ কাজে তিরস্কার পেয়ে শুদ্ধ অনুভূতি লাভ করে এবং ভালোর প্রতি আকর্ষণ এবং মন্দের প্রতি বিকর্ষণ বৃদ্ধি পায়, দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন হয়। দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্ব তথা চরিত্র গঠন সহজ হয়। অনুরূপভাবে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষকও শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের জন্য বাস্তব বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা করার সুযোগ দান করবেন। জনমত সংগঠন এবং ভোট দান গণতন্ত্রের দু'টি মুখ্য সমস্যা। এই দু'টি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থী পূর্বেই কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভা-সমিতি, নির্বাচনী প্রচার, পত্রপত্রিকা এবং ভোট কেন্দ্র সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান শিক্ষার্থীদের থাকে। অপরদিকে বাজারের বিভিন্ন গতি প্রকৃতি, দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান, অর্থের প্রচলন, ব্যাঙ্কের কার্যধারা প্রভৃতি অর্থনৈতিক নানা বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থী পিতামাতার দৈনন্দিন জীবনের কর্ম লক্ষ্য করেই কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এখন গতানুগতিক শিক্ষাধারা অনুযায়ী সাধারণ ভাবে আলোচনা শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবিষয়ে আগ্রহশীল করে তুলবে না। শিক্ষার্থীকে পাঠ্য-বিষয়ে আগ্রহশীল ও মনোযোগী করে তুলতে হলে তাদের সামনে কোন একটা বিষয়বস্তুকে বাস্তব সমস্যাকারে ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা দ্বারা উপস্থাপিত করতে হবে। যখন শিক্ষার্থী তার একটি বৃহৎ সমস্যার সমাধান করতে পারবে, তখন তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হবে। এই আত্মবিশ্বাস থেকে তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন অনায়াসেই সম্ভব হবে।

বাস্তব সমস্যা সমাধান দ্বারা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন

অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান নবম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এই সময় হচ্ছে শিক্ষার্থীর বয়ঃসন্ধিকাল। স্বাধীনতা, আত্মপ্রতিষ্ঠা, সামাজিকতা, আদর্শবাদ এবং ব্যক্তিত্বপূজা (heroworship) হচ্ছে বয়ঃসন্ধিক্ষণের মৌলিক চাহিয়া। এই মৌলিক প্রয়োজনসিদ্ধি তখনই সম্ভব যখন শিক্ষার্থী স্বাধীন প্রচেষ্টার দ্বারা বাস্তব সমস্যার সমাধান করে। শ্রেণীকক্ষের পঠন-পাঠন বা নির্দেশনার মধ্যে শিক্ষার্থীর সেই মূল চাহিদা পূরণ করা কতখানি সম্ভব সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। সামাজিক অন্তর্ভুক্তি (Social initiation) সমাজের বাস্তব পরিবেশ

সমাজে অন্তর্ভুক্তি বাস্তব পরিবেশেই সম্ভব

ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। এর জন্য শ্রেণীকক্ষের বাহিরে ভ্রমণ, পরিদর্শন, এবং দলগত কর্মানুশীলন একান্ত অপরিহার্য। পৌরসংস্থা, আইনসভা বা পার্লামেণ্ট পরিদর্শন, কর্মকেন্দ্র, শিল্পাঞ্চল, উৎপাদন কেন্দ্র, বাণিজ্য কেন্দ্র, বন্দর, ব্যাঙ্ক এবং বীমা অফিস প্রভৃতি পরিভ্রমণ মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সমাজে অন্তর্ভুক্তি (Social initiation) প্রচেষ্টাকে কেবলমাত্র উৎসাহিত করা হবে না, শিক্ষার্থীর সমাজসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন সম্ভব হবে। তা ছাড়া বিদ্যালয় পরিবেশে বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং জ্ঞানী গুণীজনের সমাবেশের ব্যবস্থা করে, আলোচনা বা তত্ত্বাবধানমূলক (Supervised study) শিক্ষা এবং সমাজীকৃত শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশের পথ সুগম করা যেতে পারে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা বা 'Learning Experiences' থেকে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গীরই কেবলমাত্র পরিবর্তন হবে না সংগে সংগে তার মধ্যে একটা সমাজবিবেক সৃষ্টি হবে। সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষার্থী জানবে যে সমগ্র শিক্ষাটাই হচ্ছে তার আচরণের একটা বিশেষ অংশ। তাই ব্যক্তিত্বের তথা চরিত্র গঠনে এই অভিজ্ঞতার মূল্য অসীম।

অবশ্য শিক্ষার এই সামাজিকীকরণ বা সমাজে অন্তর্ভুক্তিকরণ (Social initiation) কেবলমাত্র সমাজের দ্বারা, সমাজের জন্য সমাজের প্রচেষ্টা নয়। সামাজিক অন্তর্ভুক্তি (Social initiation) মানে একীকরণ বা (Regimentation of education) নয়। শিক্ষাটাকে একটা নির্দিষ্ট ছাঁচের মধ্যে রূপ দেওয়া যায় না, শিক্ষা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। জগৎ ও জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং সামাজিক চাহিদার সঙ্গে ব্যক্তিগত চাহিদার সামঞ্জস্য বিধান হওয়া দরকার। নির্দেশমূলক পরিকল্পনা অপেক্ষা উদ্দীপনাময় কর্মপ্রচেষ্টা অধিকতর শ্রেয়ঃ। আধুনিক গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাদান কর্মের সাফল্য শিক্ষাপদ্ধতির গণতান্ত্রিকতার উপরই নির্ভরশীল। অতএব অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর পাঠ-পরিকল্পনা করার আগে এই দুই শাস্ত্রের মৌলিক আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষকের ব্যাপক ধারণা থাকা একান্ত অপরিহার্য।

সামাজিক চাহিদা ও ব্যক্তিগত চাহিদার সমন্বয়

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Dept. of Extension SERVICES
CALCUTTA-27

[২]

পাঠ-পরিকল্পনা
[Lesson-Plan]

পাঠটীকার স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা (Nature and importance of Lesson Plan) ঃ

শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীই শিক্ষা রঙ্গমঞ্চের প্রধান নায়ক। শিক্ষক এখানে শ্রেষ্ঠ রূপকার। মঞ্চসজ্জা, দৃশ্য রচনা, রূপ-রূপায়ণ আর আলোকসম্পাত সব দায়িত্বই শিক্ষকের। শিক্ষক এখানে একাধারে প্রযোজক ও পরিচালক। উপকরণ সংগ্রহ, সংগৃহীত উপকরণের উপস্থাপন, দৃশ্য রচনা ও পরিবর্তন, বিভিন্ন চরিত্রের রূপায়ণ প্রভৃতি বহুমুখী কর্মের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে প্রযোজক পরিচালকের উপর। এই বিবিধ কর্ম সম্পাদন ধারাবাহিক বা সুষ্ঠু সুন্দর হয় না সুপরিকল্পিত গ্রন্থনার অভাবে। শিক্ষামঞ্চে শিক্ষক শুধু পটভূমি বা পরিবেশ রচনা করেন না, অধিকন্তু শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়বস্তুকে হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক করে তোলা তাঁর গুরুদায়িত্ব। তাঁকে স্থির করতে হয় তিনি কি বলবেন, কি পড়াবেন, এবং কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করবেন ইত্যাদি। তাছাড়া বীক্ষণীয় দৃশ্য রচনা এবং বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করে তোলার দায়িত্বও তাঁর। এরপর অভিনয়াতিশয্য এবং উপকরণ-বাহুল্য পরিহার করাও তাঁর প্রধান কর্তব্য। প্রতি পদক্ষেপে প্রতিটি দৃশ্য ও প্রতিটি স্তরে সুষ্ঠু প্রযোজনা বা পরিচালনা একটি বৈজ্ঞানিক সূত্রধারার উপর নির্ভরশীল। এর জন্যই একটি নক্সা বা পরিকল্পনা এখানে একান্ত আবশ্যক। এই নক্সা বা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীই শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠটীকা বা পাঠ-পরিকল্পনা।

গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক ছিলেন মুখ্য আর শিক্ষার্থী ছিল গৌণ। খুশীমত পাঠদান কার্য পরিচালনা ছিল বহুপ্রচলিত পদ্ধতি। কিন্তু বর্তমান মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থায় সমগ্র শিক্ষা পদ্ধতি কেবলমাত্র বিজ্ঞানভিত্তিক নয়, সুপরিকল্পিতও বটে। আধুনিক জগৎটাই পরিকল্পনা-সমৃদ্ধ। পরিকল্পনাই আজ সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ও সকল সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। সমাজের অগ্রগতি ও জাতীয় সম্পদ সৃষ্টিতে পরিকল্পনার গুরুত্ব অসীম। শিক্ষা সমাজ-বহির্ভূত নয়। জগতের সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচনে শিক্ষার্থীর আগ্রহপ্রবণতা, রুচি ও সামর্থ্য বিবেচনা করে সুপরিকল্পিত পদ্ধতি অনুসরণ একান্ত আবশ্যক।

আবার ভবিষ্যতের সুনাগরিক গঠন করা এবং জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি করা এই উভয় শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব শিক্ষার্থীর কাছে উভয় বিষয় মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলা শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। তাছাড়া শিক্ষাদান একটি অত্যন্ত জটিল কাজ। কিভাবে শিক্ষার্থীকে পাঠে আগ্রহশীল করে তোলা যায়, কিভাবে তার জ্ঞানভাণ্ডারে নিত্য নূতন অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন সম্ভব তা শিক্ষককে ভেবেচিন্তে স্থির করতে হয়। এইরূপ চিন্তা-ভাবনার রূপরেখাই হচ্ছে পাঠ-পরিকল্পনা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষতঃ অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষা পরিচালনা কালে পাঠটীকার প্রয়োজনীয়তা অধিক।

আজকের দিনে শিক্ষার অর্থ এই নয় যে, শিক্ষক বলবেন আর শুনবে শিক্ষার্থী। শিক্ষা আজ দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষণীয় বিষয় যদি নীরস হয় তাকে আনন্দ মধুর করে তোলার চেষ্টা করবেন শিক্ষক। পাঠে শিক্ষক গ্রহণ করবেন সাহায্যকারীর ভূমিকা। তাঁর সামনে থাকবে শিক্ষার আদর্শ, লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং নানা পদ্ধতি। স্বল্প উপকরণে, অল্প সময়ে কিভাবে সর্বাধিক সাফল্য লাভ করা যায় তার পরিকল্পনা থাকবে শিক্ষকের কাছে। শিক্ষক যদি অবহেলায় তা না করেন, তাঁর যদি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকে, তাহলে তার গতিপথ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা হবে অস্পষ্ট। শিক্ষার্থী শ্রেণীপাঠ অনুসরণ করতে পারবে না। পূর্ব পরিকল্পনার অভাবে পাঠ্যে-লক্ষ্যভুক্ত সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। শিক্ষাবিজ্ঞানীদের মতে—"The best part of a student's training in the art of teaching consists not in listening to eloquent lectures, but in preparing lessons, and in giving them, under the guidance and oversight of a skilled tutor".

পাঠটীকার নীতি (Principles of Lesson Plan) ঃ

শিক্ষাদান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে এবং পূর্ব থেকে পরিকল্পনা তৈরী করতে হলে সেই পরিকল্পনারও আবার নির্দিষ্ট নীতি এবং লক্ষ্য থাকবে। শিক্ষাবিজ্ঞানীদের মতে নিম্নলিখিত নীতি পাঠ পরিকল্পনা কালে অবশ্যই স্মরণ রাখা দরকার।

(১) শিক্ষক পাঠটীকা এমন ভাবে তৈরী করবেন যার দ্বারা শ্রেণীকক্ষের নির্দিষ্ট সময় (Period) মধ্যে পাঠদান কার্য শেষ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে বিষয়বস্তুর এবং উপস্থাপিত উপকরণের সমন্বয় একান্ত অপরিহার্য।

(২) পাঠটীকা রচনা কালে শিক্ষার্থীর শ্রেণী, বয়স, বুদ্ধি ও পূর্ব অভিজ্ঞতা বিচারসাপেক্ষ। শিক্ষার্থীর রুচি, সামর্থ্য এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পাঠ্যটীকা অবশ্যই রচিত হবে।

(৩) শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সঞ্চার, পাঠে কৌতূহলী এবং বিষয়বস্তুকে হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক করে তোলার দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকবে শিক্ষকের। বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করে তুলতে, আলোচনাকে বাস্তব করে তুলতে এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সজাগ ও সক্রিয় করে তোলার দিকে নজর রেখেই পাঠটীকা রচিত হবে।

(৪) এক বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের সম্বন্ধ রক্ষা এবং এক বিষয়ের অভিজ্ঞতা অন্য বিষয়ে যাতে সহজে সঞ্চারিত হয় তার দিকে দৃষ্টি দিয়েই পাঠটীকা রচিত হবে। পাঠে অনুবন্ধ (Correlation), সহবন্ধ (Co-ordination) এবং কেন্দ্রবন্ধ (Concentration) যাতে যতদূর সম্ভব রক্ষিত হয় তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

(৫) বিষয়বস্তুতে শিক্ষকের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত বা ব্যাপক হলেই সার্থক পাঠ পরিকল্পনা করা যায় না। আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞানসম্মত পাঠটীকা অর্থাৎ হারবার্ট জিলারের পঞ্চসোপান পদ্ধতি সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং আস্থা থাকা একান্ত অপরিহার্য।

হাবার্ট-জিলার পঞ্চসোপান পদ্ধতি (Herbart-ziller five steps)ঃ

মনস্তত্ত্ব নির্ভর শিক্ষা তথা শিক্ষাপদ্ধতিতে কিভাবে শিক্ষাদান কার্য পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে দার্শনিক হারবার্টের মতবাদ প্রণিধানযোগ্য। হারবার্টের দর্শনের উপর নির্ভর করেই আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রচলিত। সুতরাং পাঠটীকার মূল সূত্র আবিষ্কার করতে হলে, হারবার্ট-জিলারের পঞ্চসোপান পদ্ধতি সম্পর্কে অল্প-বিস্তর জ্ঞান আহরণ অত্যাবশ্যক। পূর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে নূতন অভিজ্ঞতা আয়ত্তীকরণ বা সমবেক্ষণ (Apperception) উপরেই হার্বার্টের শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠিত। হার্বার্টের মতে মানুষের মন এক এবং অভিন্ন। জন্মের পর শিশুর মনের মধ্যে কোন ভাব বা সংস্কার থাকে না। শিশুর বুদ্ধিতে পরিবেশের প্রভাব বেশী। শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক জগতের সংস্পর্শে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতাগুলি মনের মধ্যে এক ভাবজট সৃষ্টি করে। শিক্ষা মানেই হচ্ছে অভিজ্ঞতার দ্বারা অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন। সুতরাং পূর্বজ্ঞানের সম্প্রসারণ দ্বারাই নূতন জ্ঞান লাভ সহজ হয়। হার্বার্টের মতে শিশুর নূতন জ্ঞানের সঙ্গে পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতার সমন্বয় ব্যতিরেকে শিক্ষা সার্থক হয় না এবং জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে। জানা থেকে অজানা আর চেনা থেকে অচেনার দিকে অগ্রসর হলেই শিক্ষা সফল হবে। মনের সঙ্গে শিক্ষার একটা রাসায়নিক সংযোগ স্থাপিত হবে। সৃষ্টি হবে কৌতূহল, ঔৎসুক্য এবং আগ্রহ। সুতরাং কোন নূতন বিষয় শিক্ষাদান কালে শিক্ষক সুকৌশলে নূতনের সঙ্গে পুরাতন জ্ঞানের সংযোগ বিধান করবেন। সেইটাই হবে শিক্ষাদানের উৎকৃষ্ট পন্থা।

হার্বার্ট তাঁর এই শিক্ষানীতির ভিত্তিতে শিক্ষা প্রক্রিয়াকে চারটি স্তরে ভাগ করলেন

যথা : (১) সুস্পষ্টতা (clearness), (২) সংযোগ (association), (৩) শ্রেণীভুক্তি (classification or Systematisation) এবং (৪) প্রয়োগ পদ্ধতি (method)। হার্বার্টের এই সুস্পষ্টতা তত্ত্বকে তাঁর শিষ্য জিলার আয়োজন (Preparation) ও উপস্থাপন (Presentation) এই দুই অংশে বিভক্ত করেন। আবার এই স্তরবিন্যাসকে পরিবর্ধিত করলেন হার্বার্টের অনুগামীরা। হার্বার্টের অনুগামীরা শিক্ষার পঞ্চসোপান পদ্ধতি (Five formal steps of instruc'ion) সৃষ্টি করেন। এই পাঁচটি সোপান হচ্ছে যথাক্রমে :

(১) আয়োজন (Preparation)

(২) উপস্থাপন (Presentation)

(৩) তুলনা (Comparison)

(৪) সূত্রগঠন (Generalisation)

(৫) অভিযোজন (Application)

বর্তমান হার্বার্ট নির্দেশিত আদর্শের ভিত্তিতে পঞ্চসোপান পদ্ধতিকে সংক্ষিপ্ত করে তিনটি সোপানে পরিবর্তিত করা হয়েছে। এই তিনটি সোপান হচ্ছে—(১) আয়োজন (Preparation), (২) উপস্থাপন (Presentation), (৩) অভিযোজন (Application)।

আয়োজনপর্ব (Preparation stage) :

শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের কাছেই এই আয়োজনপর্বের গুরুত্ব অসীম। এই স্তরটি কেবলমাত্র শিক্ষাদানের ভূমিকা বা সূচনা নয়। শিক্ষার্থীর মনকে প্রস্তুত করাই হচ্ছে এই পর্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। আয়োজন বা প্রস্তুতির উপর পাঠ পরিচালনার সাফল্য অনেকখানি নির্ভরশীল। শিক্ষার্থীর মনকে প্রস্তুত করতে না পারলে এবং পাঠে আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি করতে না পারলে শিক্ষকের সর্ব প্রচেষ্টা বিফল হতে পারে। চপলমতি শিক্ষার্থী স্বভাবতই কিছু জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বসে থাকে না। শিক্ষার্থীর চঞ্চল মনে স্থিরতা আনার জন্য এবং পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্বে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে বাস্তব পটভূমিকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষাকর্ম সুরু করবেন। অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান উভয়ই বাস্তব বিজ্ঞান। সমাজের বাস্তব সমস্যার অনুশীলন করাই উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সুতরাং সমাজের বাস্তব পটভূমিকায় শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার সুযোগে পাঠ্যবিষয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। উপযুক্ত পবিবেশ সৃষ্টি হলে শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠ ঘেষণা করবেন।

উপস্থাপন পর্ব (Presentation stage) :

শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও ধারণাকে পরিবর্ধিত করা এই পর্বের প্রধান উদ্দেশ্য। পাঠের অনুকূল পরিবেশ রচনার পর ধীরে ধীরে বিষয়বস্তুর সঙ্গে

শিক্ষার্থীর পরিচয় লাভ বা জ্ঞানার্জনের সুযোগ দান করা হবে এই পর্বে। পাঠের সুবিধার জন্য শিক্ষক বিষয়বস্তুকে কয়েকটি এককে বা unit-এ বিভক্ত করবেন এবং ধারাবাহিক ভাবে একটির পর একটি অংশ শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করবেন। এই পর্বটিকে বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি এই দুই অংশে বিভক্ত করবেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হবে, বিষয়বস্তুর বিভিন্নতায় উপস্থাপনের রীতিনীতি বিভিন্ন হবে। আলোচনাকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্য শ্রবণও বীক্ষণ বিভিন্ন প্রকার উপকরণ, উদাহরণ এবং শিক্ষাসহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার করবেন। প্রধান প্রধান অংশগুলি বোর্ডে লিখে দেবেন এবং শিক্ষার্থী তা যথাযথ ভাবে নোট করছে কিনা সতর্ক নজর রাখবেন শিক্ষক। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার দিকটা কোন প্রকারে উপেক্ষা করা হবে না। তা ছাড়া বিষয়টি পঠন-পাঠনের মূল উদ্দেশ্যগুলি যাতে সফল হয় তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেবেন বিষয় শিক্ষক। সার্থক করে তুলবেন অনুবন্ধনীতি। আর শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবন (Life situation) এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা Learning experience) উপর ভিত্তি করেই বিষয় বস্তু উপস্থাপন করবেন।

অভিযোজন পর্ব (Application stage) :

উপস্থাপিত বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী কতখানি গ্রহণ করতে পেরেছে, কতখানি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছে এবং শিক্ষকের শিক্ষাদান কর্ম কতখানি সার্থক হয়েছে তা জানা বা পরীক্ষা করা এই পর্বের একমাত্র উদ্দেশ্য। আলোচিত বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষক সহজ, সরল ও সোজা প্রশ্ন করবেন এই পর্বে। তা ছাড়া, হাতেকলমে কাজ অভ্যাসের জন্য মানচিত্র, ডায়াগ্রাম, গ্রাফ অঙ্কন এবং রচনা লেখার উপরও গুরুত্ব আরোপ করতে পারেন। শিক্ষার্থী যদি তাদের অধীত বিদ্যাকে সার্থক ভাবে প্রয়োগ করতে পারে, তাহলেই শিক্ষাদান কর্মে সফলতা আসে।

সংক্ষিপ্ত পাঠটীকার নমুনা

(১)

বিদ্যালয় :—জগদ্বন্ধু ইন্‌স্টিটিউশন	বিষয় :—অর্থশাস্ত্র
শ্রেণী :—৯ম 'ক' শাখা	বিশেষ পাঠ :—অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু,
ছাত্রসংখ্যা :—২৭	প্রকৃতি ও সংজ্ঞা

গড় বয়স :—১৪+
সময় :—৪৫ মিঃ
তারিখ :—২১, ২. ৬৮
শিক্ষক :—প্রঃ কুঃ দাঃ মঃ

পাঠক্রম :—
(১) অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু
(২) অর্থশাস্ত্রের প্রকৃতি ও সংজ্ঞা
(৩) অর্থশাস্ত্রের কার্যাবলী
অদ্যকার পাঠ :—অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ও সংজ্ঞা।

—উদ্দেশ্য—

প্রত্যক্ষ :—অর্থশাস্ত্রের স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ছাত্রদের জ্ঞানলাভে সাহায্য করা।

পরোক্ষ :—অভাব মোচনের উপকরণগুলি কিভাবে ব্যবহার করলে সর্বাধিক জাতীয় কল্যাণ সম্ভব সেই ধারণা ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চার করা।

—উপকরণ—

(১) দৈনন্দিন কাজকর্মের রেখাচিত্র।
(২) শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

—আয়োজন—

ছাত্রদের মন পাঠ্যাভিমুখী করা এবং তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে :

॥ ১ ॥ আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ সম্বন্ধে কি জান ?
॥ ২ ॥ আলাদিনের কোন অভাব ছিল না কেন ?
॥ ৩ ॥ আমাদের জীবনের সঙ্গে আলাদিনের জীবনের তফাৎ কোথায় ?
॥ ৪ ॥ আমাদের জীবনের অভাব কি কি ?
॥ ৫ ॥ অভাবের তাড়নায় আমরা কি করি ?

—পাঠঘোষণা—

ছাত্রদের পূর্ব অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগানোর পরে "অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ও সংজ্ঞা"—আজকের পাঠ ও আলোচনার বিষয় বলে ঘোষণা করা হবে।

॥ বিষয়বস্তু ॥

শীর্ষ ॥ ক ॥ অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। সভ্য দেশের প্রত্যেক নাগরিককে অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টায় রত থাকতে হয়। অর্থোপার্জন সংক্রান্ত কাজকর্ম বিবিধ। নগরাঞ্চলের মানুষ সকাল, বিকাল, রাতে অবিরাম কাজ করে।

গ্রামাঞ্চলের কৃষকেরা শস্য ক্ষেত্রে, মাঝিরা খেয়াঘাটে, পশুপালকেরা চারণ ক্ষেত্রে আর ব্যবসায়ীরা হাটেবাজারে একই উদ্দেশ্যে কাজ করে।

অর্থোপার্জনের জন্য মানুষ আরাম বিসর্জন দেয়।

কিন্তু সাধ্যমত কাজ করেও মানুষের অভাব মেটে না। সেজন্য মানুষের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। সুতরাং অর্থোপার্জনই মানুষের একমাত্র কাজ নয়। অর্থব্যয়ের কাজকর্ম মানুষকে করতে হয়। রাষ্ট্রও তাই করে।

সীমাবদ্ধ আয়ের দ্বারা ব্যক্তি-মানুষ তথা সমগ্র সমাজ বা রাষ্ট্র কি ভাবে সর্বাধিক পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে তার প্রচেষ্টা হচ্ছে অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। শীর্ষ ॥ খ ॥ প্রকৃতি ও সংজ্ঞা।

এই জন্য অধ্যাপক মার্শাল বলেছেন—অর্থশাস্ত্র হচ্ছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজ-কর্মের অনুশীলন—"Econcmics is a study of mankind in the ordinary busi৲ess of life."

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য নিম্ন-রূপ প্রশ্ন করা হবে। প্রয়োজনীয় অংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। শিক্ষার্থী সেই সকল অংশ নিজ খাতায় লিখছে কিনা লক্ষ্য রাখা হবে। শিক্ষোপকরণগুলি যথাস্থানে উপস্থাপন করা হবে। শীর্ষ ॥ ক ॥

(১) শহরের অধিবাসীরা অর্থোপার্জনের জন্য কি কি কাজ করেন?

(২) গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা কি কি কাজ করেন?

(৩) অর্থোপার্জনই আমাদের একমাত্র কাজ নয় কেন?

(৪) সাধ্যমত চেষ্টা করেও মানুষের অভাব মিটছে না কেন?

(৫) মানুষের অভাব মিটাবার জন্য কি করা দরকার?

(৬) অর্থবিদ্যার প্রধান বিষয়বস্তু কি?

(৭) অধ্যাপক মার্শালের নাম কে শুনেছ হাত তোল।

শীর্ষ ॥ খ ॥

(৮) অধ্যাপক মার্শাল অর্থ-বিদ্যাকে সামাজিক বিদ্যা বলেছেন কেন?

(৯) অর্থশাস্ত্রকে নিছক ধন বা টাকাকড়ির বিজ্ঞান বলা হয় কেন?

(১০) যদি এক জন লোক ধান চাল, ডাল, তরি-তরকারি ঠাণ্ডাঘরে আবদ্ধ করে রাখে, বাজারে সরবরাহ না করে তাহলে আমাদের কি অসুবিধা হয়?

॥ বিষয়বস্তু ॥

উহা একটি সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজবদ্ধ লোকদের কাজকর্মের আলোচনা করে। অর্থশাস্ত্র নিছক ধনবিজ্ঞান নয়। উহা gospel of Mammon বা যক্ষের শাস্ত্র নয়। অর্থশাস্ত্র টাকাকড়ির ব্যবহার-জনিত যথা :—Exchange বা বিনিময়, Scarcity বা অপ্রাচুর্য এবং choice বা নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করে।

অধ্যাপক রবিন্স বলেছেন—"অর্থশাস্ত্র একদিকে মানুষের অনন্ত অভাব এবং অপরদিকে সংগতির দুষ্প্রাপ্যতার মধ্যে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করে।

বর্তমান দিনে অর্থশাস্ত্রকে science of welfare—কল্যাণশাস্ত্র বলা হয়। কারণ অর্থশাস্ত্র ধনীদরিদ্র সবার অভাব-মোচনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে।

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

(১১) যদি একজন লোকের অনেক টাকা থাকে অথচ এক পয়সা খরচ না করে তাহলে তাকে আমরা কি বলি?

(১২) বিনিময় বলতে কি বোঝ?

(১৩) বাজারে একই প্রকার জিনিষ থাকলে কেনার সময় আমরা কি করি?

(১৪) ধনী ও গরীবের মধ্যে পার্থক্য কি?

(১৫) অভাব যখন বেশী তখন যদি হাতে টাকা না থাকে তাহলে কি করা কর্তব্য?

(১৬) আমাদের দেশে প্রচুর পাট জন্মায় অন্যদিকে আমেরিকায় প্রচুর খাদ্য-শস্য পাওয়া যায়। আমাদের খাদ্য-সমস্যা মিটাবার জন্য কি করা কর্তব্য?

(১৭) একটি দোকানে চা, কফি, কোকো এই তিন রকম পানীয় আছে সেখানে আমাদের কি করতে হয়?

(১৮) মিতব্যয়ী কাকে বলে?

(১৯) মানুষের কল্যাণ কি ভাবে সম্ভব?

(২০) কোন্ ধরনের কল্যাণ একান্ত প্রয়োজন?

(২১) আর্থিক কল্যাণ জন্য কি করা দরকার?

—অভিযোজন—

আলোচ্য বিষয় কতখানি ছাত্ররা গ্রহণ করেছে তা পরীক্ষার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে :

॥ ১ ॥ অর্থশাস্ত্র বলতে কি বুঝলে?

॥ ২ ॥ অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা কি ?

॥ ৩ ॥ অর্থশাস্ত্র শুধু ধনের বিজ্ঞান নয় কেন ?

॥ ৪ ॥ দেশের সম্পদ কিভাবে সবার মধ্যে বন্টন করা উচিত ?

॥ ৫ ॥ মানুষের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কিভাবে সম্ভব ?

—বাড়ীর কাজ—

১। অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু আলোচনা কর। অথবা—

২। অর্থবিদ্যার বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

পাঠটীকা—২

বিদ্যালয় :—তীর্থপতি ইনষ্টিটিউশন

শ্রেণী :—৯ম শ্রেণী 'ক' শাখা

ছাত্রসংখ্যা :—৩০

গড় বয়স :—১৪+

সময় :—৪৫ মিঃ

তারিখ :—২৩-১-৬৮

শিক্ষক :—প্রঃ কুঃ দাঃ মঃ

বিষয় :—পৌরবিজ্ঞান

সাধারণ পাঠ :—পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু

বিশেষ পাঠ :—

*(১) পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও সংজ্ঞা

*(২) বিভিন্ন শাস্ত্রের সংগে পৌরবিজ্ঞানের সম্বন্ধ।

*(৩) পৌরবিজ্ঞান পাঠের সার্থকতা

অন্তকার পাঠ : * * *

—উদ্দেশ্য—

প্রত্যক্ষ :—পৌরনীতির জ্ঞানলাভে ছাত্রদের সাহায্য করা।

পরোক্ষ :—(১) জীবনের প্রতিক্ষেত্রে পৌরনীতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা।

(২) অন্যান্য শাস্ত্রের সংগে পৌরনীতির সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণে সাহায্য করা।

(৩) শিক্ষার্থীদের মধ্যে পৌরচেতনা বৃদ্ধি করা।

—উপকরণ—

(১) শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

(২) প্রাচীন নগররাষ্ট্র এথেন্স ও স্পার্টার রেখাচিত্র।

(৩) ভারতের একটি মানচিত্র প্রভৃতি।

—আয়োজন—

ছাত্রদের আগ্রহ ও কৌতূহল জাগ্রত করার পরে পাঠে সক্রিয় অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন করা হবে ঃ

॥ ১ ॥ তোমারা কোথায় বাস কর?

॥ ২ ॥ শহরের সংস্কৃত শব্দটি কি?

॥ ৩ ॥ প্রাচীনকালে কোন্ দেশে নগররাষ্ট্র ছিল?

॥ ৪ ॥ বর্তমান নাগরিক বলতে কি বোঝ?

—পাঠ ঘোষণা—

"আজ আমরা পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, সংজ্ঞা, বিভিন্ন শাস্ত্রের সঙ্গে উহার সম্পর্ক এবং পৌরবিজ্ঞান পাঠের সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করব"—এই বলে পাঠ ঘোষণা করা হবে।

—উপস্থাপন—

॥ বিষয় বস্তু ॥

শীর্ষ ঃ—(ক) বিষয়বস্তু ও সংজ্ঞা। প্রাচীনকালে পৌরনীতি বলতে শুধু পুরবাসীদের প্রয়োজনের নীতি বুঝাত। বর্তমানে এরূপ বুঝায় না। সমাজবদ্ধ সকল মানুষের অধিকার, কর্তব্য আলোচনাই পৌরনীতির মূল কথা। প্রত্যেক মানুষকে রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হয়। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকাও প্রত্যেক মানুষ বা নাগরিকের একান্ত কর্তব্য। ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

আলোচনার সুবিধার জন্য আজকের পাঠটিকে কয়েকটি শীর্ষে বিভক্ত করে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তু আলোচিত হবে। প্রয়োজনীয় অংশগুলি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে।

বীক্ষণীয় উপকরণগুলি যথাযোগ্য স্থানে উপস্থাপিত হবে। প্রয়োজনীয় অংশ শিক্ষার্থী নিজ খাতায় যাতে লিখে নেয় তার দিকে নজর দেওয়া হবে।

শীর্ষ ঃ—॥ ক ॥

(১) নগর বলতে কি বোঝ?

(২) নগরবাসীদেরই কেবলমাত্র নাগরিক বললে কি ভুল বলা হয়?

(৩) প্রাচীন গ্রীস দেশের দুটি নগর রাষ্ট্রের নাম কি?

(৪) কলিকাতা নগরীকে একটি রাষ্ট্র বলা যায় না কেন?

॥ বিষয় বস্তু ॥

শীর্ষ ঃ—॥ খ ॥ বিভিন্ন শাস্ত্রের সংগে পৌরনীতির সম্বন্ধ।

পৌরনীতি একটি সামাজিক বিজ্ঞান। মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং ধনবিজ্ঞান ও নীতি-শাস্ত্রের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ।

শীর্ষ ঃ—॥ গ ॥ পৌরনীতি শিক্ষার সার্থকতা। পৌরনীতির মূল উদ্দেশ্য সুনাগরিক গড়ে তোলা। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, শৃঙ্খলা বোধ, কর্তব্য নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেক, আত্মসচেতনতা এবং সমাজ কল্যাণ বোধ থাকলে তাকে সুনাগরিক বলা হবে।

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

(৫) কলিকাতা পৌরসংস্থার বিভিন্ন কাজকর্মের পুস্তককে পৌরবিদ্যা বলা চলে না কেন?

শীর্ষ ঃ—॥ খ ॥

(৬) সমাজ বলতে কি বোঝ?

(৭) মানুষ কোন্ ধরনের জীব?

(৮) পৌরনীতিকে সমাজবিজ্ঞান বলা হবে কেন?

(৯) অর্থনীতি বলতে কি বোঝ?

(১০) ইতিহাস কথাটির অর্থ কি?

(১১) ইতিহাসের মধ্যে আমরা কি কি তথ্য জানতে পারি?

(১২) নীতিশাস্ত্র বলতে কি বোঝায়?

(১৩) নীতিশাস্ত্রসম্মত ত্রুটিশব্দের নাম কর।

(১৪) এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সম্বন্ধকে কি বলা হয়?

(১৫) আন্তর্জাতিক সংস্থার নাম কি?

শীর্ষ ঃ—॥ গ ॥

(১৬) কি কি গুণ থাকলে আমরা একজনকে সুশিক্ষিত ভদ্রলোক বলি?

(১৭) আইন কথাটির সাধারণ অর্থ কি?

(১৮) আইন তৈরী করেন কে?

(১৯) আইনের দ্বারা কি সুবিধা পাওয়া যায়?

(২০) শৃঙ্খলা কথাটির অর্থ কি?

(২১) শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি?

(২২) দেশের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কি করা কর্তব্য?

(২৩) ন্যায় বিচার বলতে কি বোঝ?

(২৪) ন্যায় বিচার করেন কারা?

(২৫) পঃ বঙ্গের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের নাম কি?

(২৬) ন্যায় বিচারের অভাবে কি অসুবিধা হতে পারে?

(২৭) কিরূপ পরিবেশে রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব?

—অভিযোজন—

নিম্নরূপ প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষা করা হবে ঃ

॥ ১ ॥ পৌরবিজ্ঞানের মূল বিষয় কি?

॥ ২ ॥ পৌরনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্ক কি?

॥ ৩ ॥ সুনাগরিক কাদের বলে?

॥ ৪ ॥ পৌরনীতি ও ইতিহাসের মধ্যে সম্বন্ধ কি?

॥ ৫ ॥ আইন, শৃঙ্খলা ও বিচারের প্রয়োজনীয়তা কি?

॥ ৬ ॥ পৌরনীতি শিক্ষার সার্থকতা কি?

—বাড়ীর কাজ—

ছাত্রদের বাড়ী থেকে অভিযোজন পর্বের ছয়টি প্রশ্নের মধ্যে যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর লিখে আনতে বলা হবে।

পাঠটীকা—৩

বিদ্যালয় ঃ—মধ্যকলিকাতা বালিকা বিদ্যালয়

শ্রেণী ঃ—নবম 'ক' শাখা

ছাত্রী সংখ্যা ঃ—৩৫

গড় বয়স ঃ—১৪+

সময় ঃ—৪৫ মিঃ

তারিখ ঃ—৪, ২, ৬৯

শিক্ষিকা ঃ—শ্রীমতী নিবেদিতা দত্ত

বিষয় ঃ—অর্থশাস্ত্র

বিশেষ পাঠ ঃ—অর্থশাস্ত্রের 'কতকগুলি মৌলিক ধারণার ব্যাখ্যা'

পাঠক্রম ঃ—

(ক) দ্রব্যের সংজ্ঞা

(খ) দ্রব্যের শ্রেণী বিভাগ

(গ) সম্পদ ও সম্পদের বৈশিষ্ট্য

(ঘ) সম্পদের শ্রেণী বিভাগ

অদ্যকার পাঠ ঃ—'ক' ও 'খ' শীর্ষ

—উদ্দেশ্য—

প্রত্যক্ষ : (১) দ্রব্যের সংজ্ঞা ও বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য সম্পর্কে ছাত্রীদের জ্ঞান লাভে সাহায্য করা।

পরোক্ষ : (২) প্রয়োজনীয় উপাদান গুলি কিভাবে কাজে লাগালে সর্বাধিক জাতীয় কল্যাণ সম্ভব সে সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা।

(৩) ছাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন ও মিতব্যয়ী করে তোলা।

—উপকরণ—

(১) শ্রেণী কক্ষের সাধারণ উপকরণ

(২) বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের মডেল বা ছবি (উপস্থাপন পর্বে)

—আয়োজন—

ছাত্রীদের মন পাঠ্যাভিমুখী করা এবং তাদের পূর্ব জ্ঞানকে কাজে লাগাবার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে :

(১) মানুষ কাজ করে কেন ?

(২) আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ কোথা থেকে পাই ?

(৩) কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিষের নাম বল।

(৪) প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য টাকা খরচ করি কেন ?

(৫) টাকা খরচ করতে হয় না, এমন কয়েকটি জিনিষের নাম বল।

—পাঠ ঘোষণা—

'আজ আমরা দ্রব্যকি, এবং বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য সম্বন্ধে আলোচনা করব'—এই বলে পাঠ ঘোষণা করা হবে।

—উপস্থাপন—

॥ বিষয় বস্তু ॥	॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥
শীর্ষ ॥ ক ॥ দ্রব্য ও দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ। মানুষের অভাব অপরিসীম, মানুষ তার অভাব মোচনের জন্য অর্থনৈতিক কর্ম-	পাঠদানের সুবিধার জন্য বিষয় বস্তুকে বিভিন্ন ইউনিট বা শীর্ষে বিভক্ত করা হবে। বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে। শিক্ষোপকরণগুলি যথা স্থানে উপস্থাপন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় অংশ ছাত্রীরা তাদের খাতায় লিখছে কিনা তা লক্ষ্য রাখা হবে।

॥ বিষয় বস্তু ॥

প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। তাই অর্থ বিদ্যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই কর্ম প্রচেষ্টা। এই কর্মের সঙ্গে অভাবের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। আবার যাহাকিছু মানুষের অভাব দূর করে তাহাই অর্থশাস্ত্রে দ্রব্য বলে অভিহিত।

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

শীর্ষ ॥ ক ॥

(১) খিদে পেলে আমরা কিসের অভাব অনুভব করি ?

(২) সেই অভাব দূর করতে হলে কি করতে হয় ?

(৩) কোন কাজ করলে তার বিনিময়ে মজুরী হিসাবে কি পাই ?

(৪) টাকা পেয়ে আমরা কি করি ?

(৫) খাদ্য ছাড়া আমাদের জীবনে অতি প্রয়োজনীয় অভাব কি কি ?

শীর্ষ ॥ খ ॥

দ্রব্য আবার বিভিন্ন প্রকারের যথাঃ (ক) বস্তুগত দ্রব্য ও অবস্তু গত দ্রব্য (খ) বাহ্যিকও আভ্যন্তরীণ দ্রব্য (গ) হস্তান্তর যোগ্য দ্রব্য (ঘ) অবাধ লভ্য ও অর্থ-নৈতিক দ্রব্য (ঙ) ভোগ্য ও মূলধন দ্রব্য (চ) একবার ব্যবহার্য দ্রব্য ও বহু বার ব্যবহার্য দ্রব্য।

উদাহরণ ঃ—চাল, ডাল, তরিতরকারী বস্তুগত দ্রব্য।

গায়ক, ডাক্তার, উকিল প্রভৃতির পেশাগত কর্ম কুশলতা অবস্তুগত দ্রব্য।

ঘরবাড়ী, জামা কাপড়, ধানচাল, ক্ষেত খামার—বাহ্যিক দ্রব্য।

শিক্ষকের শিক্ষাদান ক্ষমতা, ব্যবসায়ীর দক্ষতা, গায়কের গান গাইবার কুশলতা—আভ্যন্তরীণ দ্রব্য।

শীর্ষ ॥ খ ॥

(৬) খাদ্যাভাব পূরণ করতে হলে কি কি জিনিসের প্রয়োজন হয় ?

(৭) বস্ত্রাভাব দূরীকরণের জন্য কি কি জিনিষের প্রয়োজন ?

(৮) বাসস্থানের প্রয়োজনে কি কি জিনিষ প্রয়োজন ?

(৯) কৃষি ক্ষেত্রে চাষীরা কি কি দ্রব্য উৎপন্ন করে ?

(১০) শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদিত কয়েকটি দ্রব্যের নাম বল।

(১১) লেখা পড়ার জন্য কি কি দ্রব্য বিশেষ প্রয়োজন ?

(১২) তোমাদের মধ্যে কে কে গান করতে পার হাত তোল।

(১৩) গায়কের দক্ষতাকে পরিমাপ করা যায় না কেন ?

(১৪) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ কথাটির অর্থ কি ?

দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ

























॥ বিষয়বস্তু ॥	॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥
	(১৫) তোমাদের মধ্যে কার কার ক্ষেত খামার আছে ?
	(১৬) শিক্ষকের শিক্ষাদান কৌশল তাঁর কোন্ ক্ষমতা প্রকাশ করে ?
	(১৭) কোন ব্যবসা পরিচালনা করতে হলে কোন্ গুনের প্রয়োজন হয় ?
যে জিনিষ একজনের নিকট থেকে অন্য জনের কাছে হস্তান্তর করা যায় তাকে হস্তান্তর যোগ্য দ্রব্য বলে। যেমন : বাড়ী-ঘর, আসবাবপত্র, জমিজমা ইত্যাদি।	(১৮) কোন্ কোন্ জিনিষ বিক্রয় করা যায় ?
যে সকল জিনিষ হস্তান্তর করা যায় না তাকে অহস্তান্তর যোগ্য দ্রব্য বলে। যেমন —চিকিৎসকের পারদর্শিতা, অভিনেতার অভিনয় ক্ষমতা, খেলোয়াড়ের ক্রীড়ানৈপুন্য ইত্যাদি।	(১৯) কোন্ কোন্ জিনিষ বিক্রয় করা যায় না ?
অবাধলভ্য দ্রব্য হল যা প্রকৃতি প্রচুর পরিমানে দিয়েছেন। এই সকল দ্রব্যের জন্য কোন মূল্য দিতে হয় না।	(২০) প্রকৃতির থেকে সাধারণতঃ কি কি জিনিষ পাই ? (২১) প্রকৃতির আলো, বাতাস এবং নদীর জলের জন্য দাম দিতে হয় না কেন ?
যে সমস্ত দ্রব্যের যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর এবং যার জন্য অর্থ দিতে হয় তাকেই অর্থ নৈতিক দ্রব্য বলে।	(২২) নদীর জলকে শহরের মধ্যে পাইপ করে আনাতে হলে দাম দিতে হয় কেন ?
যে সকল দ্রব্যকে একাধিক বার ব্যবহার করা যায় তাকে স্থায়ী দ্রব্য বলে। আবার যে সকল দ্রব্য একবার ব্যবহার করার পরে নিঃশেষ হয়ে যায় তাকে একবার ব্যবহার্য দ্রব্য বলে।	(২৩) কোন্ জিনিষের জন্য দাম দিতে হয় ? (২৪) কয়লাকে বারবার ব্যবহার করা যায় না কেন ? (২৫) বার বার ব্যবহার করা যায় এমন একটি জিনিষের নাম বলত ?
যে সকল দ্রব্য আমাদের সরাসরি অভাব মেটায় তাদের ভোগ্য দ্রব্য বলে।	(২৬) কলকারখানা চালাতে হলে কোন্ কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন ?

যেমন চাল, ডাল ইত্যাদি। আবার যে সকল দ্রব্য পরোক্ষ ভাবে আমাদের চাহিদা মেটায় তাকে মূলধন দ্রব্য বলা হয়। যেমন যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি।

(২৭) কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য কোথায় যায় ?

(২৮) বাজারে বিভিন্ন জিনিষ আসে কেন ?

(২৯) এই সকল জিনিষ দিয়ে আমাদের কি উপকার হয় ?

(৩০) প্রয়োজনের তুলনায় দ্রব্যের পরিমান কম হলে কি করা কর্তব্য ?

—সারাংশ—

শিক্ষিকা ছাত্রীদের সহযোগিতায় অদ্যকার পাঠের নিম্নলিখিত সারাংশটি বোর্ডে লিখেদেবেন এবং ছাত্রীদের লিখে নিতে বলবেন।

'যাহা কিছু মানুষের অভাব দূর করে তাহাই অর্থবিজ্ঞানে দ্রব্য বলে অভিহিত। দ্রব্য সাধারণতঃ—বস্তুগত, অবস্তুগত,—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ,—হস্তান্তর যোগ্য, অ-হস্তান্তর যোগ্য,—অবাধলভ্য, অর্থনৈতিক দ্রব্য,—ভোগ্য ও মূলধন দ্রব্য—একবার ব্যবহার্য দ্রব্য ও বহুবার ব্যবহার্য দ্রব্য।'

—অভিযোজন—

ছাত্রীদের নবলব্ধজ্ঞান পরীক্ষার জন্য শিক্ষিকা নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন।

॥ ১ ॥ অভাবের সংজ্ঞা কি ?

॥ ২ ॥ দ্রব্য কাকে বলে ?

॥ ৩ ॥ বস্তুগত ও অ-বস্তুগত দ্রব্যের পার্থক্য কি ?

॥ ৪ ॥ অর্থনৈতিক দ্রব্য বলতে কি বোঝ ?

॥ ৫ ॥ মূলধন ও ভোগ্যদ্রব্যের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

॥ ৬ ॥ হস্তান্তর যোগ্য একটি দ্রব্যের নাম বল।

॥ ৭ ॥ মরুভূমির বালি ও অরণ্যের কাঠকে কোন ধরনের দ্রব্য বলবে ?

—বাড়ীর কাজ—

ছাত্রদের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে আরো দৃঢ়করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নদুটি বাড়ী থেকে লিখে আনতে বলা হবে।

১। "পরিশ্রমই অবাধ লভ্য দ্রব্যকে অর্থনৈতিক দ্রব্যে পরিণত করে"—ব্যাখ্যা কর।

২। বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের সংজ্ঞা উদাহরণ সহযোগে আলোচনা কর।

পাঠটীকা—৪

বিদ্যালয় : বেলতলা গার্লস স্কুল
শ্রেণী : নবম 'ক' শাখা
ছাত্রী সংখ্যা : ৪
গড় বয়স : ১৪+
সময় : ৪৫ মিঃ
তারিখ : ১৪, ২, ৬৯
শিক্ষিকা : শ্রীমতী গীতা দাশগুপ্ত

বিষয় : অর্থশাস্ত্র
বিশেষ পাঠ : অর্থশাস্ত্রের 'কতকগুলি মৌলিক ধারণার ব্যাখ্যা'।
পাঠক্রম :—
(ক) সম্পদের সংজ্ঞা *
(খ) সম্পদের বৈশিষ্ট্য *
(গ) সম্পদের শ্রেণী বিভাগ *
অদ্যকার পাঠ : তারকা চিহ্নিত অংশ।

—উদ্দেশ্য—

প্রত্যক্ষ :— সম্পদ, সম্পদের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে ছাত্রীদের জ্ঞানলাভে সাহায্য করা।

পরোক্ষ : (১) প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি কি ভাবে কাজে লাগালে সর্বাধিক জাতীয় কল্যাণ সম্ভব সে সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা।

(২) ছাত্রীদের চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি করা এবং মিতব্যয়ী করে তোলা।

—উপকরণ—

(১) শ্রেণী কক্ষের সাধারণ উপকরণ।

(২) সম্পদের বৈশিষ্ট্যের একটি ছবি। (উপস্থাপন পর্বে)

(৩) কয়েকটি জিনিষ মডেল হিসাবে ব্যবহার। (ঐ)

—আয়োজন—

ছাত্রীদের মন পাঠাভিমুখী করবার জন্য তাদের পূর্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নরূপ প্রশ্নের অবতারণা করা হবে :

॥ ১ ॥ অর্থ নৈতিক দ্রব্য কাকে বলে?

॥ ২ ॥ কোন্ দ্রব্য হস্তান্তর করা যায়?

॥ ৩ ॥ কর্মের সংগে অভাবের সম্পর্ক কি?

॥ ৪ ॥ কর্মের বিনিময়ে আমরা কি পাই?

॥ ৫ ॥ মূলধন দ্রব্য কাকে বলে?

—পাঠ ঘোষণা—

'আজ আমরা সম্পদ, সম্পদের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করব'— এই বলে পাঠ ঘোষণা করা হবে।

—উপস্থাপন—

॥ বিষয় বস্তু ॥

শীর্ষ ॥ ক ॥

সম্পদের সাজ্ঞা ঃ

অর্থ বিদ্যায় সম্পদ শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। সম্পদ বলতে সেই সকল বস্তুগত দ্রব্যকেই বোঝায় যার বিনিময় মূল্য আছে—অর্থাৎ বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য সমষ্টিকেই সম্পদ বলা হয়। অর্থবিদ্যায় অর্থ নৈতিক দ্রব্যকেই সম্পদ বলা হয়।

শীর্ষ ॥ খ ॥

সম্পদের বৈশিষ্ট্য ঃ

বস্তুগত দ্রব্য ছাড়া সম্পদের আরও তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ঃ—

(১) উপযোগ, (২) অপ্রাচুর্য (৩) বিক্রয় যোগ্যতা।

প্রথমতঃ উপযোগ না থাকলে কোন জিনিষের বিনিময় মূল্য থাকতে পারে না। যার অভাব মোচনের ক্ষমতা নেই তা কেহই চায় না। স্বতরাং সম্পদ হতে গেলে বস্তুটির উপযোগ থাকা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ উপযোগ থাকলেই আমরা

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

পাঠদানের স্থবিধার জন্য আলোচ্য বিষয়কে বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত করা হবে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয় বস্তু উপস্থাপন করা হবে। শিক্ষোপকরণগুলি যথা স্থানে প্রয়োগ করা হবে এবং প্রয়োজনীয় অংশ ছাত্রীরা তাদের খাতায় লিখছে কিনা তা লক্ষ্য করা হবে।

শীর্ষ ॥ ক ॥

(১) জীবন ধারণে কোন্ দ্রব্য অত্যন্ত প্রয়োজন?

(২) আলো ও বাতাস বেশী প্রয়োজন কেন?

(৩) গড়ের মাঠে বাতাসের দাম লাগে না অথচ চীনা বাদামের দাম দিতে হয় কেন?

(৪) বস্তুগত দ্রব্য আমরা কোথা থেকে পাই?

(৫) দোকানদার আমাদের জিনিষ বিক্রয় করে কেন?

(৬) বিক্রয়যোগ্য কয়েকটি দ্রব্যের নাম করত।

[শিক্ষিকা এখানে সম্পদের সংজ্ঞাটি বোর্ডে লিখে দেবেন]

শীর্ষ ॥ খ ॥

(৭) রাস্তার আবর্জনা লোকে কিনতে রাজী নয় কেন?

(৮) এমন কয়েকটি জিনিসের নাম করত যার অভাব মোচনের ক্ষমতা নেই?

(৯) পচা ডিম ও ভাল ডিমের মধ্যে কার অভাব মেটাবার ক্ষমতা আছে?

॥ বিষয় বস্তু ॥

তাকে সম্পদ বলতে পারি না। যে দ্রব্য অবাধে পাওয়া যায়, যার বিনিময়ে কোন মূল্য দিতে হয় না—তা অর্থ বিদ্যায় সম্পদ নয়। সুতরাং সম্পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে উহা অপ্রচুর।

তৃতীয়তঃ দ্রব্যটি আবার বিক্রয় যোগ্য হতে হবে—অর্থাৎ দ্রব্যটি ক্রয় বিক্রয়ের উপযোগী হওয়া চাই। শুধু তাই নয়, দ্রব্যটিকে হস্তান্তর যোগ্যও হতে হবে।

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

(১০) তা'হলে অভাব মেটাবার ক্ষমতাকে কি বলা যেতে পারে?

['উপযোগ' এই বৈশিষ্ট্যটি বোর্ডে লেখা হবে]

(১১) নদীর ধারে জলের জন্য দাম দিতে হয় না কেন?

(১২) করপোরেশন এলাকায় জলের দাম দিতে হয় কেন?

(১৩) প্রকৃতি থেকে ইচ্ছামত আমরা কোন্ কোন্ দ্রব্য পেতে পারি?

(১৪) অবাধ লভ্য দ্রব্যকে কি ভাবে অর্থনৈতিক দ্রব্যে পরিণত করা যায়?

(১৫) ইচ্ছামত আমরা কোন্ কোন্ জিনিষ পাই না?

(১৬) তা হলে অপ্রচুর কথাটির অর্থ কি?

['অপ্রচুর' এই বৈশিষ্ট্যটি বোর্ডে লেখা হবে]

(১৭) কোন্ কোন্ দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করা যায়?

(১৮) কোন জিনিষ বিক্রয় করলে তার মালিক কে হয়?

(১৯) কোন জিনিষ ক্রয় করলে তার মালিক কে হয়?

(২০) কোন্ জিনিষ হস্তান্তর করা যায় না?

(২১) হস্তান্তর ও অস্থানান্তরের মধ্যে পার্থক্য কি?

(২২) বি, এ, ডিপ্লোমা সম্পদ নয় কেন?

[এখানে বি, এ, ডিপ্লোমা দেখিয়ে প্রশ্ন করা হবে এবং হস্তান্তর যোগ্য এই কথাটি বোর্ডে লেখা হবে]

॥ বিষয় বস্তু ॥

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

(২৩) তোমাদের মধ্যে কে কে গান করতে পার ?

(২৪) তোমার সঙ্গীত নৈপুন্য সম্পদ নয় কেন ?

(২৫) অর্থবিদ্যায় স্বাস্থ্য সম্পদ বলে পরিগণিত নয় কেন ?

শীর্ষ ॥ গ ॥

সম্পদের শ্রেণী বিভাগ :—

সম্পদ দুই প্রকার যথা—(১) ব্যক্তিগত (২) সমষ্টিগত বা জাতীয় সম্পদ।

যে সকল সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব থাকে তাকে ব্যক্তিগত সম্পদ বলে। যেমন ব্যক্তিবিশেষের বাড়ী, ধন সম্পত্তি ও আসবাব পত্র ইত্যাদি।

অপরদিকে সর্বসাধারণ যে সকল সম্পদের মালিক তাকে সমষ্টিগত বা জাতীয় সম্পদ বলে। যেমন—মিউজিয়ম, সরকারী ঘর বাড়ী, চিড়িয়াখানা, জাতীয় গ্রন্থাগার ইত্যাদি।

শীর্ষ ॥ গ ॥

(২৬) তুমি যদি একখানা বই কেন তাহলে তার মালিক কে হবে ?

(২৭) তোমাদের নিজস্ব কয়েকটি জিনিষের নাম করতো।

(২৮) তুমি যে গৃহে বাস কর তা কোন্ ধরনের সম্পদ হবে ?

[এখানে আরও কয়েকটি ব্যক্তিগত সম্পদের উদাহরণ দেওয়া হবে]

(২৯) চিড়িয়াখানা ও মিউজিয়ম কে কে দেখেছ হাত তোল।

(৩০) চিড়িয়াখানা বা মিউজিয়মের মালিক কে ?

(৩১) তোমার, আমার সকলের সম্পদকে একত্রে কি বলবে ?

(৩২) যে জিনিষ সমাজের সকলেই ব্যবহার করতে পারে তাকে কোন্ ধরনের সম্পদ বলবে ?

(৩৩) সমস্ত জাতীয় সম্পদ যদি সদ্ব্যবহার হয় তাহলে কি লাভ হয় ?

(৩৪) জাতীয় সম্পদ যদি কতিপয় লোক ভোগ করে তাহলে কী অসুবিধা দেখা দেয় ?

—সারাংশ—

অদ্যকার পাঠের নিম্নলিখিত সারাংশটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং ছাত্রীরা তা নিজ নিজ খাতায় লিখছে কিনা নজর রাখা হবে।

বাংলা সাময়িকীর অভিমত—

ঃ রাষ্ট্র ঃ

"...............অর্থনীতি ও পৌরনীতির উপর স্কুল বা কলেজ পাঠ্য অনেক পুস্তক রচিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে এতদিন ইংরাজী বা বাংলা ভাষায় বিশেষ কোন পুস্তক ছিল না। শ্রীমহাপাত্র শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সেই অভাব পূরণ করেছেন। এ দিক থেকে শ্রীমহাপাত্রকে পথিকৃৎ বলা যায়।

........অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে সহায়ক উপকরণের একান্ত অভাব সত্ত্বেও শ্রীমহাপাত্র গভীর আন্তরিকতা এবং নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় এই পুস্তকখানি রচনা করেছেন।

........বিশেষ একটা উদ্দীপনা ও দৃষ্টিভংগীর পটভূমিকায় ভারতীয় সামাজিক পরিবেশে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান কি ভাবে পড়ান হবে তার বিজ্ঞান-সম্মত পথের সন্ধান আছে এখানে।

........গ্রন্থকার পাঠ-পরিকল্পনা রচনা সম্বন্ধে একটি বিশেষ অধ্যায় সংযোজন করে গ্রন্থটিকে আরো প্রয়োজনসিদ্ধ করেছেন।

........বইখানি কলেজ ও বিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতির সকল শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর বিশেষ উপকারে আসবে। শিক্ষা-বিজ্ঞানের সাধারণ পাঠকপাঠিকারাও বইখানি পড়ে উৎসাহ পাবেন।"

Price Rs. 9 only.

Cover Printed by
MOHAN PRESS
2, Dr. Kartick Bose Street,

'অর্থশাস্ত্রে—অর্থনৈতিক দ্রব্যকেই সম্পদ বলা হয়। সম্পদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—(১) উপযোগ (২) অপ্রাচুর্য (৩) বিক্রয় যোগত্যা। সম্পদ আবার দুই শ্রেণীর যথা—(১) ব্যক্তিগত সম্পদ (২) সমষ্টিগত বা জাতীয় সম্পদ।'

—অভিযোজন—

ছাত্রীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নকরা হবে :—

॥ ১ ॥ অর্থশাস্ত্রে সম্পদের সংজ্ঞা কি ?

॥ ২ ॥ সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ?

॥ ৩ ॥ চিকিৎসকের দক্ষতা সম্পদ বলে পরিগণিত নয় কেন ?

॥ ৪ ॥ ব্যক্তিগত সম্পদের নাম বল।

॥ ৫ ॥ সমষ্টিগত সম্পদ কোন্ গুলি ?

॥ ৬ ॥ জাতীয় সম্পদ বলিতে কি বোঝ ?

॥ ৭ ॥ জাতীয় সম্পদ কি ভাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত ?

—বাড়ীর কাজ—

ছাত্রীদেব লব্ধ অভিজ্ঞতাকে আরো দৃঢ় করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি বাড়ী থেকে লিখে আনতে বলা হবে।

(১) সম্পদের সংজ্ঞা নির্দেশকরে তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিশদভাবে আলোচনা কর।

(২) নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সম্পদ কিনা আলোচনা কর :—

(ক) ভিখারীর ভিক্ষাপাত্র।
(খ) একটি দশ টাকার নোট।
(গ) এক খানি মোটর গাড়ী।
(ঘ) বি, এ, ডিগ্রী।
(ঙ) রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভা।
(চ) স্বামী বিবেকানন্দের বাগ্মীতা।

পাঠটীকা—৫

বিদ্যালয় : স্যার রমেশ মিত্র বালিকা বিদ্যালয়
শ্রেণী :—নবম 'ক' শাখা
ছাত্রী সংখ্যা :—৩৫
গড় বয়স :—১৪ +
সময় :—৪৫মিঃ
তারিখ :—১৬. ২. ৬৯
শিক্ষিকা :—শ্রীমতী মৃদুলা বিশ্বাস

বিষয় :—অর্থশাস্ত্র
বিশেষ পাঠ :—অর্থশাস্ত্রের কতিপয় মৌলিক ধারণা।
পাঠক্রম :—
(ক) অভাব কাহাকে বলে
(খ) অভাবের বৈশিষ্ট্য
(গ) অভাবের শ্রেণী বিভাগ।
অদ্যকার পাঠ :—'ক' ও 'খ' শীর্ষ

—উদ্দেশ্যে—

প্রত্যক্ষ :—অর্থশাস্ত্রে অভাব বলতে কি বুঝায় এবং অভাবের বৈশিষ্ট্য কি কি সে সম্পর্কে ছাত্রীদের জ্ঞান আহরণে সাহায্য করা।

পরোক্ষ :—(১) অর্থনৈতিক ক্রিয়া কলাপ সম্পর্কে ছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করণ।

(২) ছাত্রীদের ব্যবহারিক জীবনে উপযুক্ত করে তোলা।

(৩) সীমিত উপকরণ সাহায্যে সীমাহীন অভাব দূরীকরণে ছাত্রীদের উৎসাহিত করা।

—উপকরণ—

(১) শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

(২) অভাবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর একটি রেখাচিত্র ও চার্ট।

—আয়োজন—

পাঠে আগ্রহ সঞ্চার এবং মনোযোগ আকর্ষণকরার জন্য ছাত্রীদের পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে :—

॥ ১ ॥ অর্থউপার্জন করতে হলে কি কি করা দরকার ?

॥ ২ ॥ উপার্জিত অর্থের দ্বারা আমরা কি করি ?

॥ ৩ ॥ অর্থনৈতিক কর্মের মূল প্রেরণা কোথা থেকে আসে ?

॥ ৪ ॥ এই অভাব মোচনের জন্য বিভিন্ন লোক কি কি কাজ করেন ?

॥ ৫ ॥ যে ভোগ করে তাকে কি বলবে ?

॥ ৬ ॥ ভোক্তা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দ্রব্য কামনা করে কেন ?

॥ ৭ ॥ সকল ভোক্তা একই দ্রব্য কামনা করে না কেন ?

—পাঠ ঘোষণা—

'আজ আমরা অভাব ও তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করব'—এই বলে পাঠ ঘোষণা করা হবে।

—উপস্থাপন—

॥ বিষয় বস্তু ॥	॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥
	প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাত্রী-শিক্ষিকার সহযোগিতার ভিত্তিতে বিষয় বস্তু উপস্থাপন করা হবে। প্রয়োজনীয় অংশ বোর্ডে লি:খ দেওয়া হবে। শিক্ষোপকরণগুলি যথাস্থানে প্রয়োগ করা হবে।

॥ বিষয়বস্তু ॥

শীর্ষ ॥ ক ॥

অভাবের সংজ্ঞাঃ—আমরা নিছক প্রয়োজন বা জীবনধারণের জন্য, আরাম উপভোগের জন্য এবং জাঁক জমক প্রদর্শনের জন্য যে সকল জিনিষ পত্রের আকাঙ্খা করে থাকি সামগ্রিকভাবে সেই গুলি অভাব বলে অভিহিত। সুতরাং অভাব হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের অনুভূতি। কোন জিনিষ না পেলে মনে অসন্তোষ দেখা দেয়। এই ধরনের মানসিক বোধকে অভাব বলা চলে।

শীর্ষ ॥ খ ॥

অভাবের বৈশিষ্ট্যঃ—যে ভাবেই অভাব উদ্ভূত হউক না কেন, তাহার কতক গুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত :— অভাব সীমাহীন। সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে মানুষের অভাব বোধ অসীম।

কোন একটি বিশেষ অভাব পূরণ হলেই মানুষের মনে অন্য কোন অপূর্ণ অভাব বোধ দেখা দেয়। যার বাড়ী নেই তার মনে বাড়ীর আকাঙ্খা জাগে।

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

শীর্ষ ॥ ক ॥

(১) বাঁচতে গেলে মানুষের জীবনে প্রধান চাহিদা কি কি ?

(২) বিভিন্ন দ্রব্যের আকাঙ্খা কোথায় দেখা দেয় ?

(৩) গরম কালে আমাদের কিসের চাহিদা দেখা দেয় ?

(৪) গরমে সুতার কাপড় চলে কিন্তু শীতকালে কি চাইব ?

(৫) কোন বিবাহের নিমন্ত্রন রক্ষার জন্য কি রূপ জামা কাপড় আকাঙ্খা কর ?

(৬) এখন অভাব বলতে কি বোঝাচ্ছে ?

[এখানে অভাবের সংজ্ঞাটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে]

শীর্ষ ॥ খ ॥

(৭) সকালে ঘুমথেকে উঠেই কি কি জিনিষের অভাব বোধ কর ?

(৮) যার কিছু নেই সে কি চাইবে ?

(৯) যদি সে পেট ভরে খেতে পায় তা হলে কি চাইবে ?

(১০) ভাত খেলেইত পেট ভরে, তবে অন্য জিনিষ লোকে চায় কেন ?

(১১) যার নিজের বাড়ী নেই অথচ হাতে টাকা আছে তখন সে কিসের আকাঙ্খা করে ?

(১২) এখানে অভাবের কোন্ বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে ?

[এখানে অভাবের বৈশিষ্ট্যগুলির একটি চার্ট দেখান হবে]

॥ বিষয়বস্তু ॥	॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥
যার পাঁচ শতটাকা বেতন সে হাজার টাকা কামনা করে ইত্যাদি।	(১৩) অভাবকে সীমাহীন বলা হল কেন ?
দ্বিতীয়তঃ অভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রমহ্রাসমান। মানুষের অভাব সীমাহীন সত্য। কিন্তু কোন একটি দ্রব্যের অভাব ভোগের দ্বারা পরিতৃপ্ত হতে পারে এবং সেই দ্রব্যের অভাব ক্রমশঃ হ্রাস পায়।	(১৪) অভাব সীমাহীন কিন্তু অভাব মোচনের দ্রব্যের পরিমান কম, সে ক্ষেত্রে কর্তব্য কি ? (১৫) পশ্চিমবংগে বর্তমান চালের অভাব, সে জন্য কি করা দরকার ? (১৬) তোমার যখন ২টি ভাল কলম আছে তখন আর একটি কলম যদি কেউ দেন, তা হলে তখন মনের অবস্থা কেমন হবে ? (১৭) আবার যখন কোন কলম ছিল না তখন তার জন্য কি রূপ আকাঙ্খা ছিল ? (১৮) কোন্ সময় কলমের উপযোগ বেশী ছিল ? (১৯) কোন জিনিষ ভোগকরার সঙ্গে সঙ্গে তার চাহিদা বাড়ে না কমে ? (২০) তাহলে অভাবের এই বৈশিষ্ট্যটি কি ? [এখানে নির্দ্দিষ্ট চার্টটি দেখিয়ে ক্রমহ্রাসমান বৈশিষ্ট্যটি ব্যাখ্যা করা হবে]
তৃতীয়তঃ অভাবের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—পৌনঃপুনিকতা।	(২১) যখন তুমি গতকাল পড়েছ বলে আজ পড়তে চাওনা তখন তোমার মা কি বলেন ?
আবার কোন কোন দ্রব্যের অভাব সব সময় সমান। একবার অভাব পূরণ হলে সেই অভাব বোধ একেবারে শেষ হয় না—বার বার সে অভাব জাগে। একদিন ভাত খেলে, তার পর দিন আবার—ভাত খাওয়ায় আকাঙ্খা জাগে।	(২২) 'গতকাল ভাত খেয়েছ আজ খাওয়ার প্রয়োজন নেই'—এমন কথা মা বলেন কেন ? (২৩) এমন আর কি কি জিনিষ আছে যার অভাব প্রতিদিন দেখা যায় ?

॥ বিষয়বস্তু ॥

চতুর্থতঃ অভাব আবার পরস্পরের পরিপূরক। কোন একটি দ্রব্যের অভাব বোধ আবার অন্য একটি আনুসঙ্গিক দ্রব্যের অভাব বাড়ায়। যদি কোন ছেলের টেরিলিনের শার্ট থাকে তাহলে তার টেরিলিনের প্যান্টের চাহিদা দেখা দেয়। কলমের চাহিদা খাতা ও কালির চাহিদার সঙ্গে যুক্ত।

পঞ্চমতঃ অভাবের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—প্রতিযোগিতা। সাধারণতঃ কোন একটি দ্রব্যের—অভাব বোধ এক বা একাধিক আবশ্যক দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। যেমন চার সঙ্গে কফি, ট্রামের সঙ্গে বাসের প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়।

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

(২৪) এখানে অভাবের কোন্ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠছে?

[এখানে শিক্ষিকা একটি মেয়ের কলমটি চেয়ে নিয়ে তাকে লিখতে বলবেন। তারপর কলম ফিরিয়ে দিয়ে খাতা চেয়ে নিয়ে আবার লিখতে বলবেন। তারপর খাতা ও কলম সব দিয়ে প্রশ্ন করবেন]

(২৫) তাহলে লিখতে গেলে কোন্ কোন্ জিনিষ চাই?

(২৬) চা তৈরী করার সময় চা ছাড়া আর কি কি জিনিষের প্রয়োজন হয়?

(২৭) এখানে একটি জিনিষের সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক কি?

(২৮) তোমাদের কার বাড়ীতে নিত্য কফি খাওয়া হয়?

(২৯) যদি তোমাকে চা ও কফি দেওয়া হয় তাহলে তুমি কি করবে?

(৩০) প্রতিযোগিতা বলতে কি বোঝ?

(৩১) চা ও কফির মধ্যে কিরূপ প্রতিযোগিতা আছে?

(৩২) ত্রই রূপ ট্রাম ও বাসের চাহিদার মধ্যে প্রতিযোগিতা আসে কেন?

—সারাংশ—

অদ্যকার পাঠের নিম্ন লিখিত সারাংশটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং ছাত্রীরা তা লিখে নিচ্ছে কিনা বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। "অভাব হচ্ছে এক প্রকার মানসিক অনুভূতি। মানুষের বাঁচার প্রয়োজনে যে সকল জিনিষের প্রয়োজন অনুভব করে, সামগ্রিক ভাবে সেই গুলিই অভাব বলে অভিহিত। অভাবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে (১) সীমাহীন (২) ক্রম হ্রাসমান (৩) পৌনঃপৌনিক (৪) পরিপূরক এবং (৫) প্রতিযোগিতা মূলক।

—অভিযোজন—

ছাত্রীদের নবলব্দ জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবেঃ—

॥ ১ ॥ অভাব বলতে কি বোঝ ?

॥ ২ ॥ অভাবের বৈশিষ্ট্য কি কি ?

॥ ৩ ॥ অভাবকে অসীম বলা হয় কেন ?

॥ ৪ ॥ অনন্ত অভাব কে দমন করতে হলে কি করা দরকার ?

॥ ৫ ॥ অভাবকে পরস্পরের পরিপূরক বলে কেন ?

॥ ৬ ॥ প্রতিযোগী অভাবের কয়েকটি উদাহরণ দাও ।

—বাড়ীর কাজ—

পাঠ্যানুশীলন এবং ছাত্রীদের অভিজ্ঞতা দৃঢ় করার জন্য নিম্নরূপ গৃহকাজ দেওয়া হবেঃ—

১। অভাবের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ কর ।

২। অভাবের প্রত্যেক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পাঁচটি করে উদাহরণ সংগ্রহ কর ।

পাঠটীকা—৬

বিদ্যালয় :—প্রসন্নকুমারী বালিকা শিক্ষালয় (হাওড়া)

শ্রেণী :—৯ম 'ক' শাখা

ছাত্রীসংখ্যা :—৪০

গড় বয়স :—১৪+

সময় :—৪৫ মিঃ

তারিখ :— ২০. ১. ৬৮

শিক্ষিকা :—শ্রীমতী মঞ্জু ব্যানার্জী

বিষয় :—পৌরবিজ্ঞান

সাধারণ পাঠ :—ব্যক্তিও সমাজ

বিশেষ পাঠ :—

(১) মানব সমাজের ক্রম বিকাশ*

(২) মানব সমাজের বর্তমান রূপ

(৩) ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক

অদ্যকার পাঠ :—*

—উদ্দেশ্য—

প্রত্যক্ষ :— মানব সমাজের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ছাত্রীদের জ্ঞান আহরণে সাহায্য করা ।

পরোক্ষ :—(১) বর্তমান সমাজের ও সভ্যতার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোকপাত করা ।

(২) ছাত্রীদের মধ্যে সামাজিকতা বোধ জাগ্রত করা ।

—উপকরণ—

(১) সমাজের ক্রমবিকাশের রেখাচিত্র ।

(২) শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ ।

—আয়োজন—

পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণের জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে :

॥ ১ ॥ আজকের মানুষকে সভ্য মানুষ বলা হয় কেন ?

॥ ২ ॥ সভ্যতার মাপকাঠি কি কি ?

॥ ৩ ॥ প্রাচীনকালের মানুষকে কি বলা হতো ?

॥ ৪ ॥ প্রাচীনকালের মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল ?

॥ ৫ ॥ কিভাবে মানুষ আজকের পর্যায়ে সভ্য হয়েছে ?

—পাঠঘোষণা—

"আজ আমরা মানুষ কি ভাবে অসভ্য বর্বর জীবন থেকে সভ্য হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করব।"—এই বলে পাঠ ঘোষণা করা হবে।

—উপস্থাপন—

॥ বিষয়বস্তু ॥

শীর্ষ ॥ ক ॥

আজকের মানুষকে আমরা সভ্য বলি। কিন্তু মানুষ হঠাৎ এই স্তরে আসেনি। এর পিছনে আছে যুগ-যুগান্তরের পথযাত্রা। আদিম মানুষ বনে-জংগলে ঘুরে বেড়াত। এই যুগকে আদিম বন্য বর্বরযুগ বলা হয়।

মানুষ জাতের বয়স ১০ থেকে ৪০ লক্ষ বছর। নূতন প্রস্তরযুগে এসে তারা আগুন আবিষ্কার করলো। পাথরের বদলে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার শিখলো, কৃষিকার্য শিখলো। বিভিন্ন হাতিয়ারের সাহায্যে কৃষি, শিল্প উন্নত হলো। দ্রব্য বিনিময় প্রথা দেখা দিল। শ্রমবিভাগ দেখা দিল।

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হবে। প্রয়োজনীয় অংশ বোর্ডে লেখা হবে। ছাত্রীরা যাতে নিজ নিজ খাতায় সেইগুলি লেখে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকবে। উপকরণগুলি যথাস্থানে ব্যবহার করা হবে।

শীর্ষ ॥ ক ॥

(১) মানুষকে সভ্য জীব বলে কেন ?

(২) মানুষের পূর্ব পুরুষ কারা ?

(৩) মানুষ জাতের বয়স কত ?

(৪) প্রস্তর যুগ কাকে বলে ?

(৫) প্রস্তর যুগের পরে কোন্ কোন্ যুগ এলো ?

(৬) আদিম যুগে মানুষ কিভাবে বাস করত ?

(৭) এই যুগকে বর্বর যুগ বলা হয় কেন ?

॥ বিষয়বস্তু ॥

শীর্ষ ॥ খ ॥

মানব সমাজের সুরু কিভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। অনেকে বলেন পরিবার গঠনের আগে মানুষ সাম্য সমাজে বাস করতো। তারপর পরিবার থেকে গোষ্ঠী—উপজাতি—জাতি—রাষ্ট্রের গঠন হয়েছে। রাষ্ট্র গঠনের পিছনে (১) রক্তের সম্বন্ধ (২) যুদ্ধ (৩) অর্থনৈতিক প্রয়োজন (৪) ধর্ম (৫) রাষ্ট্রচেতনা আছে।

শীর্ষ ॥ গ ॥

বর্তমান যুগে মানুষ একটি জাতি বা জাতীয় রাষ্ট্রের গণ্ডীর মধ্যে থাকতে চায় না। মানুষ আজ বুঝতে শিখছে সব দেশের মানুষই একজাতিবিশিষ্ট। বর্তমান যুগ সমষ্টিবাদের যুগ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে। বিশ্বভ্রাতৃত্ব ভাব ক্রমশঃ মানুষের মধ্যে জাগ্রত হচ্ছে। তাই বর্তমানে বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আবার কোন কোন চিন্তাবিদ্ বিশ্বরাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছেন।

কিন্তু বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে।

(১) শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির দুর্বল রাষ্ট্রের উপর প্রাধান্য বিস্তার।

(২) অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা

(৩) মানবতাবোধের অভাব

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

(৮) এই যুগে মানুষের প্রধান উপজীবিকা কি ছিল ?

(৯) কৃষিকার্যকিভাবে আবিষ্কার হলো।

(১০) আগুন কিভাবে আবিষ্কার হলো ?

(১১) আগুন আবিষ্কারের ফল কি ?

(১২) কৃষিকার্য আবিষ্কারের ফল কি ?

(১৩) গোষ্ঠী কাকে বলে ?

(১৪) উপজাতি কাকে বলে ?

(১৫) জাতি কিভাবে গঠিত হয়েছিল ?

শীর্ষ ॥ খ ॥

(১৬) বিভিন্ন জাতি সংঘবদ্ধ হয়ে কি গঠন করলো ?

(১৭) রাষ্ট্র গঠন ক্ষেত্রে কোন কোন শক্তি কাজ করলো ?

(১৮) যুদ্ধ ও ধর্মের মধ্যে কোন শক্তি বেশী প্রভাবশালী ?

(১৯) এ ক্ষেত্রে পৌর চেতনার প্রভাব কত খানি ?

(২০) ভারত কোন্ ধরনের রাষ্ট্র ?

(২১) ভারত এক জাতির রাষ্ট্র নয় কেন ?

(২২) ভারতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য কোথায় ?

শীর্ষ ॥ গ ॥

(২৩) বর্তমান যুগে মানুষ জাতীয় রাষ্ট্রের গণ্ডীর মধ্যে থাকতে চায় না কেন ?

॥ বিষয়বস্তু ॥	॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥
(৪) উগ্র জাতীয়তাবোধ	(২৪) বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ কথাটির অর্থ কি ?
(৫) পরস্পর অবিশ্বাস	(২৫) পৃথিবীর বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র একত্রিত হলে তাকে কি বলবে ?
(৬) উগ্র রাজনৈতিক আদর্শবাদ	(২৬) বিশ্বরাষ্ট্র বলতে কি বোঝ ?
(৭) আণবিক শক্তির বিকাশ	(২৭) এইরূপ বিশ্বরাষ্ট্র গঠিত হচ্ছে না কেন ?
(৮) সহনশীলতার অভাব	(২৮) যুদ্ধ ও শান্তির মধ্যে তোমাদের কাছে কোন্‌টি কাম্য ?

—সারাংশ—

অদ্যকার পাঠের নিম্নলিখিত সারাংশটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। যথা :—মানব সভ্যতার ক্রম বিকাশের স্তর হচ্ছে—বর্বর যুগ, প্রাচীন প্রস্তর যুগ, নূতন প্রস্তর যুগ, খাদ্য আহরণের যুগ, খাদ্যোৎপাদনের যুগ, লৌহ যুগ ও আনবিক যুগ প্রভৃতি। তাছাড়া গোষ্ঠী জীবন থেকে সৃষ্টি হলো পরিবার। পরিবার থেকে জাতি, সমাজ আর এই সমাজ থেকে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। জাতীয় রাষ্ট্র আজ বিশ্ব রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে চলেছে।

—অভিযোজন—

অদ্যকার পাঠ ছাত্রীরা কতখানি গ্রহণ করলো তা পরীক্ষার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে :—

॥ ১ ॥ আদিম যুগে মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী কেমন ছিল ?

॥ ২ ॥ মানব জীবনের পরিবর্তন কখন থেকে সুরু হয়েছে ?

॥ ৩ ॥ জাতি বলতে কি বুঝায় ?

॥ ৪ ॥ রাষ্ট্র গঠনের পিছনে কি কি শক্তি ছিল ?

॥ ৫ ॥ আজ আমরা সভ্যতার কোন্ স্তরে এসে পৌঁচেছি ?

॥ ৬ ॥ বিশ্ব রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা কি ?

॥ ৭ ॥ বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের পথে প্রধান অন্তরায় কি ?

—বাড়ীর কাজ—

১। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি রচনা লেখ।

—পাঠটীকা—৭

বিদ্যালয়ঃ—জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন
শ্রেণীঃ—নবম 'ক' শাখা
ছাত্রসংখ্যা—২৫
গড় বয়স : - ১৪+
সময় :—৪৫ মিঃ
তারিখ :—২৯।২।৬৮
শিক্ষক :—প্রঃ কৃঃ দাঃ মঃ

বিষয় :—অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান
সাধারণ পাঠ :—রাষ্ট্র
পাঠক্রম :—
(১) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
(২) রাষ্ট্র ও সরকারের তুলনা
(৩) রাষ্ট্র ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের তুলনা

অদ্যকার পাঠ :—রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

—উদ্দেশ্য—

প্রত্যক্ষ :—

(১) রাষ্ট্র কাহাকে বলে এবং রাষ্ট্রের কি কি উপাদান একান্ত আবশ্যক সে বিষয়ে জ্ঞান আহরণে সাহায্য করা।

পরোক্ষ :—

(১) পৌরবিজ্ঞান পাঠে ছাত্রদের উৎসাহিত করা এবং তাদের চিন্তাশক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

(২) প্রজাতন্ত্রী ভারতের আদর্শ ও উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলা।

—উপকরণ—

(১) মানব সমাজের ক্রমবিকাশের একটি চিত্র।……(আয়োজন পর্বে)

(২) রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের রেখাচিত্র।…… (উপস্থাপন পর্বে)

(৩) ভারতের একটি মানচিত্র।……(আয়োজন পর্বে)

(৪) শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণাদি।… (আলোচনার সর্বক্ষেত্রে)

—আয়োজন—

পাঠে আগ্রহ সঞ্চার এবং মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ছাত্রদের পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে :—

॥ ১ ॥ আদিম মানুষ কিভাবে জীবন যাপন করত?

॥ ২ ॥ সভ্যতার সুরু কিভাবে হলো?

॥ ৩ ॥ কোন্ প্রয়োজনে আদিম মানুষ সমাজবদ্ধ জীবনযাত্রা অবলম্বন করে?

॥ ৪ ॥ কি ভাবে আদিম মানুষ গোষ্ঠীজীবন সুরু করে?

॥ ৫ ॥ গোষ্ঠীজীবন পরিবর্ধিত হলো কি ভাবে?

—পাঠ ঘোষণা—

"আজ আমরা রাষ্ট্রের স্বরূপ, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করব"—এই বলে পাঠ ঘোষণা করা হবে।

—উপস্থাপন—

॥ বিষয়বস্তু ॥

জাতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত সংগঠনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(১) রাষ্ট্র এবং (২) অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

ম্যাকিয়াভেলি বর্তমান অর্থে সর্বপ্রথম রাষ্ট্র কথাটি ব্যবহার করেন।

শীর্ষ ॥ ক ॥

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা :

অ্যারিষ্টটল বলেন—"স্বাবলম্বী ও পরিপূর্ণ জীবন ধারণের জন্য যখন অনেক পরিবার এবং গ্রাম একত্র হইয়া একটি শাসন ব্যবস্থার অধীনে আসে ও সুখে সমাজের সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তখন তাহাকে রাষ্ট্র বলে।"

ব্লুন্টস্‌লি বলেন—"একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রিত জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলা হয়।"

রাষ্ট্রপতি উইলসন বলেছেন—"রাষ্ট্র হইল আইনানুসারে সংগঠিত, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী এক জনসমষ্টি। ["A state is a people organised for law within a definite territory." —Wilson]

অধ্যাপক গার্ণারের মতে—"রাষ্ট্র হইল বহুসংখ্যক লোক লইয়া গঠিত এমন একটি জনসমাজ যাহা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যাহা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত এবং যাহার একটি সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা আছে।" ["A state is a community of persons more or less numerous, perma-

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

পাঠ পরিচালনার সুবিধার জন্য সমগ্র পাঠ্যবিষয়কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হবে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হবে। প্রয়োজনীয় অংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং ছাত্ররা সারাংশ নিজ নিজ খাতায় যাতে লিখে নেয় তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। শিক্ষোপকরণগুলিকে যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োগ করা হবে।

শীর্ষ ॥ ক ॥

প্রশ্ন :—

(১) সমাজ কাকে বলে?

(২) তোমার জানা দু'একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নাম বল।

(৩) বর্তমান দিনে সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক প্রতিষ্ঠান কোন্‌টি?

(৪) ম্যাকিয়াভেলির নাম কে কে শুনেছ হাত তোল।

(৫) প্লেটো, সক্রেটিস ও অ্যারিষ্টটলের মধ্যে জুলিয়াস সীজারের শিক্ষক কে ছিলেন?

(৬) পরিবার বলতে কি বুঝ?

(৭) গ্রাম ভাল না শহর ভাল?

(৮) উইলসন কোন্ দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন?

(৯) অধ্যাপক গার্ণারের নাম কে কে শুনেছ হাত তোল।

(১০) ভারত কবে থেকে স্বাধীন হয়েছে?

nently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so, of external control and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience."

—Garner]

(১১) ভারতের স্বাধীনতার কি কি লক্ষণ আমরা দেখতে পাই?

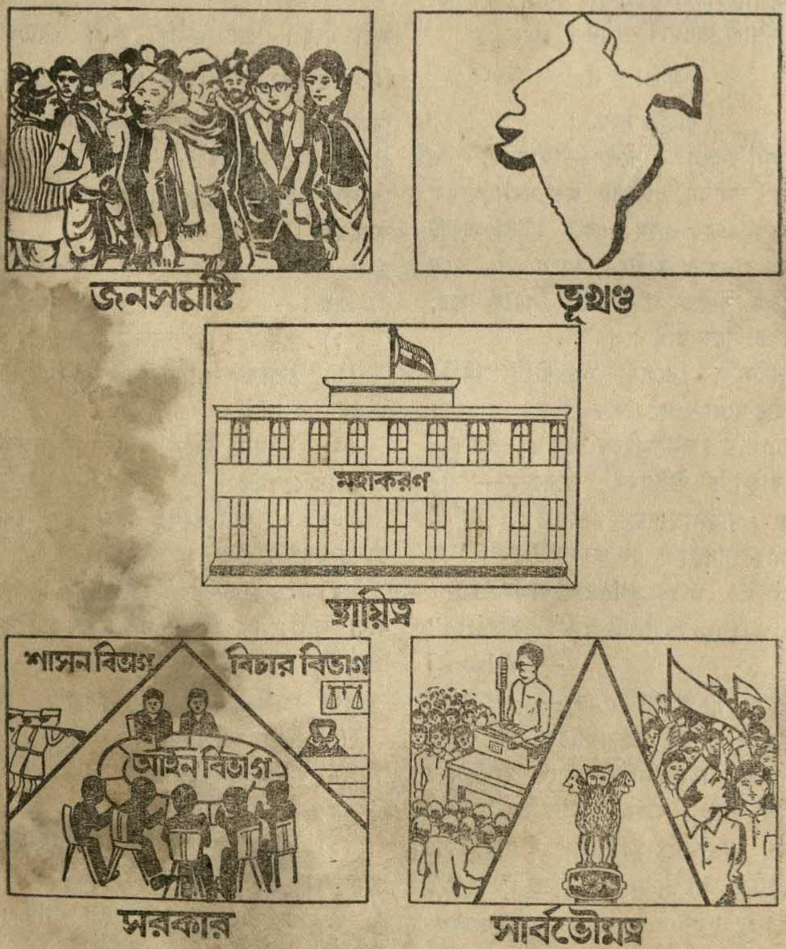
শীর্ষ ॥ খ ॥

(১২) দেওয়ালের ঐ ছবিখানা দেখে রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি বল দেখি।

(১৩) ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা কত?

(১৪) জনসংখ্যা নির্ণয়ে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে বিবেচনা করা উচিত কেন?

রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য



॥ বিষয় বস্তু ॥

শীর্ষ ॥ খ ॥

রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য :

গার্ণারের মতে রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য পাঁচটি। যথা :—(১) জনসমাজ (২) ভূখণ্ড (৩) সরকার (৪) স্থায়িত্ব। (৫) সার্বভৌম ক্ষমতা তাছাড়া বর্তমান দিনে অন্যান্য রাষ্ট বা রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদন অন্যতম উপাদানে পরিগণিত।

(ক) জনসমাজসম্পর্কে আলোচনা

(খ) ভূখণ্ড সম্পর্কে আলোচনা

(গ) সরকার সম্পর্কে আলোচনা

(ঘ) সার্বভৌম ক্ষমতার স্বরূপ

(ঙ) স্থায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা

(চ) রাষ্ট্রসংঘ বা বৈদেশিক রাষ্টের অনুমোদন সম্পর্কে আলোচনা।

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

(১৫) যাযাবর ইহুদিরা রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি কেন?

(১৬) গ্রীক রাষ্ট্রের সীমা কতদূর ছিল?

(১৭) ভূখণ্ড বলতে জমি ছাড়া আর কি বুঝায়?

(১৮) রাষ্ট্রের পরিচালক মণ্ডলীকে কি বলে?

(১৯) গত সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের কি পরিবর্তন হয়?

(২০) এক ব্যক্তির হাতে দণ্ডমুণ্ডের সব ক্ষমতা থাকলে সেইরূপ ক্ষমতাকে আমরা কি বলব?

(২১) স্থায়িত্ব বলতে কি বুঝ?

(২২) এমন একটি রাষ্ট্রের নাম বল যা রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদিত নয়।

—সারাংশ—

কেন্দ্রীয় ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করার জন্য রাষ্ট্রকে আইন প্রণয়ন ও বলবৎ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাই রাষ্ট্র হচ্ছে—"আইনানুসারে সংগঠিত জনসমাজ।" রাষ্ট্রের উপাদান ৬টি। অধ্যাপক গার্ণারের মতে ৫টি। যথা—(১) জনসমাজ (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সরকার, (৪) স্থায়িত্ব, (৫) সার্বভৌম ক্ষমতা, এবং অন্য দেশের অনুমোদনও অন্যতম উপাদান হিসাবে স্বীকৃত।

—অভিযোজন—

ছাত্রদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে :

॥ ১ ॥ রাষ্ট্র কাহাকে বলে?

॥ ২ ॥ রাষ্ট্রপতি উইলসন রাষ্ট্রের কি সংজ্ঞা দিয়েচেন?

॥ ৩ ॥ গার্ণার প্রদত্ত রাষ্ট্রের সংজ্ঞা কি?

॥ ৪ ॥ রাষ্ট্র গঠনে প্রয়োজনীয় উৎপাদন কি কি?

॥ ৫ ॥ সার্বভৌম ক্ষমতা কাহাকে বলে?

॥ ৬ ॥ পশ্চিমবঙ্গকে রাষ্ট্র বলা যাবে না কেন?

—বাড়ীর কাজ—

১। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা কি? রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিশদ ভাবে আলোচনা করে একটি রচনা লিখতে বলা হবে।

পাঠটীকা—৮

বিদ্যালয় :—ক্যালকাটা গার্লস একাডেমী
শ্রেণী :—নবম 'ক' শাখা
ছাত্রী সংখ্যা :—২৫
গড় বয়স :—১৪+
সময় :—৩৫ মিঃ
তারিখ :—
শিক্ষিকা :—শ্রীমতী মীরা গুপ্তা

বিষয় :—পৌরবিজ্ঞান
বিশেষ পাঠ :—রাষ্ট্রের-উৎপত্তি
পাঠক্রম :—

(ক) ঐশ্বরিক মতবাদ
(খ) বলপ্রয়োগ মতবাদ
(গ) পিতৃ-তান্ত্রিক ও মাতৃ-তান্ত্রিক মতবাদ
(ঘ) সামাজিক চুক্তি মতবাদ*
(ঙ) ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ

অদ্যকার পাঠ :—শীর্ষ 'ঘ'*

—উদ্দেশ্য—

প্রত্যক্ষ :— রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ছাত্রীদের জ্ঞানআহরণে সাহায্য করা।

পরোক্ষ :— (১) ছাত্রীদের রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিকরূপে গড়ে তোলা।
(২) ছাত্রীদের বিচার ক্ষমতা ও মনন শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।
(৩) ছাত্রীদের গণতান্ত্রিক ভাব ধারায় উদ্বুদ্ধ করা।

—উপকরণ—

(১) শ্রেণী কক্ষের সাধারণ উপকরণ
(২) যুদ্ধবিগ্রহের একটি ছবি

—আয়োজন—

ছাত্রীদের মন পাঠাভিমুখী করার জন্য তাদের পূর্বে জ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নরূপ প্রশ্নের অবতারণা করা হবে :—

॥ ১ ॥ রাষ্ট্র কাকে বলে?
॥ ২ ॥ রাষ্ট্রের উপাদান কি কি?

॥ ৩ ॥ রাষ্ট্রের স্রষ্টা কে ?

॥ ৪ ॥ রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে ঐশ্বরিক মতবাদের মূল্য কি ?

॥ ৫ ॥ বল প্রয়োগ মতবাদে কি বলা হয়েছে ?

॥ ৬ ॥ এই মত বাদের সার্থকতা কতখানি ?

॥ ৭ ॥ সমাজ কথাটির অর্থ কি ?

॥ ৮ ॥ চুক্তি কথাটির অর্থ কি ?

—পাঠ ঘোষণা—

'আজ আমরা সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করব'—এই বলে পাঠ ঘোষণা করা হবে।

॥ বিষয়বস্তু ॥

শীর্ষ ॥ ক ॥

সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল কথা :

এই মতবাদ অনুসারে বলা হয় চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি। রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষ 'প্রাকৃতিক অবস্থার' (State of Nature) মধ্যে বাস করত। সেই অবস্থায় মানুষের সামাজজীবনকে নিয়ন্ত্রন ও ও পরিচালনার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা আইন কানুন ছিল না। মানুষের জীবন তখন ছিল অরাজকতা ও বিশৃংখলায় ভরা। এই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আদিম মানুষ পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করে রাষ্ট্রের পত্তন করে। রাষ্ট্রের উদ্ভবের কালে স্বাভাবিক নীতির স্থলে মানুষের দ্বারা প্রণীত আইন কানুন সৃষ্টি হয়।

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

পাঠদানের সুবিধার জন্য আলোচ্য বিষয়কে বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত করা হবে। ছাত্রীদের পূর্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হবে। শিক্ষোপকরণ গুলি যথাস্থানে প্রয়োগ করা হবে।

শীর্ষ ॥ ক ॥

(১) আদিম সমাজ বলতে কি বুঝায় ?

(২) আদিম যুগে মানুষের জীবন কেমন ছিল ?

(৩) আদিম যুগে মানুষ কোন্ সময় সংঘবদ্ধ হতো ?

(৪) সেই সংঘবদ্ধতার মাধ্যমে কোন্ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয় ?

(৫) দল, গোষ্ঠী ও পরিবার মিলিত ভাবে কি প্রতিষ্ঠান করেছে ?

(৬) সমাজে যদি আইন ও শৃংখলা না থাকে তাহলে কি অসুবিধা হয় ?

(৭) আইন ও শৃংখলার প্রয়োজন কি ?

॥ বিষয় বস্তু ॥

আমাদের মহাভারত ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই মতবাদের উল্লেখ আছে। কিন্তু হবস্, লক্ ও রুশো এই তিনজন আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানী এই মতবাদের প্রবর্ত্তক।

শীর্ষ ॥ খ ॥

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হবস্ লক্ ও রুশোর অভিমত :—

হবসের মতামত :—হবসের মতে প্রাকৃতিক অবস্থাছিল অতি ভয়াবহ। আদিম মানুষের মধ্যে বিশেষ সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। কোনরূপ রীতি-নীতি ছিল না। সেই অবস্থায় মানুষের জীবন ছিল 'নিঃসঙ্গ অসহায়, ঘৃণ্য পাশবিক এবং অনিশ্চিত"। এই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য আদিম মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তির দ্বারা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের হাতে শাসন-শৃংখলার চরম ক্ষমতা অর্পণ করল। এই ভাবেই সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব।

শীর্ষ ॥ গ ॥

লকের মতামত :—

লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থা ভয়াবহ

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

(৮) আইন ও শৃংখলা রক্ষার জন্য আমাদের করণীয় কি?

(৯) তাহলে সমাজ সংগঠনের উদ্দেশ্য কি?

[এই সকল প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূলকথাটি ব্যাখ্যা করা হবে।]

শীর্ষ ॥ খ ॥

(১০) সমাজের শক্তিশালী সংগঠন কোন্‌টি?

(১১) কোন ক্ষমতার দ্বারা রাষ্ট্র-শক্তিশালী?

(১২) সার্ব-ভৌম ক্ষমতা কয় প্রকার?

(১৩) অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব বলতে কি বোঝ?

(১৪) বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব কাকে বলে?

(১৫) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব না থাকলে কি ক্ষতি হতে পারে?

(১৬) কোন্ সময় ভারতের এই ক্ষমতা ছিল না?

(১৭) রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হবসের নাম কে শুনেছ হাত তোল।

(১৮) হবস্ কোন্ দেশের লোক ছিলেন?

[এখন হবসের মতামতটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।]

শীর্ষ ॥ গ ॥

(১৯) হবসের পরবর্তী দার্শনিকের নাম কি?

॥ বিষয়বস্তু ॥

ছিল না। মানুষের মধ্যে ছিল শান্তি; সুভেচ্ছা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা। এই অবস্থায় মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হত 'ন্যায় বোধের স্বাভাবিক নীতি' দ্বারা। কিন্তু এই অবস্থার অনেক ত্রুটি ছিল। নীতিভংগ করলে কোন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে প্রথম চুক্তি দ্বারা সমাজ বা রাষ্ট্রের পত্তন করে এবং দ্বিতীয় চুক্তি করে প্রধান বা রাজার সঙ্গে।

—

শীর্ষ ॥ ঘ ॥

রুশোর মতামত :—

রুশোর মতে প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল 'মর্তের স্বর্গ'। এই অবস্থায় সমাজ সম্পূর্ণ সাম্যবাদী ছিল। সেখানে গোষ্ঠী জীবন ছিল সহজ, সরল ও সুন্দর। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বোধ দেখা দেওয়ায় প্রাকৃতিক রাজ্যে অশান্তি ও বিশৃংখলা দেখা দিল। সেই ভয়াবহ অবস্থা থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এখানে রাজার কোন স্থান নাই। সাধারণের ইচ্ছাই (General will) ছিল রাষ্ট্রের ভিত্তি।

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

(২০) লক্ কোথাকার লোক ছিলেন?

(২১) অন্যায়কারীকে শাস্তি দিতে হয় কেন?

(২২) অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে নেই কেন?

(২৩) দুবৃত্তদের শাস্তি কে দেন?

(২৪) বিচারকদের নিযুক্ত করে কে?

(২৫) বিচারক না থাকলে কি ক্ষতি হয়?

[এখানে লকের মতটি ব্যাখ্যা করা হবে।]

শীর্ষ ॥ ঘ ॥

(২৬) সমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠান কোনটি?

(২৭) গোষ্ঠী ও পরিবারের মধ্যে কোন্‌টি আগে?

(২৮) পরিবার সৃষ্টির ভিত্তি কি?

(২৯) সমাজের প্রয়োজন কখন দেখা দিল?

(৩০) তোমাদের পড়াশুনা বা খেলাধূলা ব্যাপারে কোন সমস্যা দেখা দিলে তোমরা কি কর?

(৩১) আলোচনার ফলে কি জানা যায়?

(৩২) সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যাপারে জনসাধারণের মতকে কি বলবে?

(৩৩) রুশো কে ছিলেন?

[এখানে রুশোর মতামতটি ব্যাখ্যা করা হবে।]

—সারাংশ—

আদিম যুগে মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থার (State of Nature) মধ্যে বাস করত। সেই অবস্থায় কোন দৃঢ় রীতি-নীতি ছিল না। হবসের মতে সেই অবস্থায় মানুষের জীবন ছিল 'নিঃসংগ, অসহায়, ঘৃণ্য, পাশবিক ও অনিশ্চিত'। লকের মতে—প্রাকৃতিক অবস্থা এত ভয়াবহ ছিল না। তখন 'ন্যায় বোধের স্বাভাবিক নীতি' (Natural laws) ছিল। কিন্তু তার মধ্যে ত্রুটি ছিল। রুশোর মতে—প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল একরূপ মর্ত্যের স্বর্গ। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বোধ দেখা দেওয়ায় সেখানে ভীষণ অশান্তি ও বিশৃংখলা দেখাদিল। সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে রাষ্ট্রীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। 'সাধারণের ইচ্ছাই (General will) এই সমাজের ভিত্তি।' এই সারাংশটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং ছাত্রীরা নিজ নিজ খাতায় লিখে নিচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখা হবে।

—অভিযোজন—

ছাত্রীদের নবলব্ধজ্ঞান পরীক্ষা করবার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে :—

॥ ১ ॥ সামাজিক চুক্তি মতবাদ বলতে কি বুঝায় ?

॥ ২ ॥ এই মতামত কে কে প্রচার করেছেন ?

॥ ৩ ॥ হবসের মতে প্রাকৃতিক অবস্থা কিরূপ ছিল ?

॥ ৪ ॥ লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থা কিরূপ ছিল ?

॥ ৫ ॥ রুশোর মতে 'সাধারণ ইচ্ছা' বলতে কি বুঝায় ?

॥ ৬ ॥ এই সকল মতবাদের মধ্যে কোনটি গণতন্ত্র ধর্মী ?

—বাড়ীর কাজ—

পাঠ্যানুশীলন এবং ছাত্রীদের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে আরো দৃঢ় করার জন্য নিম্নরূপ গৃহকাজ দেওয়া হবে :—

১। হবস, লক্ ও রুশোর মতবাদের পার্থক্য কতখানি আলোচনা করে নাতীদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

২। রাষ্ট্রশক্তির পিছনে 'সাধারণের ইচ্ছা' কতখানি প্রয়োজন তা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

পাঠটীকা—৯

বিদ্যালয় :—হেয়ার স্কুল
শ্রেণী :—নবম 'ক' শাখা
ছাত্রসংখ্যা :—৩০
গড় বয়স :—১৪+
সময় :—৪৫ মিঃ
তারিখ :—২১-২-৬৮
শিক্ষক :—প্রঃ কুঃ দাঃ মঃ

বিষয় :—পৌরবিজ্ঞান
সাধারণ পাঠ :—সরকারের বিভিন্ন রূপ
পাঠক্রম :—
(১) সরকারের শ্রেণী বিভাগ
(২) একনায়কতন্ত্র
(৩) গণতন্ত্র
(৪) এক কেন্দ্রিক ও যুক্ত রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা
(৫) পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার
অন্তকার পাঠ :—'গণতন্ত্র'

—উদ্দেশ্য—

প্রত্যক্ষ :
(১) গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ জানতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।
(২) গণতন্ত্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা ছাত্রদের কাছে উদ্ঘাটিত করা।

পরোক্ষ :
(১) ছাত্রদের গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করা।
(২) ছাত্রদের গণতান্ত্রিক ভারতের উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা।
(৩) শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঐক্যবোধ এবং সমাজবিবেক সৃষ্টি করা।

—উপকরণ—

(১) গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের একটি চিত্র (উপস্থাপন পর্বে)
(২) সরকারের বিভিন্ন রূপের একটি চার্ট (আয়োজন পর্বে)
(৩) শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ (সর্ব স্তরে)

—আয়োজন—

পাঠে ছাত্রদের আগ্রহ সঞ্চার ও মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তাদের পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে :

॥ ১ ॥ দেশের শাসনকার্য যদি একজন পরিচালনা করেন তখন সেই শাসন-ব্যবস্থাকে কি বলে ?

॥ ২ ॥ যদি কতিপয় লোক শাসনকার্য পরিচালনা করেন তখন তাকে কি বলে ?

॥ ৩ ॥ জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে কি বলে ?

॥ ৪ ॥ দেশের জনগণ সবাই একস্থানে মিলিত হয়ে কোন্ দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন ?

॥ ৫ ॥ ভারতের প্রচলিত শাসনব্যবস্থা কোন্ ধরনের ?

—পাঠ ঘোষণা—

"আজ আমরা গণতন্ত্রের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করব"—এই বলে পাঠ ঘোষণা করা হবে।

—উপস্থাপন—

॥ বিষয়বস্তু ॥

শীর্ষ ॥ ক ॥ :—গণতন্ত্রের সংজ্ঞা : সাধারণভাবে গণতন্ত্র বলতে জনগণের সরকার বুঝায়। গ্রীক শব্দ 'Demos' থেকে 'Democracy' কথাটি এসেছে। 'Demos' কথাটির অর্থ জনগণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন সর্বপ্রথম গণতান্ত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলেন—"Government of the people by the people and for the people"ই হচ্ছে প্রকৃত গণতন্ত্র। বিভিন্ন চিন্তাবিদ গণতন্ত্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। অধ্যাপক সিলির মতে—"Government in which every one has share." অধ্যাপক ডাইসির মতে—"One in which the governing body is a comparatively large fraction of the total population." লর্ড ব্রাইসের মতে—"A form of government in which the rulling power is largely vested not in

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

সমগ্র বিষয়টিকে কয়েকটি শীর্ষে ভাগ করা হবে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হবে। প্রয়োজনীয় অংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। ছাত্ররা সেই সকল অংশ নিজ নিজ খাতায় লিখছে কিনা নজর রাখা হবে। শিক্ষোপকরণ যথাস্থানে প্রয়োগ করা হবে এবং শেষে বিষয়বস্তুর সারাংশ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় প্রকাশ করা হবে।

প্রশ্ন :— শীর্ষ ॥ ক ॥

(১) সাধারণ নির্বাচন কত দিন আগে হয়েছিল ?

(২) সাধারণ নির্বাচন কে কে দেখেছ হাত তোল।

(৩) নির্বাচনী সভা কে কে দেখেছ হাত তোল।

(৪) এই সকল সভায় বিভিন্ন প্রার্থী কি ভিক্ষা করেন ?

(৫) ভোটের জন্য যে নির্বাচনীপত্র বিলি করা হয় তাকে কি বলে ?

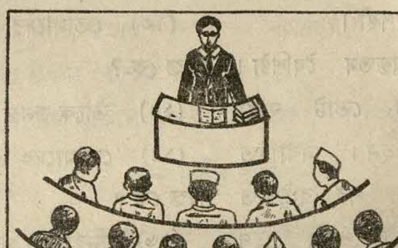
any one particular class or classes but in the members of the community as a whole." কিন্তু গণতন্ত্র কেবলমাত্র একপ্রকার সরকার নয়। উহা একটা বিশেষ ধরনের সমাজ ব্যবস্থা।

(৬) নির্বাচনী ইস্তাহার পড়ে কি জানা যায়?

(৭) নির্বাচনী ইস্তাহার পড়ার ফলে কি লাভ হয়?

(৮) ভোট কেন্দ্র কে কে দেখেছ হাত তোল।

গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য



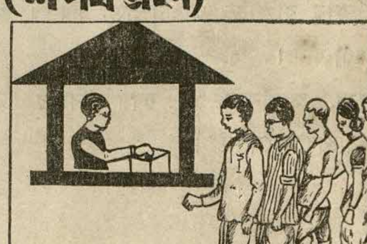
লোকসভা



গণপ্রতিনিধি (শপথ গ্রহণ)



জনমত



গণভোট

॥ বিষয়বস্তু ॥	॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥
শীর্ষ 'খ' :—গণতন্ত্রের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য : গণতান্ত্রিক সরকার পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ হতে পারে। আধুনিক কালে প্রতিনিধিত্ব-মূলক পরোক্ষ গণতন্ত্রই প্রচলিত। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমান অধিকারই গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।	(৯) ভোট কেন্দ্রে কিভাবে ভোট দেওয়া হয়? (১০) ভোটদান পত্রকে ইংরাজীতে কি বলে? (১১) ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রে প্রার্থীর পক্ষে প্রচার করা যায় না কেন?
জনমতই গণতন্ত্রের ভিত্তি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব গণতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক দলই জনমত গঠন করে। আবার অধিক সংখ্যক দল গণতন্ত্রের পরিপন্থী।	(১২) ভোট কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে ঝগড়া লাগলে কি করা কর্তব্য? শীর্ষ ॥ খ ॥ (১৩) তোমাদের এলাকায় বিধানসভার সদস্য কে?
গণভোট হচ্ছে অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণের ভোট দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের নিকট শপথ গ্রহণ করেন। তারপর আইনসভা বা পার্লা-মেণ্টে আইন প্রণয়ন করার অধিকার লাভ করেন।	(১৪) তাঁকে জনপ্রতিনিধি বলে কেন? (১৫) তোমাদের এলাকায় লোকসভার সদস্য কে? (১৬) নির্বাচিত প্রতিনিধি কার কাছে শপথ গ্রহণ করেন? (১৭) আমাদের বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যা কত?
গণতন্ত্র আবার মন্ত্রীপরিষদীয় বা রাষ্ট্রপতি পরিচালিত হতে পারে। ইংলণ্ডে ও আমাদের দেশে গণতন্ত্র মূলতঃ পার্লা-মেণ্টীয় বা মন্ত্রীপরিষদীয়। অন্যদিকে আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি পরিচালিত গণতন্ত্র লক্ষ্য করা যায়।	(১৮) লোকসভার সদস্য সংখ্যা কত? (১৯) শপথ গ্রহণের পর সদস্যরা কি ক্ষমতা লাভ করেন? (২০) জনপ্রতিনিধিরা কি কি কাজ করেন? (২১) আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?
সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচার গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।	(২২) আমাদের রাষ্ট্রপতির নাম কি? (২৩) সাম্য বলতে কি বোঝ? (২৪) স্বাধীনতা বলতে কি বোঝ? (২৫) ন্যায় বিচার বলতে কি বোঝ? (২৬) গণতন্ত্রের মূলকথা কি?

—সারাংশ—

জনগণের দ্বারা জনগণের শাসনই গণতন্ত্র। জনগণের প্রতিনিধিই প্রকৃত শাসক। গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—(১) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব (২) জনমতের প্রধান্য (৩) গণভোট (৪) দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভা (৫) সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচার।

—অভিযোজন—

ছাত্রদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য এবং পাঠদানের সার্থকতা বিচারের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে :

॥ ১ ॥ গণতন্ত্র বলতে কি বোঝ ?

॥ ২ ॥ আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রের কি সংজ্ঞা দিয়েছেন ?

॥ ৩ ॥ অধ্যাপক সিলি ও ব্রাইস কি সংজ্ঞা দিয়েছেন ?

॥ ৪ ॥ গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি ?

॥ ৫ ॥ অধিক সংখ্যক রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের কি ক্ষতি করে ?

—বাড়ীর কাজ—

১। শিক্ষার্থীদের বাড়ী থেকে "গণতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য" সম্পর্কে একটি রচনা লিখতে বলা হবে।

অথবা

২। বিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনকে কিভাবে গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠা করা যায় তার একটি পরিকল্পনা করতে বলা হবে।

পাঠটীকা-১০

বিদ্যালয় :—বালীগঞ্জ গভর্ণমেন্ট হাই স্কুল
শ্রেণী :—দশম 'ক' শাখা
ছাত্রসংখ্যা :— ২৫
গড় বয়স :— ১৫+
সময় :— ৪০ মিঃ
তারিখ :—
শিক্ষক :—শ্রীত্রিবিক্রম মহাপাত্র

বিষয় :—পৌরবিজ্ঞান
বিশেষ পাঠ :—রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী
পাঠক্রম :—
(ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ
(খ) সমাজতন্ত্রবাদ
*(গ) আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী
অদ্যকার পাঠ :—শীর্ষ ॥ গ ॥ *

—উদ্দেশ্য—

প্রত্যক্ষ :—(১) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণে ছাত্রদের সাহায্য করা।

(২) কল্যাণকামী রাষ্ট্রের স্বরূপ ছাত্রদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করা।

পরোক্ষ :—(১) ছাত্রদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করা।

(২) ছাত্রদের গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ নাগরিক রূপে গড়ে তোলা।

(৩) ছাত্রদের সমাজ তান্ত্রিক ভাবধারার উদ্বুদ্ধ করা।

—উপকরণ—

(১) শ্রেণী কক্ষের সাধারণ উপকরণ।

(২) রাষ্ট্রের কার্যাবলীর চিত্র-তালিকা।

—আয়োজন—

পাঠে আগ্রহ সঞ্চার এবং মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ছাত্রদের পূর্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে :—

॥ ১ ॥ সমাজ কথাটির অর্থ কি ?

॥ ২ ॥ রাষ্ট্রকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা হয় কেন ?

॥ ৩ ॥ ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক কতখানি ?

॥ ৪ ॥ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের কাজ কি ?

॥ ৫ ॥ সমাজতন্ত্রবাদের বৈশিষ্ট্য কি ?

॥ ৬ ॥ রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য কি ?

—পাঠঘোষণা—

'আজ আমরা আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করব'—এই বলে পাঠ ঘোষণা করা হবে।

—উপস্থাপন—

॥ বিষয়বস্তু ॥

আলোচ্য বিষয় বস্তুকে তিনটি শীর্ষে বিভক্ত করা হবে :—

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাত্র শিক্ষকের সহযোগিতার ভিত্তিতে বিষয় বস্তু আলোচনা করা হবে। শিক্ষোপকরণ যথাস্থানে প্রদর্শিত হবে। প্রয়োজনীয় অংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে।

॥ বিষয়বস্তু ॥

শীর্ষ ॥ ক ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের কর্মধারা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ছিল তৎকালীন রাষ্ট্রীয় আদর্শ। শিল্প বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের পর থেকেই অতীত দৃষ্টি ভংগীর পরিবর্তন ঘটে। সমাজ তান্ত্রিক মতবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রকে একটি প্রয়োজনীয় জনকল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান বলে মনে করা হয়। রাষ্ট্রীয় কর্মধারা পরিবর্ধিত হয়। কিন্তু পূর্ণ সমাজতন্ত্র আজও সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বর্তমান কালে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ উভয়েই রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র নির্ধারণ করে।

শীর্ষ ॥ খ ॥

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:— (১) মুখ্য বা অপরিহার্য কার্য (২) গৌণ বা ইচ্ছামূলক কার্য।

(১) মুখ্য বা অপরিহার্য কার্য:— রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সার্বভৌম ক্ষমতা রক্ষা করা রাষ্ট্রের সর্ব প্রধান

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

শীর্ষ ॥ ক ॥

(১) ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে রাষ্ট্রের কার্যাবলী কোন্ আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হত?

(২) তৎকালীন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি ছিল?

(৩) সেই সময় রাষ্ট্রকে কিরূপ প্রতিষ্ঠান বলে মনে করা হত?

(৪) তৎকালে রাষ্ট্রের মূল কর্মধারা কি ছিল?

(৫) সমাজতন্ত্র বাদের উন্মেষ ঘটে কবে?

(৬) সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রকে কিরূপ প্রতিষ্ঠান বলে মনে করা হয়?

(৭) বর্তমান কোন্ কোন্ দেশে সমাজ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

(৮) ভারতে কোন্ ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত?

(৯) পৃথিবীর আধিকাংশ রাষ্ট্র কোন্ পথে পরিচালিত?

শীর্ষ ॥ খ ॥

[বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর পটভূমিকায় আধুনিক রাষ্ট্রের মুখ্য ও গৌণ কার্যাবলীর আলোচনা পরিচালিত হবে]।

(১) রাষ্ট্র কোন্ ক্ষমতায় ক্ষমতাশালী?

(২) সার্বভৌম ক্ষমতার পরিচয় কোন্ দিক থেকে পাওয়া যায়?

(৩) আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব রক্ষার

॥ বিষয়বস্তু ॥

কাজ। এইজন্য রাষ্ট্রকে আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষা এবং বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশরক্ষা করতে হয়। রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষার জন্য যথাক্রমে :—

(ক) পুলিশ বাহিনী গঠন করে।

(খ) আইন প্রনয়ন করে।

(গ) বিচার বিভাগ পরিচালনা করে।

বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার জন্য যথাক্রমে :—

(ক) স্থল-নৌ-বিমান বাহিনী গঠন করে।

(খ) সীমান্ত রক্ষী বাহিনী পোষণ করে।

(গ) পররাষ্ট্র-নীতি নির্ধারণ।

(ঘ) অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কূট নৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করে।

(ঙ) রাষ্ট্র সংঘের আইন পালন করে।

শীর্ষ ॥ গ ॥

(২` গৌণ বা ইচ্ছামূলক কার্য :—

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

জন্য ভারত সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

(৪) ভারতে পুলিশ বাহিনী কোন্ সরকার পরিচালনা করেন ?

(৫) পশ্চিম বংগে বর্তমান পুলিশ মন্ত্রীকে ?

(৬) পুলিশ বিভাগের সর্বোচ্চ পদটি কি ?

(৭) পুলিশ ছাড়া আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য আর কি কি বিভাগ আছে ?

(৮) রাজ্য সরকারের আইন প্রণয়ন করেন কে ?

(৯) কেন্দ্রীয় সরকারের আইন প্রনয়ন হয় কোথায় ?

(১০) বিচার বিভাগের কাজ কি ?

(১১) ভারত সরকার বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

(১২) ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তর কোন্ সরকারের হাতে ন্যস্ত ?

(১৩) ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কে ?

(১৪) প্রতিরক্ষা বাহিনী কয় ভাগে বিভক্ত ?

(১৫) ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী কে ?

(১৬) রাষ্ট্রদূত কথাটির অর্থ কি ?

(১৭) রাষ্ট্র সংঘ বলতে কি বোঝ ?

শীর্ষ ।। গ।।

(১) এই বিদ্যালয়ের বেশীর ভাগ

॥ বিষয়বস্তু ॥	॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥
সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যাবলীই গৌণ বা ইচ্ছামূলক কর্তব্য। এই কর্তব্যগুলি প্রধানত :—	আর্থিক দায়িত্ব বহন করেন কে ?
(ক) শিক্ষা বিস্তার করা।	(২) সরকারের কোন্ বিভাগ এই কার্য করেন ?
(খ) জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।	(৩) বর্তমান পঃ বঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রী কে ?
(গ) ডাক ও তার বিভাগ পরিচালনা।	(৪) গরীব মানুষ অসুস্থ হলে কোথায় আশ্রয় নেন ?
(ঘ) রেলপথ ও বিমানপথ পরিচালনা।	(৫) হাসপাতাল পরিচালনা করেন কে ?
(ঙ) রাস্তা ঘাট উন্নয়ন ও পরিবহনের অন্যান্য ব্যবস্থা।	(৬) ডাক ও তার বিভাগ পরিচালনা করেন কে ?
(চ) মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থা পরিচালনা করা।	(৭) রেলপথ ও বিমান পথ পরিচালনা করেন কে ?
(ছ) ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রন।	(৮) রাস্তা ঘাট উন্নয়ন করেন কে ?
(জ) কৃষি উন্নয়ন।	(৯) ভারতে টাকা বা মুদ্রা তৈরী কে করেন ?
(ঝ) শিল্প উন্নয়ন।	(১০) ব্যাঙ্ক ব্যাবসা নিয়ন্ত্রণ করেন কোন্ সরকার ?
(ঞ) শ্রমিকদের কল্যাণ সাধন।	(১১) ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রন করেন কে ?
(ট) বেকার-সমস্যা সমাধান	(১২) 'সবুজ বিপ্লব' কথাটির অর্থ কি ?
(ঠ) অন্যান্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।	(১৩) কৃষি উন্নয়নের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?
	(১৪) পশ্চিমবঙ্গে শিল্প নগরী কোথায় গড়ে উঠেছে ?
	(১৫) রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীর কাজ কি ?
	(১৬) সরকার শ্রমিকদের কি কি সুবিধা করেছেন ?
	(১৭) বেকার সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব কার ?

— সারাংশ—

রাষ্ট্রের কার্যাবলী

আবশ্যিক

(ক) পুলিশ-বাহিণী গঠন
(খ) আইন প্রনয়ন
(গ) বিচার বিভাগ পরিচালনা।
(ঘ) স্থল-নৌ-বিমান বাহিনী সংরক্ষণ
(ঙ) সীমান্ত রক্ষী বাহিনী পোষণ
(চ) পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ
(ছ) অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন
(জ) রাষ্ট্র সংঘের-আইন পালন

ইচ্ছামূলক

(ক) শিক্ষা বিস্তার।
(খ) জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।
(গ) ডাক ও তার বিভাগ পরিচালনা
(ঘ) রেলপথ ও বিমান পথ পরিচালনা
(ঙ) রাস্তাঘাট ও যানবাহন উন্নয়ন।
(চ) মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থা পরিচালনা
(ছ) ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রন
(জ) কৃষি উন্নয়ন
(ঝ) শিল্প উন্নয়ন
(ঞ) শ্রমিক কল্যাণ
(ট) বেকার সমস্যা সমাধান
(ঠ) অন্যান্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

এই সারাংশটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে অথবা একটি চার্ট প্রদর্শিত হবে এবং ছাত্ররা নিজ নিজ খাতায় লিখেনিচ্ছে কিনা দৃষ্টি দেওয়া হবে।

—অভিযোজন—

ছাত্রদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে :—

॥ ১ ॥ জনকল্যাণ মূলক রাষ্ট্র কাকে বলে ?
॥ ২ ॥ আধুনিক রাষ্ট্রের কাজ কয় প্রকার ?
॥ ৩ ॥ আবশ্যিক কাজ কি কি ?
॥ ৪ ॥ ইচ্ছা মূলক কাজ কি কি ?
॥ ৫ ॥ কোন্ কোন্ কাজের মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রভাব দেখা যায় ?
॥ ৬ ॥ বর্তমান কালে আবশ্যিক ও ইচ্ছামূলক কাজের মধ্যে-সীমা রেখা কতটুকু ?

—বাড়ীর কাজ—

পাঠ্যানুশীলন ও ছাত্রদের অভিজ্ঞতা দৃঢ় করার জন্য নিম্নরূপ গৃহকাজ দেওয়া হবে :—

১। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার পটভূমিতে আধুনিক সরকারের কর্মধারার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।
২। আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলীর একটি তালিকা প্রণয়ন কর।

পাঠটীকা—১১

বিদ্যালয় ঃ বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ
শ্রেণী ঃ দশম 'ক' শাখা
ছাত্র সংখ্যা ঃ ৩০
গড় বয়স ঃ ১৫+
সময় ঃ—৪৫মি
তারিখ ঃ—
শিক্ষক ঃ—প্রঃ কৃঃ দাঃ মঃ

বিষয় ঃ—অর্থশাস্ত্র
বিশেষ পাঠ ঃ বাজার
পাঠক্রম ঃ—
(ক) বাজারের অর্থ
(খ) বাজারের শ্রেণী বিভাগ
(গ) বাজারের পরিধি
(ঘ) বাজার ও প্রতিযোগিতা
(ঙ) অদ্যকার পাঠ ঃ 'ক' ও 'খ' শীর্ষ

—উদ্দেশ্য—

প্রত্যক্ষ ঃ ॥ ১ ॥ অর্থশাস্ত্রে বাজার বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণে সাহায্য করা।
(২) বিভিন্ন প্রকার বাজারের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।
(৩) ভোগ, উৎপাদন ও বিনিময়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে সাহায্য করা।

পরোক্ষ ঃ (১) ব্যবহারিক জীবনে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা।
(২) শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি ও বিচার শক্তির উন্মেষ ঘটান।
(৩) শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎপাদন শীল দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা।

—উপকরণ—

(১) শ্রেণী কক্ষের সাধারণ উপকরণ
(২) বিভিন্ন প্রকার বাজারের একটি ছবি

—আয়োজন—

পাঠে আগ্রহ সঞ্চার এবং মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ছাত্রদের পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে ঃ—

॥ ১ ॥ মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী কি কি ?
॥ ২ ॥ ভোগ বলতে কি বুঝায় ?
॥ ৩ ॥ উৎপাদন বলতে কি বোঝ ?
॥ ৪ ॥ বিনিময় কথাটির অর্থ কি ?
॥ ৫ ॥ ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে কি ভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় ?
॥ ৬ ॥ বিনিময় কার্য কোথায় সম্পাদিত হয় ?

—পাঠ ঘোষণা—

'আজ আমরা বাজারের সংজ্ঞা ও বিভিন্ন প্রকার বাজার সম্পর্কে আলোচনা করব'—এই বলে পাঠ ঘোষণা করা হবে।

—উপস্থাপন—

॥ বিষয়বস্তু ॥	॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥
	প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষকের সহযোগিতার ভিত্তিতে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হবে। প্রয়োজনীয় অংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। শিক্ষোপকরণ গুলিকে যথাস্থানে প্রদর্শিত করা হবে।
শীর্ষ ॥ ক ॥	শীর্ষ ॥ ক ॥
বাজারের অর্থ :— সাধারণ অর্থে 'বাজার' বলতে যে স্থানে ক্রেতা ও বিক্রেতা দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করে সেই স্থানকে বুঝায়। এই অর্থে শ্যাম বাজার, কলেজস্ট্রীট্ বাজার ও গড়িয়াহাট বাজার প্রভৃতিকে বাজার বলা হয়। কিন্তু অর্থ বিজ্ঞায় বাজার কথাটির অর্থ ভিন্ন। অর্থশাস্ত্রে বাজার বলতে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় না। কোন দ্রব্যের বা কোন উৎপাদনের ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে লেন-দেনের যে সম্পর্ক স্থাপন হয় তাকেই অর্থশাস্ত্রে 'বাজার' বলে অভিহিত করা হয়।	(১) আমদের জীবন ধারণের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য কি কি ? (২) এই সকল দ্রব্য কোথায় পাওয়া যায় ? (৩) বাড়ীর হাট-বাজার কে কে কর হাত তোল। (৪) হাট ও বাজারের মধ্যে পার্থক্য কি ? (৫) হাটে খাদ্য সামগ্রী কোথা থেকে আসে ? (৬) তোমাদের নিকটবর্তী বাজারের নাম কি ?
এই অর্থে বাজারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যথাক্রমে :— (১) পৃথক পৃথক দ্রব্যসামগ্রী (২) ক্রেতা ও বিক্রেতার উপস্থিতি	(৭) বাজারে দ্রব্য সামগ্রী কোথা থেকে আমদানি হয় ? (৮) এ ক্ষেত্রে বাজার কথাটি কাকে নির্দ্দিষ্ট করছে ? [সাধারণ অর্থে বাজারের সংজ্ঞাটি বোর্ড লিখে দেওয়া হবে]

॥ বিষয়বস্তু ॥

(৩) দ্রব্যটির দাম

(৪) ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সহজ সম্পর্ক।

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

(৯) বাজারে যান কারা?

(১০) ক্রেতা ও বিক্রেতা কিসের ভিত্তিতে কেনা বেচা করেন?

(১১) দ্রব্যের দাম কি ভাবে স্থির হয়?

(১২) ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক থাকা উচিত?

(১৩) কোন দ্রব্য পৃথক পৃথক ভাবে ক্রয় বিক্রয় হলে তাকে কি রূপ বাজার বলবে?

(১৪) বড় বাজারে ডাল, তেল মশলা প্রভৃতির দাম জানতে হলে কি করবে?

(১৫) কোন যন্ত্রপাতি কিনতে হলে কোথায় যাবে?

[এখানে অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং বিভিন্ন দ্রব্যের বাজারের ছবি প্রদর্শিত হবে]

শীর্ষ ॥ খ ॥

বাজারের শ্রেণী বিভাগ :—

বাজারের আয়তন বা পরিধি অনুযায়ী বাজার কে (১) স্থানীয় (Local) (২) জাতীয় (National) (৩) আন্তর্জাতিক (International) এই তিন শ্রেণীতে ভাগকরা যায়।

শীর্ষ ॥ খ ॥

(১৬) তরিতরকারি বা মাছ প্রভৃতি কোথায় ক্রয় বিক্রয় হয়?

(১৭) জিনিষ পত্র একটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে ক্রয় বিক্রয় হলে তাকে কি রূপ বাজার বলা যাবে?

(১৮) যদি একটি জিনিষ সারা দেশের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় হয় তাহলে তাকে কিরূপ বাজার বলবে?

(১৯) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রয় বিক্রয় চলে এমন কতকগুলি দ্রব্যের নাম কর।

॥ বিষয়বস্তু ॥

সময়ের তারতম্য অনুসারে অধ্যাপক মার্শাল বাজারকে চার প্রকারে বিভক্ত করেছেন। যথা :—(ক) অত্যল্পকালীন বাজার (খ) স্বল্প-কালীনবাজার (গ) দীর্ঘকালীন বাজার এবং (ঘ) অতি দীর্ঘকালীন বাজার।

(ক) অত্যল্পকালীন বাজার :— একদিন বা কয়েকদিনের বাজার এই শ্রেণীভুক্ত। এখানে জিনিষের যোগান মোটামুটি স্থির থাকে। চাহিদা ওঠা-নামা করলে দামও ওঠা-নাম করে।

(গ) স্বল্প কালীন বাজার :— কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের বাজার এই শ্রেণীভুক্ত। এখানে যোগানের হ্রাস বৃদ্ধি সম্ভব হয়। কিন্তু শিল্পে নতুন প্রতিষ্ঠান প্রবেশের অবকাশ পায় না। তাই এখানেও চাহিদার সঙ্গে যোগান তাল মিলিয়ে চলতে পারে না।

(গ) দীর্ঘ কালীন বাজার :— এই বাজারের সময় দীর্ঘ।

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

(২০) কোন দ্রব্য যদি সারা পৃথিবীতে ক্রয় বিক্রয় হয় তাহলে সেকিরূপ বাজার হবে?

(২১) সারা পৃথিবীতে ক্রয় বিক্রয় চলে এমন কয়েকটি দ্রব্যের নাম কর।

(২২) ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উপায় কি?

[পরিধি অনুযায়ী বাজারের শ্রেণী-বিভাগটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে]

(২৩) বাজারে মাছ বা শাক শব্জী কতক্ষণ ক্রয় বিক্রয় চলে?

(২৪) একে কোন ধরনের বাজার বলবে?

(২৫) এখানে দ্রব্যগুলি বেশী সময় রেখে দিতে পারে না কেন?

(২৬) এই রূপ বাজারে দ্রব্যের চাহিদা বাড়লে কি হতে পারে?

(২৭) এখানে কে বেশী উপকৃত হয়?

(২৮) এখানে যোগান বৃদ্ধিকরা যায় না কেন?

(২৯) যে বাজারে কোন দ্রব্য কয়েকদিন থাকে তাকে কিরূপ বাজার বলবে?

(৩০) কোন্ দ্রব্য বাজারে কয়েকদিন রাখা যেতে পারে?

(৩১) এখানে চাহিদা বাড়লে উৎপাদনকারী কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে?

(৩২) পূজার সময় জামা কাপড়ের দোকানে ভীড় হয় কেন?

(৩৩) পূজার পর দোকানে জিনিসের আমদানি কমে কেন?

(৩৪) যখন জিনিষের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তখন উৎপাদন কারীগণ কি করেন?

॥ বিষয়বস্তু ॥

এখানে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রবেশ করিতে পারে। উৎপাদন বাড়ান যায়। চাহিদা বৃদ্ধি করা যায়। দ্রব্যের দাম বেশী বৃদ্ধি পায় না।

(ঘ) অতি দীর্ঘ কালীন বাজার :—

এই বাজারের স্থায়িত্ব বেশী। এই বাজারে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। চাহিদা অনুযায়ী যোগান বৃদ্ধি করা যায়। এখানে মানুষের রুচি অনুযায়ী দ্রব্যের উৎপাদন পরিবর্ত্তিত হয়। দ্রব্য মূল্য এখানে স্থিতাবস্থায় আসে।

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

(৩৫) বাজারের সময় দীর্ঘ বলে উৎপাদন কারীর কি স্থবিধা হয় ?

(৩৬) চাহিদা অনুযায়ী যোগান কিছু বাড়লে দাম কিরূপ অবস্থায় থাকে ?

(৩৭) বাজারের স্থায়িত্ব খুব বেশী হলে কি স্থবিধা হবে ?

(৩৮) লোক সংখ্যা বাড়লে চাহিদা কিরূপ থাকে ?

(৩৯) মানুষের রুচি ও অভ্যাসের প্রকৃতি কি রূপ ?

(৪০) উৎপাদনের উপাদানগুলি পরিবর্তন করতে সময় বেশী লাগে কেন ?

(৪১) চাহিদা অনুযায়ী যোগান বাড়ালে দামের কি অবস্থা হবে ?

[সময়ের পার্থক্য অনুযায়ী বাজারের শ্রেণীবিভাগটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে]

—সারাংশ—

আজকের পাঠের প্রধান অংশগুলি যা বোর্ডে লিখে দেওয়া হয়েছে যথা—(১) বাজারের অর্থ এবং (২) বাজারের শ্রেণী বিভাগটি শিক্ষার্থীদের নিজনিজ খাতায় লিখে নিতে বলা হবে।

—অভিযোজন—

ছাত্রদের নবলব্ধজ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নকরা হবে :—

॥ ১ ॥ সাধারণ অর্থে বাজার বলতে কি বোঝ ?

॥ ২ ॥ অর্থশাস্ত্রে বাজার বলতে কি বুঝায় ?

॥ ৩ ॥ পরিধি অনুযায়ী বাজারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ?

॥ ৪ ॥ সময়ের তারতম্য অনুসারে বাজার কয় প্রকার ?

॥ ৫ ॥ অত্যল্প কালীন বাজারের বৈশিষ্ট্য কি ?

॥ ৬ ॥ অল্পকালীন ও দীর্ঘ কালীন বাজারের পার্থক্য কি ?

॥ ৭ ॥ অতি দীর্ঘ কালীন বাজারের বৈশিষ্ট্য কি কি ?

—বাড়ীর কাজ—

পাঠ্যানুশীন এবং ছাত্রদের অভিজ্ঞতা দৃঢ় করার জন্য নিম্নরূপ গৃহকাজ দেওয়া হবে :—

১। বাজার বলতে কি বুঝায় ?

২। পরিধি ও সময়ের তারতম্য অনুযায়ী বাজারের বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ কর।

অথবা

নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে কোন্ কোন্টি বাজার বলে গণ্য হতে পারে বিশদ ভাবে আলোচনা কর :—(ক) কলেজস্ট্রীট মার্কেট (খ) শ্রমের বাজার (গ) সোনার বাজার (ঘ) শেয়ার বাজার। (ঙ) হাওড়া হাট (চ) নিউ মার্কেট।

পাঠটীকা—১২

বিদ্যালয়ঃ কাঁথি হাইস্কুল
শ্রেণীঃ দশম ক শাখা
ছাত্র সংখ্যাঃ ৩০
গড় বয়স : ১৫ +
সময় : ৪৫ মি
তারিখ : ৬, ৯, ৬৯
শিক্ষক : শ্রী সমরেন্দ্র জানা

বিষয়:—অর্থশাস্ত্র
বিশেষ পাঠঃ—ব্যাঙ্ক
পাঠক্রম :—
(ক) ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা
(খ) ব্যাঙ্কের কার্যাবলী
(গ) ব্যাঙ্কের সুবিধা
(ঘ) বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক
অদ্যকার পাঠ : 'ক' ও 'খ' শীর্ষ,

— উদ্দেশ্য —

প্রত্যক্ষ :—ব্যাঙ্ক ও তাহার কার্যাবলী সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনে ছাত্রদের সাহায্য করা।

পরোক্ষ : (১) সমাজের অর্থ নৈতিক দিক সম্বন্ধে ছাত্রদের সচেতন করে তোলা।
(২) তাদের চিন্তাশক্তি ও বিচার শক্তির উন্মেষ সাধন করা।
(৩) ছাত্রদের ব্যবহারিক জীবনে মিতব্যয়ী করে তোলা।
(৪) জাতীয় মূলধন সংগঠনে ছাত্রদের উৎসাহিত করা।

— উপকরণ —

(১) শ্রেণী কক্ষের সাধারণ উপকরণ।
(২) কোন একটি ব্যাঙ্কের ছবি — (আয়োজন পর্বে)।
(৩) ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর চার্ট — (উপস্থাপন পর্বে)।
(৪) একখানি পাশ বুক, চেক ও টাকা জমাদিবার বই — (উঃ পর্বে)।

— আয়োজন —

পাঠে আগ্রহ সঞ্চার এবং মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ছাত্রদের পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে :—

॥ ১ ॥ জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য কি কি জিনিষ প্রয়োজন ?

॥ ২ ॥ এই সকল জিনিষ আমরা কোথা থেকে পাই ?

॥ ৩ ॥ দোকান থেকে জিনিষ কিসের বিনিময়ে পাওয়া যায় ?

॥ ৪ ॥ অর্থ আমরা কি ভাবে পাই ?

॥ ৫ ॥ দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটিয়ে যদি হাতে কিছু অর্থ থাকে তাকে কি করি ?

॥ ৬ ॥ আমাদের সঞ্চিত অর্থ কোথায় নিরাপদে রাখা যেতে পারে ?

— পাঠঘোষণা —

'আজ আমরা ব্যাঙ্ক ও তাহার কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করব'—এই বলে পাঠ ঘোষণা করা হবে।

— উপস্থাপন —

॥ বিষয় বস্তু ॥

শীর্ষ ॥ ক ॥

ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে :—

ব্যাঙ্ক একটি ব্যাবসায় প্রতিষ্ঠান। উহাকে ঋণের ব্যবসায় (business of dealing in credit) বলে সংজ্ঞা দেওয়া হয়। অর্থাৎ, ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে কারবার করে। ব্যাঙ্ক যে আমানত গ্রহণ করে তাহা ঋণ ব্যতীত কিছুই নয়। এই ঋণ গৃহীত অর্থ থেকে উহা

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাত্র শিক্ষকের সহযোগিতার ভিত্তিতে বিষয় বস্তু উপস্থাপন করা হবে। প্রয়োজনীয় অংশ বোর্ডেলিখে দেওয়া হবে। শিক্ষোপকরণ গুলি যথাস্থানে প্রদর্শিত হবে।

শীর্ষ ॥ ক ॥

[বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী কোন এক ব্যাঙ্কের চিত্র সামনে রেখে আলোচনা শুরু করা হবে]

(১) এই ব্যাঙ্কটি কোথায় অবস্থিত ?

(২) অন্য কোন ব্যাঙ্কের নাম বলত।

(৩) কে কে ব্যাঙ্কের মধ্যে গেছ হাত তোল।

(৪) কি জন্য ব্যাঙ্কে গিয়েছিলে ?

॥ বিষয়বস্তু ॥

আবার ঋণ প্রদান করে। এই ভাবে ব্যাঙ্ক অর্থ-সৃজন করে এবং উহার দ্বারা মুনাফাঅর্জনের চেষ্টা করে। সুতরাং ব্যাঙ্ক একটি ঋণ আদান প্রদান কারী মুনাফা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান।

শীর্ষ ॥ খ ॥

ব্যাঙ্কের কার্যাবলী :—

আমানত গ্রহণ, ঋণ দান ও বিনিয়োগ এবং অর্থ সৃজন এই তিনটি প্রধানতঃ সকল ব্যাঙ্কের কাজ। তাছাড়া অন্যান্য কাজও আছে।

(১) আমানত গ্রহণ :—

ব্যাঙ্কের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে অমানত গ্রহণ। ব্যাঙ্ক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঞ্চিত উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসাবে জমা রাখে জমা টাকার সুদ দেয়। এই অমানত আবার চলতি আমানত (current account deposit), স্থায়ী আমানত (Fixed deposit) এবং সেভিং ব্যাঙ্ক আমানত (Saving bank deposits) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

(৫) আমরা ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখি কেন ?

(৬) চুরির ভয় ছাড়া অন্য কোন্ কারণে টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখি ?

(৭) তাহলে ব্যাঙ্ক কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান ?

[এবার ব্যাঙ্কের সংজ্ঞাটি আলোচনা করে বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে]

শীর্ষ ॥ খ ॥

(৮) ব্যাঙ্কের এই সংজ্ঞা থেকে তার প্রধান কাজটি কি বলত ?

(৯) টাকা জমা রাখা এই কাজটিকে আর কি বলা যায় ?

(১০) ব্যাঙ্কের টাকা জমা দেওয়ার বই কে দেখেছ হাত তোল ?

(১১) এই বইর নাম কি ?

[এখানে টাকা জমা দেওয়ার একখানি বই দেখান হবে এবং কীভাবে জমা দিতে হয় তার আলোচনা হবে]

(১২) ব্যাঙ্ক থেকে যদি প্রত্যহ চাওয়া মাত্র টাকা তোলা যায় তাহলে তাকে কোন ধরনের আমানত বলে ?

(১৩) ব্যাঙ্ক যদি কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পরে টাকা ফেরৎ দেয় তাহলে সেই আমানতকে কি বলে ?

(১৩) পোষ্ট অফিসে কোন্ ধরনের ব্যাঙ্ক থাকে ?

(১৪) সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকে কি ভাবে টাকা তোলা হয় ?

॥ বিষয়বস্তু ॥	॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

(১৫) সেখান থেকে ক'দিন অন্তর টাকা তোলা যায় ?

(১৬) টাকা তোমার জন্য ব্যাঙ্ক যে বই দেয় তার নাম কি ?

(১৭) কোন্ ধরনের আমানতে চেক বই পাওয়া যায় ?

(১৮) চেক বই না থাকলে টাকা কি ভাবে তোলা হয় ?

[এখানে চেক বই ও টাকা তোলার ফরম দেখান হবে]

(১৯) ক্রস চেক কে দেখেছ হাত তোল।

(২০) আর এক ধরণের চেক কে কি বলে ?

[এখানে ক্রস চেক ও বিয়ারার চেকের নমুনা প্রদর্শিত হবে এবং উভয়ের তফাৎ কি তা জানান হবে]

(২) ঋণ দান ও বিনিয়োগ :—

ব্যাঙ্ক আমানত হিসাবে যে টাকা গ্রহণ করে তার একাংশ কোন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান কে ঋণ দেয়। ব্যাঙ্ক আবার ব্যবসায় বাণিজ্যে টাকা বিনিয়োগ করে। শেয়ার, ডিবেঞ্চার বা সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করে অর্থ বিনিয়োগ করে। এই ঋণ প্রদানের দ্বারা সুদ গ্রহণ করে আবার বিনিয়োগের মধ্যে সে মুনাফা অর্জন করে।

(২১) আমরা উদ্বৃত্ত টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিই, ব্যাঙ্কে যে উদ্বৃত্ত টাকা থাকে তা তারা কি করে ?

(২২) ব্যাঙ্ক অর্থ কাদের ধার দেয় ?

(২৩) ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিতে হলে ব্যাঙ্কে কি জমা দিতে হয় ?

(২৪) ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিয়ে কি লাভ করে ?

(২৫) ব্যবসা-বাণিজ্যে যদি ব্যাঙ্ক টাকা খাটায় তাহলে তাকে কি বলবে ?

(২৬) অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যাঙ্ক কি লাভ করে ?

॥ বিষয়বস্তু ॥	॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥
	(২৭) ব্যাঙ্ক তাহলে কিসের কারবার করে?
(৩) অর্থ-সৃজন :— কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রত্যক্ষভাবে নোট ছেপে অর্থ সৃজন করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ঋণ দানের মাধ্যমে অর্থ সৃজন করে। বাণিজ্য ব্যাঙ্ক যখন কোনব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে টাকা ঋণ দেয় তখন সে অর্থ নগদ টাকায় দেয় না। ঋণ গৃহীতার নামে একটি আমানত সৃষ্টি করে। এই ভাবে ব্যাঙ্কে মোট অর্থের পরিমান বাড়ে।	(২৮) ভারতের প্রধান সরকারী ব্যাঙ্কের নাম কি ? (২৯) টাকা বা নোট কোন্ ব্যাঙ্ক তৈরী করে ? (৩০) এর ফলে টাকার পরিমান বাড়ে না কমে ? (৩১) ব্যাঙ্ক যদি বেশী নোট বাজারে ছাড়ে তাতে আমাদের লাভ না ক্ষতি ? (৩২) টাকার পরিমান বাড়লে আমাদের ক্ষতি কেন হয় ? (৩৩) অন্যান্য ব্যাঙ্ক টাকা ধার কি ভাবে দেয় ? (৩৪) গ্রহীতার নামে টাকা আমানত করা হলে ব্যাঙ্কের টাকা বাড়ে না কমে ? [এখানে অর্থ কি ভাবে সৃজন হচ্ছে তার চার্ট দেখান হবে]
(৪) অন্যান্য কার্য :— ব্যাঙ্ক স্বর্ণ, রোপ্য ও অর্থ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রেরণ করে। শেয়ার ও সরকারী ঋণ পত্র ক্রয় করে। মূল্যবান দলিল ও অলংকার প্রভৃতি নিরাপদে জমা রাখার ব্যবস্থা করে। ব্যাঙ্ক আবার কোন প্রতিষ্ঠানের অছি (Trust) হিসাবে কাজ করে।	(৩৫) কোন মূল্যবান দলিল ও অলংকার প্রভৃতি কোথায় নিরাপদে রাখা যায় ? (৩৬) অছি কাকে বলে ? (৩৭) মক্কেলের বাড়ীভাড়া আদায় করা ব্যাঙ্কের কিরূপ কাজ ? (৩৮) ব্যাঙ্ক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কি কি উপকার করতে পারে ? (৩৯) ব্যঙ্কের দ্বারা মূলধন সংগঠন কি-ভাবে হয় ?

—সারাংশ—

অন্তকার পাঠের নিম্নলিখিত সারাংশটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং ছাত্ররা তা লিখে নিচ্ছে কিনা বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে।

"ব্যাঙ্ক হচ্ছে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে সংক্ষেপে ঋণের ব্যবসায় বলা যায়। ব্যাঙ্কের কার্যাবলী যথাক্রমে—(১) আমানত গ্রহণ (২) ঋণ দান ও বিনিয়োগ (৩) অর্থ সৃজন (৪) অন্যান্য কার্য।

—অভিযোজন—

ছাত্রদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নকরা হবে :—

॥ ১ ॥ ব্যাঙ্ক কাকে বলে ?

॥ ২ ॥ ব্যাঙ্কের কাজ কি কি ?

॥ ৩ ॥ আমানত কয় প্রকার ও কি কি ?

॥ ৪ ॥ চলতি আমানত ও স্থায়ী আমানতের মধ্যে তফাৎ কি ?

॥ ৫ ॥ কাগজী মুদ্রা প্রচলন করে কে ?

॥ ৬ ॥ ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোন্ টি ?

॥ ৭ ॥ অছি হিসাবে ব্যাঙ্কের কাজ কি কি ?

—বাড়ীর কাজ—

পাঠ্যানুশীলন এবং ছাত্রদের অভিজ্ঞতা দৃঢ় করার জন্য নিম্নরূপ গৃহকাজ দেওয়া হবে :—

১। ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্রকার কাজ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লেখ।

২। জাতীয় মূলধন সংগঠনে ব্যাঙ্কের ভূমিকা সম্পর্কে একটি নাতীদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

পাঠটীকা—১৩

বিদ্যালয় :—মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন

শ্রেণী :—দশম শ্রেণী 'ক' শাখা

ছাত্রসংখ্যা :—৩০

গড় বয়স :—১৫ +

সময় :—৪৫ মিঃ

তারিখ :—২১-১-৬৮

বিষয় :—অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞান

সাধারণ পাঠ :—ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

পাঠক্রম :—(ক) ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

(খ) পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষক :—প্রঃ কৃঃ দাঃ মঃ

*(গ) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য।

অন্তকার পাঠ :— শীর্ষ ॥ গ ॥

—উদ্দেশ্য—

প্রত্যক্ষ :— ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য কি কি তা ছাত্রদের জানতে সাহায্য করা।

পরোক্ষ :—(১) ভারতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।

(২) ছাত্রদের পরিকল্পনা সচেতন করে তোলা।

—উপকরণ—

(১) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যের একটি চিত্র।

(২) ভারতের একখানি মানচিত্র।

(৩) পরিকল্পনার অগ্রগতির একটি চার্ট।

—আয়োজন—

পাঠে ছাত্রদের আগ্রহ সঞ্চার ও মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তাদের পূর্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে :

॥ ১ ॥ পরিকল্পনা বলতে কি বোঝ ?

॥ ২ ॥ বিদ্যালয়ে আমরা কোন অনুষ্ঠান করতে গেলে কি করি ?

॥ ৩ ॥ পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোন্ দেশ প্রথম শুরু করে ?

॥ ৪ ॥ আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কবে শুরু হয়েছে ?

॥ ৫ ॥ এই পরিকল্পনা করেন কারা ?

—পাঠ ঘোষণা—

"আজ আমরা ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করব"—এই বলে পাঠ ঘোষণা করা হবে।

—উপস্থাপন—

॥ বিষয়বস্তু ॥	॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥
সমাজ কল্যাণ ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একান্ত অপরিহার্য। তাই রাশিয়ায় সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ভারত একটি 'স্বাধীন	প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হবে। প্রয়োজনীয় অংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং ছাত্ররা যাতে নিজ নিজ খাতায় তা লিখে নেয় তার

॥ বিষয়বস্তু ॥

সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র'। একটি জনকল্যাণ রাষ্ট্র। মিশ্র অর্থনীতি ভারতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ উন্নয়ন ভারতের মূল নীতি। দেশের সমূহ সম্পদ নির্ণয় করা এবং সমাজ উন্নয়নের জন্য আমাদের পরিকল্পনা একান্ত আবশ্যক। তাই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়েছে। ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ সুরু হয়। এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে এরূপ একটি অর্থনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি করা যা নিজ শক্তিতে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চলতে পারবে। "Self Sustaining and self-generating economic growth," এই মূল লক্ষ্য মনে রেখেই প্রতিটি পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে। এর ফলে কৃষি উন্নয়ন, শিল্প উন্নয়ন, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, বাবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধি সাধন, সমাজ উন্নয়ন, কর্ম সংস্থান এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতিকে প্রতিটি পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন পরিকল্পনা কালে বা পূর্বে যে সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেছে তার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনার পূর্বে উদ্বাস্তু সমস্যা ছিল বড় সমস্যা। তাই তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হয় ১৯৫৬ খৃঃ ৩১শে মার্চ। দ্বিতীয় পরিকল্পনা সুরু হয় ১৯৫৬ খৃঃ ১লা এপ্রিল থেকে।

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকবে। শিক্ষোপকরণ গুলি যথাস্থানে প্রয়োগ করা হবে এবং বিষয়বস্তুর সারাংশ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় প্রকাশ করা হবে।

প্রশ্ন :—

১। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোক কি কাজ করে?
২। তাহলে আমাদের প্রধান উপ-জীবিকা কি?
৩। আমাদের দেশে বেকারের সংখ্যা বেশী কেন?
৪। শিল্প-উন্নয়ন আগে হয়নি কেন?
৫। দামোদর পরিকল্পনাসম্পর্কে কি জান?
৬। এই পরিকল্পনার দ্বারা কি কি উন্নতি হয়েছে?
৭। দুর্গাপুর কোথায় অবস্থিত?
৯। চিত্তরঞ্জন কোথায় অবস্থিত?
১০। চিত্তরঞ্জন কি জন্য বিখ্যাত?
১১। কয়েকটি জাতীয় সড়কের নাম বল।
১২। ভারতে জাহাজ-নির্মাণ কারখানা কোথায় আছে?
১৩। দেশবিভাগের ফলে কোন্ সমস্যা দেখা দেয়?
১৪। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ কোথায় অবস্থিত?
১৫। দণ্ডকারণ্য কোথায় এবং কি জন্য বিখ্যাত?

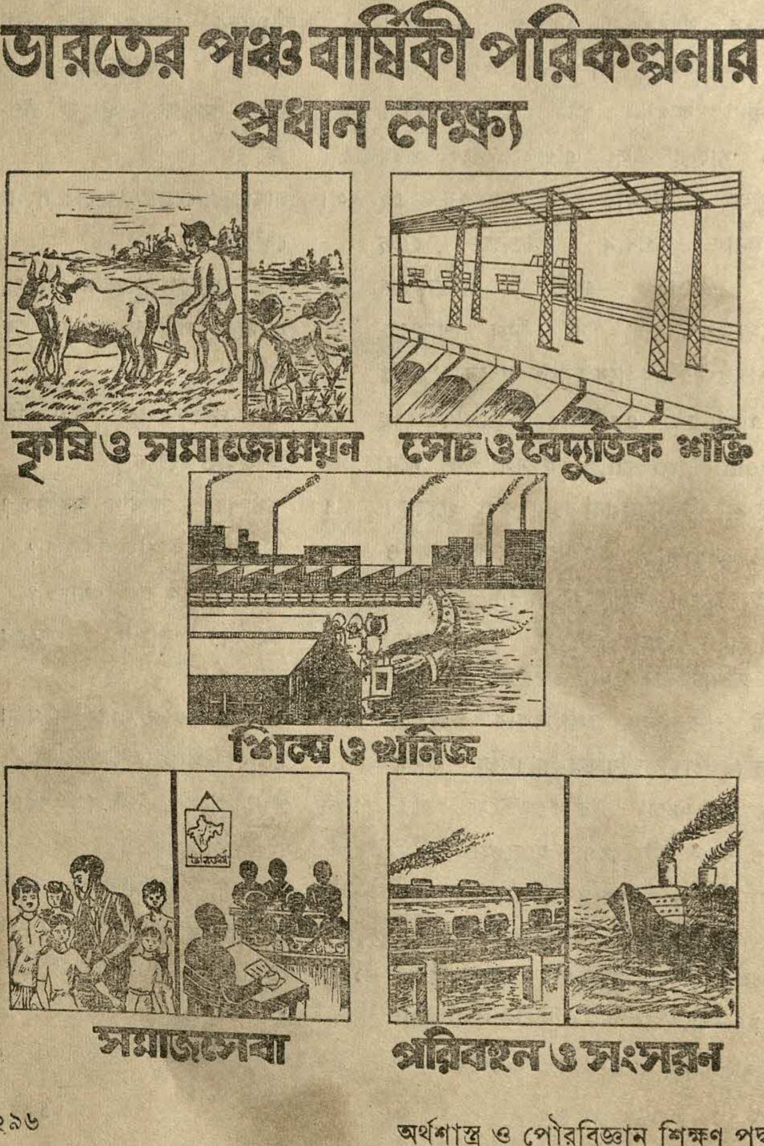
॥ বিষয় বস্তু ॥

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের অগ্রগতির উপর জোর দেওয়া হয়। তা ছাড়া দেশের কর্মসংস্থান, জাতীয় আয়বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

(১৬) বর্তমানে আমাদের খাদ্যাভাবের কারণ কি?

(১৭) বর্তমানে ভারতের লোকসংখ্যা কত?



॥ বিষয়বস্তু ॥	॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥
তৃতীয় পরিকল্পনা কালে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায় কৃষি ও শিল্প উভয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ, জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং অধিক সামাজিক সুযোগ-সুবিধা এবং আয়, সম্পদ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার সুষম বণ্টন প্রভৃতির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বর্তমান চতুর্থ পরিকল্পনায় ঐ সকল উদ্দেশ্য ছাড়া কৃষি উন্নয়ন এবং গ্রাম্য জনসাধারণের আয় বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।	(১৮) বর্তমান জনসংখ্যাকে অতিরিক্ত বলা হবে কেন? (১৯) জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য কি করা দরকার? (২০) বেকার সমস্যা কাকে বলে? (২১) ভারতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত? (২২) বর্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ কি?
প্রথম পরিকল্পনায় ২৩৭৮ কোটী টাকা ব্যয়ের লক্ষ্য থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ১৯৬০ কোটী টাকা ব্যয় হয়।	(২৩) মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? (২৪) ফাটকা বাজার কাকে বলে? (২৫) খাদ্যশস্য যদি কতিপয় লোক মজুত করে রাখে তাতে কি অসুবিধা হয়?
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৮০০ কোটী টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় ৭৬০০ কোটী টাকা প্রকৃত ব্যয় হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় ২২৫০০ কোটী টাকা ব্যয়ের সম্ভাবনা আছে। বর্তমান 'Plan holiday' শেষ হয়ে পরিকল্পনার নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করতে চলেছে।	(২৬) দেশের উৎপাদন কিভাবে বাড়ান সম্ভব? (২৭) চতুর্থ পরিকল্পনা আরম্ভ হতে দেরী হলো কেন? (২৮) দেশের মূলধন সংগঠন কিভাবে সম্ভব?

—সারাংশ—

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য :—(১) জাতীয় আয় বৃদ্ধি, (২) কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন, (৩) শক্তি উৎপাদন, (৪) গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন, (৫) শিল্প ও খনিজ উৎপাদন বৃদ্ধি, (৬) পরিবহন ও সংসরণ, (৭) সমাজসেবা ও বিবিধ শিক্ষা (৮) কর্ম সংস্থান, (৯) মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি।

—অভিযোজন—

ছাত্রদের নবলব্ধ জ্ঞান ও পাঠদানের সার্থকতা নির্ণয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে ঃ

॥ ১ ॥ ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য কি ?

॥ ২ ॥ আজ পর্যন্ত কয়টি পরিকল্পনার কাজ হয়েছে ?

॥ ৩ ॥ প্রথম পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য কি ছিল ?

॥ ৪ ॥ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন ?

॥ ৫ ॥ তৃতীয় পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ সমস্যাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ?

॥ ৬ ॥ পরিকল্পনা বিরতি বা 'Plan holiday' বলতে কি বোঝ ?

—বাড়ীর কাজ—

১। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য এবং মূল্য লক্ষ্য সম্পর্কে একটি রচনা লেখ।

২। ভারতের প্রথম তিনটি পরিকল্পার লক্ষ্যের তুলনামূলক বিচার কর।

(১৪)

একক পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠটীকার নমুনা

*[Sample unit]

বিষয় :—পৌরবিজ্ঞান

একক:—রাজনৈতিকদল

শ্রেণী:—দশম

সময়:—৪টি পিরিয়ড, প্রত্যেকটি ৪৫মিঃ

॥ ক ॥ প্রধান ধারণা — মূল জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

(Major concepts—Basic Understandigs or Big Ideas)

(i) গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা।

(ii) রাজনৈতিক দলই গণতান্ত্রিক সরকারের ভারসাম্য বজায় রাখে।

(iii) রাজনৈতিকদল নাগরিকদের সুশিক্ষিত করে তোলে।

(iv) অধিক সংখ্যক রাজনৈতিক দল সরকারের স্থায়িত্বের পরিপন্থী।

---

*ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের 'এক্সটেনশন সার্ভিস বিভাগ' কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা অবলম্বনে।

॥ খ ॥ বিষয়বস্তুর খসড়া ঃ

(**Content outline**) ঃ

1. রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ঃ

(a) সমভাবাপন্ন একদল লোক নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।

(b) রজিনৈতিক দলের কোন ব্যষ্টিগত স্বার্থ থাকে না।

(c) রাজনৈতিক দলের প্রত্যেক সভ্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক।

(d) রাজনৈতিক দলের গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রত্যেক সভ্যকে আবশ্যিক ভাবে পালন করতে হয়।

2 রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী ঃ

(a) দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচার করা।

(b) প্রত্যেক এলাকার নির্বাচন প্রার্থীর নাম মনেনীত করা।

(c) দলের মতামত প্রচারের জন্য সাধারণ সভার আয়োজন করা।

(d) বিরোধীদল হিসাবে আইন সভায় ও তার বাইরে সরকার পক্ষের গঠন মূলক সমালোচনা করা।

3. রাজনৈতিক দলের দোষ ও গুণ ঃ

গুণ :—

(a) রাজনৈতিক দল জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচার করে।

(b) উহা জনসার্থের রক্ষা কবচ স্বরূপ।

(c) উহা আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে।

(d) উহা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সহযোগিতা রক্ষা করে।

দোষ :—

(a) রাজনৈতিক দলের ঐক্য কৃত্রিম।

(b) রাজনৈতিক দল ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী।

(e) রাজনৈতিক দল অনেক সময় জাতীয় স্বার্থের বিপক্ষে যায়।

4. দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থা

(a) পক্ষে যুক্তি।

(b) বিপক্ষে যুক্তি।

5. ভারতের রাজনৈতিক দল।

6. গণতন্ত্র ও একদলীয় শাসন ব্যবস্থা।

7. ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নীতি ও আদর্শ।

॥ গ ॥ এককের উদ্দেশ্য ঃ

(Unit objectives)

A. জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য ঃ—

(i) ছাত্রদের রাজনৈতিক দলের সঠিক অর্থ উপলব্ধি করিতে সাহায্য করা।

(ii) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।

(iii) ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করা।

(iv) ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।

B. দক্ষতা মূলক উদ্দেশ্য ঃ—

(i) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তাহার ও বুলেটিন সংগ্রহ ও তর্জমা করার দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

(ii) খবরের কাগজ থেকে রাজনৈতিক দলের কার্য কলাপ সম্পর্কে মন্তব্য, সংবাদ সংগ্রহ এবং নোট প্রস্তুত করণ।

(iii) বিতর্কসভা ও মক্ পার্লামেণ্ট (mock parliament) মাধ্যমে যুক্তি প্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধিকরা।

C. দৃষ্টিভংগী মূলক উদ্দেশ্য ঃ—

(i) দায়িত্বশীল নেতৃত্বগ্রহণ মূলক দৃষ্টি ভংগীর পরিবর্দ্ধন।

(ii) উত্তেজনা মূলক রাজনৈতিক নীতি পরিহার ও জাতীয় পটভূমিকায় রাজনৈতিক দলের নীতি গ্রহণ উপযোগী দৃষ্টিভংগী গঠন।

(iii) প্রাত্যহিক জীবনে গণতান্ত্রিক ভাবধারা অনুসরণে সাহায্য করা।

॥ ঘ ॥ শ্রেণী কক্ষের পদ্ধতি ঃ

(Classroom Procedure)

A. প্রণোদন (motivation)

(i) বক্তৃতাদানরত কোন নেতার ছবি।

(ii) রাজনৈতিক দল কর্তৃক আয়োজিত একটি জনসভার ছবি।

(iii) প্রশ্নের মাধ্যমে ঃ—

(a) ভারতে কোন্ রাজনৈতিকদল কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করে।

(b) রাজনৈতিক দলের করণীয় কাজ কী কী ?

(c) ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আদর্শ কি।

B. শিক্ষা দান পদ্ধতি ঃ

(Teaching procedure)

(a) বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য পরপর ২টি ঘণ্টা বর্ণনা মূলক পদ্ধতির অনুসরণ করা হবে।

(b) সমগ্র শ্রেণীকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করা হবে। প্রত্যেকটি দল এক একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিভূ হবে।

(c) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আদর্শ সম্পর্কে একটি বিতর্কসভার আয়োজন করা।

(d) শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের সামনে কতগুলি প্রশ্ন উপস্থাপন করবেন। বিতর্ক সভার শেষে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হবে।

(e) ছাত্রদের প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ এবং পুস্তক সম্পর্কে শিক্ষক মহাশয় পরামর্শ দেবেন।

(f) শ্রবণ ও বীক্ষণ উপযোগী কি কি উপকরণ ব্যবহার করা হবে তা স্থির করবেন শিক্ষক মহাশয়।

(g) শিক্ষার্থীর লব্ধ অভিজ্ঞতা পরীক্ষার জন্য নানারূপ অভীক্ষা প্রস্তুত করবেন শিক্ষক মহাশয়।

(ঙ) শিক্ষার্থীর কাজ ঃ

(Students Activities)

(i) ছাত্ররা নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহ করবে।

(ii) ছাত্ররা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইস্তাহার এবং দলের প্রতীক গুলি সংগ্রহ করবে।

(iii) ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে দল গঠন করে তার নেতা এবং একজন রেকর্ডার নির্বাচন করবে।

(iv) বিতর্ক সভা চলা কালীন তার মন্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ করবে এবং নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর আগে থেকে লিখে রাখবে।

(চ) ছাত্রদের প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

(Student Materials)

(i) নোট বই ও খাতা

(ii) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক গুলি রাখার একটি এ্যালবাম।

(iii) পাঠ্যপুস্তক, মাসিক পত্র, ম্যাগাজিন ও সংবাদ পত্র প্রভৃতি।

(iv) বাৎসরিক সভার বিবরণী ও রেফারেন্স বই প্রভৃতি।

(v) আইন সভার বিবরণী অথবা স্থানীয় পৌর সংস্থার কার্য বিবরণী।

(vi) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাধারণ সভা বা পথযাত্রা এবং নেতাদের ।

(ছ) **শিক্ষকের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ঃ**

(Teacher Resources)

(i) রেফারেন্স বই যেমন অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী কৃত Democracy and one Party States and other essays,

(ii) পাঠ পরিকল্পনা

(iii) সাময়িক পত্র পত্রিকা

(v) নিকটবর্তী Extension Centre থেকে সংগৃহীত উপকরণ।

(vi) চার্ট, ম্যাপ, ডায়গ্রাম, ছবি প্রভৃতি প্রদীপণ।

(জ) **অভিযোজন পদ্ধতি ও কৌশল ঃ**

(Evaluation Procedures & Techniques)

(i) রচনা মূলক প্রশ্ন (জ্ঞান ও বোধগম্যতা পরীক্ষার জন্য) :—

(a) রাজনৈতিক দল কাকে বলে ? উহার কার্যাবলী বর্ণনা কর।

(b) গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।

(c) রাজনৈতিক দল ও উপদলের (faction) মধ্যে পার্থক্য কি ?

(d) গণতন্ত্রে অধিক সংখ্যক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ক্ষতি কারক এই কথা বলা হয় কেন ?

2, **ব্যক্তিগত বা দলগত কর্ম ঃ**

(a) আলোচ্য বিষয়বস্তু পাঠের দ্বারা কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হলো তার বিবরণী প্রস্তুত করণ।

(b) দলগত আলোচনা এবং বিতর্ক সভার আলোচনায় অংশ গ্রহণ।

(c) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন দল পতি নির্বাচন।

3, (a) ভারতে কোন্ দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান টিক্‌মার্ক দিয়ে উত্তর দাও :—

(i) রিপাব্লিকান (ii) কংগ্রেস (iii) পি, এস, পি, (iv) স্বতন্ত্র (v) জনসংঘ (vi) সি, পি, আই, (vii) রক্ষনশীল দল (viii) সি, পি, আই, (এম) (ix) ফরওয়াড' ব্লক (x) শ্রমিক দল (xi) ডেমোক্র্যাটিক দল

(b) কোন্ রাজনৈতিক দল স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন ?

(i) হিন্দু মহাসভা (ii) জনসংঘ (iii) মুসলিক লিগ (iv) কংগ্রেস

(c) অশুদ্ধ নামটি ক্রস চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত কর।

(i) ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসক হচ্ছেন লোকসভার স্পিকার, প্রধান মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচার পতি।

(ঝ) **অতিরিক্ত মন্তব্য ঃ**

(Additional Comments)

(i) ছাত্রদের হাতে কলমে কাজগুলি পরীক্ষা করে নিম্নরূপ মন্তব্য করা হবে ঃ

(a) খুবভাল (b) ভাল (c) মাঝারি (d) খারাপ (e) খুব খারাপ।

(ii) কোন রাজনৈতিক দলের সাধারণ সভা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(iii) রাজনৈতিক দলের মিটিংএর অনুরূপ ছাত্রসভাও করা যেতে পারে।

[১৫]

প্রকল্প পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠ টীকার নমুনা

(Sample Project)

১। **পরিচিতি জ্ঞাপক বিবরণ ঃ—**

(ক) বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা ঃ—জগদ্বন্ধু ইনষ্টিটিউশন

(খ) শিক্ষকের নাম ঃ—প্রঃ কৃঃ দাঃ মঃ

(গ) শ্রেণী ঃ দশম 'ক' শাখা

(ঘ) শিক্ষার্থীর সংখ্যা ঃ ২৪

(ঙ) গড় বয়স ঃ ১৫ +

(চ) সময় ঃ ৪ সপ্তাহ

...TE OF EDUCATION FO...
Dept. of Extension SERVICES
...NI * CALCUTTA-27 ...

২। **প্রকল্পের শিরোনাম ঃ** নির্বাচন (Election)

৩। **সূচনা (Introduction) ঃ**

আধুনিক জগতে ছাত্রছাত্রীরা ভোট ও নির্বাচন সম্পর্কে অনেক কথা শুনে থাকে। কিন্তু তাদের অনেকেরই নির্বাচন ও ভোট সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা থাকে না। গত সাধারণ নির্বাচনের সময় অনেকেই নির্বাচনী সভা দেখেছে। পাড়ায় পাড়ায়, রাস্তার মোড়ে পথ সভা শুনেছে। প্রাচীরে দেয়ালে নানান রকম পোষ্টার পড়েছে। রাজনৈতিক নেতাদের বাক্‌চাতুর্য উপভোগ করেছে। নির্বাচনী ইস্তাহার এবং প্রার্থীদের বক্তব্য শুনেছে। আবার কোথাও কোথাও নির্বাচনী কলহের ভয়াবহতা লক্ষ্য করেছে। কিন্তু ভোটের বৈশিষ্ট্য, তাৎপর্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং নির্বাচনে সাধারণ ভোট দাতাদের দায়িত্ব আর নির্বাচিত প্রার্থীদের কর্তব্য কি সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে নি।

ভারত একটি 'স্বাধীন সর্বভৌম প্রজাতন্ত্র' দেশ। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র হচ্ছে ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তি। এই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সার্থক রূপায়ণ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দায়িত্বশীল সুনাগরিকের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান ভারতের সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্দ্ধমান অনিশ্চয়তা, কায়েমী স্বার্থবাদ, স্বজন পোষন এবং রাজনৈতিক দলাদলি প্রতিটি মানুষকে যতখানি অধিকার সচেতন করেছে, ঠিক ততখানি কর্তব্যশীল করে তুলছে না। সমাজের সর্বস্তরের অন্যায় ও দুর্নীতি মানুষকে ক্রমশঃ ব্যক্তি কেন্দ্রিক করে তুলছে। এর প্রভাব থেকে বর্তমান ছাত্র সমাজ আদৌ মুক্ত নয়। সুতরাং তরুণ ছাত্রসমাজকে গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং নির্বাচনই যে বর্তমান জগতে রাজনৈতিক পালা বদলের অন্যতম শক্তিশালী ও সার্থক অস্ত্র সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা সৃষ্টি করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি গুরু দায়িত্ব।

৪। **উদ্দেশ্য (objective) :**

জ্ঞানমূলক :

।।১।। নির্বাচন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

।।২।। ভোটাধিকার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

।।৩।। অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক উপলব্ধি করা।

।।৪।। রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

দক্ষতামূলক :

।।১।। ভোটার তালিকা প্রস্তুত করণ সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন।

।।২।। নির্বাচনী ইস্তাহার, পোষ্টার, প্রাচীর পত্র এবং নির্বাচনে প্রয়োজনীয় সর্ব-প্রকার উপকরণ সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন।

।।৩।। ভোট কেন্দ্র ও ব্যালট বাক্সে ভোট প্রদানের নিয়ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়।

।।৪।। রাজনৈতিক নেতা এবং নির্বাচন পরিচালকদের সঙ্গে স্বাক্ষাতের সুযোগ লাভ করা।

দৃষ্টিভঙ্গীমূলক :

।। ১ ।। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্দ্ধন।

।। ২ ।। পৌরচেতনা ও নাগরিকতা বোধ বৃদ্ধিসাধন।

।। ৩ ।। সহযোগিতা, ঐক্য ও সংহতিবোধ এবং নেতৃত্বশক্তি বৃদ্ধিসাধন।

।। ৪ ।। পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ জীবনে (Life situation) কতখানি প্রায়াগ সিদ্ধ তা উপলব্ধি করা।

।। ৫ ।। পৌরবিজ্ঞান সম্পর্কে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা।

৫। পরিকল্পনা (Planning) :

(ক) সমস্যার বিশ্লেষণ :

নির্বাচনের সমস্যা কি কি সে সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ে মিলিতভাবে আলোচনার মাধ্যমে স্থির করবেন। আলোচনায় নেতৃত্ব দেবেন বিষয় শিক্ষক। শিক্ষার্থীরাই মূল সমস্যাগুলি স্থির করবে। এখানে সমস্যা গুলি নিম্নরূপ হবে :

(১) ভোট কি ?

(২) ভোট দেব কেন ?

(৩) রাজনৈতিক দল কি ?

(৪) রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য কি ?

(৫) ভোট দেব কাকে ?

(৬) নির্বাচিত প্রতিনিধির কাজ কি ?

(৭) ভোট দাতাদের দায়িত্ব কি ?

(খ) তথ্য সংগ্রহ :—

উল্লিখিত সমস্যাগুলি সামনে রেখে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হবে। যথা :—

(১) বিদ্যালয়টি যে পাড়ায় অবস্থিত সেই পাড়ার একটি ভোটার তালিকা সংগ্রহ করা।

(২) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের-নির্বাচনী ইস্তাহার সংগ্রহ করা।

(৩) বিভিন্ন প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতীক গুলি সংগ্রহ করা।

(৪) কোন্ কোন্ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করেছিলেন তাদের নামের তালিকা প্রণয়ন করা।

(৫) নির্বাচনী সভার পেপার কাটিং সংগ্রহ করা।

৬। কর্মসম্পাদন (Execution) :

প্রকল্পটি কার্যে রূপায়িত করার জন্য নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অনুসরণ করা হবে। যথা :—

॥ ১ ॥ শ্রেণী কক্ষে ২টি পিরিয়ড শিক্ষার্থীরা যে সকল নির্বাচনী সভা দেখেছে তার পোষ্টার, শ্লোগান, বেতার বক্তৃতা এবং মিটিং সম্পর্কে আলোচনা।

॥ ২ ॥ সমগ্র শ্রেণীকে ৫টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হবে। প্রত্যেক গোষ্ঠীতে ৬ জন করে ছাত্র্ থাকবে। প্রত্যেক গোষ্ঠীর এক জন করে দলপতি থাকবে। ৫টি গোষ্ঠীকে যথাক্রমে 'বাঘ', 'সিংহ', 'হাতী', 'ষাঁড়' এবং জেব্রা এই পাঁচটি প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করা হবে। দলপতিদের একটি করে * তারকাচিহ্ন অতিরিক্ত দেওয়া হবে। প্রত্যেক দলকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে।

॥ ৩ ॥ 'বাঘ' চিহ্নিত প্রথম দল গত সাধারণ নির্বাচনের একটি ভোটার তালিকা সংগ্রহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। ঐ তালিকার অনুরূপ শ্রেণীকক্ষের সকল ছাত্রের একটি ভোটার তালিকা প্রণয়ন করবে।

॥ ৪ ॥ দ্বিতীয় দল যাদের প্রতীক চিহ্ন হবে 'সিংহ' তাদের স্থানীয় আইন সভা অথবা লোক সভার সদস্যের সঙ্গে দেখা করে নির্বাচনী এলাকা, প্রাপ্ত বয়স্ক ভোট, ভোটার তালিকা এবং জন প্রতিনিধির কর্তব্য কি আলোচনা করবে।

॥ ৫ ॥ 'হাতী' চিহ্নিত তৃতীয় দলটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তাহার সংগ্রহ করবে। নির্বাচনী প্রতীক গুলির পেপার কাটিং সংগ্রহ করবে। শ্রেণীর মনিটার নির্বাচনের একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করবে।

॥ ৬ ॥ 'ষাড়' চিহ্নিত চতুর্থ দলটিকে স্থানীয় বি,ডি, ও, অথবা কোন নির্বাচনী অফিসে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে ব্যালট বাক্স ও ভোট দেওয়া পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। ভোট দানের সময় ভোটারের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করবে।

॥ ৭ ॥ 'জেব্রা' চিহ্নিত পঞ্চম দলটিকে কিছু মডেল, ডায়গ্রাম এবং নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যা যা তারা দেখেছে তা তৈরী করতে বলা হবে।

॥ ৮ ॥ প্রত্যেকটি ছাত্রকে একটি করে নোট বই (Scrap Book) দেওয়া হবে। প্রত্যেক দলকে তাদের রির্পোট তৈরী করতে বলা হবে।

॥ ৯ ॥ প্রত্যেক দলকে কিছু পুস্তক এবং প্রয়োজনীয় পুস্তিকা দেওয়া হবে। বিষয় শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সেই সকল পুস্তকের আলোচনা হবে।

॥ ১০ ॥ নির্বাচন সম্পর্কে একটি আলোক চিত্রের প্রদর্শনী করা হবে।

॥ ১১ ॥ শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের সভা কক্ষে একদিন মিলিত করা হবে এবং একটি মক্ নির্বাচন করা হবে।

॥ ১২ ॥ চার্ট, মডেল, পত্রিকা কাটিং এবং সংগৃহীত অন্যান্য উপকরণ গুলি বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রদের জ্ঞাতার্থে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

॥ ১৩ ॥ নির্বাচনের নিয়ম অনুযায়ী শ্রেণীর মনিটার নির্বাচন করা হবে।

॥ ১৪ ॥ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দল গত কর্ম ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে কর্মানুশীলনের সুযোগ থাকবে।

॥ ১৫ ॥ সমস্ত কর্ম সম্পাদনের পরে বিভিন্ন দল শ্রেণী কক্ষে উপস্থিত হবে। প্রত্যেক দল তার কার্য বিবরণী শিক্ষক মহাশয়ের সামনে উপস্থিত করবে। এই সকল বিবরণের ভিত্তিতে একটি সংক্ষিপ্তসার (Summary view) করবেন শিক্ষক এবং বিভিন্ন কর্মের মিলিত উদ্দেশ্য (Integrated purpose) কি তা শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করবেন।

৭। **অভীক্ষা (Evaluation) :**

শিক্ষার্থীদের লব্ধজ্ঞানের মূল্যায়ন হবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে :—

(ক) রচনা ধর্মী প্রশ্নের দ্বারা ছাত্রদের সার্বজনীন ভোটাধিকার সম্পর্কে রচনা লিখতে বলা হবে।

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের দ্বারা নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয় বস্তুর জ্ঞান পরীক্ষা করা হবে।

(গ) বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নের দ্বারা সমগ্র বিষয়টির লব্ধজ্ঞান পরীক্ষা করা হবে।

(ঘ) বিষয় শিক্ষক প্রতিটি ছাত্রের ব্যক্তিগত তথা দল গত কর্মধারা লক্ষ্য করবেন এবং তাদের কর্মের ফলাফল (achievements) সর্বাত্মক পরিচয়লিপি (Cumulative Record) এ লিপিবদ্ধ করবেন। ছাত্রদের নোটবই (Scrap Book) বিশেষ ভাবে অনুধাবন করা হবে।

(ঙ) প্রদর্শনী এবং মক ভোটিং (Mock Polling) প্রভৃতি গ্রেডেড্ স্কেলে (Graded Scale) এ পরিমাপ করা হবে। এই রূপ মূল্যায়ন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার এবং কৃতিত্বের পরিচয় পত্র (Certificate) প্রদান করা হবে।

(চ) সমগ্র বিষয় বস্তু ও কর্মধারার উপর একটি রিপোর্ট (Report) ছাত্ররা প্রস্তুত করবে এবং বিদ্যালয়ের প্রাচীর পত্র ও বাৎসরিক ম্যাগাজিনে কর্মানুশীলনের নানা ছবি সহ প্রকাশ করা হবে।

[১৬]

তত্ত্বাবধানমূলক শিক্ষণ পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠটীকার নমুনা

(Sample Supervised Plan)

বিদ্যালয় :—এগরা ঝাটুলাল হাইস্কুল
শ্রেণী :—একাদশ শ্রেণী 'ক'
ছাত্র সংখ্যা :—৩০
গড় বয়স :—১৬+
সময় :—২ঘঃ
তারিক
শিক্ষক :—প্রঃ কৃঃ দাঃ মঃ

বিষয় :—অর্থশাস্ত্র
সাধারণ পাঠ :—অর্থ নৈতিক কাঠামো
বিশেষ পাঠ :—ভারতের বেকার সমস্যা

অন্তকার কর্ম :—
ভারতের বেকার সমস্যার কারণ নির্ধারণ।

পাঠটীকা

—উদ্দেশ্য—

প্রত্যক্ষ : (১) ভারতের বেকার সমস্যার কারণ সমূহ উপলব্ধি করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

(২) জাতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা।

পরোক্ষ : (১) শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর্মস্পৃহা জাগ্রত করা।

(২) কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

(৩) অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

(৪) উৎপাদনশীল দৃষ্টিভংগী সৃষ্টি করা।

—উপকরণ—

(ক) দুখানি করে পাঁচ জন গ্রন্থকারের দশ খানি অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তক।

(খ) ২ খানি আদম শুমারীর রিপোর্টের প্রতিলিপি।

(গ) 'জনসংখ্যা' ও বেকার সমস্যা সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধ সম্বলিত পাঁচ খানি সাময়িক পত্রপত্রিকা।

(ঘ) পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তিকা।

(ঙ) বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪ খানি চার্ট।

(চ) ভারতের ৪ খানি মানচিত্র।

—পরিবেশ সৃষ্টি—

পাঠচর্চার অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে।

(১) অর্থনীতিতে চাহিদা কাকে বলে?

(২) আমাদের সব চাহিদা মেটান যায় না কেন?

(৪) আমাদের মাথা পিছু কত আয়?

(৫) এত কম আয় হওয়ার কারণ কি?

(৬) ভারতের বর্তমান সবচাইতে বড় সমস্যা কি?

এখন এই বেকার সমস্যা যদি সবচাইতে বৃহৎ সমস্যা হয় তাহলে এর কারণ কি কি অনুধাবন করা দরকার।

—কর্ম ঘোষণা—

'ভারতে বেকার সমস্যার বিভিন্ন কারণ সমূহ নির্ধারণ করে একটি রচনা লেখা হবে এইরূপ কর্ম ঘোষণা করা হবে।

—ব্যবস্থাপনা—

স্থান :—অর্থশাস্ত্র ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয় কক্ষ বা প্রয়োগশালা।

পদ্ধতি :—তত্ত্বাবধান মূলক শিক্ষণ পদ্ধতি

দল :—৩০ জন শিক্ষার্থীর প্রতি ৫ জন নিয়ে গঠিত ৬টি দল।

প্রথম দল (বিবেকানন্দ দল)	নাম, যথা :—	সামগ্রী
	(১) শ্রীশান্তনু দাস মহাপাত্র	(ক) পাঠ্য পুস্তক
	(২) শ্রীকৃশানু দাস।	(খ) নমুনা কপি
	(৩) শ্রীস্যোম প্রকাশ ব্যানার্জী	(গ) পত্র পত্রিকা
	(৪) শ্রীসত্যজ্যোতি দাসমহাপাত্র	
	(৫) শ্রীপার্থসারথী প্রধান	
দ্বিতীয় দল (নেতাজীদল)	অন্য পাঁচজন	প্রতিটি দলের
তৃতীয় দল (বাপুজী দল)	,,	জন্য একই
চতুর্থ দল (দেশবন্ধুদল)	,,	প্রকার
পঞ্চম দল (দেশপ্রাণদল)	,,	সামগ্রী
ষষ্ঠদল (রাষ্ট্রগুরু দল)	,,	

—আসন ব্যবস্থা—

প্রতিটি দলের জন্য বিষয় কক্ষে বা প্রয়োগ শালায় আসন নির্দ্দিষ্ট থাকবে। ঘরের মধ্যে চলাফেরার পথ উন্মুক্ত থাকবে। প্রতিটি দলের জন্য একটি করে বড় টেবিল থাকবে। প্রয়োজনীয় সামগ্রী সেই টেবিলে সাজান থাকবে। শিক্ষক মহাশয় ঘরের কেন্দ্র স্থলে থাকবেন। শিক্ষার্থীদের সাহায্যার্থে বিষয় শিক্ষক সর্বদা প্রস্তুত থাকবেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আরোপিত কর্ম সম্পাদন যাতে হয় তার প্রতি বিশেষ নজর দেবেন।

—মূল্যায়ন—

পাঠচর্চার স্থুরু থেকে ১ঘঃ ৩০মিঃ পরে শিক্ষার্থীরা স্ব স্ব রচিত বিষয় শিক্ষকের নিকট জমা দেবে। শেষ ৩০মিঃ শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত রিপোর্টগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করবেন এবং প্রত্যেক দলের কর্মধারা এবং সাফল্য লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

প্রশ্নাবলী

1. Write lesson notes on any one of the following :

(*a*) Monopoly and Competition.
(*b*) Co-operative Society.
(*c*) Democracy and dictatorship.
(*d*) Rights and Duties of a citizen in modern state.

(C. U. B. T. 1965)

2. Write lesson notes any one of the following, indicating the class for which it is meant :—

(*a*) Socialism and communism.
(*b*) Safeguards of liberty.
(*c*) Inflation and deflation.
(*d*) Large-scale and small-scale business.

(C. U. B. T. 1966)

3. Write lesson notes on any one of the following subjects :

(*a*) Balance of trade and balance of payments.
(*b*) Monopoly and competition..
(*c*) Unitary and Federal form of government.
(*d*) Organs of Public Opinion. (C. U. B. T. 1967)

4. Write lesson notes on any one of the following subjects :

(*a*) Laws of returns.
(*b*) Inflation,
(*c*) Organs of Public opinions.
(*d*) United Nations. (C. U. B. T. 1968)

5. Write lesson notes on any one of the following subjects for the class for which it is best suited :

(*a*) National Income.
(*b*) Price Mechanism.
(*c*) Liberty and Law
(*d*) Party Government. (C. U. B. T. 1969)

—সহায়ক গ্রন্থসমূহ—

১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—ভারতকোষ

২। Gettell—Political Theory.

৩। Jather and Beri.—Elementary Principles of Economics.

৪। Bining A. C. & Bining D. H.—Teaching the Social Studies in Secondary Schools

৫। Report of the Indian University Commission—(1948-49) Published by the Government of India.

৬। Report of the Secondary Education Commission—(Oct. 1952—June 1953) Government of India, Ministry of Education.

৭। Report of the Education Commission—(1964-66) Government of India, Ministry of Education.

৮। Simple Visual Aids for Social Education—Published by : N. C. E. R. T.

৯। Audio-Visual Hand Book—Published by : N. C. E. R. T.

১০। A Review of Education in India—Published by : N. C. E. R. T.

১১। Mc Dougall, W.—Outlines of Psychology.

১২। Dasgupta, J. C. and Dasgupta, S.—মন ও শিক্ষা।

১৩। Guha B. R. and Datta, S.—শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা।

১৪। Mookerjee, K. K.—New Education and its Aspects.

১৫। Acharjya, B. M.—আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ ও পদ্ধতি।

১৬। Ghosh, R.—শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ।

১৭। Sen, S. N. and Das, S. K.—An Introduction to Economic Theories.

১৮। Chakravarty, S. N.—An Introduction to Politics.

১৯। Gupta, S.—An Introduction to Economics, Applied and Theoretical.

২০। The First, Second and Third Five Year Plan.—Govt. of India.

২১। Evaluation in Secondary Schools—Edited by B. Bloom, Published by : D. E. P. S. E.

২২। Barnes, H. E.—Social Institution

২৩। Raymont, T.—The Principles of Education.